খাদ্য চিকিৎসা।

([illegible] সংস্করণ)

[illegible]

শ্রী[illegible] চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত

[illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] ১৩০৩

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

কবিরাজ

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক

প্রণীত।

আমাদের দেশে যাহাতে দেশীয় সুচিকিৎসার বহুল প্রচার হয়,
বিদেশীয় ঔষধ-পথ্য ক্রয় করিতে যে পরিমিত বিপুল অর্থ দেশান্তরে
পাঠাইতে হয়, যাহাতে তাহার অল্পতা ঘটে, সুচিকিৎসকের
অভাবে অথবা সুচিকিৎসিত হইবার উপযুক্ত অর্থাভাবে
যাহাদিগকে রোগ ভোগ করিতে বা মৃত্যুমুখে
পড়িতে হয়, তাঁহাদের উপকারের জন্য
এবং সুদীর্ঘকাল চিকিৎসা কার্য্যে রত
রহিয়া যে সকল চিকিৎসা কৌশল
জানিতে পারিয়াছি তাহা
প্রচারের জন্য এইগ্রন্থ
লিখিত ও প্রচা-
রিত হইল।

কলিকাতা।

উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনীয়াধ্যায়।

বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ লোকই অতি দরিদ্র। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিধি সম্যক্ অবগত নহেন। যাঁহাদের তাহা জানা আছে, অবস্থা বৈগুণ্যবশতঃ তাঁহারাও স্বাস্থ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন না। তুষ্টিকর পুষ্টিবর্দ্ধন অন্ন পানীয়ও তাঁহাদের অদৃষ্টে জুটে না। এই সকল কারণে এ দেশের অনেক নরনারীকে নানা রোগে আক্রমণ করে। রোগগ্রস্ত হইলে সুচিকিৎসকের শরণ লইয়া তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে ঔষধ-পথ্য সেবন করাও দরিদ্রের সাধ্যাতীত; মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যেও সুচিকিৎসা দুর্ঘট হইয়া উঠিতেছে। কারণ, পাশ্চাত্য মতাবলম্বি-চিকিৎসকগণ অতিশয় অর্থগৃধ্নু। তাঁহাদের ব্যবস্থা মত ঔষধ পথ্য প্রভৃতি ক্রয় করাও ব্যয় সাধ্য; সকলে তাহা পারিয়া উঠে না। তাঁহাদের অনুকরণে আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরাও অর্থ পিপাসু এবং ভোগলিপ্সু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের শরণ লওয়াও অনেকের সাধ্যাতীত।

এ দেশের ধনি-জনেরাও নানা কারণে চিকিৎসা-বিভ্রাট-গ্রস্ত। এক জনের হাতে জীবনের ভার বিন্যাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়, এরূপ চিকিৎসক বর্ত্তমানকালে সুদুর্লভ। তজ্জন্য সম্পন্ন লোকেরা পীড়িত হইলে পুনঃ পুনঃ চিকিৎসক পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াইয়া অনর্থ সংঘটন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে এ দেশে কবিরাজী চিকিৎসাই প্রচলিত ছিল। তখনকার কবিরাজ মহাশয়েরা এ কালের কবিরাজ মহাশয়দিগের ন্যায় অর্থগৃধ্নু ছিলেন না, এক টাকা, বড়জোর দুই টাকা লইয়া রোগীর বাড়ী যাইতেন। তাঁহাদের ব্যবস্থা-পণ সামান্যই ছিল। দরিদ্রের প্রতি সে কালের আর্য্য-চিকিৎসকেরা মনুষ্যোচিত ব্যবহারই করিতেন। ঔষধের অনুচি[illegible]

কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবার প্রথা তখন প্রচলিত হয় নাই। তজ্জন্য তখন সুচিকিৎসার বাধা ছিল না। সে সময়ে এ দেশের লোকের আরও একটা সুবিধা ছিল—প্রতি গ্রামের অন্ততঃ পক্ষে দুই একজন প্রবীণ লোক সুচিকিৎসার অনেক সন্ধান রাখিতেন। স্বজন বা প্রতিবেশবাসীর মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তাঁহারা কর্ত্তব্যোপদেশ দিতেন। তাঁহাদের উপদেশানুসরণ করিয়া অনেকেই স্বাস্থ্যলাভ করিতেন। প্রয়োজন বুঝিলে তাঁহারা চিকিৎসক ডাকিবার এবং কাহাকে ডাকিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতেন।

সেকালের প্রবীণা গৃহিণীরাও চিকিৎসার অনেক খবর রাখিতেন। প্রসূতি এবং শিশুচিকিৎসার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল এ কথা বলিলেও একান্ত অত্যুক্তি হইবে না।

বাঙ্গালী সে সুখ হারাইয়াছে। কেননা বাঙ্গালী সভ্য হইতেছে। অসভ্য বাঙ্গালীরা জানিত আর্য্য চিকিৎসা-শাস্ত্র ভ্রান্তি প্রমাদ শূন্য। য়ুরোপীয়েরা এবং তাঁহাদের মতানুযায়ী দেশীয়েরা প্রচার করিতেছেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক। বলা বাহুল্য কথাটা ডাহা মিথ্যা। সেই অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দিনে বাঙ্গলার পল্লী সমস্ত হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ জন সঙ্কুল ছিল, আর বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার আমলে সেই সকল পল্লী-গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতেছে।

এইরূপ বিপন্ন নরনারীর কল্যাণের আশায় স্বায়ত্ত চিকিৎসা লিখিত ও প্রচারিত হইল।

যাঁহারা সুচিকিৎসক আহ্বান করিতে অসমর্থ, যাঁহাদের নিকটে ভাল চিকিৎসক পাওয়া যায় না এবং যাঁহারা পরপণ্য বর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প, পরন্তু স্বাবলম্বনে সচেষ্ট, ভরসা করি এই স্বায়ত্ত চিকিৎসা গ্রন্থ তাঁহাদের উপকারে আসিবে। আর যাঁহারা সদ্‌গুরুর অকপট উপদেশ পান নাই এবং চিকিৎসা কার্য্যে ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই চিকিৎসা ব্যবসায়ে

প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কিছু উপকার হইতে পারে, আমিও ধন্য হইব।

যদিচ চিকিৎসা কার্য্য অতি দুরূহ ব্যাপার, সুচিকিৎসককেও কখন কখন রোগ নিরূপণে এবং চিকিৎসা কর্ম্মে কুণ্ঠিত হইতে হয়, তথাপি এমন অনেক রোগ আছে যে, সরল ভাষায় সেই সকল রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা কৌশল বুঝাইয়া দিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই রোগ বুঝিয়া উপদিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতে পারেন। সে প্রকার রোগের সংখ্যাও অল্প নহে। পরন্তু সেই সমস্ত পীড়া প্রায়শঃ নরনারী এবং বালক বালিকার শরীরে আশ্রয় করিয়া থাকে।

বিনাপণে বা অল্পমূল্যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, এরূপ তরুলতা ক্ষুপ বল্লরী এবং কন্দমূল ফল যোগে সেই সমস্ত রোগের ভাল ভাল ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। ধাতু, মিশ্রধাতু এবং উপধাতু বিশেষকে ঔষধ কর্ম্মের উপযোগী করিয়া লওয়াও বুদ্ধিমান্ মানুষের সাধ্যাতীত নহে।

দ্রব্য চিনিবার উপদেশ পাইলে এবং দ্রব্যযোগে ঔষধ প্রস্তুতির কৌশল বুঝাইয়া দিলে অনেকেই ঔষধ তৈয়ার করিয়া লইতে পারেন। কোন্ রোগের কিরূপ অবস্থায় সেই সমস্ত ঔষধের মধ্যে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়, তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিলে ঔষধের সুপ্রয়োগ অসম্ভবপর হয় না।

কোন্ রোগে কিরূপ নিয়মে রহিতে হয় এবং কিরূপ পথ্য গ্রহণ করিতে হয় তাহা জানা থাকিলে, আত্মবৎ ব্যক্তি মাত্রেই নিয়মস্থ রহিয়া, উপযুক্ত পথ্য সেবন করিয়া উপকার লাভ করিতে পারেন। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইল।

১২৮১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন যায় চৈত্র আইসে এমন সময়ে আমি চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে পঞ্চাশ বছরের কথা। অর্দ্ধ শতাব্দীকাল

সে কাজে রত রহিয়া যৎকিঞ্চিৎ চিকিৎসা-কৌশল এবং যে সমস্ত সিদ্ধ-ফল ঔষধ জানিতে পারিয়াছি তাহা অকপট ভাবে প্রচার করা আমার ঐকান্তিকী বাসনা। এই গ্রন্থে সেই বাসনা পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই; সম্যক্ না হইলেও কিঞ্চিৎ পরিপূরণের প্রয়াস পাইয়াছি।

রোগ নিচয়ের মধ্যে ব্রণ পরিণামী এবং ব্রণজাতীয় রোগ বহুবিধ। পরন্তু সেই সমস্ত পীড়া চিকিৎসার জন্য প্রায়শঃ পরায়ত্ত হইতে হয়। তজ্জন্য সর্ব্বাদৌ ব্রণ চিকিৎসা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইল। তৎপর অনেকগুলি প্রায়োভাবি ব্যাধির নিদানাদি তত্ত্ব এবং সহজ চিকিৎসা কৌশল বিশদ ভাবে লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

এই গ্রন্থে যে কয়েকটী রোগের চিকিৎসা কৌশল লিখিত হইল, সেই সমস্ত রোগ নিবারণের উপযোগী যে সকল যোগ-যুক্তি কথিত হইয়াছে সেগুলি বহু পরীক্ষিত শতাধিক স্থলে প্রয়োগ করিয়া যাহার সুফল উপলব্ধি করিতে পারিতেছি তাদৃশ যোগই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অপরীক্ষিত একটী যোগও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

সকলেরই জানা আছে যে, যে যে উপায় অবলম্বন করিলে ব্যাধিগ্রস্ত শরীর রোগ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে পারে তাহার নাম চিকিৎসা। শরীর এবং মনঃ, সাধ্যরোগে আক্রান্ত হইলে অনন্যকর্ম্মা হইয়া চিকিৎসিত হওয়া শরীরী মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু অনাগত রোগ প্রতিষেধ বা স্বাস্থ্যরক্ষণ তদপেক্ষাও গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে হেতু পীড়াগ্রস্ত হইলে, পীড়িত ব্যক্তির পীড়া ভোগ অবশ্যম্ভাবী, ন্যূনাতিরেক পরিমাণে দেহের অপচয়ও অনিবার্য্য; অর্থের অপচয়ও দুর্নিবার্য্য। সুচিকিৎসা দ্বারা রোগমুক্ত হইলেও, শরীর কর্ম্মণ্য হইতে বিলম্ব ঘটে। দুর্ভাগ্য বশতঃ কুচিকিৎসকের হাতে পড়িলে নানা প্রকার অনিষ্ট সংঘটনের আশঙ্কা আছে। কোন কোন পীড়া একবার শরীর আশ্রয় করিলে বহুযত্নেও সম্যক্

নিঃশেষ প্রাপ্ত হয় না। অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হওয়াও বিচিত্র নহে। তার পর সম্প্রতি আর এক নূতন বিভ্রাট উপস্থিত। ইতি পূর্ব্বে ডাক্তার ডাকিলে ভিজিট্ দিয়া এবং তাঁহার ব্যবস্থামত ঔষধ পথ্য ক্রয় করিয়া আপাততঃ নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত, এখন আর তাহাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ডাক্তার ডাকা গেল, তিনি অম্লান বদনে টাকা কটী গণিয়া লইলেন অথচ ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা দিতে সমর্থ হইলেন না। কেননা অন্য নিরপেক্ষ হইয়া রোগ নিরূপণ তাঁহার সাধ্যাতীত। তাঁহার আদেশ অনুসারে রক্ত, মূত্র পুরীষ এবং নিষ্টীবন পরীক্ষা করিয়া আনিলে তিনি আবার আসিয়া অথবা কৃপা করিয়া বাসায় বসিয়া সেই তালিকা গুলি পর্য্যবেক্ষণ করত ব্যবস্থা দিতে সমর্থ হন।

এতগুলি কাজ ধন-হীনের সাধ্যাতীত; অল্পধনের পক্ষেও সুকর না হইলেও প্রাণের দায়ে কাজগুলি তাঁহাদিগকে করিতে হয়! কিন্তু করিতে কাল বিলম্ব ঘটে। হয় তো সেই সময়ের মধ্যে রোগ দুর্জ্জয় হইয়া উঠে। না হইলেও চিকিৎসার ফল সুনিশ্চিত নহে। হয় পীড়া আরোগ্য হয়, না হয় বৃদ্ধি পায় অথবা সমভাবে দীর্ঘকাল ভোগ করিতে থাকে। পীড়া দীর্ঘ-কালাণুবন্ধী হইলে পুনঃ পুনঃ ডাক্তার ডাকিয়া হৃত সর্ব্বস্ব হওয়ায় পর উপদেশ পাওয়া যায় যে চেঞ্জে না গেলে পীড়া আরোগ্য হইবে না। এখন যাই কোথায়? কি লইয়াই বা যাই? সঙ্গেই বা কে যায়? এই ভাবনায় ধন-জন হীন রোগী কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়েন। তখন অদৃষ্টই তাঁহার ভরসা স্থল।

স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সর্ব্বথা বিধেয়। বিশেষতঃ সঙ্কটকালে সর্ব্বপ্রযত্নে স্বস্থ-বৃত্ত অনুসরণ করা উচিত। গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী সংক্ষেপে বলিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়। পৃষ্ঠা

শ্লেষ্ম প্রধান জ্বর পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

পৃষ্ঠা

সমাপ্ত

ধাতু শোধন ও জারণ প্রণালী।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট সমাপ্ত

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রণ—ব্রণশোথ।

আমরা যাহাকে ঘা বলি, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম ব্রণ। "ব্রণ গাত্র বিচূর্ণনে"। ব্রণ্ ধাতুর অর্থ গাত্র বিচূর্ণন। যে কোন কারণে জীব-শরীরের স্থান বিশেষের অথবা একাধিক স্থানের ত্বক্, মাংস, সিরা এবং স্নায়ু প্রভৃতি বিচূর্ণিত অর্থাৎ বিধ্বস্ত হইলে যে রোগ প্রকাশ পায় তাহার নাম ব্রণ। ক্ষত ব্রণ রোগের আর একটী প্রসিদ্ধ নাম।

বায়ু, পিত্ত এবং কফের সাধারণ নাম দোষ। প্রকৃতিস্থ দোষ দেহ ধারণের হেতু। বায়ু, পিত্ত এবং কফ দূষিত হইলেই দেহে রোগের সঞ্চার হয়। দুষ্ট দোষ এবং দোষ-দুষ্ট রস-রক্তাদি ধাতু, শরীরের ত্বক্, মাংস, সিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি, কোষ্ঠ এবং মর্ম্ম এই আটটী অবয়বের একে বা তদধিকে সংশ্রিত হইয়া ব্রণ রোগ উৎপাদন করে। তজ্জন্য ত্বক্ প্রভৃতিকে ব্রণবাস্তু বলে।

ব্রণ দ্বিবিধ। একপ্রকারের নাম শারীর ব্রণ, অপর প্রকারকে সদ্যোব্রণ বলে। ব্রণ-বাস্তু-সংশ্রিত দোষ—বায়ু-পিত্ত-কফ, দুষ্ট রক্তাদির সহিত সঙ্গত হইয়া যে ব্রণ রোগ উৎপাদন করে তাহার নাম শারীর ব্রণ। অস্ত্রে কাটিলে, শস্ত্র অথবা কণ্টক প্রভৃতি দ্বারা বিদ্ধ হইলে, আগুনে পুড়িলে

এবং ঘর্ষণ প্রভৃতি নানা কারণে শরীরের ত্বঙ্মাংস প্রভৃতি বিধানের অপচয় ঘটিলে যে ব্রণ প্রকাশ পায় তাহার নাম সদ্যোব্রণ। আগন্তু ব্রণ সদ্যোব্রণের অপর একটী নাম।

শারীর ব্রণ শোথ পূর্ব্বক ব্যাধি। শরীরের যে বা যে যে স্থানে দুষ্ট দোষ এবং প্রকুপিত-দোষ-দুষ্ট-রস-রক্তাদি-ধাতু সংশ্রিত হইয়া ব্রণরোগ উৎপাদন করিতে ব্যাপৃত হয়, আদৌ সেই বা সেই সেই স্থান স্ফীত হয় অর্থাৎ ফুলিয়া উঠে। স্ফীত স্থল তাপযুক্ত ও সবেদন হয় এবং সেই স্থানের বর্ণ বিপর্য্যয় ঘটে—হয় লাল অথবা শ্যাব বা পাণ্ডু শ্রীধারণ করে। এইরূপ রাগরুগুষ্ণস্ফীতি লক্ষণ পীড়ার নাম ব্রণ শোথ। সচরাচর লোকে ব্রণ শোথকে ব্রণ বলে। বস্তুতঃ ইহা ব্রণ রোগ নহে, ব্রণ-রোগের পূর্ব্বরূপ। ফোড়া, ছার প্রভৃতি ব্রণ শোথের চলিত নাম। ব্রণ-শোথ পাকিয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হইলে অথবা বিদারণ করিয়া দিলে শারীর ব্রণ প্রকাশ পায়।

ব্রণশোথ ষড়্‌বিধ—বাতশোথ, পিত্তশোথ, কফশোথ, সন্নিপাতশোথ, রক্তশোথ এবং আগন্তু শোথ।

যে শোথ লোহিতাভ বা কৃষ্ণচ্ছবি; শোথোপরি টিপদিলে ঠোল খাইয়া যায়; যে শোথ স্পর্শে কর্কশ অর্থাৎ খসখসে এবং তোদ-শূল প্রভৃতি বেদনা বিশিষ্ট তাহাকে বাতশোথ বলে। বাতশোথ কখন শীঘ্র কখন বিলম্বে পাকিয়া উঠে। বলা বাহুল্য যে প্রদুষ্ট বায়ু দুষ্ট রক্তাদির সহিত সঙ্গত হইয়া বাতশোথ উৎপাদন করে।

পিত্ত-শোথ পীত বা লোহিতচ্ছবি। এই শোথ অঙ্গুলির চাপে নমিত হয় না অর্থাৎ বাতশোথের ন্যায় ঠোল খায় না। পৈত্তিক শোথ অতি মৃদু,—বাতজ এবং কফজ শোথের ন্যায় কঠিন হয় না। এই শোথ অবিলম্বে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া পাকিয়া উঠে। অতি উষ্ণতা এবং দাহ অর্থাৎ জ্বালা এই শোথের বিশিষ্ট লক্ষণ। কুপিত পিত্ত আদৌ রস-

রক্তাদিকে বিকৃত করিয়া ব্রণ বাস্ত আশ্রয় করিলে পিত্তজ ব্রণশোথ উৎপন্ন হয়।

প্রদুষ্ট কফ রস-রক্তাদি ধাতুর বিকার সংঘটন করিয়া যে শোথ উৎপাদন করে তাহার নাম কফজ শোথ। দোষ, স্থান সংশ্রয় করিলে তৎপ্রদেশে শোথ দেখা দেয়। শ্লেষ্মজ শোথ ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। শোথযুক্ত স্থান শ্বেত বা পাণ্ডুচ্ছবি ধারণ করে। এই শোথ অত্যন্ত কঠিন, টিপিলে টোল খায় না এবং কালবিলম্বে পরিণত হয়। কণ্ডূতি অর্থাৎ চুলকানি ছাড়া শোথে অন্য কোন বিশিষ্ট যন্ত্রণা অনুভূত হয় না।

যে শোথে উক্ত তিন শোথের মিশ্র লক্ষণ দেখা যায় তাহার নাম ত্রিদোষজ বা সন্নিপাত শোথ।

দুষ্টরক্তাবৃত বায়ু স্থান বিশেষে সংশ্রিত হইয়া যে শোথ উৎপাদন করে তাহাকে রক্তশোথ বলে। রক্তশোথ লোহিত বর্ণ এবং প্রায়শঃ পিত্ত শোথের লক্ষণ যুক্ত।

আঘাত লাগিলে আহত স্থানে যে শোথ উৎপন্ন হয়, কীট পতঙ্গের দংশনে এবং উদ্ভিজ্জ ও জাঙ্গম বিষ লাগিলে যে শোথ জন্মে তাহার নাম আগন্তু শোথ।

ব্রণ—ব্রণ নানা প্রকার। সকল ব্রণ একরূপ হয় না। ব্রণারম্ভক দোষের প্রকোপ-বৈচিত্র্য বশতঃ, ব্রণ ক্ষেত্রে দোষের ব্যাপার শীলতার তারতম্যানুসারে এবং ব্রণবাস্ত সংখ্যার ন্যূনাধিক্য বশতঃ জীব শরীরে নানা আকারের ব্রণ উৎপন্ন হয়। ব্রণ সকলের মধ্যে কোন ব্রণ সুখসাধ্য কোন ব্রণ কৃচ্ছ্রসাধ্য পরন্তু কোন কোন ব্রণ বহু যত্নেও আরোগ্য করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রণশোথের এবং ব্রণরোগের চিকিৎসা-ক্রম।

বিম্লাপন, অবসেচন, উপনাহ, পাটন, শোধন এবং রোপণ এই ছয়টী ক্রম অবলম্বন করিয়া ব্রণশোথের এবং ব্রণরোগের চিকিৎসা করিতে হয়। অপর একটী ক্রমের নাম বৈকৃতাপহ। এই ক্রম সপ্তকের মধ্যে প্রথম চারিটী ক্রম ব্রণ-শোথ বিষয়ক; শোধন ও রোপণ ব্রণ-বিষয়ক ক্রম। অপরটী রূঢ় ব্রণ বিষয়ক।

বিম্লাপন ব্রণ-শোথ চিকিৎসার আদ্যক্রম। যে যা যে যে উপায় অবলম্বন করিলে শোথ বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ শোথ স্থান হইতে উপচিত দোষ এবং দোষ-দুষ্ট রস-রক্ত প্রভৃতি সরিয়া গিয়া রক্তস্রোতের সহিত মিশিয়া শ্বাস-পথ, স্বেদমার্গ এবং মল-মূত্র-পথ দিয়া বাহির হইয়া যায় তাহার নাম বিম্লাপন।

বমন-বিরেচনের দ্বারা অন্তঃপরিমার্জ্জন অর্থাৎ কোষ্ঠ শুদ্ধিকরণ এবং রক্তমোক্ষণ প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা শোথ-প্রশমনের চেষ্টা করার নাম অবসেচন।

ব্রণ-শোথ চিকিৎসার তৃতীয় ক্রমের নাম উপনাহ। প্রলেপ এবং প্রদেহ প্রভৃতি উপনাহের অন্যান্য নাম। শোথের সূচনা কাল হইতে বিম্লাপন এবং অবসেচন ক্রম অবলম্বন করিলেও যদি শোথারম্ভক দোষের প্রবল প্রকোপ বশতঃ শোথ প্রশমিত না হয় পরন্তু যন্ত্রণা দায়ক হইয়া উঠে, তাহা হইলে যন্ত্রণা প্রশমনের এবং শোথ পাকাইবার জন্য যে ক্রম অবলম্বন করিতে হয় তাহার নাম উপনাহ।

অস্ত্র দ্বারা ছেদ করিয়া কিংবা শস্ত্র দ্বারা ভেদ করিয়া অথবা বিদারণৌষধ প্রয়োগ করত সম্যক্ পক্ক ব্রণ শোথ হইতে পূয়াদি নিঃসারণ করার নাম পাটন ক্রম।

শোথ বিদীর্ণ হইয়া ঘা দেখা দিলে সর্ব্বপ্রযত্নে যে ক্রম অবলম্বন করিতে হয় তাহার নাম শোধন ক্রম। এই ক্রমানুসারে কাজ করিলে ক্ষত স্থল সংশুদ্ধ হয়—ক্ষত-স্থলে ব্যাপার শীল দোষের প্রকোপ প্রশমিত হয়, ব্রণ হইতে পূয়রক্তাদি নিঃসৃত হইয়া যায় এবং ব্রণ সুব্যবস্থিত হয়; বাহির হইতে নানাপ্রকার দোষ-বীজ আসিয়া অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।

ব্রণের শুদ্ধলক্ষণ প্রকাশ পাইলে যেরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়া ঘ পুরাইয়া তুলিতে হয় তাহার নাম রোপণ ক্রম।

ঘা পুরিয়া শুকাইয়া গেলে, যদি গত-ব্রণ-ক্ষেত্রে ব্রণ-গ্রন্থি, ত্বক্‌হীনতা এবং বিবর্ণতা প্রভৃতি বিকৃতি রহিয়া যায়, তাহা হইলে যে যে উপায় অবলম্বন করিলে সেই সমস্ত বিকার অপনীত হইতে পারে তাহার নাম বৈকৃতাপহ।

আম, পচ্যমান এবং পক্কশোথ।

অবস্থা ভেদে ব্রণ-শোথ তিন প্রকার—আম, পচ্যমান এবং পক্কশোথ। ব্রণারম্ভক দোষ, রস-রক্তাদি দূষ্যের সহিত সঙ্গত হইয়া, শরীরে যে বা যে যে স্থানে সংশ্রিত হয়, আদৌ সেই বা সেই সেই স্থান উচ্ছ্রিত হয় অর্থাৎ ফুলিয়া উঠে। প্রবহমান রক্ত-স্রোতঃ দোষ-দূষ্যনিচিত স্ফীত স্থলে বাধা পাইয়া পুনঃ পুনঃ ব্যাহত হইতে থাকে। তজ্জন্য শোথ যুক্ত স্থানে নানাপ্রকার পীড়া অনুভূত হয়। কিন্তু সে পীড়া পচ্যমান শোথের ন্যায় গুরুতর নহে। কারণ তথনও শোথযুক্ত স্থানের সিরা, স্নায়ু এবং মাংসাদি বিধানের অপচয় ঘটে না—নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়া যায়। এইরূপ অবস্থাপন্ন

শোথকে আমশোথ বলে। মন্দোষ্মতা, অল্পলোহিতা, কঠিনতা, নাতি-বেদনাবত্ত্ব এবং নাত্যুচ্চতা প্রভৃতি আমশোথের লক্ষণ।

প্রকুপিত-বিশিষ্ট ব্যাপারশীল দোষকর্ত্তৃক শোথক্ষেত্রের সিরা, ধমনী স্নায়ুজাল এবং মাংস-বিতান পীড়িত, বিকৃত এবং বিধ্বস্ত হইতে আরব্ধ হইলে শোথের উচ্ছ্রায় অর্থাৎ উচ্চতা বাড়িয়া উঠে, শোথ যুক্ত স্থান প্রায়শঃ লোহিত ক্বচিৎ কৃষ্ণচ্ছবি ধারণ করে, শোথে নানা জাতীয়-অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, এবং প্রায়শঃ জ্বর প্রকাশ পায় এবং অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন শোথের নাম পচ্যমান শোথ।

ব্রণ-বাস্তু বিগলিত হইয়া বিকৃত রক্ত প্রভৃতিতে মিশিয়া পূয়রূপে পরিণত হইলে শোথের উচ্ছ্রায় কমিয়া যায়, প্রোন্নমিত শোথ পাণ্ডুশ্রীধারণ করে। শোথের চর্ম্ম শিথিল হইয়া আইসে, তজ্জন্য শোথক্ষেত্রে বলি রাজি দেখা দেয়। শোথের যন্ত্রণা প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু শোথাভ্যন্তরে বিশিষ্ট কণ্ডূতি অনুভূতি হইতে থাকে। তজ্জন্য পূয় নিষ্কাষণের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। শোথের এক প্রান্তে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া অপর প্রান্তে অঙ্গুলির আঘাত দিলে, স্থাপিত অঙ্গুলিতে পূয় সঞ্চার অনুভূতি হইতে থাকে। জ্বর থাকিলে ছাড়িয়া যায় এবং অন্নে রুচি জন্মে। উক্তরূপ অবস্থাপন্ন শোথকে পক্ক শোথ বলে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রণশোথের চিকিৎসা প্রণালী।

শোথ-সাধারণের চিকিৎসা প্রণালী একরূপ নহে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে বাত শোথ প্রশমিত হয়, সেরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে পিত্তশোথ প্রশমিত হয় না; কফজ ব্রণশোথের এবং ত্রিদোষজ শোথেরও চিকিৎসা ক্রম স্বতন্ত্র। এমনও কতকগুলি উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে শোথ মাত্রেই প্রশমিত হইতে পারে।

(১)

জলৌকা অর্থাৎ জোঁক লাগাইয়া শোথস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা সাধারণ শোথ বিলয়নের প্রশস্ত পন্থা। নির্দ্দোষ চারিটী জোঁক ব্রণ-শোথের চারি পার্শ্বে লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করাইয়া লইতে হয়। যেখানে যেখানে জোঁক বসাইতে হইবে, সেই সেই স্থানে একটু একটু মাখন লাগাইয়া দিলে সহজেই তত্তৎস্থলে জোঁক লাগিয়া যায়। তাহাতেও যদি না ধরে, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দিয়া ভেদ করিয়া একটু একটু রক্ত বাহির করিয়া লইবে; চ্যুতরক্ত স্থলে জোঁকের মুখ লাগাইবা মাত্রেই জোঁক লাগিয়া রক্ত পান করিতে আরম্ভ করিবে। রক্তপান করিয়া পুষ্ট হইলে জোঁক পড়িয়া যাইবে। তখন গরম জল দিয়া শোথক্ষেত্র ধুইয়া ফেলিবে।

অস্ত্র-শস্ত্র-কুশল চিকিৎসক দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া লওয়াই প্রশস্ত কল্প।

(২)

নূতন অব্যবহৃত তুলা উত্তমরূপে পিঁজিয়া বা ধুনিয়া লইয়া অত্যুষ্ণজলে ভিজাইবে। সেই তপ্ত জলসিক্ত তুলা পুরু করিয়া ব্রণশোথের উপর স্থাপন করত কিছুক্ষণ গরম জল সেচন করিবে। তদনন্তর গরম জলে ভিজান পরিষ্কার কাপড়ের পটী দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবে। দিবসে চারি পাঁচ বার এইরূপ করিলে শোথের যন্ত্রণা প্রশমিত হয়, শোথ বলবৎ হইতে পারে না; শোথ বিলীন হইয়াও যাইতে পারে।

(৩)

যষ্টিমধু ৵৹ এক পোয়া উত্তমরূপে কুটিয়া লইয়া, ৴৪ চারিসের জল সহ মেটে হাঁড়িতে পাক করিবে। ৴২ দুই সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। একটি পরিষ্কার গাড়ু বা বদনার মধ্যে সেই জল রাখিয়া ব্রণ-শোথের উপর সেচন করিলে শোথের যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। বাতশোথে এবং কফশোথে যষ্টিমধুর সুখোষ্ণকাথ এবং পিত্ত ও রক্তশোথে সুশীতল ক্বাথ সেচন করা বিধেয়।

(৪)

বিশুদ্ধ গব্যঘৃত গরম করিয়া তাহা দিয়া তুলা ভিজাইয়া শোথযুক্ত স্থান আচ্ছাদন করত তদুপরি গরম গরম ঘি অল্প অল্প সেচন করিলে সকল প্রকার শোথের যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। শোথও বিলীন হইয়া যাইতে পারে।

(৫)

প্রবল ব্রণশোথ এবং বিদ্রধি নামক শোথ উচ্ছ্রিত হইলে, বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোষ্ঠশুদ্ধি করিয়া লওয়া উচিত।

প্রলেপ।

শোথ-বিলয়ন, শোথের যন্ত্রণা প্রশমন, শোথে পূয় সঞ্চার, এবং পক্ক-শোথ বিদারণের নিমিত্ত চিকিৎসকেরা বহু উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই সকল উপায়ের মধ্যে প্রলেপ প্রয়োগ অন্যতম পরন্তু শ্রেষ্ঠতম উপায়।

যে বা যে যে দ্রব্য প্রয়োগ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেই বা সেই সেই দ্রব্য আহরণ করিয়া শিলাতলে পেষণ করত ব্যাধিত স্থলে পুরু করিয়া যাহা লাগাইয়া দেওয়া হয় তাহার নাম প্রলেপ। লেপ, লেপন এবং প্রদেহ প্রলেপের অপর তিনটী নাম।

একই প্রকার প্রলেপ প্রয়োগে সকল প্রকার শোথ বা ক্ষত প্রশমিত হয় না। বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রলেপ প্রয়োগ করিতে হয়। এমনও কতকগুলি সিদ্ধ যোগ আছে, ব্রণ-শোথারম্ভক এবং ব্রণক্ষেত্রে ব্যাপার শীল দোষের বিচার না করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্বত্র সুফল পাওয়া যায়।

আদৌ প্রলেপ লাগাইবার কয়েকটী নিয়ম বলা যাইতেছে। যথা-স্থানে প্রলেপ-প্রস্তুতিবিধি এবং প্রলেপ-প্রয়োগবিধি অর্থাৎ যে যে ক্ষেত্রে যে সকল প্রলেপ প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায় তাহার কথা বলা যাইবে।

ব্রণ-শোথে দিবাভাগে প্রলেপ যোজনা করিবে। রজনীমুখে দত্ত-প্রলেপ উষ্ণজলে সিক্ত করিয়া উঠাইয়া ফেলিবে। তার পর গরম জল দিয়া শোথযুক্ত স্থান উত্তমরূপে ধুইয়া, মুছিয়া উন্মুক্ত রাখিবে। পর-দিবসের প্রাতঃকালে প্রলেপ যোজনা করিতে হইবে।

শোথস্থান ব্যাপিয়া প্রলেপ লাগাইতে হয়। যদি শোথের স্থান-বিশেষ উচ্ছ্রিত হইয়া অর্থাৎ উঁচু হইয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে

যে, আদৌ ঐ স্থান বিদীর্ণ হইয়া পূয়াদি নির্গত হইবে। এরূপ উঁচু স্থানকে লোকে ফোড়ার মুখ বলে। ফোড়ার মুখ আল্‌গা রাখিয়া শোথ জুড়িয়া প্রলেপ যোজনা করিতে হয়।

হতবীর্য্য, গতরস, ভ্রষ্টগন্ধ এবং কীটজগ্ধ অর্থাৎ পোকায় ধরা দ্রব্যজাত প্রলেপ দিতে অথবা অন্য কোন ঔষধ কর্ম্মে কদাচ ব্যবহার করিবে না। দেশ-সুলভ উদ্ভিজ্জের ফল-মূল-পত্র-বল্কল প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া লইবে। বণিক্‌দ্রব্য টাট্‌কা দেখিয়া ক্রয় করিবে।

যে শিলায় প্রলেপ পেষণ করিবে তাহা যেন খুব পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। ঘায়ে দিবার প্রলেপ বাটিবার সময় এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। প্রলেপ দিবার দ্রব্যগুলি যেন সুপিষ্ট হয়।

এক আঙ্গুল পুরু প্রলেপ যোজনা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তার চেয়ে পুরু দিলেও ক্ষতি হয় না।

চন্দনাদি কাষ্ঠের প্রলেপ দিতে হইলে, সেই সেই দ্রব্য নির্ম্মল জলের সহিত ঘসিয়া ঘসিয়া এরূপ ঘন করিয়া লইতে হইবে, যে লাগাইলে গড়াইয়া না পড়ে।

প্রলেপ শুকাইয়া আসিলে, সেই শুষ্যমান প্রলেপ উঠাইয়া ফেলিতে হইবে; কদাচ সম্যক্ শুষ্ক হইতে দিবে না। শুষ্যমান প্রলেপ উঠাইলে, সেই স্থানটা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে; তার পর নূতন প্রলেপ লাগাইয়া দিবে।

অধিকক্ষণ বাটিয়া রাখা প্রলেপ ব্যবহার করিবে না। একবার দেওয়া প্রলেপ পুনর্ব্বার ব্যবহার করা একান্ত বিগর্হিত।

অনুলোমন প্রলেপ যোজনা করিবে না; রোমাবলি উৎক্ষেপ করিয়া প্রতিলোম ভাবে প্রলেপ লাগাইতে হয়।

শোথভেদে বিশেষ বিশেষ প্রলেপ-প্রয়োগ।

বাতশোথের প্রলেপ।

(১)

ডহুয়া, ডেউয়া বা মাদার প্রভৃতি নামে পরিচিত উদ্ভিদের নির্য্যাস অর্থাৎ আঠা, আবশ্যকানুরূপ সংগ্রহ করিয়া, সেই আঠার চারিভাগের একভাগ সৈন্ধবের গুঁড়া তাহাতে মিশাইয়া লইবে। সৈন্ধব মিশ্রিত সেই আঠার প্রলেপ পুনঃ পুনঃ লাগাইলে বাতশোথ বিলীন হয়।

(২)

টাট্‌কা কলিচূণের সহিত মধু মিশাইয়া ঘুটিয়া লইলে তাহা গরম হইয়া উঠিবে। সেই উষ্ণ মিশ্রণ বাত-শোথ স্থলে লাগাইয়া দিলে শোথ বিলীন হইয়া যায়।

(৩)

যজ্ঞডুম্বরের টাটকা আঠা সৈন্ধবচূর্ণের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ লাগাইলে বাতশোথ বিলীন হয়।

যজ্ঞডুম্বরের শিকড়ের ছাল অভাবে গাছের ছাল, শীতল জল সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতশোথ প্রশমিত হয়।

প্রদুষ্ট বায়ু অঙ্গুলির অস্থি-চ্ছদ অর্থাৎ হাড়ঢাকা পর্দ্দা আশ্রয় করিয়া রাগুষ্ঠরুক্-স্ফীতি লক্ষণ এক প্রকার অতি যন্ত্রণাদায়ক এবং কষ্ট সাধ্য রোগ উৎপাদন করে। লোকে তাহাকে আঙ্গুল হাড়া বলে। যজ্ঞডুম্বুরের ছাল বাটিয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইলে সেই রোগ প্রশমিত হয়। গাছের ছাল অপেক্ষা মূলের ছাল সমধিক গুণকারী।

পিত্তজ এবং রক্তজ-শোথ-চিকিৎসা।

(১)

পরিষ্কৃত শিলায় বিশুদ্ধ জলের সহিত রক্তচন্দন ঘসিয়া লইবে। শোথের আয়তন বুঝিয়া, চন্দন ঘসার পরিমাণ স্থির করিয়া লইবে। উপযুক্ত পরিমিত ঘৃষ্ট চন্দনের সহিত দূর্ব্বা বাটিয়া লইয়া তাহাতে যষ্টিমধুর গুঁড়া যোগ করিয়া পেষণ করত প্রলেপ দিলে পিত্তজ এবং রক্তজশোথ প্রশমিত হয়।

(২)

তুল্য পরিমাণে সুপরিস্কৃত তিসি এবং কৃষ্ণতিল মেটে খুলিতে রাখিয়া মৃদু মৃদু জ্বালে অল্প ভাজিয়া, কোন পাত্রে স্থিত গোদুগ্ধে ঢালিয়া দিবে। তার পর দুগ্ধসিক্ত তিল তিসি পরিষ্কার শিলায় পরিষ্কার নোড়া দিয়া বাটিয়া পিত্ত এবং রক্তজ শোথে প্রলেপ দিলে, শোথের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়, শোথও প্রশমিত হয়।

ব্রণের জ্বালা নিবারণের জন্যও এই প্রলেপ যোজনা করিবে। ইহার ন্যায় ঘায়ের জ্বালা জুড়াইবার দ্বিতীয় ঔষধ সুদুর্লভ।

বাতরক্ত রোগে পায়ের গোছা এবং পাতা ফুলিয়া লোহিত শ্রীধারণ করত যদি যন্ত্রণা দিতে থাকে তাহা হইলে উক্ত প্রলেপ ব্যাধিত স্থলে লাগাইলে অচিরে জ্বালা যন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

পাদ-দাহ নামক বাত-ব্যাধিতেও উক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

(৩)

গোধূম চূর্ণ—আটা বা ময়দা প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে গ্রহণ করিবে। যতটুকু আটা বা ময়দা লওয়া হইয়া থাকে তাহার অর্দ্ধপরিমিত এরণ্ডবীজের

শাঁস লইয়া এক সঙ্গে উভয় দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিতে হইবে। তৎপর সেই পিষ্টকল্কের সহিত কিছু পুরাতন গব্য ঘৃত মিশাইয়া ছাগদুগ্ধে প্রলেপোচিত করিয়া লেপ দিলে, পিত্তজ এবং রক্তজ শোথ প্রশমিত হয়।

বাতরক্তজ শোথ প্রশমনের জন্য এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। প্রয়োগের ফলও বিশেষ সন্তোষ জনক।

আমবাত রোগে সময়ে সময়ে গ্রন্থি ফুলিয়া লাল হইয়া উঠে। তাদৃশ স্ফীত স্থলে উক্ত প্রলেপ দুই তিন দিন পুনঃ পুনঃ লাগাইলে বড়ই উপকার পাওয়া যায়।

কফজ-শোথ চিকিৎসা।

(১)

বেগুনের ফল আর গোলমরিচ তুল্য পরিমাণে লইয়া জলের সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কফজ শোথ প্রশমিত হয়।

বাতশোথের আমাবস্থায় এই প্রলেপ লাগাইলে ও উপকার পাওয়া যায়।

(২)

পুনর্নবাশাক, দেবদারু কাঠের সূক্ষ্মচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ, সাদা সরিষার গুঁড়া এবং সজিনার শিকড়ের ছাল সমান সমান পরিমাণে লইয়া কাঁজি দিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কফজ শোথ অচিরে আরোগ্য হয়।

হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য বশতঃ পাদদেশে শোথ উপস্থিত হইলে উক্ত প্রলেপ পাঁচ সাত বার লাগাইলে বিশেষ উপকার লাভ হয়। সন্নিপাত শোথেও এই প্রলেপে হিত সাধন করে।

দেবদারু—পার্ব্বতীয় দেবদারু কাষ্ঠ ঔষধার্থ ব্যবহার করিতে হয়। কাষ্ঠ, পশারির দোকানে পাওয়া যাইবে। উক্ত কাষ্ঠ ঈষৎ পীতচ্ছবি, বিশিষ্টগন্ধ যুক্ত এবং স্নিগ্ধাবয়ব।

যে সমস্ত দ্রব্য সমবায়ে প্রলেপটা প্রস্তুত করিতে হয়, সেই সমস্ত সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। পশারির দোকানে দেবদারু, শুঁঠ এবং সাদা সরিষা পাওয়া যায়, কোন দ্রব্য মহার্ঘ্যও নহে। সজিনা মূলের ছাল এবং পুনর্নবা-শাক সর্ব্বত্রই সুলভ। তবে পেষণ করার জন্য কাজি সর্ব্বত্র পাওয়া না যাইতে পারে। কাঞ্জিক অর্থাৎ কাঁজি একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক প্রকার ঔষধ-নির্ম্মাণ কার্য্যে কাঁজি ব্যবহৃত হয়। তজ্জন্য গৃহস্থগণ ঘরে কিছু কাঁজি তৈয়ার করিয়া রাখিলে ভাল হয়। তৈয়ার করিয়া রাখাও দুর্ঘটন নহে। নিম্নে কাঁজির প্রস্তুতি প্রণালী লিখিত হইল।

কাঞ্জিক প্রস্তুতি প্রণালী—টাট্‌কা ভানা আতপ চাউল /৩৸ তিন সের আধপোয়া লইয়া মেটে হাঁড়ীতে উপযুক্ত পরিমিত নির্ম্মল জল দিয়া ভাত রাঁধিবে। চা'ল সুসিদ্ধ হয় অথচ মাড় গালিতে না হয় এরূপ পরিমিত জল দিতে হয়। সেইরূপ রাঁধা ভাত একটা নূতন মৃৎপাত্রে ১৬ ষোল সের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। যে পাত্রে ভিজাইবে তাহার মুখ সরা দিয়া আচ্ছাদন করিতে হইবে। সাত দিনের পর জল ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল পুনরপি অন্নপরিহীন পরিষ্কার করা মৃৎভাজনে চারি পাঁচ দিন রাখিয়া দিবে। তৎপর উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ উঠাইয়া বোতল পুরিয়া, বোতলের মুখবন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। কাঁজি যত পুরাতন হইবে ততই তাহার গুণোদয় হইবে।

গ্রন্থি-গত বাত রোগে স্ফীত এবং বেদনান্বিত ক্ষেত্রে উক্ত প্রলেপ লাগাইলে অচিরে বেদনা ও স্ফীতি অর্থাৎ ফুলা প্রশমিত হয়। দিবসে তিন চারি বার প্রয়োগ করা বিধেয়।

সন্নিপাত-ব্রণশোথ-চিকিৎসা।

যে শোথে বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার নাম ত্রিদোষজ বা সন্নিপাত শোথ। এই শোথ বড়ই কষ্টপ্রদ এবং কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্যাধি। সন্নিপাত শোথ প্রকাশ পাইলে আদৌ জোলাপ দিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধি করিয়া লইবে। উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া নিম্ন-লিখিত প্রলেপ যোজনা করিবে।

(১)

বট, অশ্বত্থ, প্লক্ষ অর্থাৎ পাকুড়, যজ্ঞডুম্বুর এবং বেতস বৃক্ষের শিকড়ের বা গাছের ছাল আহরণ করিয়া পরিস্কার করিয়া লইবে। বহির্ভাগের মরাছাল এবং অভ্যন্তর ভাগে যদি কাঠ থাকে তাহা ছুরিকা দ্বারা চাঁচিয়া উঠাইয়া ফেলিবে। তার পর প্রথমতঃ হামান দিস্তায় কুটিয়া পরে পরিস্কার শিলাতলে পরিস্কার নোড়া দিয়া, আবশ্যকানুরূপ জলসহ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। সেই বাটনার সহিত কিছু পুরাতন গব্য ঘৃত—যে ওজনে উক্ত ছাল গুলি লওয়া হইয়া থাকে তাহার চারিভাগের একভাগ, মিশাইয়া শোথে দুই আঙ্গুল পুরু করিয়া লাগাইয়া দিবে। দিবাভাগে অন্ততঃ পক্ষে তিনবার প্রলেপ লাগাইতে হয়।

উক্ত বৃক্ষ পঞ্চকের মধ্যে বেতস বৃক্ষ সর্ব্বত্র সুলভ নহে। না পাওয়া গেলে অবশিষ্ট বল্‌কল চতুষ্টয়ের যোগেও প্রলেপ দিলে সুফল পাওয়া যাইবে।

(২)

যবের ছাতু, গোধূমচূর্ণ—আটা বা ময়দা এবং সোণামুগ কলায়ের গুঁড়া সমান সমান ভাগে লইয়া এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। তারপর নির্ম্মল জলে গুলিয়া একটি মৃৎভাজনে রাখিয়া মৃদু অগ্নির সন্তাপে ফুটাইয়া প্রলেপ দিবার উপযোগী করিয়া, অল্প গরম থাকিতে শোথ-ক্ষেত্র জুড়িয়া পুরু প্রলেপ দিবে। লেপ শুকাইতে আরম্ভ করিলে, তাহা গরম জলে ভিজাইয়া উঠাইয়া স্থানটী উত্তমরূপে ধুইয়া পুনর্ব্বার নূতন প্রলেপ যোজনা করিবে।

উক্ত প্রলেপ বাতশোথ এবং কফ শোথেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ স্তনবিদ্রধি এবং অন্যান্য বিদ্রধি শোথেরও প্রলেপটী পরমৌষধ।

ঠুনকো।

স্তন্যবাহি-স্রোতঃ, দুষ্ট দোষ কর্ত্তৃক সংরুদ্ধ হইলে স্তনমণ্ডল অথবা স্তনমণ্ডলের কতক অংশ অস্বাভাবিক কঠিন হইয়া উঠে। সেই কঠিন স্থল স্ফীত হয়, লোহিতচ্ছবি ধারণ করে এবং বেদনাযুক্ত হয়। এই রাগরুগ্উষ্ণ স্ফীতি লক্ষণ স্ত্রীরোগের চলিত নাম ঠুনকো বা থুনকো। দেশভেদে আরও প্রচলিত নাম থাকিতে পারে; আমরা ঠুনকো নামই গ্রহণ করিলাম।

এই রোগ উপস্থিত হইলে, প্রায়শঃ জ্বর প্রকাশ পায়। অঙ্গমর্দ্দ—গা আড়ামোড়া, গাত্রবেদনা, আলস্য, অক্ষুধা এবং অরুচি এই রোগের

অপরাপর লক্ষণ। দুগ্ধবতী স্ত্রীলোকেরাই উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

এই পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, অল্প প্রযত্নেই আরোগ্য হইতে পারে। উপেক্ষা করিয়া, অহিত আহার বিহারে রত রহিলে কৃচ্ছ্র-সাধ্য হইতে পারে।

চিকিৎসা।

রোগিণীকে লঙ্ঘনে রাখিবে। অসম্ভব হইলে লঘু ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে কোন উপায়ে হউক দুগ্ধ নিঃসরণের উপায় বিধান করিবে।

ভিজান মসূর কলায় উত্তমরূপে বাটীয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে ঠুন্‌কো অচিরে আরোগ্য হয়।

বসা রক্তচন্দন এবং যষ্টিমধুর গুঁড়া এক সঙ্গে মিশাইয়া লেপ দিলে স্তনের লৌহিত্য প্রশমিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিদ্রধি—বিদ্রধি চিকিৎসা।

বিদ্রধি এবং ব্রণ-শোথ এই দুই ব্যাধিই শোথাত্মক এবং ব্রণ-পরিণামী। অর্থাৎ উভয় রোগই আদৌ শোথ পুরঃসর উদয় হয়, তার পর ব্রণে পরিণত হয়। বিশেষ এই যে প্রদুষ্ট বায়ু-পিত্ত-কফ ত্বঙ্মাংসের অন্তরালে সংশ্রিত হইয়া রস-রক্ত ধাতুর বিকার সংঘটন করত ব্রণ-শোথ উৎপাদন করে, আর সেই সকল দোষ অস্থি, অস্থিচ্ছদ এবং মেদঃ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতু আশ্রয় করত বিদ্রধি উৎপাদন করে। বিদ্রধি শরীরের বাহিরে উদ্‌গত হয়, আমাশয়, পক্বাশয়, যকৃৎ, প্লীহা এবং বস্তি প্রভৃতি অন্তঃকোষ্ঠেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরের বাহিরে যে বিদ্রধি হয়, তাহাকে বাহ্য বিদ্রধি এবং আশয় সম্ভূত বিদ্রধিকে অন্তর্বিদ্রধি বলে।

দোষের সংখ্যার ন্যূনাধিক্য এবং দোষ প্রকোপের তারতম্যানুসারে নানা আকার প্রকারের বিদ্রধি, নর-নারী শরীরে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রণ-শোথের ন্যায় বিদ্রধি শোথও ছয় প্রকার এবং প্রায়শঃ তল্লক্ষণ যুক্ত। বিদ্রধি সাধারণকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া লইলে চিকিৎসার কাজ চলিতে পারে।

এক প্রকার বিদ্রধির আকার খুব বড় হয়, শোথ টিপিলে কঠিন বোধ হয়, শোথ ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। শোথের মধ্যে দপ্ দপ্ কন্ কন্ টন্ টন্ প্রভৃতি বেদনা অনুভূত হয় এবং কণ্ডূতি অর্থাৎ চুলকানি বিদ্যমান থাকে।

অপর প্রকার বিদ্রধির বর্ণ লোহিত বা কৃষ্ণ, শোথ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে

থাকে, শোথাভ্যন্তরে জ্বালা অনুভূত হয় এবং জ্বর দাহ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।

বিদ্রধি শোথ দেখা দিলেই বিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া কোষ্ঠশুদ্ধি করিয়া লইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির যোগে কথিত প্রণালীতে কষায় প্রস্তুত করিয়া, কোষ্ঠ-শুদ্ধির দ্বিতীয় দিবসাবধি আরোগ্য কাল যাবৎ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে। স্বতন্ত্র বিরেচন ঔষধ না দিয়া বক্ষ্যমাণ কষায়ের সহিত ক্যাষ্টর-অইল্ বা লাল তেউড়ির মূল চূর্ণ মিশাইয়া পান করাই প্রশস্ত কল্প। কষায়ের সহিত প্রতিদিনই বিরেচন ঔষধ দিতে হইবে না। যে দিন কোষ্ঠশুদ্ধির আবশ্যকতা বুঝিবে সেই দিনই দিবে। ক্যাষ্টর্ অইল ২॥০ আড়াই তোলা অথবা তেউড়িয়ার মূল চূর্ণ ১-৪ শিকি তোলা, প্রস্তুত কষায়ে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তবে কোষ্ঠের মৃদুতা এবং ক্রূরতা বুঝিয়া উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের মাত্রার ন্যূনাধিক্য করিতে হয়। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে কষায়কে চলিত কথায় পাচন বলে।

স্তন-বিদ্রধি।

পূর্ব্বে যে ঠুন্‌কো নামক স্তন-রোগের কথা বলা গিয়াছে, তাহা কোন কোন দুগ্ধবতী স্ত্রীলোকের এক বা দুই স্তনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঠুন্‌কো দুর্জ্জয় ব্যাধিও নহে। স্তনবিদ্রধি অতি কষ্টকর এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি। যদি এই রোগ প্রশমনের জন্য অস্ত্রোপচার করিতে হয়, তাহা হইলে কষ্টের অবধি থাকে না; হয় ত স্তন-সৌন্দর্য্য চিরকালের তরে নষ্ট হইয়া যায়। কখন কখন স্তন-মণ্ডল সমূলে উচ্ছেদ করিয়া রোগিণীর জীবন

রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু পীড়ার সূচনা কাল হইতে, যে সকল ক্রিয়াক্রম বলা যাইতেছে, তাহা যদি অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় না। বক্ষ্যমান ক্রিয়া অবলম্বনে বহু স্তন বিদ্রধি আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বায়ু, পিত্ত এবং কফ যুগপৎ কুপিত হইয়া স্তন বা স্তনদ্বয় আশ্রয় করিলে, তত্রস্থ রস, রক্ত এবং মেদোধাতু কুপিত হইয়া স্তনবিদ্রধি উৎপাদন করে।

স্তন-বিদ্রধির চিকিৎসা-ক্রম, সন্নিপাতজ অপরাপর বিদ্রধি চিকিৎসার অনুরূপ। পরে যে পীযূষ-পয়োধি-প্রদেহের কথা বলা যাইবে, সেই প্রদেহ স্তনবিদ্রধি, অপরাপর বিদ্রধি এবং যাবতীয় ব্রণ-শোথের পরমৌষধ। যাঁহারা কৃপা করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠ করিবেন তাঁহারা কৃপা করিয়া বক্ষ্যমান প্রলেপটী যদি প্রয়োগ করেন তাহা হইলে পরমোপকার লাভ করিবেন।

অন্তর্বিদ্রধি।

অন্তর্বিদ্রধি কষ্টপ্রদ এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি। বহু চেষ্টা করিয়াও কোন কোন অন্তর্বিদ্রধির হাত হইতে রোগীকে রক্ষা করা যায় না। এই রোগ সূচিত হইলেই সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সম্ভব না হইলে, পীড়া জানিতে পারিলেই নিম্নলিখিত ক্রম অবলম্বন করিবে।

আদৌ বুঝিয়া লইতে হইবে কোষ্ঠাভ্যন্তরে কোন্ স্থানে বিদ্রধির সঞ্চার হইতেছে। দোষদুষ্ট দূষ্য যে স্থানে সংশ্রিত হইয়া বিদ্রধির পত্তন করিতে আরম্ভ করে, সর্ব্বত্র রোগী সে স্থানটী ঠিক করিতে পারে না। কারণ ব্রণবাস্তর আশে পাশেও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইতে থাকে। নিম্নলিখিত উপায়ে স্থানটী নিরূপণ করিয়া লইয়া প্রলেপাদি যোজনা করিবে।

রক্ত চন্দন বা সাদা চন্দন পরিষ্কার জলের সহিত ঘসিয়া ঘসিয়া, প্রলেপ দিলে গড়াইয়া না পড়ে এরূপ ঘন করিয়া লইবে। তার পর কোষ্ঠাভ্যন্তরে, যে স্থানে রোগী, বিদ্রধি সূচনা অনুভব করে, সেই স্থান জুড়িয়া ঘৃষ্টচন্দনের প্রলেপ দিবে। প্রলেপটী সমান পুরু করিয়া দিতে হইবে। প্রলেপটীর যে স্থানটী সর্ব্বাগ্রে শুকাইয়া যাইবে, বুঝিতে হইবে যে তাহার অভ্যন্তর স্থানে বিদ্রধির সঞ্চার হইতেছে।

বিদ্রধি-সম্ভবের সম্ভাবনা জানিতে পারিলে কদাচ উপেক্ষা করিবে না। সর্ব্বাদৌ উনা-প্রদেহ অর্থাৎ তিসির পোলটিশ, দিবসে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিয়া, ছয় সাতবার প্রয়োগ করিবে। ২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

অন্তর্বিদ্রধিতে, রোগী যদি জ্বালা অনুভব করে তাহা হইলে, বাহ্য বিদ্রধিতে যে খই চূর্ণ প্রভৃতির লেপ দিতে বলা হইয়াছে সেই প্রলেপ যথাবিধি প্রয়োগ করিবে। ২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

পানীয়ৌষধ।

(১)

শজিনার শিকড় উঠাইয়া, উত্তমরূপে ধুইয়া লইবে। তার পর সেই সুধৌত শিকড়ের ছাল উঠাইয়া পরিষ্কার শিলাতলে, কিঞ্চিৎ জল সহ পেষণ করত, পরিষ্কার পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। সেই রস ২ তোলা বা আড়াই তোলা, অর্দ্ধতোলা মধুর সহিত মিশাইয়া প্রাতঃকালে অথবা সন্ধ্যা'র সময় পান করিতে দিবে।

(২)

অথবা

সুপরিষ্কৃত শজিনা মূলের ছাল ২ ভরি পেষণ করিয়া ⁄॥০ আধ সের জল সহ পাক করিবে। ⁄৶০ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া

তাহাতে মূলতানি হিং ২ রতি এবং সৈন্ধবচূর্ণ ৵০ দুই আনা গুলিয়া দিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে।

(৩)

প্রাতঃকালে উক্ত কষায় সেবনের ব্যবস্থা করিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, সাদা পুনর্নবার সুধৌত মূল ১ ভরি এবং বরুণের মূলের বা স্থূল শিকড়ের ছাল ১ ভরি একত্র পেষণ করিয়া ⁄৷৷০ আধ সের জল সহ পাক করত ⁄৵০ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

(৪)

আকনাদি, আকানাদি এবং নিমুখী প্রভৃতি নামে পরিচিত লতার মূল উঠাইয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লইবে। জল শূন্য হইলে সেই মূল ১ তোলা ওজন করিয়া তণ্ডুলোদক অর্থাৎ চালুনি জল দিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, ৪ তোলা পরিমিত এবং অর্দ্ধ তোলা মধু দিয়া গুলিয়া রাত্রিকালে পান করিতে দিবে।

তণ্ডুলোদক বা চালুনি জল—টাট্কা ভানা সুপরিষ্কৃত আতপ চা'ল ৮ তোলা, ৪৮ আটচল্লিশ তোলা নির্ম্মল জল সহ একটী মেটে বা পাথরের বাটীতে রাত্রিকালে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবসের প্রাতঃকালে উপরের স্বচ্ছাংশ গ্রহণ করিবে।

স্বেদ।

কৃষ্ণতিল, তিসি, সাদা সরিষা এবং রেড়ীর বীজের শাঁস সমান সমান ভাগে লইয়া শিলাতলে কিঞ্চিৎ জল সহ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রলেপোচিত করিয়া লইবে। অন্তর্ব্বিদ্রধির উপরি ভাগে দুই আঙ্গুল পুরু করিয়া সেই প্রলেপ যোজনা করিয়া তদুপরি রেড়ীর পাতা বিছাইয়া দিবে। তার পর লোহার হাতা তপ্ত করিয়া তদুপরি স্বেদ প্রদান করিলে অন্তর্ব্বিদ্রধি প্রশমিত হয়।

উপান্ত্র-বিদ্রধি।

যে স্থলে ক্ষুদ্রান্ত্র পর্য্যবসিত হইয়া বৃহদন্ত্রের মূল-দেশে সংযোজিত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে হংস-পক্ষ-নাড়ীর ন্যায় স্থূল একটী নলিকা বহির্গত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্যের স্থিরতা নাই; অর্দ্ধ হইতে ৮ আট ইঞ্চ্ পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহার নাম উপান্ত্র। কেহ কেহ অন্ত্রপুচ্ছত্র বলেন। ইহার কার্য্য কারিতা অদ্যাপি জানা যায় নাই। কিন্তু এইস্থলে যে দারুণ রোগ উপস্থিত হয় তাহা অনেকেই অবশ্য অবগত আছেন। এই রোগের ইংরেজী নাম এপিন্‌ডিসাইটিস্। বাংলায় ইহাকে উপান্ত্র বিদ্রধি বলা যাইতে পারে।

এই রোগ প্রায়শঃ অস্ত্রোপচার সাধ্য। কিন্তু সূচনা কালে, পূর্ব্বোক্ত অন্তর্বিদ্রধি চিকিৎসার ক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

পূর্ব্বোক্ত স্বেদ প্রয়োগ, কষায় পান এবং প্রলেপ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

পাচন প্রদেহ বা পাকড়।

(১)

শোথ-ক্ষেত্র আচ্ছাদন করিয়া ২ দুই আঙ্গুল পুরু প্রলেপ লাগান যায়, এরূপ পরিমাণে যবের ছাতু লইয়া নির্ম্মল জলের সহিত গুলিয়া, মৃৎভাজনে রাখিয়া মৃদু মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিয়া প্রলেপ দিবার উপযোগী ঘন করিয়া নামাইবে। তৎপর তাহার সহিত তিল-তৈল মিশাইয়া, পচ্যমান বাত ব্রণ-শোথের উপর পুরু প্রলেপ প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর পাকিয়া উঠে।

তিল তৈলের পরিবর্ত্তে, উক্ত প্রকারে পাক করা যবচূর্ণের সহিত পুরাতন গব্য ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ লাগাইলে পিত্তশোথ অচিরে পক্কাবস্থায় উপনীত হয়।

পুরাতন ঘৃত এবং তিলের তৈল তুল্য পরিমাণে লইয়া উক্ত প্রকারে পাক করা যবশক্তুর সহিত মিশাইয়া প্রলেপ লাগাইলে সন্নিপাত শোথ অচিরে পাকিয়া উঠে।

(২)

কাঁটা ন'টে, কাঁটামারিষ প্রভৃতি নামে সুপরিচিত ক্ষুপজাতীয় কণ্টকাকীর্ণ উদ্ভিদের মূল উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। কিঞ্চিৎ গোদুগ্ধ যোগে এই মূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পচ্যমান শোথের উপর পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। যে শোথের মূল অবগাঢ় নহে এরূপ শোথে উক্ত প্রলেপ লাগাইলে শীঘ্র পাকিয়া উঠে। সংস্কৃত ভাষায় কাঁটা নটেকে তণ্ডুলীয় বলে।

(৩)

কিঞ্চিৎ জলের সহিত, লাল জবাফুল এবং পুরাতন তেঁতুল বাটিয়া প্রলেপ দিলে অনবগাঢ় মূল শোথ অচিরে পরিপক্ক হয়।

(৪)

তিসির পোলটিস্ লাগাইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ২৭ পৃষ্ঠা দেখ। আম ও পক্কশোথেও উক্ত পোলটিস্ হিতকর।

(৫)

পুরাতন গব্য ঘৃত গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইলে পচ্যমান শোথ অচিরে পক্কাবস্থায় উপনীত হয়।

(৬)

তেলাকুচার পাতা এবং ইক্ষু চিনি বাটিয়া প্রলেপ লাগাইলে, পিত্ত-শোথের জ্বালা যন্ত্রণা প্রশমিত হয় এবং শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

(৭)

ব্রণশোথ পাকাইবার জন্য তোকমারির পোলটিস্ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তোকমারি জলে ভিজাইয়া প্রলেপোচিত করিয়া লাগাইয়া দিতে হয়।

(৮)

পীযুষ-পয়োধি-প্রদেহ।

পীযূষ-পয়োধি-প্রদেহ সার্থক নামা সিদ্ধযোগ; যাবতীয় ব্রণ পরিণামি-শোথের এবং নানা প্রকার ব্রণরোগের মহৌষধ। ব্রণ-শোথ, ঠুন্‌কো বা স্তনবিদ্রধি এবং অন্য সর্ব্ব প্রকার বিদ্রধির আমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে শোথারম্ভক দোষের প্রকোপ প্রশমিত হয়। তজ্জন্য উৎকট যন্ত্রণা কমিয়া যায় এবং শোথও সংবর্দ্ধিত হইতে পারে না। এই প্রদেহের প্রভাবে

আমশোথ বিলীনও হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার শোথ বিলয়নী শক্তি সুনিশ্চিত নহে!

যে কোন প্রকার শোথ পাকিবার উপক্রম করিলে, শোথে নানা প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠে। হয় ত জ্বর প্রকাশ পায় এবং অক্ষুধা, অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়! শোথের পচ্যমান অবস্থায় পীযূষ-পয়োধি প্রদেহের ন্যায় মহৌষধ ভুবন-দুর্ল্ভ। দুই তিন বার এই প্রদেহ প্রয়োগ করিলে জ্বালা যন্ত্রণা টনটনি ছেঁচানি প্রশমিত হয়! রোগী সোয়াস্তি লাভ করে এবং ঘুমাইয়া পড়ে। রোগী ভাবিবে যে ধন্বন্তরি আসিয়া অমৃত সেচন করিয়া গিয়াছেন।

দুই তিন দিন এই প্রদেহ অর্থাৎ প্রলেপ দিবসে তিন চারি বার লাগাইলে শোথ সুপক্ক হইয়া স্বয়ংই বিদীর্ণ হইয়া যায়। যদি সম্যক্ পক্কশোথ বিদীর্ণ হইতে কাল বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে অবিলম্বে সুযোগ্য অস্ত্র চিকিৎসকের দ্বারা শোথ বিদারণ করাইয়া লইবে। অস্ত্রোপচারের পর প্রায়শঃ অস্ত্র চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না। উক্ত প্রদেহ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে।

আধপোয়া নিমের পাতা এক সের নির্ম্মল জলসহ মেটে পাত্রে পাক করিয়া আধসের অবশেষ থাকিতে নামাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। আদৌ সেই জল দিয়া ক্ষত স্থল উত্তমরূপে ধুইয়া প্রলেপ যোজনা করিবে। দিবসে চারি পাঁচ বার প্রলেপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক বার ক্ষত স্থল ধুইয়া টাট্‌কা প্রলেপ যোজনা করা উচিত। প্রলেপ মাহাত্ম্যে অল্প দিনেই ক্ষত স্থল সুব্যবস্থ হইয়া শুদ্ধব্রণের লক্ষণ যুক্ত হইবে। তখন বক্ষ্যমাণ রোপণ ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে।

কষায় কল্পনা,—বিল্ব, শোণা, গণিয়ারি, গাম্ভারী এবং পারুল এই

পাঁচ প্রকার বৃক্ষের মূল বা শিকড়ের ছাল, অভাব হইলে গাছের ছাল, শালপান, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, এবং গোক্ষুর এই কয় প্রকার উদ্ভিদের মূল অভাবে সর্ব্বাবয়ব গ্রহণ করিবে। প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়া রাখা যা'ক্ যে বিল্বাদি পঞ্চ বল্কলের নাম বৃহৎ পঞ্চমূল, আর শালপর্ণ্যাদি উদ্ভিদ্ পঞ্চকের নাম স্বল্প পঞ্চমূল। উভয়ের মিলিত নাম দশমূল।

উক্ত দশমূল গণোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য ৵০ দুআনির ওজনে গ্রহণ করিবে এবং পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁট আর হরীতকী এই দ্রব্য চতুষ্কের প্রত্যেক দ্রব্যও ৵০ দু'আনা ওজন লইবে। তার পর সমুদয় দ্রব্য একসঙ্গে কুটিয়া /৷০ আধসের জল সহ মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে পাক করিতে হইবে। /৵০ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিবে।

পুনর্নবাশাক দুই প্রকার, শাদা পুনর্নবা আর এক প্রকার লাল পুনর্নবা উভয়ই তুল্য গুণবদ্‌দ্রব্য। তথাপি চিকিৎসকেরা শাদা পুনর্নবা আদরের সহিত ব্যবহার করেন। ঔষধ কর্ম্মে হরীতকীর আঠী পরিত্যাগ করিতে হয়।

কোষ্ঠ-শুদ্ধি এবং কষায় পানের ব্যবস্থা করিয়া, শোথোপরি প্রদেহ অর্থাৎ প্রলেপ লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১)

উমা-প্রদেহ।

উমা এক প্রকার তৈল-যোনি শস্য। ইহার চলিত নাম মসিনা বা তিসি। উপযুক্ত পরিমাণের তিসি লইয়া, মেটে খোলায় রাখিয়া অল্প ভাজিয়া লইবে। সেই ঈষদ্‌ভর্জ্জিত তিসি, প্রয়োজনানুরূপ জল সহ শিলায় উত্তমরূপে বাটিয়া লইতে হইবে। তার পর সেই বাটনা কিঞ্চিৎ জল দিয়া গুলিয়া মৃদু মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিয়া প্রলেপোচিত করিয়া লইয়া

নামাইবে। ব্রণক্ষেত্রের দ্বিগুণ আয়ত বস্ত্র খণ্ডের অর্দ্ধাংশে সেই পিষ্ট-পঙ্ক পুরু করিয়া লাগাইয়া অপর অর্দ্ধাংশ দ্বারা আচ্ছাদন করত বিদ্রধি-শোথের উপর বসাইয়া দিবে। দুই ঘণ্টা রাখিয়া আবার নূতন প্রদেহ যোজনা করিবে। দিবসে পাঁচ সাত বার প্রয়োগ করিলে শোথের যন্ত্রণা কমিয়া যায়। অনেক স্থলে শোথও বিলীন হইয়া যায়। ব্রণশোথেও এই প্রদেহ প্রয়োগ করিবে।

(২)

যব-গোধূম-মুদ্গ চূর্ণ যোগে প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলেও বিদ্রধি শোথ প্রশমিত হয়। ইহার প্রস্তুতি প্রণালী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩)

বট অশ্বত্থ প্রভৃতির বল্কল যোগে প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪)

যে বিদ্রধির বর্ণ লাল, যাহা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং শোথ-বিবৃদ্ধির সঙ্গে জ্বর দাহ উপস্থিত হয় সেই বিদ্রধি শান্তির জন্য নিম্নলিখিত প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে।

টাট্‌কা ভাজা খৈ চূর্ণ এক ছটাক, চিনি আধ ছটাক, যষ্টি মধুর চূর্ণ এক কাঁচ্চা এবং অনন্তমূলের গুঁড়া এক কাঁচ্চা এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ যোজনা করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবসে পাঁচ ছয় বার লাগাইবে।

ভেক বা ব্যাঙ্‌ সকলেরই পরিচিত জন্তু। নানা জাতীয় ভেক জলে বা জল-সমীপে স্থলে বাস করে। গৃহকোণে, কোটরাভ্যন্তরে এবং আবর্জ্জনার মধ্যেও এক প্রকার ব্যাঙ্‌ বাস করে। ইহাদের গায়ের চামড়া

খস্‌খসে এবং কঠিন। ইহাদের রবও অন্যান্য ভেকের ন্যায় নহে। ইহারা সময়ে সময়ে শ্রুতি কঠোর শব্দ করিয়া থাকে। তজ্জন্য অনেকে ইহা-দিগকে কট্‌কটে ব্যাঙ্‌ বলে। কুনো ব্যাঙ ইহাদের অপর চলিত নাম। কুনো ব্যাঙ অসুলভ নহে।

একটী বড় কুনো ব্যাঙের কণ্ঠ, বক্ষঃস্থল এবং সমস্ত উদর দেশ তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা চিরিয়া প্রসারণ করত সরুধির মাংস ক্রোড়দেশ ব্রণশোথ বা বিদ্রধি শোথের উপর লাগাইয়া দিয়া কাপড়ের পটী দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিবে। বার তের ঘণ্টার পর উন্মোচন করিতে হইবে।

এই প্রক্রিয়ার শক্তি অচিন্ত্য। ইহার প্রভাবে আম-পচ্যমান্ এমন কি পক্ক-শোথও বিলীন হইয়া যায়। বহু পরীক্ষিত এই সিদ্ধ যোগ বাহ্য ব্রণ-পরিণামি শোথের মহৌষধ।

যাবতীয় প্রমেহ, বিশেষতঃ মধুমেহ যত্ন পূর্ব্বক প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলে, প্রমেহপীড়িতের রক্ত, মাংস এবং মেদঃ প্রভৃতি ধাতু ক্রমশঃ বিকৃত হইতে থাকে। তজ্জন্য প্রমেহীর শরীরে নানা প্রকার পীড়কা প্রকাশ পায়। সেই সকল পীড়কার মধ্যে বিদ্রধি অন্যতম। পীড়কার বিদ্রধির স্বরূপ প্রায়শঃ পূর্ব্বোক্ত বাহ্য বিদ্রধির ন্যায়। বিশেষ এই যে, পীড়কা বিদ্রধি হস্ত পদাদি প্রত্যঙ্গে উদ্‌গত হয় না; গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগে, উদরে এবং পৃষ্ঠদেশে প্রায়শঃ উদ্‌গত হয়। উক্ত বিদ্রধির উপরিতন দেশে দুই তিন বা তদধিক ক্লেদবাহি ছিদ্র থাকে। শরীরে প্রমেহ রোগের সঞ্চার না থাকিলেও, মেদোদুষ্টি জন্যও জন্মিতে পারে। এই পীড়ার চলিত নাম কার্ব্বাঙ্কল।

কার্ব্বাঙ্কলের উপরিতন ভাগে পীযূষ-পয়োধি প্রদেহের পুরু প্রলেপ দিলে, অচির কাল মধ্যেই সুফল ফলিতে আরব্ধ হয়। শোথে পূয় সঞ্চার হইয়া ছিদ্র মুখ দিয়া নিঃসৃত হইতে থাকে, যন্ত্রণা কমিয়া যায়, শোথের

আয়তন কমিয়া আইসে এবং ঘা আগ্লা হইয়া পড়ে। তখন নিমের পাতা সিদ্ধ করা জল দিয়া ধুইয়া, প্রলেপ লাগাইতে থাকিলে, ব্রণ-সংশোধিত হইয়া আরোগ্যোন্মুখ হয়।

পীযূষ-পয়োধি প্রদেহের উপাদান এবং প্রস্তুত-বিধি—অনন্তমূল, যষ্টিমধু এবং নালুকা এই তিন প্রকার দ্রব্য সমবায়ে উক্ত প্রদেহ প্রস্তুত করিতে হয়।

অনন্তমূল স্বচ্ছন্দজাত লতাবিশেষ। ইহার মূল ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। অনন্তমূল সদ্গন্ধযুক্ত, আস্বাদ তিক্ত মধুর। কুত্রাপি অনন্তমূলের চাষ করিতে দেখা যায় না। বীরভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, মেদিনীপুর এবং অন্যান্য পার্ব্বতীয় অঞ্চলে, প্রচুর পরিমাণে অনন্তমূল জন্মে। বঙ্গ-দেশের সকল প্রদেশেই অনন্তমূলের লতা দেখা যায় কিন্তু সর্ব্বত্র সুপ্রচুর নহে। এই ঔষধের অপ্রতুল হয় না, কারণ পশারির দোকানে যথেষ্ট অনন্তমূল কিনিতে পাওয়া যায়। যে অনন্তমূল অবিকৃত থাকে তাহাই ঔষধার্থ গ্রহণ করিবে।

যষ্টিমধু প্রসিদ্ধ দ্রব্য পশারির দোকানে পাওয়া যায়। নালুকার সংস্কৃত নাম নলিকা। উদ্ভিদের ত্বক্ বিশেষ; পশারির দোকানে পাওয়া যায়।

উক্ত দ্রব্যত্রয়ের প্রত্যেক দ্রব্য, পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাখিয়া দিবে। তদনন্তর অনন্তমূল চূর্ণ ১ ভাগ, যষ্টিমধু চূর্ণ ১ ভাগ এবং নালুকা চূর্ণ ২ ভাগ গ্রহণ করিয়া এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে। প্রয়োগ কালে উক্ত সুরক্ষিত চূর্ণ হইতে প্রয়োজনোপযোগী চূর্ণ লইয়া, প্রলেপ লাগাইবার উপযোগী হয়, এমন ভাবে নির্ম্মল জলে গুলিয়া প্রলেপ দিবে। বলা বাহুল্য যে এক সঙ্গে কিছু বেশী গুঁড়া করিয়া রাখিলে কাজের সুবিধা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পাটন—অবপীড়ন।

ফোড়া, ছার এবং বাঘী প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত বিবিধ-প্রকার ব্রণ-শোথ সুপক্ক হইলে কদাচ কাল বিলম্ব করিবে না। ছেদ করাইয়া অথবা বক্ষ্যমাণ পাটন যোগ প্রয়োগ করিয়া শোথের পূয়াদি সম্যক্ নিঃসারণ করিয়া দিবে। পাটনযোগ প্রয়োগে যদি শোথ সম্যক্ বিদীর্ণ হইতে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে অস্ত্র-কুশল চিকিৎসকের শরণ লইয়া, ছেদ-ভেদ করাইয়া লইবে। তার পর শোধন ও রোপণের জন্য পরায়ত্ত হইতে হইবে না। শোথের পক্ক লক্ষণ, (‡ ১০ পৃষ্ঠা দেখ) প্রকাশ পাইলে বক্ষ্যমাণ পাটন যোগ প্রয়োগ করিবে।

(১)

পরিষ্কৃত কঠিন শিলাতলে, গরুর দাঁত কিঞ্চিৎ জলের সহিত ঘসিয়া ঘসিয়া লেপ দিবার উপযোগী ঘন করিয়া লইবে। যদি শোথের উপরিতন দেশের কোন স্থান উঁচু হইয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তদুপরি, একটি দু'আনির আয়তন, সেই ঘৃষ্ট গোদন্ত পুরু করিয়া লাগাইয়া দিবে। আর যদি তাহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে স্থান ফুটিলে অবাধে পুঁজ রক্ত গড়াইয়া পড়িতে পারে, সেই স্থানে লাগাইতে হইবে। শোথ বড় হইলে, বিবেচনা মত দুই বা তদধিক স্থানে লাগাইবে। ঘৃষ্ট গোদন্ত লাগাইয়া সেই স্থান বাদ দিয়া, অবশিষ্ট শোথের উপর পুরাতন গব্য ঘৃত গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইলে শোথ অচিরে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

(২)

শিহলী জটা একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ্। বর্ষা ও শরৎকালে গভীর ও অগভীর জলাশয়ে ভাসিতে দেখা যায়। বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতেও গভীর জলাশয়ে ভাসিতে থাকে। ইহার চলিত নাম শিউলিছোপ্ বা শিউলি ছোপড়্। ইহার পাতার ও পত্রনালের আকার প্রায়শঃ, কুমুদ, না'ল এবং সাঁপলা প্রভৃতি নামে বিখ্যাত জলজ উদ্ভিদের পাতা ও নালের ন্যায়। কিন্তু পাতা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, নালও সাপ্লার নালের চেয়ে সরু। কেশ-গুচ্ছের ন্যায় ইহার মূল জলে ভাসিতে থাকে। সেই মূলদেশ হইতে চারি পাঁচটী পত্রনা'ল নির্গত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া পত্র বিস্তার করে। শিহলী জটার সাদা ছোট ছোট ফুলগুলি অতি মনোরম। ইহার পাতার তলদেশ ঈষৎ লোহিতাভ, উপরের পিঠ ফিঁকে সবুজ। ইহার আর একটী চলিত নাম পা'ন পাতাড়ী।

জলাশয় হইতে পাতা উঠাইয়া যে পিঠ ঈষৎ লাল সেই পিঠ পক্কশোথের উপর লাগাইয়া দিলে শোথ বিদীর্ণ হইয়া যায়! মধ্যে মধ্যে পাতা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। শোথ কঠিন হইলে দুই তিন দিন লাগাইতে হয়।

(৩)

শুষ্ক হলুদ পোড়াইয়া কৃষ্ণবর্ণের ভস্ম করিয়া লইবে। হলুদ-ভস্ম এক ভাগ আর সাজীমাটী এক ভাগ মিশাইয়া অল্প জল দিয়া গুলিয়া পক্ক শোথের উপরে লাগাইলে শোথ বিদীর্ণ হয়।

সর্পনির্ম্মোক অর্থাৎ সাপের পরিত্যক্ত খোলস পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া লইবে। সেই ভস্ম তিলতৈলের সহিত গুলিয়া, একটী শিকির আয়তনে শোথের উপর লাগাইয়া দিলে শোথ বিদীর্ণ হয়।

৫

পারাবত শকৃৎ অর্থাৎ পায়রার মল অল্প জলের সহিত গুলিয়া লাগাইবে। শোথযুক্ত স্থানের চামড়া পাতলা হইলে, তিন চারিবার লেপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পুরু হইলে পাঁচ সাতবার লাগাইতে হয়। পারাবতের টাট্‌কা মলই গ্রহণ করিবে।

৬

যে গাছের চলিত নাম ডহরকরঞ্জ, কেরল এবং পিটে গড়া প্রভৃতি, যাহার সংস্কৃত নাম নক্তমাল ও উদকীর্য্য, সেই গাছের শিকড়ের ছাল, শ্বেত করবীর শিকড়ের ছাল এবং রক্তচিত্রার শিকড় সমান সমান পরিমাণে লইয়া একসঙ্গে জলের সহিত বাটিয়া ব্রণশোথের উদ্ধৃত ভাগ যুড়িয়া প্রলেপ দিলে অচিরে শোথ ফাটিয়া যায়।

৭

পীয়ূষ-পয়োধি প্রদেহ এবং তিসির পোলটিশ প্রয়োগেও শোথ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

অবপীড়ন।

শোথ বিদারণ করিয়া দিলে অথবা ঔষধ প্রভাবে বিদীর্ণ হইলে কতক পূঁজ রক্ত বাহির হইয়া যায়। অনিঃসৃত পূঁজ রক্ত প্রভৃতি চাপিয়া টিপিয়া, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বিঘট্টন করিয়া এবং প্রলেপ বিশেষের সাহায্যে বাহির করিয়া দিতে হয়। এই ক্রমের নাম অবপীড়ন।

ছিন্ন ভিন্ন স্থলের চারিপাশে শোথ ক্ষেত্রের উপর অবপীড়ন ঔষধ লাগাইতে হয়।

যে উপায় অবলম্বন করিলে পূয় নিঃসরণের পথ অনবরুদ্ধ থাকে, তাহার উপায় অবশ্যই করিবে। পূয় প্রণালী রুদ্ধ হইলে, অবিনিঃসৃত দুষ্ট পূয়াদি অনর্থ সংঘটন করে।

কাল তিলের শাঁস পরিষ্কার নোড়া দিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া তরল করিয়া লইবে। এক আঙুল কি দুই আঙুল চওড়া এবং আবশ্যকানুরূপ দীর্ঘ কাপড়ের ফালিতে সেই তিল বাটা মাখাইবে। যে কাপড়ের ফালিতে তিলবাটা মাখাইবে তাহা যেন কোমল, চিক্কণ এবং সুপরিষ্কৃত হয়। তারপর কোন উপযুক্ত শলাকাদ্বারা সেই তিলবাটা মাখান কাপড়ের ফালি ধীরে ধীরে শোথের কোটরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অবকাশ স্থান পূর্ণ হইলে সেই কাপড়ের ফালির এক কি দুই আঙুল বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ কাঁচিদিয়া কাটিয়া ফেলিবে। তারপর, টাট্‌কা গরম গব্যঘৃত মাখান পেঁজা তুলা কি কাপড়ের টুক্‌রা দিয়া ব্রণিত স্থান আচ্ছাদন করত শোথোপরি অবপীড়ন কল্ক পুরু করিয়া লাগাইয়া তদুপরি কচি কলার পাতা স্থাপন করিয়া কাপড়ের পটী দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ব্রণাভ্যন্তরে কাপড়ের পটী প্রবেশ করান অসম্ভব হইলে অর্থাৎ ব্রণের মুখ সূক্ষ্ম হইলে বর্ত্তি প্রবেশ করাইয়া দিয়া অবপীড়ন ঔষধ লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তিল বাঁটা কিঞ্চিৎ সৈন্ধবের সহিত মিশাইয়া কাপড়ের টুকুরায় মাখাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করত রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। তাহা হইলে বর্ত্তি-ব্রণাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবার উপযোগী হইবে।

উক্ত কাজগুলি যে দিন করা হইবে তার পরদিন বাঁধন খুলিয়া ভিতরের পটী বাহির করিয়া, ঘায়ের ভিতর বাহির উত্তমরূপে ধুইয়া পটী বা পলিতা পরাইয়া পূর্ব্ববৎ বাঁধিয়া রাখিবে। দুই তিন দিন এইরূপ করিলে শোথ চুপ্‌সিয়া যাইবে এবং ঘা আল্‌গা হইবে।

ঘা ধুইবার নিমিত্ত নিমের পাতা এবং পল্টোলের পাতা এক এক ছটাক লইয়া /২ দুইসের জল সহ পাক করিয়া /॥০ আধসের শেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই জল উপযুক্ত পিচ্‌কারি দ্বারা ক্ষতাভ্যন্তর ধাবন করিবে।

১

প্রয়োজনানুরূপ মাষ কলায়, ময়দা এবং যবের গুঁড়া তুল্য পরিমাণে লইয়া জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবার উপযোগী করিয়া লইবে। ইহার প্রলেপ দিবে। প্রলেপ যত শুকাইবে, ততই সঞ্চিত পূয, রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকিবে।

২

বিদীর্ণ ক্ষুদ্র স্ফোটকের চারপার্শ্বে লবণ ও তুলসীর পাতা বাটিয়া দিলে পূঁজ নিঃসৃত হইয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রণ-শোধন।

যথা কালে পাটন, অবপীড়ন, ধাবন, ব্রণ কোটরে পট্টী বা বর্ত্তি সন্নিবেশ এবং ব্রণবন্ধন যথাযথরূপে সম্পাদিত হইলে প্রায়শঃ, অল্পদিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু দোষের প্রকোপাতিশয্য বশতঃ এবং ব্রণক্ষেত্রে উদ্ধত দোষের ব্যাপার-শীলতার তারতম্যানুসারে, ক্ষত দুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতেও পারে। সেরূপ ঘটিলে সর্ব্বপ্রযত্নে দুষ্টব্রণ শোধনের উপায় অবলম্বন করিবে।

যে ব্রণ তাহার পার্শ্ববর্ত্তি স্থান অপেক্ষা উঁচু বা নীচু এবং নানা প্রকার যাতনা ও বেদন-যুক্ত, যাহা হইতে দুর্গন্ধ পূঁজ ও দুষ্ট রস-রক্ত নির্গত হইতে থাকে, পরন্তু ঘায়ের উপর নানা রঙের পচলা সঞ্চিত হয় তাহার নাম দুষ্টব্রণ। দুষ্টব্রণের মধ্যে যদি ছোট বড় কোটর থাকে তাহা হইলে তাহাকে উৎসঙ্গ ব্রণ বলে।

দুষ্টব্রণ চিকিৎসা—ব্রণের অবস্থা বুঝিয়া, দিবসে দুইবার অন্ততঃ পক্ষে একবার ধাবন করিবে অর্থাৎ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া দিবে। ধাবনার্থ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে নিমের পাতার কষায় ব্যবহার করিবে। ২৭ পৃষ্ঠা দেখ। অথবা নিমের পাতা এবং পটোলের পাতা জলের সহিত পাক করিয়া সেই জল দিয়া ধুইবে। কিন্তু একটু আয়াসস্বীকার করিয়া নিম্ন-লিখিত কষায় প্রস্তুত করিয়া ঘা ধুইলে পরমোপকার লাভ হইতে পারে।

কষায়—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খয়ের, দারুহরিদ্রার ছাল, অভাবে কাষ্ঠ, বটের ছাল, যজ্ঞডুম্বুরের ছাল, অশ্বথের ছাল, কদম্বের ছাল, প্লক্ষ অর্থাৎ পাকুড়ের ছাল, শ্বেতকরবী মূলের অভাবে গাছের ছাল, আকন্দ-মূলের ছাল, বেতস অর্থাৎ থৈকল গাছের ছাল, কুড়্চির ছাল, নিমের কচিপাতা এবং কুলের পাতা এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভরি গ্রহণ করিয়া একসঙ্গে কুটিয়া লইতে হইবে। সেই কুট্টিত দ্রব্য /২ দুইসের জলসহ নূতন মৃৎপাত্রে পাক করিয়া /৷৹ আধসের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। প্রয়োজন অনুসারে ঐ পরিমাণের দ্বিগুণ অথবা ত্রিগুণ, চতুর্গুণ কষায় তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। উক্ত দ্রব্যগণের মধ্যে বেতসবৃক্ষ সর্ব্বত্র সুলভ নহে। তৎপরিবর্ত্তে অনন্তমূল লইলে চলিতে পারে। আর সকল দ্রব্যই বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। সচেষ্ট হইয়া দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া কষায় প্রস্তুত করতঃ দুষ্টব্রণ ধাবন করিলে অচিরে শুদ্ধব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া ক্ষত আরোগ্যোন্মুখ হইবে।

প্রয়োজনানুসারে ছোট বড় কাচের পিচ্কারীতে ধুইবার জল আকর্ষণ করিয়া মৃদুচাপে ব্রণ এবং কোটরের অভ্যন্তর ধুইয়া লইবে। তৎপর কোমল বস্ত্রের চাপে ঘায়ের জল মুছিয়া শোধন প্রলেপ যোজনা করিতে হইবে। তার পর যথাযথরূপে ব্রণিত স্থল বাঁধিয়া রাখিবে।

দুষ্টক্ষতে শোধন প্রলেপ।

১

নিমের পাতা, কৃষ্ণতিলের শাঁস, দণ্ডীমূলের ছাল, তেউড়িয়া লতার শিকড়ের ছাল, সৈন্ধব এবং মধু সমান সমান পরিমাণে লইয়া পরিষ্কার শিলায় পরিষ্কার নোড়া দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিবার উপযোগী করিয়া ব্রণের উপরিতন ভাগে যোজনা করিয়া দিবে। তদুপরি কলার কচিপাতা বিন্যাস করিয়া

যথাবিধানে কাপড়ের পটী দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। দিবসে দুইবার প্রলেপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে। এইটী প্রসিদ্ধ ব্রণ-শোধন প্রদেহ।

২

নিমের পাতা বাটিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলেও ক্ষত বিশুদ্ধ হইতে পারে।

৩

যষ্টিমধুর সূক্ষ্মচূর্ণ ১ এক ভাগ আর কাঁচা নিমের পাতা দুইভাগ, কিঞ্চিৎ জল সহ বাটিয়া ব্রণোপরি প্রলেপ দিলেও ব্রণ সংশুদ্ধ হয়।

৪

ছাতিম ছালের আঠাও ব্রণ-শোধক। সদ্য আহৃত আঠা ঘায়ের উপর লেপন করত পাতা দিয়া আচ্ছাদন করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

৫

একমাত্র অনন্তমূলের প্রলেপও ব্রণ শোধন। রোপোণের জন্যও অনন্তমূলের প্রলেপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৬

পীযূষ-পয়োধি প্রদেহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রণ-শোধন। সেই সিদ্ধযোগের সুফলোপধায়কতা সবিস্তারে বলা গিয়াছে।

৭

ব্রণ যদি অস্বাভাবিক মৃদু অর্থাৎ কোমল হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ব্রণক্ষেত্রে সঞ্চারী শিরা, ধমনী এবং স্নায়ু জাল যাহা একান্ত বিধ্বস্ত হয় নাই, তৎসমুদয় শিথিল অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে। তৎসমুদয়কে

কর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতে না পারিলে ক্ষত আরোগ্যের আশা করা যায় না। ক্ষত স্থলের মৃদুতা পরিহারের জন্য নিম্নলিখিত ধূপ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

ধূপ—নবনীত খোটী, রক্তবর্ণ গুগ্‌গুল, অগুরুকাষ্ঠের চূর্ণ এবং ধুনা প্রত্যেক দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একখানি মেটে শরায় স্থাপন করিয়া তদুপরি জ্বলদঙ্গার রাখিবে। ক্ষতস্থানের সমীপদেশে শরাব খানি রাখিয়া পাখা দিয়া মৃদু মৃদু বাতাস দিয়া ক্ষত স্থানে ধূপ প্রয়োগ করিবে। দিবসে দুই তিনবার ধূপদিলে ব্রণের অস্বাভাবিক কোমলতা বিদূরিত হয়।

শুদ্ধ ব্রণ—ঘায়ের উপরিতন ভাগের পচ্‌লা উঠিয়া গিয়া ব্রণ পরিষ্কার হইয়া আসিলে, ব্রণের কোটর পুরিয়া উঠিলে, ব্রণ-বেদনা কমিয়া আসিলে, ব্রণাস্রাবের দুর্গন্ধ দূর হইলে, আস্রাবের পরিমাণ কমিতে থাকিলে এবং জ্বরাদি উপদ্রব অন্তর্হিত হইলে বুঝিতে হইবে যে ব্রণ শুদ্ধাবস্থায় উপনীত হইতেছে।

সম্যক্ শুদ্ধব্রণ—যে ব্রণ মানুষের জিহ্বাতলের ন্যায় মৃদু (কোমল, শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ পরিষ্কার, স্নিগ্ধ অর্থাৎ চক্‌চকে;) যে ব্রণে বিশেষ বেদনা অনুভূত হয় না, যে ব্রণ সুব্যবস্থ অর্থাৎ যাহার পার্শ্বদেশ পুরিয়া আসিতেছে এবং অভ্যন্তর ভাগ সমতল হইয়াছে আর যাহা হইতে পূয়াদি আস্রাব নিঃসৃত হয় না, পরন্তু ব্রণতলে অঙ্কুর উদ্গত হইতেছে তাহাকে সম্যক্ শুদ্ধব্রণ বলে।

ব্রণ-রোপণ।

শোধন ক্রম অনুসরণ করিয়া ক্ষত শোধন করিয়া লইয়া, ঘা পুরাইয়া তুলিবার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যে ক্রম অবলম্বন করিলে ঘা পূরিয়া উঠে তাহারই নাম রোপণ ক্রম। নিম্নে কয়েকটী সিদ্ধফল রোপণ যোগের কথা বলা যাইতেছে।

জাতাকাদ্য ঘৃত।

১

জাতি ফুলের পাতা, নিমের পাতা, পটোলের পাতা, কটকী, দারুহরিদ্রা নামক গাছের ছাল; (গাছের ছাল না পাইলে কাষ্ঠ চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।) শুষ্ক হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিতকী, মোম, তুঁতে, যষ্টিমধু এবং ডহরকরঞ্জার বীজের শাঁস এই তের খানি দ্রব্য যোগে জাতীকাদ্য ঘৃত পাক করিতে হইবে।

/৪ চারিসের গব্যঘৃত একখানি মেটে খুলিতে রাখিয়া মৃদু অগ্নিযোগে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে ঘৃতের জল নিঃশেষ হইলে নামাইয়া রাখিবে। কাঁচা ঘৃত পাক কালে আদৌ ফেনোদ্গম হইবে, ঘৃত সঞ্চলিত হইতে থাকিবে এবং সো সোঁ শব্দ শ্রুতিগোচর হইবে। ঘৃত নিষ্ফেন হইয়া সুস্থির হইলে এবং শব্দের উপরম হইলে বুঝিবে যে ঘৃত জল শূন্য হইয়াছে। অবতারিত ঘৃত জুড়াইয়া আসিলে তাহাতে //০ এক ছটাক কাঁচা হলুদের রস ঢালিয়া দিতে হইবে। তৎপর উক্ত ত্রয়োদশ সংখ্যক দ্রব্য প্রক্ষেপ দিতে হইবে। প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ //০ একছটাক (পাঁচ তোলা)। দ্রব্যগুলি উক্ত পরিমাণে ওজন করিয়া লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া ও পিষিয়া ঘৃতে দিবে। বলাবাহুল্য যে ৬৪ তোলায় সেরের চারিসের ঘৃত লইতে হইবে।

এই সকল কাজ করা হইলে ।৬ ষোল সের নির্ম্মল জল সহ কল্ক মিশ্রিত ঘৃত ধীরে ধীরে কাঠের জ্বালে পাক করিতে হইবে। জলও চৌষট্টি তোলা সেরের ।৬ সের গ্রহণ করিবে। জলের ¾ অংশ ক্ষয় হইলে সেদিন রাখিয়া দিবে। তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার পাক করিয়া জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া পৃথক পাত্রে রাখিবে। যে কল্ক

হইতে ঘৃত ছাকিয়া লওয়া হইয়াছে, সেই কল্ক গরম জলে গুলিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবে। কল্কলগ্ন ঘৃত পৃথক্ হইয়া জলে ভাসিয়া জমিয়া গেল, তাহা করতল দিয়া উঠাইয়া পূর্ব্বোক্ত ঘৃতে দিয়া পুনর্ব্বার মৃদুসন্তাপে পাক করিয়া জলীয়াংশ নিঃশেষ করিয়া লইলে ঘৃত প্রস্তুত হইবে।

পাক নিষ্প্রন্নের লক্ষণ—পাকশেষে ঘৃতের তলায় যে কিট্ট অর্থাৎ কাইট পড়িবে, তাহা যখন আগুনে নিঃক্ষেপ করিলে কোন শব্দ অনুভূত হইবে না এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে রাখিয়া পাক দিলে বর্ত্তিবৎ হইবে, আঙ্গুলে লাগিবে না, তখন বুঝিবে যে পাক শেষ হইয়াছে।

একজন লোকের ক্ষত আরোগ্যের জন্য /৪ চারি সের জাতীকাদ্য ঘৃতের প্রয়োজন হয় না। অথচ তন্ন্যূন ঘৃত পাক করিলে সম্যক্ বীর্য্যবৎ হয় না। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জাতীফুলের পাতা প্রভৃতি-তের থানি দ্রব্যের প্রত্যেকদ্রব্য সোয়াতোলা করিয়া লইয়া /১ এক সের ঘৃত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাক করিয়া ব্যবহার করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যে যে দ্রব্য যোগে জাতীকাদ্যঘৃত পাক করিতে হয় সম্ভবতঃ তৎসমুদয় দ্রব্য অনেকেরই সুপরিচিত। ডহর-করঞ্জের চলিত নাম পিটে গড়া, কেরল প্রভৃতি। সংস্কৃত নাম নক্তমাল।

জাতীকাদ্য ঘৃত অতি উৎকৃষ্ট রোপণ ঔষধ। ব্রণের শুদ্ধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর ঘা পুরিয়া শুকাইয়া যায়। সম্যক্ শুদ্ধব্রণে লাগাইলে ঘা শুকাইতে বিলম্ব হয় না। ঘায়ের শুদ্ধা-শুদ্ধাবস্থা বিবেচনা না করিয়া যে কোন অবস্থার ক্ষত হউক না কেন, উক্ত ঘৃত প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

বর্ত্তি বা পটীতে মাখাইয়া ব্রণ কোটরে প্রবেশ করাইবে; পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্রে মাখাইয়া ব্রণোপরি যোজনা করিবে। ঈষদূষ্ণ করিয়া ব্রণোপরি সেচন করিলেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

২

১ ভরি লাল রঙ্গের গুগ্‌গুল, ৮ তোলা অত্যুষ্ণ জলে একটা পাথরের বা কাচের পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। কোমল হইলে, যে জলে ভিজান হইয়াছিল, সেই জলে গুলিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

সাদা ধুনার গুঁড়া, সৈন্ধবের গুঁড়া, এবং চুলার পোড়া মাটীর গুঁড়া এক এক ভরি ওজন করিয়া মিশাইয়া লইবে।

এইরূপ আয়োজন করা হইলে, একখানি সুপরিষ্কৃত লোহার কড়াইতে ।৵০ আধপোয়া গব্যঘৃত এবং ভাল মোম ।।০ একছটাক রাখিয়া মৃদু অগ্নির সন্তাপে গলাইয়া লইবে। তারপর তাহাতে গুগ্‌গুলের দ্রব ঢালিয়া দিয়া মৃদু সন্তাপে পাক করিতে হইবে। চট্‌ চট্‌ শব্দের বিরতি হইলে অর্থাৎ জলীয়াংশ সম্যক্‌ নিঃশেষ হইলে, নামাইয়া, তাহাতে ধুনা প্রভৃতির মিশ্রণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঘুঁটিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে।

ঘায়ের উপর উক্ত মলম লাগাইয়া কলার পাতা দিয়া আচ্ছাদন করতঃ বাঁধিয়া রাখিবে।

৩

শতধৌত ঘৃত—দশ বৎসর বা তদূর্দ্ধকালের পুরাতন গব্যঘৃত, মৃন্ময় বা প্রস্তর নির্ম্মিত ভাজনে রাখিয়া তাহাতে নির্ম্মল জলদিয়া হস্ততল দিয়া মর্দ্দন ও সঞ্চালন করিবে। ঘৃত জলে দ্রবীভূত হইলে করাঙ্গুলি দ্বারা জল হইতে পৃথক্‌ করিয়া ভাজনের এক-পার্শ্বে রাখিয়া জল ফেলিয়া দিবে। পুনর্ব্বার ঐরূপে ধুইবে। এইরূপে একশত বার ধাবন করত জলশূন্য করিয়া লইলে শত ধৌত ঘৃত প্রস্তুত হয়।

শত ধৌত পুরাতন গব্য ঘৃত ব্রণ শোধন করে এবং ঘা পুরাইয়া তুলে। বাতরক্ত রোগে যখন পাদদ্বয় ফুলিয়া লাল হয় এবং জ্বালা করিতে থাকে তখন শতধৌত ঘৃত লেপন করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

৪

শতধৌত গব্যঘৃতের তুল্য পরিমাণে কাঁচা নিমের পাতা উত্তমরূপে কিঞ্চিৎ নির্ম্মল জলের সহিত সুপরিষ্কৃত শিলাতলে পরিষ্কার নোড়াদিয়া উত্তম রূপে পেষণ করিয়া উভয় দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া লইবে। সেই মিশ্রণ দ্রব্য ঘায়ে প্রলেপ দিলে ঘা সংশোধিত হয় এবং পুরিয়া উঠে।

৫

নিমের পাতা, কৃষ্ণতিল এবং মধু একসঙ্গে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ লাগাইবে। ইহাও উৎকৃষ্ট রোপণ ঔষধ।

৬

নিমের পাতা এবং অনন্তমূল চূর্ণ সমান সমান পরিমাণে লইয়া একসঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ যোজনা করিলেও শুদ্ধব্রণ পুরিয়া শুকাইয়া যায়।

৭

মানুষের মাথার হাড় সদ্যঃ আহৃত গাভীর মূত্রের সহিত শিলাতলে ঘসিয়া ঘসিয়া প্রলেপ লাগাইবার উপযোগী ঘন করিয়া ঘায়ের উপর লাগাইলে অচিরে—দুই তিন দিনের মধ্যে ঘা পুরিয়া শুকাইয়া যায়।

৮

দূর্ব্বা ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ্। এই ঘাস সকলেরই সুপরিচিত। দূর্ব্বার স্বরস ও কল্কদ্বারা তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ঘায়ে লগাইলে অতি সত্বর ঘা পুরিয়া উঠে। ইহা কণ্ডুতি অর্থাৎ চুলকানি রোগের পরমৌষধ।

প্রস্তুত বিধি—একসের খাটি তিল তৈল একখানি মেটে খুলিতে বা সুপরিষ্কৃত লোহার কড়াইতে রাখিয়া মুহুমুহু জ্বাল দিবে। তৈল নিষ্ফেন হইয়া স্থির হইলে নামাইয়া তাহাতে একছটাক কাঁচা হলুদের রস দিবে। পরে তাহাতে ।০ এক পোয়া দূর্ব্বা ঘাস উত্তমরূপে পেষণ করিয়া দিতে হইবে। সমূল দূর্ব্বাঘাস, আবশ্যকতার অনুরূপ উঠাইয়া বেশ পরিষ্কার

করিয়া ধুইয়া লইবে। সেই সুধৌত দূর্ব্বা কুটিয়া তাহার স্বরস গ্রহণ করিবে। দূর্ব্বাবাটা মিশ্রিত তৈলে /৪ চারিসের সেই রস দিয়া, মৃদু সন্তাপে পাক করিবে। জলীয়াংশ সম্যক্ নিঃশেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইবে। জাতীকাদ্য ঘৃতের পাকক্রম দেখ।

অষ্টম অধ্যায়।

নানাপ্রকার আগন্তু শোথ ও তাহার চিকিৎসা।

নানা কারণে নর-নারী শরীরে বিবিধ প্রকার আগন্তু-শোথ সমুৎপন্ন হইতে পারে। পৃথক্ পৃথক্ শোথের ঔষধও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। আবার একই ঔষধে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আগন্তু শোথ আরোগ্য হইতে দেখা যায়। আগন্তু শোথ যাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

শরীরের স্থান বিশেষে প্রবল আঘাত লাগিলে আগন্তুক বা অভিঘাতজ শোথ সমুৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত ঔষধপ্রয়োগ করিলে অভিঘাতজ শোথ প্রশমিত হয়।

লবঙ্গ জলের সহিত পেষণ করিয়া তপ্তকরত স্ফীত-বেদনান্বিত স্থান ব্যাপিয়া পুরুপ্রলেপ লাগাইলে ফুলা ও বেদনা নিবৃত্ত হয়। দিবসে শুষ্ক প্রলেপ বদলাইয়া, ৩।৪ বার প্রয়োগ করিবে।

২

পরিপুষ্ট কাঁচা তেঁতুল, আবশ্যকানুরূপ কয়েকখানি লইয়া, প্রত্যেক খানিতে কাদার লেপ দিবে। তারপর অঙ্গার বা ঘুটের আগুনে রাখিয়া দিতে হইবে। লেপ শুষ্ক হইবামাত্রই লিপ্ত তেঁতুল উঠাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া গেলে, লেপ উঠাইয়া, আটী খোসা বাদ দিয়া তেঁতুলের মজ্জা গ্রহণ করিবে। মজ্জার ৪ চারি ভাগের এক ভাগ সোরার গুঁড়া মিশাইয়া লেপ দিলে আঘাত জন্য ফুলা ও বেদনা আরাম হয়। দিবসে ৩ বার লাগাইবে।

সোরার পরিবর্ত্তে তত্তুল্য পরিমিত সৈন্ধব চূর্ণ মিশাইয়া লেপ দিলেও সুফল পাওয়া যায়।

৩

চূণ হলুদের প্রলেপ বেদনাযুক্ত অভিঘাতজ শোথের উপর লাগাইলে উপকার লাভ হয়। টাট্‌কা কলিচূণ এবং হলুদের গুঁড়া তুল্য পরিমাণে লইয়া মিশাইয়া লইতে হইবে।

৪

রসোন অর্থাৎ রসুনের কোষগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রত্যেক কোষের খোসা ছাড়াইয়া লইবে। তারপর মধুর সহিত শিলাতলে পেষণ করত প্রলেপ দিবার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। প্রস্তুত প্রলেপ অভিঘাতজ বেদনা যুক্ত শোথের উপর লাগাইলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

৫

শজিনা মূলের বা গাছের ছাল, অল্পভাজা কৃষ্ণজীরা এবং মেথী সমান সমান পরিমাণে লইয়া শিলাতলে, কিঞ্চিৎ জলসহ পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে বেদনা যুক্ত অভিঘাতজ শোথ অচিরে প্রশমিত হয়।

৬

পূর্ব্বোক্ত পুনর্নবা প্রভৃতি দ্রব্যযোগে কাঁজিদিয়া বাটা প্রলেপ লাগাইলেও আগন্তু শোথ প্রশমিত হয়। ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

৭

কোন কারণে অস্থি-সন্ধি অর্থাৎ হাড়ের যোড় স্থান ভ্রষ্ট হইলে, সন্ধিস্থলে এবং তাহার পার্শ্বদেশে অতি কষ্টকর শোথ উপস্থিত হয়। লোকে এই ব্যাধিকে মচ্‌কাইয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া যাওয়া বলে। এই রোগের একটা অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ নিম্নে সবিস্তারে কথিত হইল। এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে অচিরে শোথ কমিয়া যাইয়া বেদনা প্রশমিত হয়, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে এই ঔষধ প্রভাবে অস্থি সন্ধি পূর্ব্ববৎ সংশ্লিষ্ট হয় অর্থাৎ আগে যেমন ছিল সেইরূপ সুস্থিত হয়।

গগন ধূলনামক উদ্ভিদের কন্দ এবং আদা তুল্য পরিমাণে লইয়া শিলা তলে পেষণ করত ব্যাধিত স্থান যুড়িয়া প্রলেপ লাগাইতে হইবে। প্রলেপটী যেন দুই অঙ্গুলি পুরু হয়। বলা বাহুল্য যে শোথক্ষেত্রের পরিমাণ বুঝিয়া আদা এব গগন ধূলের মূল গ্রহণ করিতে হইবে। বাটিবার কালে একটুও জল দিবে না।

কচু, আলু, আদা, হলুদ এবং শটী প্রভৃতি উদ্ভিজ্জাবয়বকে কন্দ বলে। যে গাছের মূলে কন্দ জন্মে তাহাকে কন্দপাদ উদ্ভিদ্ বলে। গগনধূলও কন্দপাদ জাতীয় উদ্ভিদ্। ইহার গাছের মূল মৃত্তিকাভ্যন্তরে গোলাকার আঁশযুক্ত কন্দ জন্মে।

খেজুরের বীজ হইতে প্রথমে যে আকারের গাছ জন্মে তাহার সহিত উক্তগাছের কতক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে খেজুরের পাতার অপেক্ষা গগন ধূলের পাতা মৃদু অর্থাৎ কোমল এবং প্রস্থও তার চেয়ে বেশী, কিন্তু দীর্ঘে তদপেক্ষা কম। তালমূলীর গাছের সহিত গগনধূল গাছের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তালমূলীয় কন্দ দীর্ঘাকার, গগনধূলের কন্দ গোলাকার।

শীত ঋতুর প্রথমে গগনধূলের গাছ পরিণত হইয়া মরিয়া যায়; ভূমিতলে অবিকৃত কন্দ রহিয়া যায়। বসন্তের শেষ ভাগে বৃষ্টিপাত আরব্ধ হইলে কন্দ হইতে গাছ গজাইয়া উঠে।

আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে এমন সময় গগনধূলের মূল হইতে একটী দণ্ড বাহির হয়, তখন গাছ শুকাইতে থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে সেইদণ্ডের অগ্রভাগ পরম রমণীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীলবর্ণের ফুলে সুশোভিত হয়। তারপর ফল ধরে। ফলের বর্ণ গাঢ় সবুজ, দেখিতে কাঁচা সুপারির ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এবং গাত্র দেশে কামরাঙ্গা মাদুলির ন্যায় পল তোলা। পরিণত

ফল কিঞ্চিৎ পীতশ্রী ধারণ করে। সুপক্কফল ভাঙ্গিলে তাহা হইতে একপ্রকার ধুলিগুড়ি বাহির হয়। এই গুঁড়া গৃহিণীরা কাণ পাকার ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। যে সকল বালক বালিকা কাণ পাকা রোগ-গ্রস্ত তাহাদের কাণ পিচ্‌কারি যোগে গরম জল দিয়া ধুইয়া উক্তগুঁড়া পূরণ করিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

গগন ধূলের কেহ চাষ করে না। অকর্ষিত ভূমিতে—খড়ের জমিতে এবং বাঁশবনে এই গাছ জন্মিতে দেখা যায়। ইহার সংস্কৃত নাম আমার জানা নাই বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে এই গাছ গগনধুল, বচ্ছরমূল এবং হাত কাটার গাছ প্রভৃতি নামে পরিচিত। এরূপ প্রয়োজনীয় গাছের চাষ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৮

তীরফলক, কণ্টক এবং অস্ত্রাগ্রদ্বারা কোন অঙ্গ বিদ্ধ হইলে, তৎপ্রদেশ ফুলিয়া উঠে, বেদনাযুক্ত হয়। উপেক্ষা করিলে, শোথ পাকিয়া ব্রণে পরিণত হয়। এইরূপ শস্ত্রাদি-পাত সম্ভূত আগন্তু শোথ প্রশমনের জন্য টাট্‌কা গব্য ঘৃত যষ্টিমধুর সূক্ষ্ম চূর্ণের সহিত মিশাইয়া গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে।

উক্ত প্রকার শোথের পাক আর হইলে পীযূষ পয়োধি প্রলেহ অবশ্যই পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে।

৯

শূককীট, যাহা শুয়াপোকা, বিচ্ছুয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত, সম্ভবতঃ সেই কীট কাহারও অপরিচিত নহে। এই কীটের সর্ব্বাঙ্গ রোমাবৃত। শুয়া পোকার রোম মানুষের গায়ে বিদ্ধ হইলে, তথায় কণ্ডু ও বেদনাযুক্ত শোথ সমুদ্ভূত হয়। সময়ে সময়ে স্থান বিশেষে উক্ত কীটের প্রাদুর্ভাবের অবধি থাকে না। তখন অনেককেই শূকবিদ্ধ হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে দেখা যায়।

কেঁদড়া ঘাসের পাতা ঐ রোগের মহৌষধ। আবশ্যকতার অনুরূপ পাতা লইয়া কিঞ্চিৎ জলের সঙ্গে বাটিয়া ব্যাধিত স্থলে প্রলেপ লাগাইতে হয়। দুই চারিবার প্রলেপ প্রয়োগ করিলেই ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

এই ঔষধ, এই গ্রন্থে লিখিত অন্যান্য ঔষধের ন্যায় বহু পরীক্ষিত। কিন্তু কেঁদড়া ঘাসের নামান্তর আমার জানা নাই। কেঁদড়া ঘাস বলিলে সকল স্থানের লোকে উক্ত মহোপকারী ঘাস নাও চিনিতে পারেন, তজ্জন্য সংক্ষেপতঃ ঘাসের স্বরূপ লিখিত হইল।

গো-শালার আশে পাশে এবং অন্য সরস স্থানে বিশেষতঃ গুবরে সার দেওয়া ক্ষেত্রে কেঁদড়া ঘাস যথেষ্ট জন্মে। এই ঘাস লতাইয়া যায়। লতা অনতিস্থূল প্রায়শঃ পারাবত পক্ষীর পক্ষ-নাড়ীর ন্যায়। লতার ফাঁপগুলি দুই তিন অঙ্গুলি দীর্ঘ। প্রতিফাঁপের প্রান্তে এক একটী গ্রন্থি থাকে। গ্রন্থির দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটী পাতা বাহির হয়। পাতার দৈর্ঘ্য এবং মধ্য ভাগের বিস্তার তুল্য পরিমিত। পাতাগুলি স্থূল শিরা পরিব্যাপ্ত।

সবিষ-কীট পতঙ্গ-দংশন জন্য শোথ।

বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি সবিষ পতঙ্গে দংশন করিলে দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে। সেই শোথে অতিকষ্টকর জ্বালাযন্ত্রণা উপস্থিত হয়। একাধিক পতঙ্গে দংশন করিলে কষ্টের অবধি থাকে না। বিশেষতঃ অধিক সংখ্যক ভীমরুলে কামড়াইলে রোগী অস্থির হইয়া উঠে, আগন্তুক জ্বর উপস্থিত হয়; মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

দ্রবীভূত লবণ দষ্টস্থানে লাগাইলে, বোলতা, ভীমরুল এবং মধুমক্ষিকার দংশন জন্য জ্বালা স্ফীতি তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয়। বর্ষাকালে স্বয়ং দ্রবীভূত লবণের অভাব হয় না; অন্য সময়ে, অল্পজলের সঙ্গে লবণ মাড়িয়া গাঢ়দ্রব

করিয়া লইতে হয়। কর্পূর রস নামক সুপ্রসিদ্ধ ঔষধো বটী জলে মাড়িয়া দষ্টস্থানে লেপ দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

বিষ-সংযোগ জন্য শোথ ও ক্ষত।

বিষধর প্রাণীর মল, মূত্র, শুক্র, লালা এবং স্বেদ শরীরের কোন স্থানে সংযুক্ত হইলে অথবা দূষীবিষ—এড়াবিষ লাগিলে, সেই স্থানে কণ্ডূ, জ্বালা এবং বেদনা যুক্ত শোথ সমুত্থিত হয়। উপেক্ষা করিলে সেই শোথ পাকিয়া বিদীর্ণ হইয়া নানাপ্রকার উপদ্রব যুক্ত ক্ষত রোগে পরিণত হয়।

এইরূপ শোথ প্রকাশ পাইলেই নিম্নলিখিত ক্রমে কষায় প্রস্তুত করিয়া সেচন করিবে।

শিরিষছাল কুটিয়া তাহার আটগুণ জলের সঙ্গে মৃৎপাত্রে পাক করিয়া চারিভাগের এক ভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। গরম থাকিতে থাকিতে সেই জল ব্যাথিত অঙ্গে সেচন করিবে। বলা বাহুল্য যে, প্রয়োজনের উপযোগী শিরিষের ছাল গ্রহণ করিতে হইবে।

পরন্তু—সদ্যঃ আহৃত শিরিষ ছালের উপরিতন ভাগের শুকত্বক্ অপনয়ন করিয়া এবং অভ্যন্তর ভাগে যদি কাষ্ঠ থাকে তাহা উঠাইয়া ফেলিবে তারপর সেই ছাল পরিষ্কার শিলায় পরিষ্কার নোড়া দিয়া কিঞ্চিৎ নির্ম্মল জল সহ উত্তমরূপে বাটিয়া লইবে। পিষ্টকল্কের তুল্য পরিমিত পুরাতন ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

নবম অধ্যায়।

বিবিধ-প্রকার ক্ষত ও তাহার চিকিৎসা

যে ব্রণের মুখ অতি সূক্ষ্ম অথচ ব্রণ ক্ষেত্রের আয়তন বড়, তাহাকে সূক্ষ্ম মুখ ব্রণ বলে, সূক্ষ্ম মুখ ব্রণের অভ্যন্তরস্থ পূয-রক্ত প্রভৃতি সম্যক্ বিনিঃসৃত হইতে পারে না। অনিঃসৃত পূয়রক্তাদি ব্রণিতস্থলের পার্শ্ব এবং তলদেশের শিরা ধমনী স্নায়ু প্রভৃতিকে ধ্বংস করিতে করিতে দূরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে; ব্রণের আয়তন বাড়িয়া যায়। এরূপ ব্রণ কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। উপেক্ষা করিলে মহান্ অনর্থ সংঘটন করে।

এইরূপ ব্রণ ছেদ করিয়া ঘা আগ্‌লা করিয়া চিকিৎসা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে কাজ সহজ সাধ্য নহে; ক্লেশ, ব্যয় এবং সময়াপেক্ষ পরন্তু পরায়ত্ত। নিম্নে সূক্ষ্মমুখব্রণের যে চিকিৎসা ক্রম লিখিত হইল তাহা অনায়াস সাধ্য, স্বায়ত্ত, অকষ্টকর এবং নির্ব্যয়। ঘা আল্‌গা করিয়া চিকিৎসা করিতে যত সময় লাগে, তদপেক্ষা অল্প সময়ে আরোগ্য লাভ করা যাইতেও পারে।

চিকিৎসাক্রম—হিঞ্চা বা হেলেঞ্চা নামে বিখ্যাত জলজ তিক্ত শাক বাঙ্গলার সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ভারতের অন্যান্য স্থানেও সুদুর্লভ নহে।

এই শাকের সংস্কৃত নাম হেলমোচিকা। পুরাতন জলাশয়ের পঙ্কিল তীরে ইহার মূল সন্নিবিষ্ট থাকে। তথা হইতে লতা বাহির হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে করিতে জলাশয়ের কিয়দংশ অথবা সমস্ত জলাশয় আচ্ছাদন

করে। হিঞ্চাশাকের শিকড় দুই প্রকার। একপ্রকার শিকড় জলসীমার প্রান্তদেশে পঙ্কমধ্যে নিহিত থাকে; অপর প্রকার, লতার প্রতিগ্রন্থি হইতে বাহির হইয়া গুচ্ছাকারে জলে ভাসিতে থাকে। এই প্লবমান অর্থাৎ ভাসা শিকড় সূক্ষ্মমুখ ব্রণের মহৌষধ।

হিঞ্চা শাকের জলে ভাসা শিকড়, আবশ্যকতার অনুরূপ সংগ্রহ করিয়া পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া জলশূন্য করিয়া লইবে। রৌদ্রে শুকাইবে না, ছায়ায় বিছাইয়া রাখিবে। জলশূন্য হইলে সেই গুলি কুটিকুটি করিয়া, কাটিয়া লইতে হইবে।

শুকাইবার সময় একখানি সুপরিস্কৃত ভাজনে বিছাইয়া রাখিবে; কুটি কুটি করিবার সময়ও সতর্ক হইবে, যেন উহার সহিত ধূলি বা আর কিছু না মিশে।

শিকড় সংগৃহীত, সুপরিস্কৃত এবং কর্ত্তিত হইলে, ঘায়ের তলদেশের আয়তন অনুমান করিয়া, তদপেক্ষা কিছু বেশী আয়তনের সাতখানি কচি কলার পাতা কাটিয়া লইবে। সাতখণ্ড পাতা উপর্য্যুপরি রাখিয়া শলাকা দ্বারা বহু ছিদ্রযুক্ত করিয়া লইয়া, তাহার তিন খণ্ডে স্তরে স্তরে শিকড় রাখিয়া তদুপরি অপর চারখণ্ড পাতা চাপা দিয়া ব্যাহিত স্থলে স্থাপন করিবে। তিনখণ্ড পাতা যেন নীচে থাকে। তদন্তর, যেখানে যেরূপ ভাবে বাঁধিলে বাঁধন সুস্থির থাকে, সেই অঙ্গে সেইরূপ ভাবে কাপড়ের পটী দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

আটচল্লিশ ঘণ্টার পর, বাঁধন খুলিয়া সাজান কলার পাতা উঠাইলে অজস্র পুঁজ, রক্ত এবং অন্যান্য ক্লেদ নির্গত হইতে থাকিবে, ঘায়ের মুখ বিস্তীর্ণ হইবে এবং ফুলা চুপসাইয়া যাইবে। ক্লেদ নিঃসরণ কমিয়া আসিলে

৮

নিসিন্দার পাতা দিয়া জল জ্বাল দিয়া পাক করত ক্ষত উত্তমরূপে ধুইয়া নিমের পাতা বাটিয়া, তাহা দিয়া ঘা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। দুই তিন

দিন যাবৎ ক্ষতস্থল ধাবন ও নিমের পাতা বাটা দিয়া আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেই ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে। কদাচ দুইবার শিকড় বাঁধিতে হয়।

২

সাচি, সাঞ্চি, সোচি, শান্তি এবং শালিঞ্চ প্রভৃতি নামে পরিচিত শাকের শিকড় লইয়া ঠিক ঐরূপ প্রণালীতে বন্ধন করিলেও সূক্ষ্মমুখ-ব্রণ আরোগ্য হয়।

অরুংষিকা।

স্ফোট-পূর্ব্বক মস্তকের ক্ষত রোগ বিশেষকে অরুংষিকা বলে।

অগ্রে মস্তকের চর্ম্মোপরি স্থানে স্থানে স্ফোটক উদ্গত হয়; ক্রমশঃ সমস্ত মস্তক স্ফোটকাবৃত হইয়া উঠে। তার পর সেই সকল স্ফোটক পাকিতে আরম্ভ করে। পরিপক্ক স্ফোটক বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত রোগে পরিণত হয়। অপর স্ফোটক সকলও ক্রমশঃ পাকিতে থাকে, বিদীর্ণ হয় এবং পূর্ব্বক্ষতের আয়তন বৃদ্ধি করে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন স্ফোটকও উঠিতে, পাকিতে এবং গলিতে থাকে। এইরূপে মাথায় যে বহু ক্লেদ যুক্ত ব্রণ রোগের সৃষ্টি হয়, তাহারই নাম অরুংষী বা অরুংষিকা। বয়স্ক নর-নারীর চেয়ে বালক-বালিকারা এই রোগে প্রায়শঃ আক্রান্ত হইয়া থাকে। নিম্নে অরুংষী রোগের একটী প্রসিদ্ধ ঔষধ কথিত হইল। অরুংষী রোগ শান্তির জন্য, অনেক প্রকার ঔষধ, নানা বৈদ্যকগ্রন্থে কথিত আছে।

কিন্তু বক্ষ্যমান যোগ সর্ব্বাপেক্ষা সুফল-প্রদ। তজ্জন্য সেই সিদ্ধ যোগের প্রস্তুতি-বিধি এবং প্রয়োগ কথিত হইল। কুড় ভস্ম ইহার ঔষধ।

যে সকল ব্যবসায়ীরা ঔষধের মসলা বিক্রয় করেন, তাঁহাদের দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি কুড়ের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে,

তজ্জন্য শঠ বণিকেরা, দেখিতে কুড়ের ন্যায়, একপ্রকার দ্রব্য কুড় বলিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সেই কৃত্রিম কুড়ের কোন গন্ধ নাই এবং কুড়ের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণও নহে। যে কুড় বেশ টাট্কা থাকে, ভাঙ্গিয়া কি পিষিয়া আঘ্রাণ লইলে এক প্রকার বিশিষ্ট সদ্গন্ধ অনুভূত হয়, যাহা হাল্কা হইয়া যায় নাই পরন্তু যাহাতে পোকা ধরে নাই এরূপ কুড় কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইবে। প্রয়োজনের অনুরূপ আধ কি এক পোয়া কুড় কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইতে হইবে। সেই কুড় কাষ্ঠের টুক্রাগুলি একখানি মেটে খুলিতে রাখিয়া, চুল্লীর উপর স্থাপন করত কাঠের জ্বাল দিবে। কাষ্ঠ খণ্ডগুলি জ্বলিয়া উঠিলে, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিয়া নামাইয়া একটা সরা কিংবা অন্য কিছুদিয়া ঢাকিয়া দিবে। আগুন নিবিয়া জুড়াইয়া গেলে, খণ্ডীকৃত কুড় কাষ্ঠ অঙ্গারে পরিণত হইবে। সেই অঙ্গার গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। তৎপর সেই চূর্ণ হইতে আবশ্যক মত চূর্ণ লইয়া তিল তৈলে গুলিয়া ব্রণক্ষেত্র জুড়িয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

এক প্রহরকাল গত হইলে, যে প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা গরমজল দিয়া ধুইয়া নূতন প্রলেপ লাগাইবে। দিবসে ৩।৪ বার প্রয়োগ করিলে তিন চারিদিনের মধ্যেই ব্যাধি প্রশমিত হয়। নিসিন্দার পাতা জলের সহিত পাক করিয়া ছাঁকিয়া সেই জল দিয়া ধুইলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

অহিপূতন।

অহিপূতন অঙ্গবিশেষের ব্রণ রোগ। প্রায়শঃ বালক বালিকাগণকে এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। শৌচ-কার্য্যে উদাসীন বয়স্ক লোকের শরীরেও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মল-মূত্র পরিত্যাগের পর উত্তমরূপে শৌচকার্য্য না করিলে অর্থাৎ ধুইয়া

মুছিয়া ভালরূপে ছাপ্ না করিলে, অথবা অপান পথ—মল মূত্র পথ ও যোনি দ্বার, ঘর্ম্মাদি দ্বারা ক্লিন্ন হইয়া রহিলে, তত্তৎপ্রদেশে আদৌ রক্ত কফোদ্ভবা কণ্ডু উৎপন্ন হয় সেই কণ্ডু চুলকাইয়া দিলে স্ফোট ও স্রাব উৎপন্ন ও নিঃসৃত হইতে থাকে। তারপর সমুদয় স্ফোট বিদীর্ণ হইয়া ব্রণরূপে পরিণত হয়। এই রোগের নাম অহিপূতন। অহিপূতন দুর্দ্দশন, যন্ত্রণাপ্রদ, কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্যাধি।

সাধারণ ক্ষতচিকিৎসার ক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে অহিপূতন দীর্ঘকালে আরোগ্য হইতে পারে। অনেক স্থলে সেইরূপ চিকিৎসা নিষ্ফল হইতেও দেখা গিয়াছে। রসাঞ্জন প্রয়োগই অহিপূতন রোগের সিদ্ধফল মহৌষধ

রসাঞ্জন দ্বিবিধ। এক দারুহরিদ্রা সম্ভূত রসাঞ্জন ইহার নাম চলিত নাম রসোত। অপর ধাতু রসাঞ্জন। ইহার ইংরেজী নাম Sulphate of antimony. প্রথম রসাঞ্জন অপর অনেক রোগের মহৌষধ হইলেও অহিপূতন রোগের ঔষধ কিনা, তাহা অদ্যাপি পরীক্ষিত হয় নাই। অপর কোন চিকিৎসক রসোত প্রয়োগ করিয়া উক্ত রোগ আরোগ্য করিয়াছেন কিনা তাহাও আমার জানা নাই। দ্বিতীয় প্রকার রসাঞ্জন নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছি। কতরোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহার হিসাব রাখা হয় নাই। যাহাকে দিয়াছি সেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

রসাঞ্জন অতি সুলভ দ্রব্য, পসারির দোকানে পাওয়া যায়। রসাঞ্জন, প্রয়োজনের অনুরূপ লইয়া, দৃঢ় খলে বা শিলায়, গুঁড়া করিয়া লইতে হইবে। গুঁড়া, কেয়াফুলের অভ্যন্তরস্থ ধূলির ন্যায় কোমল স্পর্শ করিয়া লইয়া, তাহার কিয়দংশ ঘৃত কুমারীর রসের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া, ব্রণের উপর লেপ দিবে। দিবসে তিন চারিবার দিতে হইবে। পূর্ব্ব দত্ত লেপ শুকাইয়া

আসিলে, তাহা অপনয়ন করত ক্ষতস্থল ধাবন করিয়া মুছিয়া নূতন প্রলেপ যোজনা করিতে হয়।

পরন্তু দুইরতি পরিমিত রসাঞ্জন চূর্ণ, ঘৃত কুমারীর রসের সহিত মাড়িয়া লেহন করিতে দিবে। দিবসে দুইবার দিতে হইবে।

এইরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে অতি সত্বর উক্ত রোগ নিঃশেষে বিদূরিত হয়।

ক্রিমি-সঙ্কুল দুষ্টক্ষত।

এক প্রকার দুষ্টক্ষত সর্ব্বপ্রযত্নে চিকিৎসা করিলেও আরোগ্য করা যায় না। দুর্দ্দশন ক্ষতস্থলের উপরিতন দেশে সর্ব্বদাই ক্লেদ সঞ্চিত থাকে; ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়াও পরিষ্কার করা যায় না। ঘায়ের অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই কুট্‌কুট্ শুড়্ শুড়্ করে—বোধ হয় যেন পোকা সঞ্চরণ করিতেছে। ক্ষত হইতে সদাই ক্লেদ নিঃসৃত হইতে থাকে। এরূপ ব্যাধিকে ক্রিমি সঙ্কুল দুষ্টক্ষত বলা যাইতে পারে।

ক্রিমি সঙ্কুল ক্ষত, ক্ষত চিকিৎসার সাধারণ ক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে আরোগ্য লাভ দুর্ঘট হয় বটে; কিন্তু বক্ষ্যমান প্রণালীতে চিকিৎসা করিলে অতি সত্বরই রোগ মুক্ত হওয়া যায়।

সুস্থদেহ পরিপুষ্টাবয়ব এবং তরুণ-বয়স্ক ছাগের উরুদেশের একখণ্ড মাংস গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রণিতস্থান সম্যক্ আচ্ছাদিত হয়, গৃহীত মাংসের আয়তন সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। ছাগচ্ছেদন ও ত্বক্‌উন্মোচনের পরক্ষণেই মাংস ছেদ করিয়া লইয়া ঘায়ের উপর বসাইয়া দিবে। তারপর সেই মাংস খণ্ডের উপর কোমল কদলী পত্র রাখিয়া ব্রণ বন্ধনের নিয়মানুসারে দৃঢ়রূপে কাপড়ের পটী দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ২৪ চব্বিশ ঘণ্টার পর বাঁধন খুলিয়া মাংস খণ্ড উঠাইয়া ফেলিবে। তখন দেখা যাইবে যে মাংস খণ্ড

হইয়া আসিয়াছে, ব্রণবাস্ত সঞ্চারি ক্রিমি সকল সেই মাংস খণ্ড আশ্রয় করিয়া পুরিপুষ্ট হইয়াছে। উন্মুক্ত করিয়া, যদি দেখা যায় যে ক্ষত স্থান পরিষ্কার হইয়া শুদ্ধ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া রোপণ ক্রম অবলম্বন করিবে। যদি ব্রণ সম্যক্ শুদ্ধ না হইয়া থাকে তাহা হইলে আর একদিন ঐরূপে মাংস বাঁধিতে হইবে।

২

বংশকরীর অর্থাৎ বাঁশের কোঁড় চাক চাক করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবে। সেই গুড়ার পোলটিশ লাগাইলে ক্রিমি সঙ্কুল ক্ষত আরোগ্য হয়। দিবসে ৩ বার প্রয়োগ করিবে।

৩

ইহার পর যে ঔডুম্বরামৃতের কথা বলা যাইবে, সেই অমৃতোপম ঔষধ বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে লাগাইলে ক্রিমি সঙ্কুল ক্ষত আরোগ্য হয়।

পামা বা খোস্ পাচড়ার চিকিৎসা।

উক্ত রোগ সকলেরই সুপরিচিত। বহু নর-নারী এবং বালক-বালিকাকে খোস্ পাচ্ড়ায় আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এই রোগ সংক্রমণ-শীল, একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রমণ করে। অপরিচ্ছন্ন ত্বক্ পামা রোগের বাস্ত ক্ষেত্র। ব্যবহৃত শয্যা, আসন এবং বসন সুপরিষ্কৃত হইলে, দেহের ত্বম্মগুলে মলসঞ্চয় হইতে না দিলে, পরন্তু বিহারাহারে নিয়মিত রহিলে প্রায়শঃ এই রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না। এই রোগে আক্রান্ত হইলে সর্ব্বাদৌ বিরেচন ঔষধ সেবন করিয়া কোষ্ঠ-শুদ্ধি করিয়া লইবে, তারপর ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অন্যান্য রোগের ন্যায় পামা রোগেও সুপথ্য

সেবন পরায়ণ হইতে হইবে। ব্যাধিতাঙ্গ সর্ব্বদাই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জঙ্গী হরীতকী ১ ভরি, সোণামুখীর পাতা ½ অর্দ্ধভরি এবং কিচ্‌মিচ্ বা মনেকা ½ অর্দ্ধভরি এক সঙ্গে কুটিয়া আধসের জল সহ মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে পাক করিবে, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া পান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়। প্রাতঃকালেই বিরেচন ঔষধ সেবনের প্রশস্ত কাল।

ঔষধ।

১

সুমার্জ্জিত একখানি লোহার কড়াইতে এক পোয়া নারিকেলের তৈল আর ⁄৵০ আধপোয়া বিশুদ্ধ মোম রাখিয়া মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিবে। উভয় দ্রব্য অগ্নির সন্তাপে দ্রবীভূত হইয়া নিশ্চল ও নিষ্ফেন হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে তাহাতে শোধন করা ২ তোলা গন্ধকের গুঁড়া দিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে।

স্ফোটকাবৃত এবং ক্ষত স্থল উত্তমরূপে ধুইয়া উক্ত মলম দিবসে তিন চারিবার লাগাইলে অতি সত্বর পামা রোগের হাত হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। উক্ত পরিমিত মলমের সহিত ২।০ তোলা বোরাসিক্ এসিড্ মিশাইয়া লইলে আরও ভাল হয়।

গন্ধক শোধন প্রণালী—ঔষধ কার্য্যে আমলাসা গন্ধকই প্রশস্ত। অভাবে বাতিগন্ধক লইলেও চলিতে পারে। একখানা পরিষ্কার লোহার হাতায় গন্ধক রাখিয়া নির্ধূম অঙ্গার অগ্নির উপর রাখিবে। অগ্নি সন্তাপে দ্রব হইলে অপর একটা পাত্রস্থিত দুধে ঢালিয়া দিবে। একটু একটু যেমন গলিবে, অমনি দুধে ফেলিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত গন্ধক দ্রব করিয়া

দুধে ফেলা হইলে, উত্তমরূপে জলে ধুইয়া দুগ্ধশূন্য করত রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। প্রয়োগ কালে শোধিত গন্ধক কেয়াফুলের অভ্যন্তরস্থ ধূলির ন্যায় সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইতে লইতে হয়।

টাট্‌কা চুণের, কাপড়ে ছাঁকা গুঁড়া একভাগ, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধন করা এবং গুঁড়া করা গন্ধক একভাগ এবং তুঁতিয়ার সূক্ষ্ম চূর্ণ একভাগ এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া রাখিতে হইবে। প্রয়োগকালে তাহা হইতে আবশ্যকতার অনুরূপ গুঁড়া জলে গুলিয়া পাঁচড়ার উপর লেপ লাগাইয়া রাখিবে। পরে ঈষদুষ্ণ জল দিয়া ধুইয়া দিলে ক্ষত স্থল পরিষ্কার হইয়া যায়। পরিষ্কৃত ক্ষতে পূর্ব্বোক্ত মলম লাগাইলে অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে।

তালু-তালু গ্রন্থি-কণ্ঠগত ক্ষত রোগ এবং সেই সকল রোগের সিদ্ধযোগ।

মৎস্যাশি নরনারীর, অসতর্কতা বশতঃ, তালুদেশে অর্থাৎ টাক্‌রায় মাছের কাঁটার তীক্ষ্ণাগ্র বিদ্ধ হইয়া মুক্ত হইয়া গেলে, কোন কোনও ব্যক্তির কণ্টক বিদ্ধ তালুদেশে ঘা ফুটিয়া উঠে। অন্যান্য কারণেও তালুক্ষেত্রে ক্ষত রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

নানা কারণে তালুগ্রন্থি প্রথমতঃ স্ফীত লোহিত বেদনাযুক্ত হয়, তার পর তৎপ্রদেশে ঘা দেখা দেয়।

কারণ বিশেষে কণ্ঠনালীতে ঘা হইতে পারে। এই ত্রিবিধ ক্ষতই অতি কষ্টকর ব্যাধি। ঐ সকল রোগাক্রান্ত হইলে আহার্য্য গলাধঃকরণেও সামর্থ্য থাকে না; অতিকষ্টে কেহ কেহ পানীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে,

কেহ তাহাও পারে না। অনাহারে রোগ-যাতনায় রোগী জীর্ণ শীর্ণ হইতে থাকে। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে মৃত্যুপর্য্যন্তও ঘটিতে পারে;

ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইলে, বর্ত্তমান সময়ে প্রায়শঃ ডাক্তারি চিকিৎসার আশ্রয় লইতে হয়। বহুব্যয়ে দীর্ঘ কালে ডাক্তারি চিকিৎসায় আরোগ্য হইতেও দেখা যায়। কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ ক্ষত রোগের যে সিদ্ধ যোগ লিখিত হইল তাহা ব্যবহার করিলে তিন চারিদিনেই সেই সকল দারুণ রোগের হাত হইতে মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে। কাজটা সহজ সাধ্য, ব্যয় অতি অকিঞ্চিৎকর। বক্ষ্যমাণ বর্ত্তির ধূম পান করিলেই দুই চারিদিনের মধ্যেই আরোগ্যলাভ করা যাইবে। যে বর্ত্তি বা বাতির কথা বলা যাইতেছে সেই বর্ত্তির ধূম পান করিয়া বহুলোক উক্তপ্রকার রোগ হইতে অচিরে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, এই জন্য বাতির নাম করণ করা গিয়াছে—প্রাণদাবর্ত্তি।

১

প্রাণদা-বর্ত্তি।

উপাদান—আ'শ সেওড়ার ফল, মরিচ, কিঞ্চিৎ টাট্‌কা গাওয়া ঘি এবং একটী কাগজ লইয়া উক্ত বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়।

আ'শসেওড়া—কোন কোন স্থানে, যে ক্ষুপজাতীয় উদ্ভিদ্‌কে আ'শসেওড়া বলে, স্থান বিশেষে যাহা আচ্ছটী নামে পরিচিত, পূর্ব্ববঙ্গে যাহার প্রচলিত নাম আঠালি, এবং পূর্ব্বোত্তর বঙ্গে, সম্ভবতঃ যাহাকে মট্‌কুরা বলে, সেই উদ্ভিদ্ এদেশের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই গাছ জন্মে। অনেকে এই গাছের কোমল কাণ্ড লইয়া তাহার একপ্রান্ত কূর্চ্চাকার করিয়া লইয়া দাঁত মাজিতে ব্যবহার করেন। পল্লীগ্রামের অনেক গৃহিণী আ'শসেওড়ার পাতা পরিষ্কার চূণের জলের সহিত বাটিয়া তাহার রস

লইয়া আপন আপন শিশু সন্তানদিগকে এক এক ঝিণুক খাওয়াইয়া থাকেন। এইরস শ্লেষ্মঘ্ন এবং ক্রিমি নাশক। ইহার মঞ্জরী এবং কাঁচা হলুদ একসঙ্গে পিষিয়া তাহার রস লইয়া পান করিলে ক্রিমি রোগের শান্তি হয়।

আশসেওড়ার ফল প্রায় সকল ঋতুতেই পাওয়া যায়, শরৎকালের শেষ ভাগে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যে ফলের মধ্যে বীজ জন্মিয়াছে অথচ পাকে নাই এইরূপ ফল প্রাণদাবর্ত্তি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

গোলমরিচ নামে প্রসিদ্ধ বণিক্‌দ্রব্য কতকগুলি লইয়া জলে নিক্ষেপ করিবে. যে গুলি ডুবিয়া যাইবে তাহা শুকাইয়া লইবে।

আ'শসেওড়ার ফল ১ এক ভরি, মরিচ ১ এক ভরি ওজন করিয়া লইয়া একখানি সুপরিষ্কৃত শিলায় পরিষ্কার নোড়া দিয়া, কিঞ্চিৎ জলের সহিত, উত্তমরূপে বাটিয়া লইবে। সেই বাটনা উঠাইয়া সমান তিন ভাগে ভাগ কারয়া রাখিয়া দিবে।

একটি মধ্যমাকারের পুরু কাগজ চারি খণ্ডে বিভাগ করিয়া তাহার তিন খণ্ডের দুপিঠ গব্যঘৃত লেপন করিয়া লইবে। তার পর প্রত্যেক কাগজের খণ্ডের এক পিঠে এক এক ভাগ উক্ত বাটনা লেপন করিয়া দিবে। লেপ যেন সর্ব্বত্র সমান ভাবে লাগে। তারপর প্রত্যেক কাগজ খণ্ড জড়াইয়া জড়াইয়া বর্ত্তির আকার করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তি এলাইয়া না যায় এইজন্য প্রত্যেক বর্ত্তিতে তিন তিনটা সূতার বাঁধন দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

শুষ্কীকৃত বর্ত্তির একপ্রান্ত, প্রদীপশিখায় ধরিয়া অগ্নিসংযোগ করত অপর প্রান্ত ওষ্ঠ-পুটাভ্যন্তরে রাখিয়া ধূম পান করিবে। কিছুক্ষণ ধূমপান করিয়া বর্ত্তি নিবাইয়া রাখিবে। বিশ্রান্ত হইলে আবার বর্ত্তির অগ্রে অগ্নি সংযোগ করত আর কিছুক্ষণ ধূম পান করিতে হইবে। এইরূপে একটী বা দুটীর ধূম পান প্রতিদিবসে করিলে তিন চারি দিনেই আরোগ্য লাভ করা যাইবে।

বলা বাহুল্য প্রয়োজনানুসারে তিন ছয় বা নয়টী বাতি করিয়া লইতে হইবে

তালুক্ষত প্রভৃতি ক্ষত রোগ উপেক্ষণীয় নহে। ক্ষত প্রকাশ পাইলে নিম্ন লিখিত কষায় প্রস্তুত করিয়া কবল ধারণ করত ক্ষতস্থল প্রক্ষালন করিয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অপ্রক্ষালিত ক্ষত সঞ্চিতপূয়-রক্ত উদরে প্রবেশ করিলে বিশেষ অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা।

কষায় বা কষজল—হস্তি-শুণ্ডী বা হাতিয়া শুড়া নামক উদ্ভিদ্ সমূলে উৎপাটন করিয়া অল্প কুটিয়া লইয়া তাহার চারিগুণ জলের সঙ্গে পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার কবল ধারণ করিবে।

অনন্তমূল /।০ একপোয়া উত্তমরূপে কুটিয়া লইয়া /৪ চারিসের জল সহ পাককরত /১ একসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কবল করিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মে পাত্রে কষায় প্রস্তুত করিতে হয়।

নাসারন্ধ্রের ক্ষত চিকিৎসা।

সময়ে সময়ে নর-নারীর নাসারন্ধ্রে ঘা প্রকাশ পায়। বালক বালিকা দিগেরই এই রোগ প্রায়শঃ হইয়া থাকে। এক রন্ধ্রে বা উভয় রন্ধ্রে ক্ষত হইতে পারে। প্রথমতঃ চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে ঘা প্রবল হইয়া উঠে; নাসারন্ধ্র দিয়া পূঁজরক্ত নিঃস্রুত হইতে থাকে, নাক স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। এইরূপ নাসা রোগগ্রস্ত রোগী অনুনাসিক বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না। জল দুগ্ধ প্রভৃতি তরল পদার্থ পান করিবার সময়, সমস্ত পানীয় উদরস্থ হয় না; কতক অংশ নাক দিয়া বাহির হইয়া যায়। কখন কখন কঠিন আহার্য্যের কিছু অংশ নাক দিয়া বাহির হইতেও দেখা গিয়াছে।

চিকিৎসাক্রম।

যবের ছাতু, পুরাতন ঘৃত এবং মধু একসঙ্গে মিশাইয়া নাসাবংশ যুড়িয়া পুরু প্রলেপ লাগাইতে হইবে। ভাল পুরাতন ঘৃত না পাইলে টাট্‌কা বিশুদ্ধ গব্যঘৃত দিয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিবে আবশ্যকতার অনুরূপ যবচূর্ণ লইয়া তাহাতে ঘি ও মধু দিয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিতে হইবে। দিবসে ৩।৪ বার প্রলেপ যোজনা করিতে হয়।

২

শুষ্ক অথচ টাট্‌কা অনন্তমূল /৵০ আধপোয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটিয়া লইবে। তারপর মেটে হাঁড়িতে /২ দুইসের জল সহ পাক করিতে হইবে। আধসের জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে ইহার অর্দ্ধাংশ পৃথক্ করিয়া রাখিবে। অপর অর্দ্ধাংশে।০ একসিকি কালো খয়ের গুঁড়া করিয়া দিয়া রাখিয়া দিবে।

প্রথমতঃ যাহাতে খয়ের দেওয়া হয় নাই, সেই অনন্তমূলের কষায়, একটী ছোট পিচ্‌কারি যোগে ব্যাধিত নাসারন্ধ্র উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া, কিছুক্ষণ পরে খদির মিশ্রিত ক্বাথ পিচ্‌কারিতে লইয়া ধুইতে হইবে। দিবসে দুইবার এইরূপে ধুইবে এবং উক্ত প্রলেপ যোজনা করিবে।

৩

আঠীবাদ শুষ্ক অথচ টাট্‌কা হরীতকী, আমলকী বহেড়া এবং অনন্ত মূলের কষায় (পাচন) প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিতে দিতে হইবে। হরীতকী ২৭ রতি, আমলকী ২৭ রতি, বহেড়া ২৭ রতি এবং অনন্তমূল ৮০ রতি এক সঙ্গে কুটিয়া ৩২ তোলা জলের সহিত মেটে পাত্রে পাক

করিবে। ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। প্রাতঃ কালেই পান করিবে।

৪

জাতী বা মধুমালতী ফুলের পাতা গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইয়া ছাকিয়া ঘৃত লইয়া নাসারন্ধ্রে তুলীদ্বারা পুনঃপুনঃ লাগাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঘৃত লাগাইবার পূর্ব্বে অনন্তমূলের ক্বাথ দিয়া নাসারন্ধ্র ধুইয়া লইতে হইবে।

৫

গব্য ঘৃতে মহীলতা অর্থাৎ কেঁচুয়া ভাজিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করতঃ নাসারন্ধ্রে লাগাইলে অতি সত্বর নাসাক্ষত আরোগ্য হয়। ঘৃত প্রস্তুতি প্রণালী দগ্ধ ব্রণে দেখ।

বিচর্চ্চিকা।

বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠ রোগ বিশেষ। ইহা অতি কদর্য্যব্যাধি। এই রোগ প্রায়শঃ জঙ্ঘাদেশ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। সম্ভবতঃ এই জন্যই জাঙিয়া ঘা বা জেঙে ঘা নামে পরিচিত। কাঁউর, বিকাচ প্রভৃতি ইহার চলিত নাম।

বালক-বালিকা দিগকেই প্রায়শঃ এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়; বয়স্ক ব্যক্তিও এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

চক্ষুর অগোচর কীট বিশেষ প্রায়শঃ জঙ্ঘা অর্থাৎ পায়ের গোছা আশ্রয় করিয়া এইরোগ উৎপাদন করে; হস্তাদি অপর অঙ্গেও আদৌ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

যে অঙ্গে এই রোগের সঞ্চার হয়, সেই স্থানে প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক উৎপন্ন হয়। সেই সকল স্ফোটক পাকিয়া বিদীর্ণ হইতে থাকে;

আশে পাশে নূতন স্ফোটক উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে। তাহারাও পাকিতে গলিতে থাকে। এইরূপে বিচর্চ্চিকা রোগের সৃষ্টি হয়। স্ফোটব্রণ সমাচ্ছন্ন সকণ্ডু বিচর্চ্চিকা অতি কদর্য্য ও দুর্দ্দশন ব্যাধি। যে অঙ্গে এই ব্যাধি জন্মে সেই অঙ্গের চর্ম্ম পুরু হয় এবং বিবর্ণ হইয়া উঠে। নিম্নে এই রোগের একটী সিদ্ধ যোগ এবং অপর কয়েকটী সুফল প্রদ ঔষধ কথিত হইল। অত্যল্পব্যয়ে এবং অনায়াসে ঔষধগুলি তৈয়ারি করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এরূপ বিনাব্যয় বা অল্প ব্যয়সাধ্য এবং অনায়াস সাধ্য অথচ অব্যর্থ ঔষধ দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সিদ্ধ যোগ।

লাল সরিষা—যে সরিষা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, আবশ্যকতার অনুরূপ সেই সরিষা লইয়া মেটে পাত্রে রাখিয়া অল্প ভাজিয়া লইবে। তারপর সরিষার তুল্য পরিমিত কাঁচা তেঁতুলের পাতা লইয়া একসঙ্গে হুকার জল দিয়া বাটিতে হইবে। যে হুকার জল কটু হইয়াছে তাহা দিয়াই বাটিবে। এই সুপিষ্টকল্ক অর্থাৎ বাট্‌না লইয়া ব্যাধিত স্থান যুড়িয়া লেপিয়া দিবে। দিবসে তিন চারিবার প্রলেপ লাগাইলে ৩।৪ দিনে বিচর্চ্চিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। বলা বাহুল্য যে, একটী প্রলেপ উঠাইয়া অপর প্রলেপ যোজনা কালে ব্যাধিত স্থান, নিমপাতা দিয়া পাক করা জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

২

আলকাতরা ।।০ একছটাক কোন উপযুক্ত মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া মৃদু সন্তাপে গলাইয়া লইয়া তাহাতে ।৵০ আধপোয়া গর্জ্জন তৈল দিয়া উত্তমরূপে

মিশাইয়া লইবে। শীতল হইলে ইহার লেপ দিলে অল্প দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করা যায়।

৩

কালো খয়ের ১ভরি এবং মুদ্রা শঙ্খ ১ভরি একত্র চূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিবে। তাহা হইতে আবশ্যকানুরূপ গুঁড়া লইয়া ভৃঙ্গরাজ বা ভীমরাজের রসে গুলিয়া লেপ দিলে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

৪

চিতল মাছের শল্ক অর্থাৎ আঁইস রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইবে। তারপর সেই শুষ্কীকৃত শল্ক একখানি মাটীর খুলিতে রাখিয়া ভাজিয়া ভাজিয়া পোড়াইয়া লইবে। তদনন্তর সেইগুলি গুঁড়া করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। তাহা হইতে প্রয়োজনানুরূপ ভস্ম লইয়া তিলের তেলে গুলিয়া ৩।৪ দিন প্রলেপ দিলে কাঁউর ঘা ভাল হয়। দিবসে ৩।৪ বার লেপ দিতে হয়।

৫

এড়গজের চলিত নাম হেড়াঞ্চি, এড়াঞ্চি বা চাকুন্দে। ইহা ক্ষুপ জাতীয় উদ্ভিদ্। এদেশের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মে। চাকুন্দের বীজ, কৃষ্ণতিল, সরিষা, কুড়, পেঁপুল, সচল লবণ, সৈন্ধব লবণ এবং বিট্‌লবণ সমান সমান ভাগে লইয়া এক সঙ্গে কুটিয়া, তিন দিবস কাঁজিতে বা দধির মাতে ভিজাইয়া রাখিবে। তারপর বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

সর্ব্বাঙ্গীন বিশিষ্ট ক্ষত রোগ।

আগুনে পুড়িলে যেরূপ ফোস্‌কা উদ্গত হয়, পীড়ার সূচনা কালে শরীরের স্থান বিশেষে অথবা স্থানে স্থানে সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্‌কা উঠিতে

থাকে; স্থানে স্থানে ছোট বড় স্ফোটকও উদ্গত হয়। ফোস্কা ও স্ফোটক গলিয়া গেলে নানা আকারের ঘা প্রকাশ পায়। ঘায়ের বর্ণ লাল, ঘায়ে বেশী পূঁজ হয় না। রাত্রিকালে ঘায়ের উপর চামাটি পড়ে। চামাটি উঠাইয়া দিলে অল্পই পূঁজ রক্ত নিঃস্রুত হয়। ঘায়ের বেদনা ও খুব কম। ঘা শুকাইলে কাল কাল দাগ রহিয়া যায়। ইহা ত্বক্‌গত ব্যাধি; গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী নহে।

নারাঙ্গী, পোড়ানারাঙ্গী, ক্ষুদে গুড়া এবং গরল উঠা প্রভৃতি ইহার চলিত নাম। ইহা উৎকট ব্যাধি নহে। নিম্নলিখিত পাক করা ঘি ব্যবহার করিলে রোগের হাত হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

মহীলতা ঘ্বত।

সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে মহীলতা বলে তাহার দেশ প্রচলিত নাম কেঁচো বা কেঁচুয়া। কেঁচুয়া দিয়া পাক করা ঘ্বতের নাম মহীলতা ঘ্বত।

প্রয়োজন বুঝিয়া ৵।০ এক পোয়া, ৵॥০ সের অথবা ৵১ সের বিশুদ্ধ গব্য ঘ্বত একখানি মেটে ছোট খুলিতে অথবা পরিষ্কার লোহার কড়াইতে রাখিয়া মৃদু মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। যখন ঘ্বত নিষ্ফেন হইয়া নিশ্চল হইবে অর্থাৎ চুল্লীর উপর রহিয়াও সঞ্চলন করিবে না, স্থির হইয়া রহিবে, তখন তাহাতে পরিষ্কার করা জীবন্ত কেঁচুয়া যতটুকু ঘ্বত লওয়া হইয়া থাকে, তাহার চারি ভাগের এক ভাগ ওজন করিয়া লইয়া নিঃক্ষেপ করিবে। চট্ পট্ শব্দের বিরতি হইয়া ঘ্বত নিষ্ফেন হইলে ঘ্বত নামাইয়া রাখিবে, শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

এই ঘ্বত তুলিকা দ্বারা উক্ত রোগের ক্ষত স্থানে ২।৩ দিন লাগাইলে আরোগ্য লাভ করা যায়।

চিপ্প-গত ব্রণ।

যে মাংস পেশী নখ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহার নাম চিপ্প। কুপিত বায়ু-পিত্ত দুষ্ট রক্তের সহিত সঙ্গত হইয়া চিপ্প আশ্রয় করত যে রোগ উৎপাদন করে, তাহার নাম চিপ্পগত ব্রণ। দাহ-পাকবান্ চিপ্পগত ব্রণ যন্ত্রণা দায়ক ব্যাধি। জ্বরাধিকারে লিখিত জয়াবটী নামক ঔষধ এই রোগের মহৌষধ! এই রোগের ঔষধের অসদ্ভাব নাই বটে, কিন্তু জয়াবটীর প্রতিযোগী ঔষধ দুর্লভ। প্রয়োজন অনুসারে একটী বা দুইটী বটী জলের সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া ব্যাধিত স্থলে প্রলেপ লাগাইতে হয়, দিবসে তিনবার প্রলেপ যোজনা করিবে। তিন চারি দিনে আরোগ্য সুনিশ্চিত।

জয়াবটী অসুলভ নহে; সকল কবিরাজের নিকট উক্ত ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে। না পাইলে তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। প্রস্তুত করাও কঠিন কাজ নহে। নিম্নে জয়াবটীর উপাদান এবং প্রস্তুতি বিধি লিখিত হইল।

জয়াবটী।

উপাদান—অমৃত বা মিঠাবিষ নামে পরিচিত কন্দবিষ, শুঁট, পেঁপুল, মরিচ মুতা, বিড়ঙ্গ, নমের পাতা, হরিদ্রা এবং ছাগমুত্র।

মিঠাবিষ, সর্ব্বত্রই পশারির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। যে কন্দ বেশ টাট্কা আছে, বলপূর্ব্বক নোয়াইলে ঈষৎ নমিত হয়, বেশী বল দিলে ভাঙ্গিয়া যায়, ভঙ্গকন্দের অভ্যন্তর স্নিগ্ধতাযুক্ত, যাহা ওজনে হাল্কা নহে, এবং যাহা কীট-জগ্ধ হয় নাই এরূপ মিঠা জাঁতি দ্বারা চাক্ চাক্ করিয়া কাটিয়া, কোন অধাতব ভাজনে টাট্কা গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। তিন

দিবসের পর, গোমূত্র হইতে উঠাইয়া একখানি তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা দ্বারা প্রত্যেক চাক্তির ত্বক্ উঠাইয়া ফেলিবে। তারপর জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে।

মরিচ জলে ফেলিলে যে গুলি ডুবিয়া যাইবে, সেই গুলি উঠাইয়া শুকাইয়া লইবে। শুঁট এবং পেঁপুল উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে।

মুথা প্রয়োজনের উপযোগী লইয়া উত্তমরূপে ধুইয়া, ত্বক্ ও শিকড় ছাটিয়া শুকাইতে হইবে। বিড়ঙ্গ প্রসিদ্ধ বণিক্ দ্রব্য। বিড়ঙ্গ হামান-দিস্তায় কুটিয়া ঝাড়িলে খোসা উড়িয়া যাইবে। অবশিষ্ট দানা গুলি গ্রহণ করিতে হইবে। নিমের পাতা শুকাইয়া লইবে। পরিপুষ্ট হরিদ্রাকন্দ চাক্ চাক্ করিয়া কাটিয়া শুকাইতে হইবে।

মরিচ প্রভৃতি সাতখানি দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মোড়কে রাখিয়া দিবে।

উক্ত প্রকারে শোধন করা মিঠা জাঁতি দ্বারা কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া টাট্কা ছাগী মূত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। যে পরিমিত মূত্রে একভরি কাটা মিঠা মগ্ন হয় ছাগী মূত্র সেই পরিমাণে লইবে।

যে দিন এই সকল কাজ করা হইবে, তারপর দিন আর কিছু ছাগীমূত্র সংগ্রহ করিবে। প্রথমতঃ ছাগীমূত্র সিক্ত মিঠা খলে মাড়িয়া মাড়িয়া ফেনবৎ করিয়া লইতে হইবে। তারপর তৎসঙ্গে উক্ত সাতখানির গুঁড়া একে একে এক এক ভরি ওজন করিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে মিশাইয়া আবশ্যক মত ছাগীমূত্র দিয়া বহুক্ষণ মাড়িতে হইবে। বটী বাঁধিবার উপযোগী হইলে, শুকাইলে তিন রতি ওজনে হয় আন্দাজ করিয়া সেই পরিমাণে বটী বাঁধিয়া শুকাইয়া রাখিবে।

জয়াবটী জ্বরাদি নানা রোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ, তজ্জন্য প্রসঙ্গক্রমে

এই স্থলে ঔষধটীর প্রস্তুতি বিধি কথিত হইল। যথাবসরে প্রয়োগ বিধি বলিব।

দ্বিতীয় যোগ।

লৌহ ভাজনে কিঞ্চিৎ হরিদার স্বরস রাখিয়া একটী শুষ্ক অথচ টাটকা হরীতকী ঘসিয়া ঘসিয়া ক্ষয় করিতে হইবে। আটী বাদ অপর অংশ ক্ষয় হইলে, সেই ঘৃষ্ট-ঘন-দ্রব চিপ্পগত রোগে প্রয়োগ করিবে।

দশম অধ্যায়।

নাড়ী ব্রণ।

অবিনিঃসৃত পূয়-রক্ত ক্ষত মধ্যে রহিয়া, ব্রণকোটরের পার্শ্ব এবং অধঃস্থ মাংসাদি বিদারণ করত, কদাচিৎ সরল ক্বচিৎ বক্র গতি বিশিষ্ট যে বিশিষ্ট ব্রণ সংঘটন করে তাহার নাম নাড়ীব্রণ। নাড়ী-ব্রণের চলিত নাম নালী ঘা বা শোষ।

এষণী নামক শলাকা যন্ত্র দ্বারা নাড়ীব্রণের গতি ঠিক করিয়া, অস্ত্র দ্বারা ছেদ করত ঘা উন্মুক্ত করিয়া লইয়া ব্রণের চিকিৎসা করাই প্রশস্ত কল্প এবং শাস্ত্রানুমোদিত। কিন্তু তাদৃশী চিকিৎসা পরায়ত্ত এবং ব্যয়াপেক্ষ। তারপর নাড়ী নিম্নাভিমুখে চলিয়া গেলে ঘা উন্মুক্ত করা কঠিন ও কষ্টকর ব্যাপার। নালী ঘায়ের যে সকল সিদ্ধফল ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগমুক্ত হওয়া যাইতে পারে। প্রায়শঃ অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। নিম্নে নালীঘায়ের সিদ্ধ ঔষধ কথিত হইল।

সিদ্ধ মলম।

ডাব নারিকেল, মাখন, আপাঙ্গের পাতার স্বরস, পেঁয়াজ এবং গাঁজা এই কয়েক প্রকার দ্রব্য লইয়া সিদ্ধ মলম তৈয়ার করিতে হয়।

ডাব, মাখন, পেঁয়াজ এবং গাঁজা সকলেরই পরিচিত দ্রব্য। অপামার্গ

নামক ক্ষুপ জাতীয় উদ্ভিদের চলিত নাম আপাং। কোন কোন স্থানে ইহাকে চিচ্‌চিড়ে, স্থান বিশেষে শীশ আপাং বলে।

সিদ্ধমলম প্রস্তুতিবিধি—মধ্যে শাঁস হইয়াছে অথচ সেই শাঁস কোমল আছে এরূপ একটী বড় নারিকেল লইয়া, একখানি ধারাল অস্ত্র দিয়া তাহার হরিতাংশ মাত্র উঠাইয়া ফেলিবে। তারপর মুখের দিকের অংশ, নারিকেলের যে ভাগে বৃন্ত অর্থাৎ বোঁটা থাকে, সেই দিকের আবরণ কাটিয়া গালা বাহির করিয়া লইবে। তার পর ডাবের মুখ উন্মোচন করিয়া সমস্ত জল ফেলিয়া দিবে। মুখ ফুটাইবার সময় যে মুখুটী খানা উঠিয়া ছিল সে খানি রাখিয়া দিতে হইবে।

এই সকল কাজ করা হইলে সেই নারিকেলের ভিতর, আপাঙ্গের পাতার স্বরস ২৷৷০ আড়াই তোলা, গব্য দুগ্ধের বা দধির টাট্‌কা মাখন ।৴০ আধ পোয়া, গাঁজার গুঁড়া ৷৷০ আধ তোলা এবং খোসা ছাড়ান ছোট পেঁয়াজ বাটা ২৷৷০ তোলা দিয়া মুখুটী দিয়া নারিকেলের কৃতচ্ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিবে। তার পর আঠাল কাদা দিয়া, ছয় আঙ্গুল পুরু করিয়া সেই নারিকেলটী লেপিয়া দিবে। সর্ব্বত্রই যেন সমান পুরু লেপ দেওয়া হয়। লেপটী শুকাইয়া আসিলে নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে পাক করিতে হইবে।

পাকক্রম—প্রথমতঃ ভূমিতলে একটী গোলাকার গর্ত্ত খনন করিতে হইবে। মাটি দেয়া লেপা নারিকেলটী গর্ত্তের মধ্যস্থলে রাখিলে তাহার অধঃ ঊর্দ্ধ এবং পার্শ্ববর্ত্তি স্থানে ষোল আঙ্গুল অবকাশ থাকে, গর্ত্তটী এইরূপ পরিমাণে করিতে হইবে। তার পর গর্ত্তের অর্দ্ধোদর শুক্‌না ঘুটে দিয়া পুরাইয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধগর্ভ নারিকেলটী তদুপরি স্থাপন করিবে। নারিকেলের মুখ অর্থাৎ যে স্থান ফুটাইয়া ঔষধ দ্রব্য পুরা হইয়াছে, সেই ভাগে যেন ঊর্দ্ধে থাকে। বলা বাহুল্য যে লেপ দিবার কালেই ঊর্দ্ধাংশ চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হয়। নারিকেল স্থাপন করত গর্ত্তের অবশিষ্ট ভাগ

ঘুটে দিয়া পূর্ণ করিবে। ঘুটে দিয়া অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করত নারিকেল রাখিয়া অগ্নি সংযোগ করত অবশিষ্ট অবকাশ ঘুটে দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে।

অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, অগ্নিসন্তাপে মধ্যস্থিত ঔষধ দ্রব্য পাক হইতে থাকিবে। পাক কালে মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শোঁ। শোঁ। শব্দ শ্রুতি গোচর হয়। সেই শব্দের বিরতি হইলে বুঝিবে যে, জলীয়াংশ নিঃশেষ হইয়াছে। তখন নারিকেলটী উঠাইয়া বাতাসে রাখিয়া দিবে। জুড়াইয়া গেলে, মুখ খুলিয়া কল্ক মিশ্রিত স্নেহ বাহির করিয়া লইবে। নারিকেলটীও ভাঙ্গিয়া শাঁস উঠাইয়া লইতে হইবে। অতঃপর গৃহীত সমস্ত দ্রব্য এক সঙ্গে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া দ্রবাংশ লইবে, সিটে বাদ দিবে। তার পর সেই দ্রব্য উপযুক্ত কটাহে রাখিয়া ধীরে ধীরে পাক করিলে কিট্টাংশ অর্থাৎ কাইট নিম্নে পড়িয়া যাইবে, স্বচ্ছ স্নেহ উপরে রহিবে। সেই স্বচ্ছাংশ কাপড়ে ছাকিয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে। উক্তরূপে সংস্কার করা স্নেহের নাম সিদ্ধ মলম। সিদ্ধ মলম নাড়ী ঘায়ের মহৌষধ।

প্রয়োগ প্রণালী—অগ্নি সন্তাপে মলম গলাইয়া, সুপরিষ্কৃত সুচিক্কণ কাপড়ের ফালিতে মাখাইয়া উপযুক্ত শলাকা দ্বারা কোমল হস্তে ধীরে ধীরে নাড়ীপথে প্রবেশ করাইয়া দিবে নাড়ীর গতি বুঝিয়া তদুপরিও মলম, বস্ত্র খণ্ডে মাখিয়া লাগাইয়া দিবে। নালীর মুখে ও মাঝে মলম লাগাইয়া দিবে। যে অঙ্গে নালী হয় সেই অঙ্গে ঔষধ যোজনা করিয়া এরূপ সংস্থানে রাখিবে যেন, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে মলম অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। সম্ভব হইলে ঐরূপ সংস্থানে রাখাই বিহিত; অসম্ভব স্থলে স্বতন্ত্র কথা।

প্রতিদিন উক্তরূপে পটী যোজনা করিবে। পটী খুলিয়া লইয়া পিচ্‌কারী যোগে ধাবন করিবে। পুনর্ব্বার পটী পরাইবে ও উপরিভাগে মলম লাগাইবে। ৪।৫ দিনেই নালী পুরিয়া আসিবে।

২

বিশুদ্ধ অভিনব নারিকেলের তৈল /।০ এক পোয়া, মনসা সিজ নামে প্রসিদ্ধ গাছের পাতার রস /।০ এক পোয়া, গাঁজার কাপড়ে ছাঁকা গুঁড়া ১ তোলা মুদ্রাশঙ্খের গুঁড়া ১ তোলা এবং কালো খয়েরের গুঁড়া ১ তোলা গ্রহণ করত এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। সেই মিশ্রণ একখানি উপযুক্ত কটাহে রাখিয়া মৃদু মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে হইবে। পাক কালে অতি সাবধানে খুন্তী দ্বারা পাক পাত্রের তলদেশ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা খয়ের প্রভৃতি অধঃপতিত হইয়া পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। পাক করিতে করিতে যখন জলীয়াংশ সম্যক্ নিঃশেষ হইবে, তখন নামাইয়া উন্মুক্ত বাতাসে রাখিয়া দিতে হয়। শীতল হইলে উহার সঙ্গে ১ তোলা শোধিত গন্ধকের সূক্ষ্মচূর্ণ উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে।

নাড়ীব্রণের মুখে এবং যতদূর নাড়ী চলিয়া গিয়াছে, তাহা স্থির করিয়া, তদুপরি উক্ত মলম লাগাইতে ও লেপন করিতে হইবে। চারি পাঁচ দিন, দিবসে তিন চারিবার প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ নাড়ী পুরিয়া আরোগ্যোন্মুখ হইবে। সপ্তাহ কাল প্রয়োগে প্রায়শঃ নালীঘা আরোগ্য হয়।

মনসাসিজের পাতা আগুণে ছেঁকিয়া রগড়াইয়া রস লইতে হয়। গন্ধক শোধনের প্রণালী পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে × পৃষ্ঠা দেখ।

নিগুণ্ডী তৈল।

নিগুণ্ডী তৈলও নাড়ীব্রণের অপর একটী প্রসিদ্ধ ঔষধ। তৈলটী প্রস্তুত করাও দুঃসাধ্য বা কষ্ট সাধ্য নহে। প্রস্তুতির ব্যয়ও অকিঞ্চিৎকর। অল্প আয়াস স্বীকার করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক: তৈলটী তৈয়ার করিয়া লইলে, নাড়ীব্রণগ্রস্ত রোগীর পরমোপকার হইতে পারে।

তিল তৈল /১ একসের একখানি ছোট আকারের মৃৎকটাহে অভাবে

লৌহ কটাহে রাখিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে হইবে। যখন তৈল নিশ্চল ও নিষ্ফেন হইবে এবং তৈল হইতে ঈষৎ ঈষৎ ধূম উদ্গত হইতে থাকিবে, তখন নামাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া আসিলে তাহাতে কিছু (অগত্যা ২॥০ তোলা) হরিদ্রার রস ঢালিয়া দিয়া সে দিন রাখিয়া দিবে।

পরদিন অতি প্রত্যূষে ॥০ আধমণ নিসিন্দার পাতা আহরণ করিয়া ঢেকিতে বা উদুখলে উত্তমরূপে কুটিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। চারিসের নিসিন্দার স্বরস সহ পূর্ব্বোক্ত তৈল পাক করিতে হইবে। জল নিঃশেষ হইলে নামাইয়া অধঃপতিত কাইট বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তৈল নালীঘায়ে প্রয়োগ করিতে হয়।

একাদশ অধ্যায়।

আগন্তুক বা সদ্যোব্রণ।

অর্থাৎ

অস্ত্র-শস্ত্র-কণ্টকাদি দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন ক্ষত চিকিৎসা।

শরীরের যে অবয়ব অস্ত্রাঘাতে কাটিয়া যায় সেই অবয়বের ত্বক্, মাংস, শিরা, ধমনী এবং নাড়ী প্রভৃতি ছিন্ন হয়, আহত স্থল দুই বা তদধিকঅংশে বিভক্ত হইলে ঘা প্রকাশ পায়। ক্ষতস্থল হইতে ধমনীছেদের তারতম্যানুসারে অল্পাধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীছিন্ন হইলে মন্দ বেগে, স্থূলতর ধমনী কাটিয়া গেলে তীব্রবেগে রক্ত স্রুত হয়। রক্তস্রাব রোধ করা ছিন্ন ভিন্ন সদ্যোব্রণ চিকিৎসার আদ্যক্রম এবং অবশ্য করণীয় কার্য্য।

১

করতল এবং করাঙ্গুলির সাহায্যে বিভক্ত অবয়ব সন্ধান করিয়া অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ত্বঙ্‌মাসাদি যেরূপ সংস্থানে ছিল, সেই ভাবে যুড়িয়া দিয়া ধরিয়া রাখিবে এবং ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে সুশীতল জল সেচন করিবে। কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে রক্তস্রোতঃ রোধ হইতে পারে, ছিন্ন ধমনী প্রভৃতি সন্ধিত হওয়ার অর্থাৎ যুড়িয়া যাইবার ও সম্ভাবনা।

রক্তস্রোতঃ রুদ্ধ হইলে, গব্যঘৃতের সহিত কর্পূর মাড়িয়া, প্রকটিত ক্ষতাভ্যন্তরে পুরিয়া তদুপরি আ'শসেওড়া পাতার আবরণ দিয়া, কাপড়ের পটী

দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। যদি অস্ত্রাঘাত গুরুতর হয়, তাহা হইলে যষ্টি মধুর সূক্ষ্ম চূর্ণের সহিত গব্যঘৃত মিশাইয়া, ঘৃতমিশ্রিত কর্পূর চূর্ণ দত্ত ক্ষতের পার্শ্ব-দেশে লেপন করিয়া তদুপরি কচিকলার পাতা বিন্যাস করিয়া তার পর বন্ধন করিবে।

২

উক্ত ক্রমানুসারে কাজ করিলেও যদি রক্ত রোধ না হয়, তাহা হইলে ২॥০ আড়াই ভরি লাক্ষাচূর্ণ /২॥ আড়াইসের জলে গুলিয়া সেই জল সরুধারে ক্ষত স্থানের উপর ধারা দিবে। লাক্ষার অপ্রাপ্ত হইলে ২০।২৫ খানি আলতার পাতা /২॥ সের জলে গুলিয়া ধারা দিবে। প্রয়োজন বুঝিয়া লাক্ষা বা আলতার পাত এবং জলের পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে হয়।

৩

দূর্ব্বা এবং গাঁদাফুলের পাতার সঙ্গে কিছু ফিট্‌কারি মিশাইয়া জল দিয়া বাটিয়া ক্ষতোপরি পুরু প্রলেপ দিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলেও রক্ত রোধ হয়।

৪

আপাঙ্গের পাতার রস অথবা আয়াপানের রস ক্ষতস্থলে সেচন করিলেও রক্ত রোধ হয়।

যদি উক্তক্রম চতুষ্টয় সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে, রক্তরোধ না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে স্থূলতর ধমনী ছিন্ন হইয়াছে। সেরূপ ঘটিলে কদাচ কাল হরণ করিবে না। তখন অবশ্যই পরায়ত্ত হইবে। সুচিকিৎসক আহ্বান করিয়া ধমনীর মুখ বাঁধিয়া লইবে।

যে প্রকারেই হউক রক্তরোধ হইলেই ক্ষতাভ্যন্তরে কর্পূর মিশ্রিত গব্যঘৃত পুরিয়া দিয়া তদুপরি আশ শেওড়ার পাতা রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বাঁধিয়া-রাখিবে। যে দিন ছিন্ন ভিন্ন ব্রণের রক্ত রোধকরত উক্ত ক্রম সকল সম্পাদন করিবে, তাহার তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে ব্রণের বন্ধন উন্মোচন করিবে। প্রায়শঃ

ঐ কয়েক দিনে ব্রণ ব্যথাপাক্ বিবর্জ্জিত হইয়া আরোগ্যান্মুখ হয়। না হইলে উত্তমরূপে ধুইয়া যষ্টিমধুর সূক্ষ্মচূর্ণের সহিত গব্যঘৃত মিলাইয়া ব্রণে লেপন করত বাঁধিয়া রাখিবে। দুইদিনপরে খুলিয়া দেখিবে। যদি ঘা আরোগ্য না হইয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত শরীর ব্রণের চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইবে।

সশল্য সদ্যোব্রণ—কাঁটা, তীরের ফাল এবং বন্দুকের গুলি প্রভৃতি ত্বঙ্মাংশ ভেদ করিয়া ব্রণমুখ হইতে দূরতর স্থানে রহিয়া গেলে. সেই ব্রণকে সশল্য ব্রণ বলে। সশল্য ব্রণ প্রায়শঃ কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্যাধি। কণ্টকাদি বাহির করিতে না পারিলে, ক্ষত আরোগ্য করা যায় না। শল্য নির্হরণ অর্থাৎ কণ্টকাদি বহিষ্করণ ও সহজ ব্যাপার নহে। অস্ত্রকুশল সুচিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকে সে কার্য্য সাধিত হয় না। তথাপি নিম্ন লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে দূরবিদ্ধ কণ্টক বাহির করিয়া লওয়া যায়। বক্ষ্যমান যোগটী বহুবার, কাঁটা ঘা মুখে আনিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, কুত্রাপি অকৃত কার্য্য হইতে হয় নাই। তীর, গুলি প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ যোগ প্রয়োগে বহির্নিগমোন্মুখ হয় কি না তাহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। অনন্যোপায় স্থলে পরীক্ষা করিলে সম্ভবতঃ সুফল লাভ হইতে পারে।

অগ্রে রোগীকে ½ শিকি তোলা পরিমিত যবক্ষার জলে গুলিয়া খাওয়াইয়া দিবে। তারপর শেওয়াকুলের মূলের ছাল জলের সহিত বাটিয়া পিণ্ডাকার করিয়া লইয়া ক্ষত মুখে স্থাপন করত তদুপরি কলার পাতা দিয়া দৃঢ়রূপে পটী বাঁধিয়া রাখিবে। ২৪ ঘণ্টা পরে খুলিয়া দেখিবে। যদি কাঁটা ঘা মুখে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সন্না দিয়া টানিয়া বাহির করিবে। না আসিয়া থাকিলে আরও একদিন এইরূপে প্রলেপ যোজনা করিতে হইবে। সে দিনও প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে উক্ত পরিমিত যবক্ষার সেবন করাইতে হইবে।

যবক্ষার—যবক্ষার অতি প্রয়োজনীয় ভেষজ। ইহা বহু ঔষধের উপাদান; স্বতন্ত্র যবক্ষারও চিকিৎসকেরা বহু রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য বাজারে সুলভ নহে। শঠবণিকেরা যবক্ষার নাম দিয়া যাহা বিক্রয় করে, তাহা যবক্ষার নহে। প্রবিচার না করিয়া অনেক চিকিৎসক তাহাই ক্রয় করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যবক্ষার প্রস্তুত করা দুষ্কর কার্য্য নহে। যে যে অঞ্চলে যবের চাষ হয় সেই সেই স্থানে যবক্ষার অত্যল্প আয়াস ও অকিঞ্চিৎকর ব্যয়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যবক্ষার প্রস্তুতির ব্যবসায় করিলে বিলক্ষণ উপার্জ্জনও হইতে পারে। যবের চাষ সর্ব্বত্রই, হইতে পারে। যে যে স্থলে চাষারা ইহার চাষ করে না, তথায় চাষের প্রবর্ত্তন করিয়া যব উৎপাদন করিয়া লইলে আহার ও ঔষধের সংস্থান হইতে পারে।

যবক্ষার প্রস্তুতি-বিধি—সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন যে যব নামক প্রসিদ্ধ শস্যের অগ্রভাগে দীর্ঘ শূক থাকে। শূকের চলিত নাম শুয়ো। শূক আছে বলিয়া অন্যতম যব শূকধান্য মধ্যে পরিগণিত। যবের ন্যায় দীর্ঘশূক অপর কোন শূক ধান্যের হয় না। যবের শূক হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উক্ত ভৈষজ্যকে যবশূকজ, যাবশূক এবং যবক্ষার বলে।

মাড়াই করিয়া যব ঝাড়িয়া লইলে, প্রভূত পরিমাণে যবের শূক পড়িয়া থাকে। সম্মার্জ্জনী দ্বারা সেই শূক সমস্ত পুঞ্জীকৃত করিয়া, উপযুক্ত পাত্রস্থ জলে নিঃক্ষেপ করিতে হয়। নিঃক্ষিপ্ত শূকে যে সকল ধূলা বালি এবং মাটী প্রভৃতি মিশান থাকে, তাহা জল মগ্ন হইলে, জলোপরি পরিষ্কৃত যবশূক ভাসিতে থাকিবে। সেই প্লবমান যবশূক উঠাইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। শুকাইবার কালে যাহাতে শূকে ধূলা বালি না মিশে তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিবে।

শুষ্কীকৃত যবশূক কোন উপযুক্ত মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ

করিয়া রাখিবে। যখন সমস্ত শূক ভস্মীভূত হইবে, তখন সেই ভস্ম লইয়া ওজন করিতে হইবে। যে পরিমিত ক্ষার পাওয়া যাইবে, তাহার ছয় গুণ জলে সেই ক্ষার গুলিয়া রাখিবে।

এই সকল কাজ করা হইলে, একখানা পরিষ্কৃত কাপড়ের উভয় প্রান্ত কুঁচাইয়া, প্রত্যেক প্রান্ত এক এক গাছি রজ্জু দিয়া বাঁধিবে। তার পর দুই দিকে দুইটী খুঁটা পুতিয়া, একখানিতে কাপড়ের এক প্রান্ত, অপর খানিতে অপর প্রান্ত দৃঢ়রূপে বাঁধিতে হইবে। তদনন্তর দুইখানি কষ্টিকা সেই ঝুলান কাপড়ের দুই স্থলে লাগাইয়া, কাপড় খানিকে দ্রোণীর আকার করিয়া লইবে। এইরূপ করা কাপড়েরর নিম্নে একটী উপযুক্ত অধাতব ভাজন রাখিয়া বস্ত্রদ্রোণীতে ক্ষার-জল ঢালিয়া দিবে। শনৈঃ শনৈঃ সেই ক্ষার জল নিম্নস্থ আধার ভাণ্ডে পতিত হইলে, নিম্নে অপর একটী আধার ভাণ্ড স্থাপন করত পূর্ব্ব পাত্রস্থিত জল বস্ত্রস্থ ক্ষারের উপর ঢালিয়া দিতে হইবে। একুশবার এইরূপ করা হইলে যে ক্ষার জল পাওয়া যাইবে, তাহা একটী উপযুক্ত মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া ধীরে ধীরে কাঠের জ্বাল দিবে। সমস্ত জল নিঃশেষে শুকাইয়া গেলে পাত্রের অধঃপতিত ক্ষার চাঁচিয়া লইয়া নির্ব্বাত স্থানে উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে। এইরূপে প্রস্তুতিকৃত ক্ষারের নাম যবক্ষার।

শেয়াকুল—শেয়াকুলের সংস্কৃত নাম শৃগালকোলিকা। ইহা এক প্রকার বক্রাগ্র-কণ্টকীর্ণ উদ্ভিদ্। এই গাছ আদৌ গুল্মাকারে জন্মে। বর্দ্ধিত হইলে স্থূল লতার ন্যায় সঞ্চরণ করিতে থাকে। ইহার পাতা প্রায়শঃ কুলের পাতার ন্যায়। ফলও কুলের অবয়ব বিশিষ্ট কিন্তু তদপেক্ষা অনেক ছোট।

দগ্ধ-ব্রণ বা পোড়া ঘা।

আগুণে পুড়িলে অথবা অগ্নিতপ্ত তৈল ঘৃত দুগ্ধাদি দ্বারা দগ্ধ হইলে জীব

শরীরে যে ব্রণ-রোগ উৎপন্ন হয় তাহার নাম দগ্ধব্রণ। দগ্ধব্রণের চলিত নাম পোড়া ঘা।

আগুণে পুড়িলে অথবা অগ্নিতপ্ত জল প্রভৃতি দ্বারা দগ্ধ হইলে, প্রথমতঃ অসহ্য জ্বালা উপস্থিত হয়। সেই জ্বালার নিবৃত্তির ব্যবস্থা সর্ব্বাদৌ করিতে হয়।

১

দূর্ব্বাঘাস গুচ্ছাকার করিয়া, খাটী সরিষার তৈলে ভিজাইয়া অনবরত দগ্ধস্থানে সঞ্চালন করিলে জ্বালা প্রশমিত হয়। দূর্ব্বাগুচ্ছ পুনঃ পুনঃ তৈল সিক্ত করিয়া সঞ্চালন করিতে হয়।

২

নারিকেলের তৈল এবং পরিষ্কার চূণের জল এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া ব্যাধিত স্থলে লেপন করিবে।

৩

দগ্ধস্থানে জীরক ঘৃত লাগাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জ্বালা জুড়াইয়া যায়। কিন্তু অগ্নিদগ্ধ কদাচিদ্‌ভাবি ব্যাধি। তজ্জন্য বৈদ্যক মতালম্বি-চিকিৎসকেরা উহা প্রস্তুত রাখেন না; কেহ রাখিলেও কার্য্যকালে সন্ধান পাওয়া যায় না। এরূপ মহোপকারী ঔষধ যাহাতে সুপ্রাপ্য হয়, তাহার উপায় করিতে পারিলে ভালই হয়। ঘৃতটী তৈয়ার করা দুষ্কর কার্য্য নহে; কিছু ব্যয় করিলে প্রস্তুত করিয়া রাখা যাইতে পারে।

জীরকাদ্য ঘৃত প্রস্তুতি বিধি—গব্যঘৃত /১ একসের মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে। নিশ্চল ও নিস্ফেন হইলে নামাইয়া রাখিতে হইবে। কিঞ্চিৎ জুড়াইয়া আসিলে তাহাতে ২ দুই ভরি কাঁচা হলুদের রস দিয়া রাখিয়া দিবে। তারপর তাহাতে, একপোয়া জীরা কিঞ্চিৎ জল সহ বাটিয়া প্রক্ষেপ দিতে হইবে। ঝাড়া বাছা জীরা /২ দুই সের উত্তমরূপে

কুটিয়া একটী মৃৎপাত্রে।৬ ষোল সের জল সহ পাক করত /৪ চারি সের অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া পিষ্ট জীরক প্রক্ষিপ্ত ঘৃতে দিয়া পাক করিবে। কিঞ্চিৎ জল শেষ থাকিতে নামাইয়া রাখিয়া দিবে। তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার পাক করিয়া জলীয়াংশ প্রায় নিঃশেষ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পুনর্ব্বার খুলিতে রাখিয়া নির্জ্জল করত ছাঁকিয়া লইতে হইবে। গরম থাকিতে থাকিতে তাহাতে /০ আধ পোয়া খাটী মোম ফেলিয়া দিবে। জুড়াইয়া গেলে তাহাতে /০ আধপোয়া সাদা ধুনার গুঁড়া দিয়া ঘুটিয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিতে হইবে।

সহরে পোড়া ঘা জুড়াইবার উপায় আছে। পল্লীবাসীরা নিরুপায়। পল্লীগ্রামের কবিরাজ মহাশয়দিগের কেহ যদি এই ঘৃত তৈয়ার করিয়া রাখেন তাহা হইলে অসময়ে লোকের উপকার হইতে পারে, সম্ভবতঃ তিনিও ক্ষতি-গ্রস্ত হইবেন না। পরোপকারার্থী যে কোন ব্যক্তি, ঘরে উক্ত ঘৃতটী তৈয়ার করিয়া রাখিলে মন্দ হয় না।

দগ্ধব্রণ চিকিৎসা—অগ্নিপ্লুষ্ট স্থানে আদৌ ছোট বড় স্ফোট অর্থাৎ ফোস্‌কা উদ্‌গত হয়। সেই ফোস্‌কা গলিয়া গেলে ঘা দেখা দেয়। দুর্দ্দগ্ধ হইলে ফোস্‌কার অপেক্ষা রাখে না, ত্বঙ্মাংস বিশীর্ণ হইয়াই ঘা প্রকাশ পায়।

ক্ষত প্রকাশ পাইলেই মহীলতাঘৃত, ক্ষতস্থান ব্যাপিয়া লাগাইয়া দিবে। নূতন তুলা উত্তমরূপে পিঁজিয়া উক্ত ঘৃতে সিক্ত করিয়া ক্ষত স্থান যুড়িয়া লাগাইয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে ঘৃত সেচন করিতে হইবে।

দগ্ধব্রণ আশঙ্কাজনক ব্যাধি। কারণ, কখন কখন ঘা শুকাইবার প্রাক্‌কালে রোগীকে আক্ষেপ রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। যাহাতে শরীর রুক্ষ হইয়া বায়ু প্রবল না হয়, রোগীকে সেইরূপ পথ্য প্রদান করিতে হয়। গব্যঘৃত, দুগ্ধ এবং মাংসের যূষ প্রভৃতি সুপথ্যের ব্যবস্থা করা বিহিত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নানা অঙ্গগত পীড়কা—নাড়ীব্রণ এবং বিশিষ্ট ক্ষত চিকিৎসা।

১

ভগন্দর।

গুদোষ্ঠের সীমা হইতে দুই অঙ্গুলি পরিমিত বৃত্তক্ষেত্রের কোন স্থানে আদৌ পীড়কা উদ্গত হয়। উপেক্ষা করিলে সেই পীড়কা পাকিয়া গলিয়া ব্রণরূপে পরিণত হয়। তখনও যদি ব্রণশান্তির প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন না করা হয়, করিলেও যাদ কৃতকার্য্য না হওয়া যায়, তাহা হইলে ব্রণগত দুষ্ট পূয়াদি নাড়ীর আকারের পথ করিয়া মলমার্গাবরক মাংস পেশী ভেদ করত রোগ বিশেষের সৃষ্টি করে। এই রোগের নামই ভগন্দর। ভগন্দর অতিকষ্ট দায়ক এবং কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্যাধি।

এষণীদ্বারা নাড়ীর গতি অন্বেষণ করিয়া, নাড়ীর একপ্রান্তের মুখ হইতে অপর প্রান্তের মুখ পর্য্যন্তের আবরক পেশী, অস্ত্র বা ক্ষার সূত্র দ্বারা ছেদ করিয়া ঘা উন্মোচন করিয়া লইয়া, ব্রণের চিকিৎসা করিতে হয়। কাজটা একেতঃ কষ্ট দায়ক তারপর সম্পূর্ণ পরায়ত্ত। বিশেষ ব্যয় সাধ্যও বটে। তজ্জন্য পীড়কা উদ্গত হইলেই যত্ন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ক্রিয়া ক্রম অবলম্বন করিবে। যদি পীড়কা না পাকিয়া বসিয়া যায়, তাহা হইলে উক্তকদর্য্য রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে।

ভাবি-ভগন্দর-সূচক-পীড়কা প্রকাশ পাইলেই আহার পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। উপবাসে রহিলে পীড়কারম্ভক দোষের প্রকোপ প্রশমিত হয়। লঙ্ঘনে রাখা অযোগ্য ব্যক্তিকে, লঘু পথ্য দিতে হইবে। যবের মণ্ডই প্রশস্ত পথ্য। লঙ্ঘন বা লঘু ভোজনের পর বিরেচনের ব্যবস্থা করিবে। হরীতকী সেবন করিয়া কোষ্ঠশুদ্ধি করিয়া লওয়াই প্রশস্ত কল্প। তিন চারিটী

হরীতকীর আটীবাদ দিয়া; কিঞ্চিৎ জলের সহিত পরিষ্কার শিলায় পেষণকরত জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তারপর ঈষদ্ উষ্ণ করিয়া পান করিতে হইবে। এরণ্ড তৈল প্রভৃতি স্নেহ বিরেচন এ রোগে প্রশস্ত নহে। শীতল জলে স্নান, সুশীতল জল পান বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। এই সকল নিয়ম পালন করিবে আর নিম্ন লিখিত প্রলেপ পীড়কার উপর লাগাইতে হইবে।

প্রলেপ—বটের কোমল পাতা, অনেক দিন পর্য্যন্ত জলে রহিয়াছে এরূপ ইঁটের গুঁড়া, শুঁটচূর্ণ, গুলঞ্চ এবং পুনর্নবাশাক সমান সমান ভাগে লইয়া আবশ্যকানুরূপ জল দিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পীড়কার উপরি পুরু প্রলেপ লাগাইবে। প্রলেপ শুকাইয়া আসিলে, তাহা উঠাইয়া নূতন প্রলেপ যোজনা করিবে। অনেক্ষণ বাটা প্রলেপ কদাচ প্রয়োগ করিবে না।

ঔদাস্য করিয়া যদি উক্তক্রম অবলম্বন না করা হয়, তাহা হইলে পীড়কা পরিণত হইয়া স্বতঃই বিদীর্ণ হইয়া ক্ষতরোগে পরিণত হয়। এসময়েও সাবধান হইলে নাড়ী ব্রণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। সর্ব্ব প্রযত্নে ক্ষত শোধন করা কর্ত্তব্য। কাঁচা নিমের পাতা জলের সহিত কিছুক্ষণ পাক করিবে। যখন বুঝিবে যে নিম্বপত্রগত রস-গুণ-বীর্য্য-শক্তি উৎসৃষ্ট হইয়া জলে আসিয়াছে, তখন সেই জল দিয়া ব্রণ উত্তমরূপে ধাবন করত সুকোমল বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া নিম্ন লিখিত প্রলেপ লাগাইবে।

শোধন প্রলেপ—কুড় চূর্ণ, রক্ত তেউড়িয়ার মূল চূর্ণ, কৃষ্ণতিলের, শাঁস, দন্তীর মূল চূর্ণ, পিপুলচূর্ণ, সৈন্ধব, মধু, হরিদ্রাচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ, আমলকী চূর্ণ, বহেড়া চূর্ণ এবং তুতিয়ার গুঁড়া সমান ভাগে লইয়া একসঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। তারপর জলদিয়া বাটিয়া ব্রণোপরি প্রলেপ যোজনা করিবে।

ঘায়ের উপর এই প্রলেপ লাগাইলে জ্বালা করিতে থাকিবে। সে জ্বালা সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু জ্বালা বেশীক্ষণ থাকে না। প্রলেপ শুকাইয়া

আসিলে নিমের পাতা দিয়া পাক করা জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া নূতন প্রলেপ লাগাইবে। চারিবার লাগাইলেই ঘায়ের পূতি মাংস প্রভৃতি উঠিয়া গিয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

ঘা পরিষ্কার হইলে নিম্নলিখিত প্রলেপ লাগাইলে তিন চারিদিনের মধ্যেই ঘা শুকাইয়া যায়।

রোপণ প্রলেপ—কৃষ্ণতিলের শাঁস, হরীতকী চূর্ণ, কুড়চূর্ণ, নিমের পাতা, হরিদ্রা চূর্ণ, দারুহরিদ্রা চূর্ণ, বচচূর্ণ এবং গৃহধূম অর্থাৎ ঘরের ঝুল একসঙ্গে কিঞ্চিৎ জলের সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। বলাবাহুল্য যে প্রত্যেক দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ করিতে হয়।

যাঁহারা অনাত্মবান্ তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যে সকল নরনারী আপন আপন হিত কামনা করেন, ভগন্দর রোগের পূর্ব্বরূপ স্ফোট উৎপন্ন হইবা মাত্রেই অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহারা অবশ্যই উক্তক্রম গুলি অবলম্বলন করিবেন। না করিলে, অতি কদর্য্য দুশ্চিকিৎস্য নানা জাতীয় ভগন্দরের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাগের সম্ভাবনা নাই।

২

কর্ণক্ষত-কর্ণ নাড়ী।

কর্ণক্ষত এবং নাড়ী চিকিৎসা এই প্রকরণের বিষয়। প্রসঙ্গ ক্রমে আদৌ কর্ণ শূলের কয়েটী সিদ্ধ যোগ কথিত হইতেছে।

কর্ণশূল অতি যন্ত্রসাদায়ক ব্যাধি, বালক বালিকারা প্রায়শঃ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অস্ফুটবাক্ শিশুগণের এইরোগ নির্ণয় করা একটু বিবেচনা সাপেক্ষ। তাহারা কর্ণশূলে আক্রান্ত হইলে অনবরত কাঁদিতে থাকে; কি জন্য কাঁদিতেছে তাহা বলিতে পারে না। পেট কামড়াইতেছে, কি কাণকামড়াইতেছে অথবা আর কোন অসুখ হইয়াছে, তাহা রোদন শুনিয়া ও অস্থিরতা দেখিয়া স্থির করা যায় না। নেকড়ার পোটুলি তপ্ত

করিয়া কাণে তাপ দিলে যদি বালক বালিকা সোয়াস্তি বোধ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কাণই কামড়াইতেছে। বয়স্ক এবং প্রস্ফুটবাক্ শিশুগণের রোগনির্ণয়ে গোল ঘটে না। কর্ণশূল জানিতে পারিলে নিম্নলিখিত যোগগুলির অন্যতম যোগ প্রয়োগ করিলে কাণকামড়ানির যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

(ক)

যে সকল আকন্দের পাতা পরিণত হইয়া পীত-শ্রীধারণ করিয়াছে, সেইরূপ আট দশটী পাতা সংগ্রহ করত, প্রত্যেক পাতার দুপিটে গব্যঘৃত মাখাইয়া লইবে। তারপর অঙ্গরাগ্নিতে তপ্তকরিয়া, করতলে রগ্‌ড়াইয়া, ঈষদুষ্ণ রসদিয়া কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়। কিন্তু পরিণাম-পীত অর্কপত্র সর্ব্বত্র সকল সময়ে পাওয়া নাও যাইতে পারে তজ্জন্য আরও কয়েকটী সিদ্ধফল যোগ পর পর বলা যাইতেছে।

(খ)

আদাররস ½ অর্দ্ধতোলা, মধু ¼ সিকি তোলা, এবং সৈন্ধব ১ রতি উত্তরূপে মিশাইয়া গরম করিতে হইবে। অল্পগরম থাকিতে কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়।

(গ)

শোভাঞ্জন অর্থাৎ শজিনার মূলের অথবা গাছের ছালের রস, সমান পরিমাণ তিলতৈলের সহিত মিশাইয়া গরম করিতে হইবে। অল্প গরম থাকিতে তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল আশু প্রশমিত হয়। তিলতৈলের অভাবে সরিষার তৈলও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(ঘ)

যদি কর্ণশূলের সঙ্গে সঙ্গে পাতলা আস্রাব কর্ণ রন্ধ্র হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে তাহা হইলে নিম্নলিখিত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

শার্ষপ তৈল /।০ এক পোয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিয়া নিশ্চল ও নিষ্ফেন করিয়া লইবে। তারপর মিঠাবিষ ১।০ একতোলা আর একশিকির ওজনে কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া তাহাতে দিবে। মূলতানি হিং ১।০ সোয়া তোলা, কাঁচানিমের পাতা ১।০ সোয়াতোলা এবং সমুদ্র ফেনের সুক্ষ্ম চূর্ণ ১।০ সোয়াতোলা তাহাতে দিয়া একসের পরিস্কার জলের সহিত মন্দমন্দানলে পাক করিবে। জলীয়াংশের তিনচতুর্থাংশ ক্ষয় হইলে সে দিন রাখিয়া দিবে। পর দিন আবার পাককরিবে। জলসম্যক্ নিঃশেষ হইলে তৈল ছাকিয়া লইতে হইবে।

কর্ণ-রন্ধ্রগত স্ফোটক—সময়ে সময়ে কাহার কাহারও কর্ণাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক উদ্গত হয়। এই রোগ অতিশয় যন্ত্রনাদায়ক ব্যাধি। স্ফোটক ক্ষুদ্র হইলেও ইহার লক্ষণ অতি উৎকট। স্ফোটক পাকিয়া গলিয়া না গেলে দপ্দপানি এবং চলিক্ পাড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না। নিম্নলিখিত তৈল কর্ণাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে তোদ-শূল প্রভৃতি প্রশমিত হয় এবং স্ফোটক শীঘ্র পাকিয়া যায়।

বনমরিচ নামক পরিচিত একপ্রকার লতিকার ডগার স্বরস ২॥০ তোলা, ২॥০ তোলা খাটি সরিষার তৈলের সহিত পাক করিবে। রস নিঃশেষ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। তৈল অল্প গরম করিয়া কর্ণরন্ধ্র পূরণ করিতে হয়। প্রয়োজনানুসারে তৈল ও স্বরস উক্ত পরিমাণের অধিক ও লওয়া যাইতে পারে। দুই দ্রব্যই তুল্য পরিমিত লইবে।

কর্ণ ক্ষত—কর্ণপালির অভ্যন্তর ভাগে বা বাহ্যদেশে ঘা হইলে, অনন্ত মূল ১ভরি কুটিয়া লইয়া /১ একসের জল সহ পাককরত /।০ একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল দিয়া পিচ্কারি যোগে কর্ণের বাহ্যাভ্যন্তর উত্তমরূপে ধুইয়া তারপর জলশূন্য করিয়া মহীলতা ঘৃত লাগাইয়া দিবে। ৩।৪ দিন এইরূপ করিলে ঘা আরোগ্য হইতে পারে।

কর্ণরন্ধ্রাবরক পৈশিক প্রাচীর ক্ষতরোগ—এই রোগে আক্রান্ত হইলে কাণ অত্যন্ত ভার বোধ হইতে থাকে, কর্ণ-কুহরের আয়তন কমিয়া যায়। পূয় সঞ্চয় জন্য তোদশূল প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকে। মাথাও প্রকৃতিস্থ থাকে না—গুরুত্ব ও শূল প্রভৃতি উপদ্রব যুক্ত হয়। কখন কখন অল্পাধিক জ্বরও প্রকাশ পায়। পীড়া বর্দ্ধিত হইলে কাণ দিয়া ঘন ও দুর্গন্ধ পূঁজ গড়াইয়া পড়িতে থাকে। এই রোগের নাম পূতি কর্ণ। চলিত নাম কাণ পাকা।

চিকিৎসা—যত্নপূর্ব্বক দিবসে অন্ততঃ পক্ষে, পূতিকর্ণ দুইবার ধাবন করিবে, অর্থাৎ ধুইয়া দিবে। নিমের পাতা ।।০ এক ছটাক এবং নিশিন্দার পাতা ।।০ এক ছটাক কুটিয়া লইয়া ।১ সের জল সহ মেটে পাত্রে পাক করিয়া ।।০ এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঈষদুষ্ণ থাকিতে, পিচ্‌কারি যোগে, সেই জল দিয়া কাণ উত্তমরূপে ধুইতে হইবে। প্রত্যেক বার ধাবন কালে উক্ত প্রকারে জল পাক করিয়া লওয়া উচিত। ধোয়ার পর তুলার তুলী দিয়া কাণের জল পুঁছিয়া লইবে।

কাণ পাকার ঔষধ।

১

জাতীঘৃত—গব্যঘৃত ।।০ এক পোয়া, মৃদু অগ্নিতে কটাহে পাক করিতে করিতে নিশ্চল ও নিষ্ফেন হইলে তাহাতে পেষণ করা জাতিফুলের পাতা ।।০ এক ছটাক এবং একসের জল দিয়া ধীরে ধীরে পাক করিতে হইবে। জলীয়াংশ নিঃশেষ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। তুলিকা দ্বারা এই ঘৃত কর্ণাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণ প্রশমিত হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাণ ধুইয়া লইয়া ঘৃত লাগাইবে।

শার্ষপ তৈল /১ একসের উপযুক্ত কটাহে রাখিয়া, মৃদু মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। নিশ্চল ও নিষ্ফেন হইলে, নামাইয়া রাখিতে হইবে। জুড়াইয়া আসিলে তাহাতে দুই এক তোলা হলুদের রস দিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে।

আমের, জামের এবং কয়েতবেলের কচি কাঁচা পাতা আর কাপাসের চুপড়ি লইয়া এই সকল দ্রব্যের প্রতি দ্রব্য //০ একছটাক পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে কুটিয়া পিশিয়া উক্ত তৈলে প্রক্ষেপ দিতে হইবে। পরে চারিসের জলের সহিত ধীরে ধীরে পাক করিয়া, কিঞ্চিৎ জল শেষ থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। পরদিন পাক করিয়া জলীয়াংশ নিঃশেষ করিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইবে। পূর্ব্বে কাণ ধুইয়া মুছিয়া এই তৈল কর্ণকূহরে পুরণ করিলে তিন চারি দিনেই কাণের ঘা আরোগ্য হয়।

আমের জামের এবং কয়েতবেলের পাতা আর কাপাসের চুপড়ি আহরণ করিয়া কুটিয়া পিশিয়া রস লইয়া সেই রস মধুর সঙ্গে মিশাইয়া কর্ণপূরণ করিলেও কাণ পাকা আরোগ্য হয়।

কার্পাসী ফলের চলিত নাম কাপাসে চুপ্‌ড়ি। কার্পাসী ফল পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ঔষধার্থ গ্রহণ করিতে হয়। পাকিয়া ফুটিয়া তুলা দেখা দিলে ঔষধ কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া যায়।

৪

হরিতাল (বাঁশপাতা হরিতাল নহে) গোমূত্রের সহিত ঘসিয়া গোমূত্রে গুলিয়া কর্ণ-পূরণ করিয়া কিছুক্ষণ ধারণ করিয়া রাখিবে। তৎপর পিচ্‌কারিতে ঈষদুষ্ণ জল লইয়া ধুইয়া তুলী দ্বারা মুছিয়া দিতে হইবে।

দিবসে তিনবার কর্ণ পূরণ এবং ধাবন মার্জ্জন করিলে পূতিকর্ণ, তিন চারি দিনে আরোগ্য হয়।

গোমূত্রের প্রয়োজন হইলে গাভীর মূত্র গ্রহণ করিতে হয়। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই টাট্‌কা মূত্র সংগ্রহ করিয়া লইবে।

পূতিকর্ণ পীড়া অর্থাৎ কাণ পাকা রোগ উপেক্ষা করিয়া কালহরণ করিলে কর্ণাভ্যন্তরে সঞ্চিত পূয়রক্ত নিঃসারণ করিবার জন্য বায়ু বলবান্ হইয়া উঠে। উদ্ধত বায়ু যদি পূয়রক্ত লইয়া কর্ণরন্ধ্রাবরক পেশী ভেদ করিয়া নাড়ীর আকারের পথ করিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে যে রোগের সৃষ্টি হয় তাহার নাম কর্ণ নাড়ী। এক কাণে বা উভয় কর্ণে কর্ণনাড়ী উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সকল নাড়ীর গতি ও একরূপ হয় না; কোন নাড়ী সরল রেখায় কোন নাড়ী বা কুটিল পথে গতি করিয়া থাকে। প্রতি কর্ণে একাধিক নাড়ী উৎপন্ন হইতেও পারে। কর্ণ নাড়ী কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্যাধি; যত্ন করিয়া এই রোগ আরোগ্য না করিলে আমরণকাল রোগ ভোগ করিতে হয়। তজ্জন্য কাল হরণ না করিয়া কর্ণনাড়ীর হাত হইতে মুক্তি লাভ করা উচিত।

নিম্নলিখিত কষায় দ্বারা কর্ণরন্ধ্র, দিবসে দুইবার—প্রাতঃকালে একবার আর অপরাহ্ণে আর একবার ধাবন করা উচিত। বলা বাহুল্য যে, উপযুক্ত পিচ্‌কারী যোগে কাণ উত্তমরূপে ধুইয়া, তুলার তুলী দিয়া কর্ণাভ্যন্তর জল শূন্য করিয়া লইতে হইবে।

কষায়—নিমের পাতা এক ছটাক এবং নিশিন্দার পাতা একছটাক আর অনন্তমূল আধপোয়া ওজন করিয়া লইবে। প্রথমতঃ অনন্তমূল উত্তমরূপে কুটিয়া লইয়া সেই সঙ্গে নিম-নিশিন্দার পাতা মিশাইয়া পুনরপি কুটিয়া লইবে। তদনন্তর একটী উপযুক্ত মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহাতে ॥২ দুই সের জল দিয়া পাক করিতে হইবে। ॥০ আধসের শেষ থাকিতে

নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। জল পরিষ্কৃত বোতলে রাখিয়া তাহা দিয়া ২ বেলা কাণ ধোয়াইতে হইবে।

ধাবনের পর নিম্নলিখিত তৈলদ্বয়ের অন্ততর তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিয়া কিছুক্ষণ ধারণ করিয়া রাখিবে। উভয় কর্ণে নাড়ী থাকিলে পর্য্যায়ক্রমে এক এক কর্ণে ধারণ করিতে হইবে।

১

খাটী সরিষার তৈল /১ একসের একখানি উপযুক্ত মেটে খুলিতে, অভাব হইলে পরিষ্কৃত লৌহ কটাহে রাখিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। তৈল নিশ্চল ও নিষ্ফেন হইলে নামাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া আসিলে তাহাতে ২ দুই তোলা হলুদের রস দিতে হইবে। তৈল সম্যক্ শীতল হইলে, তাহাতে বড় শামুকের মাংস /।• এক পোয়া কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া তৈলে দিয়া চারি সের জল সহ পাক করিবে। জলীয়াংশ অত্যল্প অবশেষ থাকিতে নামাইয়া রাখিতে হইবে। সম্যক্ শীতল হইলে ছাঁকিয়া মাংস পরিত্যাগ করত পুনর্ব্বার তৈল পাক করিয়া নির্জ্জল করিয়া লইতে হইবে।

যখন দেখিবে পাক করিতে করিতে তৈল নির্ম্মল হইয়াছে, তৈলের অধোভাগে কিট্ট অর্থাৎ কা'ট্ পড়িয়া গিয়াছে এবং সেই কা'ট কাপড়ের প'ল্‌তায় মাখাইয়া প্রদীপের শিখায় ধরিলে চট্ পট্ শব্দ করে না, তখন বুঝিবে তৈলের পাক সিদ্ধ হইয়াছে।

২

নিশা শব্দের অর্থ হরিদ্রা। হরিদ্রা—হলুদ সকলেরই পরিচিত দ্রব্য। হেমন্ত ঋতুতে যখন হলুদের গাছ মরিতে আরম্ভ করে, তখনই হরিদ্রাকন্দ পূর্ণ বীর্য্যবান্ হয়। সমস্ত শীত ঋতু ব্যাপিয়া ইহার বীর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে। বসন্তকালে দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে, হরিদ্রা-কন্দের অঙ্কুর উদ্‌গমের কাল উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতে হরিদ্রাকন্দের

বীর্য্য হানি ঘটে। এই জন্ত শীতঋতুতেই হরিদ্রা চাক চাক করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয়। হরিদ্রা চূর্ণ এবং কাঁচা হলুদের রস স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। হরিদ্রা বহু ঔষধের অন্ততম উপাদান রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিশাদ্য তৈল পাকের ক্রম—শার্ষপ তৈল /১ সের (৬৪ তোলা) পাকে নিশ্চল, নিষ্ফেন এবং নিঃশব্দ করিয়া লইয়া, জুড়াইয়া আসিলে তাহাতে ২ দুই তোলা হলুদের রস দিয়া লইবে। সেই তৈলে ৮ তোলা পরিমিত শুষ্ক হলুদ পেষণ করিয়া, আর ৮ তোলা গন্ধকের গুঁড়া মিশাইয়া দিতে হইবে। তৎপর এক সের (৬৪ তোলা) ধুতুরার পাতার রস দিয়া ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাক কালে, একখানি খুন্তী দিয়া খুলী বা কটাহের তলদেশ অনবরত পরিষ্কার রাখিতে হইবে। জলীয়াংশ নিঃশেষ হইলে নামাইয়া রাখিবে। সুশীতল হইলে ছাঁকিয়া উপরের পরিষ্কৃত তৈল গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে কর্ণ পূরণ করিতে হইবে।

মুখরোগ।

অধরোষ্ঠে, দন্তে, দন্তমূলে—দন্তমূলাবরক মাংসে, জিহ্বাতলে, তালুদেশে এবং কণ্ঠ প্রণালীতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল রোগের সাধারণ নাম মুখ রোগ। ওষ্ঠাদিগত পৃথক্ পৃথক্ রোগ ছাড়া আরও তিন জাতীয় স্ফোট মুখ কুহরে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল স্ফোটের স্থান নির্দ্দেশ নাই, মুখগহ্বরের একদেশে বা সর্ব্বত্র সমুৎপন্ন হইতে পারে। সেই জন্য সে গুলিকে সর্ব্বসরা মুখ পীড়া বলে। সমস্ত মুখরোগের সংখ্যা পঞ্চষষ্ঠি। পঁয়ষষ্ঠি প্রকার মুখরোগের মধ্যে অনেকগুলি অসাধ্য ব্যাধি; কতকগুলি কৃচ্ছ সাধ্য রোগ। কণ্ঠ ও তালুগত

কয়েক প্রকার শস্ত্র সাধ্য পীড়া। কোন কোন রোগ অল্পায়াসে আরোগ্য করা যাইতে পারে।

অনায়াসে অল্পায়াসে অথবা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করত দ্রব্য আহরণ করিয়া সুস্থির চিত্তে যে সমস্ত রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লওয়ার সম্ভাবনা হয়, পরন্তু প্রযুক্ত ঔষধ সুফল প্রদান করে, তাহাই এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। শস্ত্রসাধ্য মুখরোগ উপস্থিত হইলে উপযুক্ত শস্ত্র চিকিৎসকের শরণ লওয়া উচিত। যে সকল রোগ অসাধ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, কখন কখন সে সকল পীড়াও চিকিৎসার গুণে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। তজ্জন্য তথাবিধ রোগেও যোগ্য চিকিৎসকের শরণ লওয়া কর্ত্তব্য; নিরাশ হইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করা উচিত নহে।

দন্ত-দন্তরক্ষা-দন্তরোগ চিকিৎসা।

আহার জীবের জীবন-ধারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আহার চারি প্রকার —চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়। এই চতুর্ব্বিধ আহার জাঠরানলে সম্যক্ পরিপক্ক হইলে দ্বিধা বিভক্ত হয়; অসার ভাগ মল-মূত্র রূপে পরিণত হইয়া স্ব স্ব পথে নিঃসৃত হইয়া যায়, সার ভাগ শ্বেত-স্বচ্ছ তরল পঞ্চভূত প্রসাদজ রস ধাতুতে পরিণত হয়। পঞ্চভূত প্রসাদজ শব্দের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, রসে শরীর গঠন ও পোষণের উপযোগী সমস্ত উপাদান নিহিত থাকে। সেই আদ্যধাতু রস রক্তাদি ধাতুতে পরিণত হইয়া জীবের শরীর ধারণ পোষণ করে।

চতুর্ব্বিধ আহার্য্যের মধ্যে চর্ব্ব্য আহারই অধিক সংখ্যক এবং পুষ্টি তুষ্টিপ্রদ। চর্ব্ব্য আহার দন্ত কর্ত্তৃক ছিন্ন, ভিন্ন, পিষ্ট এবং ক্লিন্ন হইয়া উদরস্থ হইলে সম্যক্ পরিপাকের উপযোগী হয়। ছেদ, ভেদ, পেষণ এবং ক্লেদন না করিয়া চর্ব্ব্য দ্রব্য গিলিয়া খাইলে সম্যক্ পরিপক্ক হয় না পরন্তু অজীর্ণাদি

রোগের সৃষ্টি করে। কতকগুলি চর্ব্ব্য আহার চর্ব্বণ কালে দন্তবেষ্টের মূল দেশ হইতে ক্লেদক নামক শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। ক্লেদক শ্লেষ্মা চর্ব্বিত আহারের সঙ্গে মিশিলে তাহা প্রক্লিন্ন,—মধুরএবং ফেনভাবাপন্ন হয়। তাদৃশ আহারই পরিপাকের সম্যক উপযোগী। বলাবাহুল্য যে চর্ব্ব্য আহারকে পরিপাকের উপযোগী করিয়া লইবার প্রধান উপায় দন্ত। এতাদৃশ যন্ত্র যাহাতে অব্যাহত থাকে, তজ্জন্য যত্নপর হওয়া দস্তুর নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। চর্ব্ব্য আহার চর্ব্বণ কালে যে লালারূপে শ্লেষ্মধাতু নিঃসৃত হয়, যাহাতে তাহা বিশুদ্ধ থাকে তদ্বিষয়েও যত্নপর হওয়া উচিৎ।

দাঁত পরিষ্কার না রাখা দন্ত রোগের একটী বিশিষ্ট কারণ। অজীর্ণরোগও দাঁতের এবং দন্তবেষ্ট রোগের অন্যতম কারণ। পরন্ত শীতাদ-দন্ত পুপ্‌পুটাদি দন্তবেষ্টগত পীড়া নানাপ্রকার উদরের রোগ সংঘটন করিয়া থাকে।

দন্ত পংক্তিকে অব্যাহত রাখিতে হইলে, দিবসে তিনবার দন্ত ধাবন করিতে হইবে। আমাদের দেশে প্রায় সকল লোকেই দন্তধাবনের জন্য দন্তকাষ্ঠ বা দাঁতন ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধুনা বিদেশীয়দিগের অনুকরণে কেহ কেহ টুথ্‌ব্রাস্‌ ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যাবড় বেশী নহে। দাঁত মাজিবার জন্য দাঁতন ব্যবহার করাই ভাল। কনিষ্ঠাঙ্গুলের ন্যায় পরিণাহ বিশিষ্ট কোমল আঁশশেওড়ারকাণ্ড, নিম বা নিসিন্দা অথবা ডহরকরঞ্জার বার আঙ্গুল দীর্ঘ কোমল শাখার এক প্রান্ত কূর্চ্চাকার করিয়া লইয়া তদ্বারা অতি সতর্কভাবে একে একে দাঁত ঘসিয়া ঘসিয়া সমস্ত দাঁত গুলি নির্ম্মল করিয়া-লইবে। ঘর্ষন কালে যেন দন্তমাংসে আঘাত না লাগে।

তার পর দন্তকাষ্ঠ চিরিয়া দুইভাগ করিয়া লইয়া তাহার একখানি দিয়া জিব ছুলিয়া জিহ্বার সঞ্চিত মল অপনয়ন করিতে হইবে। তার পর উত্তমরূপে চূর্ণকরা কাঠ কয়লা দিয়া দাঁত এবং দাঁতের গোড়ার মাংস মাজিয়া জল দিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিবে।

গেরিমাটীর গুঁড়া কিংবা পাথুরিয়া কয়লার শ্বেতভস্ম অর্থাৎ সাদা ছাই দিয়া প্রত্যহ দাঁত মাজিলে দন্তরোগে আক্রান্ত হইতে হয় না পরন্তু অনেক প্রকার দন্তবেষ্টগত রোগ আরোগ্য হয়। প্রাত:কালে এবং দুবেলা আহারের পর দন্ত ধাবন এবং উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করা উচিত। মুখ ধুইবার জন্য গরম কালে শীতল জল এবং শীতকালে ঈষদুষ্ণ গরম জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শার্ষপ তৈলের গণ্ডূষ-ধারণ দন্তরক্ষার এবং দন্ত-দন্তবেষ্টগত নানাপ্রকার রোগ প্রশমণের সুপ্রশস্ত উপায়। আধ ছটাক কি এক ছটাক খাটি সরিষার তেল দুই তিন দণ্ড মুখাভ্যন্তরে রাখিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়, ইহাকেই তৈলগণ্ডুষধারণ বলে। রাত্রিকালের আহারের পর আচমন করিয়া তৈল গণ্ডুষ ধারণ করিলে নৈশ-মুখ-বিকৃতির আশঙ্কা থাকে না।

দন্তবেষ্টগত রোগ—সপ্ত ষষ্টিসংখ্যক মুখরোগের মধ্যে নানাপ্রকার দন্তবেষ্টগত রোগে অধুনা অনেককে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। দন্তবেষ্ট অর্থাৎ দাঁতের গোড়ার মাংস আশ্রয় করিয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে দন্তবেষ্টগত রোগ বলে। ষোড়শ-সংখ্যক দন্তবেষ্টগত রোগের মধ্যে শীতাদ এবং দন্তপুপ্পুট প্রভৃতি কতিপয় রোগ অধুনা প্রায়ো-ভাবি ব্যাধি। ইদানীং অনেক নর-নারীকে শীতাদ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্টভোগ করিতে দেখা যায় এবং তত্তদ্ রোগকারণজ অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে তাঁহাদিগকে আক্রান্ত হইতে হয়।

শীতাদ—শীতাদ কফ-শোণিত সম্ভব ব্যাধি। কফ এবং রক্ত যুগপৎ কুপিত হইয়া দন্তবেষ্ট আশ্রয় করিলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ প্রত্যেক দাঁতের গোড়া ফুলিয়া উঠে। অকস্মাৎ দন্ত-বেষ্টগত শোথ বিদীর্ণ হইয়া শোণিত প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। শ্রুত রক্ত তরল কৃষ্ণবর্ণ

এবং ক্লেদ ও দুর্গন্ধ যুক্ত। ক্রমশঃ দাঁতের গোড়ার মাংস বিশীর্ণ হইতে থাকে এবং একের পর আর পচিতে আরম্ভ করে।

দন্তপুপপুট—দন্তপুপপুট ও কফরক্তজ ব্যাধি। দুষ্টরক্ত এবং কুপিত কফ দুইটী বা তিনটী দাঁতের গোড়ার মাংস আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ উপস্থিত হইলে, দুইটী বা তিনটী দাঁতের গোড়ার মাংস সবেদন শোথ যুক্ত হয়। তজ্জন্য রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠে।

দন্তবেষ্ট—দন্তবেষ্টে দন্তবেষ্টক সংজ্ঞক এক প্রকার রোগ হয়। দন্তবেষ্ট দুষ্টরক্তজ ব্যাধি। এই রোগে দন্তবেষ্ট হইতে পূঁজ ও রক্ত স্রুত হইতে থাকে এবং দাঁত নড়িতে আরম্ভ করে।

তিন প্রকার দন্তবেষ্টগত রোগের লক্ষণ বলা হইল। সৌষির প্রভৃতি অবশিষ্ট ত্রয়োদশ প্রকারের কারণ, সম্প্রাপ্তি এবং লক্ষণের যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে বটে কিন্তু সকল গুলিই দাঁতের এবং দাঁতের গোড়ার মাংসের অপচয় ঘটাইয়া থাকে। দাঁতের গোড়ার মাংসে সেই সকল রোগ আশ্রয় করিলে প্রায়শঃ দন্তবেষ্ট ফুলিয়া উঠে, বেদনা যুক্ত হয়, দন্তমাংস বিশীর্ণ হয়, রক্ত বা পূঁয়রক্ত শ্রুত হইতে থাকে শেষে ব্রণে পরিণত হয় এবং দাঁত নড়িতে থাকে। সেই সকল রোগে চিকিৎসার বিশেষ বৈষম্য নাই। একটু বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে সুচিকিৎসা করা যাইতে পারে। তজ্জন্য বাহুল্য ভয়ে সে সকল রোগের উল্লেখ করা গেল না।

চিকিৎসা।

দাঁতের গোড়া ফুলিয়া বেদনাযুক্ত হইলে, কালবিলম্ব না করিয়া যজ্ঞোডুম্বরের পাতা চর্ব্বণ করিলে পরমোপকার লাভ করা যায়। প্রয়োজনের অনুরূপ পরিষ্কার পাতা গুছাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিবে। সুচর্ব্বিত

হইলে, চর্ব্বিত পত্র এবং পত্রচ্যুত রস পরিত্যাগ করিতে হইবে। হয় তো কিছু রস উদরস্থ হইতে পারে, হইলে ও কিছুমাত্র অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। কিছুকাল বিশ্রামের পর আবার চর্ব্বণ করিবে। এইরূপে সমস্ত দিন ধরিয়া চর্ব্বণ করিলে, উপস্থিত যন্ত্রণা এবং ভাবি-দন্তবেষ্টগত রোগের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। জিহ্বাক্ষতে, তালুক্ষতে এবং সৌষির নামক রোগ শান্তির জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, সেই সকল উপায়ের মধ্যে, উডুম্বরপত্র চর্ব্বণই সুপ্রশস্ত উপায়। চর্ব্বণ করিতে অসমর্থ হইলে পত্র পেষণ করিয়া মুখে ধারণ করিবে।

দন্তমূলে বেদনান্বিত, লালাস্রাবী এবং কণ্ডূযুক্ত যে কফবাতজ শোথ জন্মে তাহারই নাম শৌষির।

২৷৷০ ভরি ওজনের বচ পেষণ করিয়া, ৵২ দুই সের নির্ম্মল জল সহ মাটীর হাঁড়িতে পাক করিবে। ৵৷৷০ আধ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঈষদুষ্ণ বচের ক্কাথের কবল ধারণ করিলে দন্তমূলের শোথ ও বেদনা প্রশমিত হয়। দিবসে তিন বার কবল ধারণ করিতে হয়। যজ্ঞডুমুরের পাতা চর্ব্বণ করার পর উক্ত ক্কাথ দিয়া মুখ ধুইলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়।

(৩)

খাঁটী টাট্‌কা সরিষার তৈলের কবল ধারণ, দিবসে তিন বার করিলে দাঁতের গোড়ার মাংস স্ফীতি ও শূলাদি যন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

(৪)

দন্তবেষ্টগত শোথ অস্ত্র দ্বারা বিদারণ করিয়া রক্তমোক্ষণ করা, যন্ত্রণা প্রশমনের প্রশস্ত উপায়। সুনিপুণ হস্তে সুবিশুদ্ধ অস্ত্র দ্বারা ছেদ করিয়া রক্তমোক্ষণ করা উচিত। অনেক স্থলে নাপিতেরা নরুণ দিয়া চিরিয়া

রক্তমোক্ষণ করিয়া থাকে। কাজটা বিজ্ঞানুমোদিত নহে। অস্ত্রদোষে এবং নৈপুণ্যের অভাবে বিপৎপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অস্ত্রকুশল চিকিৎসকের অভাব হইলে পূর্ব্বাপরোক্ত ক্রিয়া অবলম্বন করিবে, ভাবি যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য বিপদ্ ডাকিয়া আনিবে না।

(৫)

বকুল ফুলের গাছের ছাল চর্ব্বণ করিলে চলদন্ত অর্থাৎ দাঁত নড়া আরোগ্য হয়। বকুল গাছের ছাল উঠাইয়া উপরিতন ভাগের মরাছাল চাঁচিয়া ফেলিবে এবং নিম্নদেশের কাষ্টভাগ অপনয়ন করিয়া কুটি কুটি করিয়া, চর্ব্বণ করিবে। চিবাইতে অসমর্থ হইলে ছেঁচিয়া কি বাটিয়া লইবে। দিবসে ৩।৪ বার চর্ব্বণ করিলে ৫।৭ দিনে চলদন্ত দৃঢ় হয়। দাঁতের গোড়া সুদৃঢ় করিবার ইহাপেক্ষা ফলপ্রদ উপায় সুদুর্লভ।

৬

নিরন্তর তুলসীর পাতা চর্ব্বণ করিলে দাঁতের গোড়ার ফুলা ও বেদনার শান্তি হয়, দাঁতের পোকা মরিয়া যায় এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

৭

অনন্তমূল ।/০ এক ছটাক, হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়ার ফলের ছাল প্রত্যেক দ্রব্য ২॥০ তোলা আর কাল খয়ের আধ তোলা এক সঙ্গে কুটিয়া /১ এক সের জল সহ মেটে পাত্রে পাক করিতে হইবে। /। এক পোওয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কষায়ের কবল ধারণ করিলে পূর্ব্বোক্ত শীতাদ প্রভৃতি দন্তবেষ্টগত রোগ, মুখের জিহ্বার এবং ওষ্ঠের ক্ষত অচিরে আরোগ্য হয়। প্রতি দিবসে তিন বার কবল ধারণ করিবে। হরীতকী প্রভৃতির আঁঠী বাদ দিবে।

৮

মহাসমূদ্র গাছের ছালের কষায় কবল করিলে দন্তবেষ্ট জিহ্বা তালু এবং ওষ্ঠগত ক্ষতরোগ প্রশমিত হয়। কষায় প্রস্তুতি বিধি—মহাসমূদ্র নামে বিখ্যাত বৃক্ষের ত্বক্ //০ এক ছটাক, এক সের জল সহ মাটীর হাড়ীতে পাক করিবে। /। পোওয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া সুধৌত বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে। বলা বাহুল্য যে ছালগুলি উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কষায় প্রস্তুত করিতে হইবে।

৯

রসমাণিক নামে প্রসিদ্ধ বণিক্‌দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত গুলিয়া ওষ্ঠক্ষতে দাঁতের গোড়ার মাংসের ঘায়ে, জিহ্বা এবং তালুক্ষতে লাগাইলে তৎতদ্‌গত ক্ষতরোগ প্রশমিত হয়।

১০

জাতীকাদ্যঘৃত লাগাইলে যাবতীয় মুখের ঘা আরোগ্য হয়। টাক্‌রা এবং গলার ঘায়ের পরমৌষধ প্রাণদ বর্ত্তিকার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

১১

খদিরাদি বটিকা।

কালোখয়ের, জনকপুরে খয়ের বা পাপড়ি খয়ের নামে প্রসিদ্ধ খদির সার /১৷৷/ এক সের নয় ছটাক লইয়া /৮ সের জল সহ পাক করিবে। /১ এক সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া, একখানি পরিস্কার লৌহ কটাহে পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে। পাককালে লোহার খুন্তি দিয়া অনবরত তলদেশ পরিস্কার রাখিতে হইবে। /। এক পোওয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণগুলির মিশ্রণ প্রক্ষেপ দিয়া পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন করিয়া মিলাইয়া লইবে। জমিয়া আসিলে মটরের ন্যায় গুলি পাকাইয়া রাখিবে।

প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা—জৈত্রী চূর্ণ ১ তোলা, কর্পূর চূর্ণ ১ তোলা সুপারি গুঁড়া ১ এক তোলা, কাকোলির গুঁড়া ১ তোলা. এবং জায়ফলের গুঁড়া ১ তোলা একসঙ্গে মিশাইয়া প্রক্ষেপ দিতে হইবে।

একটি গুলি মুখে ধারণ করিয়া রাখিবে! দ্রবীভূত হইয়া গেলে, নিষ্ঠীবন ত্যাগকরত ঈষদুষ্ণ জলে মুখ প্রক্ষালন করিবে। পুনরপি আর একগুলি ধারণ করিবে। দিবসে ৩।৪ টী গুলি ধারণ করিলে দন্তগত ওষ্ঠগত তালুগত এবং জিহ্বাগত ক্ষত রোগ আরোগ্য হয়।

১২

তালুদেশে বা কণ্ঠনালীতে ক্ষত হইলে প্রাণদাবর্ত্তির ধুম পান করিতে দিবে। বর্ত্তির প্রস্তুতি প্রণালী প্রয়োগ বিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৩

মহীলতাস্থ ঘৃত মুখক্ষতে প্রয়োগ করিলে আশাতীত সুফল পাওয়া যায়। রোগীর পরোক্ষে ঘৃত তৈয়ার করাই উচিত। ঔষধের উপাদান জানিতে পারিলে রোগীর ঔষধ প্রয়োগে সম্মতি নাও হইতে পারে।

ত্রয়োদাশ অধ্যায়।

ঔপসর্গিক মেহ।

মিহ ধাতুর অর্থ সেচন—ক্ষরণ। তদুত্তর ভাববাচ্যে অল্ প্রত্যয় বিধান করিলে মেহ পদ সিদ্ধ হয়। ক্ষরণাত্মক ব্যাধি বিশেষের নাম মেহ। স্ত্রী-পুরুষেব মূত্র পথ দিয়া দোষ-দুষ্ট মূত্র প্রভৃতি তরল দ্রব্য-ক্ষরণকেই মেহ বলে। মেহের অপর নাম প্রমেহ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিংশতি প্রকার প্রমেহের নিদান সম্প্রাপ্তি এবং লক্ষণাদি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। অধুনা, তদতিরিক্ত আর এক প্রকার প্রমেহ রোগে অনেক নর-নারীকে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়; কিন্তু সে রোগ আয়ুর্ব্বেদ-বর্ণিত মেহরোগ-গণের অন্তর্গত নহে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যে সময় প্রণীত হইয়াছিল,সে সময় এই কদর্য্য ব্যাধি-আর্য্য নর-নারীর শরীরে আশ্রয় পায়নাই। সম্ভবতঃ ফিরঙ্গ রোগের সঙ্গে-সঙ্গেই উক্ত রোগ এদেশে আসিযাছে। এই রোগকে অনেকে ঔপসর্গিক-মেহ বলেন। আমরাও সেই নাম গ্রহণ করিলাম।

ডাক্তারেরা ঔপসর্গিক মেহকে গণোরিয়া বলেন। গণোকোকাস্ নামক এক প্রকার চক্ষুর অগোচর জীবাণু এই রোগের নিদান, সেই জন্য রোগের নাম গণোরিয়া। যে সূত্ররচিত জলবৎ বিধান দ্বারা পুরুষের মূত্রমার্গ এবং স্ত্রী লোকদিগের যোনি প্রণালী সমাবৃত সেই বিধান জালে উক্ত জীবাণু সংশ্রিত রহিয়া গণোরিয়া উৎপাদন করে। সঙ্গমকালে পুং-শরীর হইতে স্ত্রীশরীরে এবং স্ত্রীশরীর হইতে পুরুষের শরীরে সেই জীবাণু সংক্রমিত হইলে, জীবাণু সকল কয়েকদিন প্রচ্ছন্ন রহিয়া রোগোৎপাদন করে। রোগবীজ সংক্রমিত হইলে দুই হইতে দশ দিনের মধ্যে পীড়া

প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। প্রায়শঃ তৃতীয় চতুর্থ দিনে পীড়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রচ্ছন্ন বা অব্যক্ত অবস্থাই উক্ত রোগের পূর্ব্বরূপ। ঔপসার্গিক মেহের পূর্ব্বরূপের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে এই সময় স্ত্রী বা পুরুষ অত্যন্ত কামাতুর হইয়া উঠে। দুর্ব্বদ্ধি বশতঃ যাহারা সঙ্গমে রত হয়, তাহাদের পীড়া প্রকাশ পাইতে কাল বিলম্ব হয় না।

পীড়া প্রকাশ পাইলে পুরুষাঙ্গ ঈষৎ ফুলিয়া উঠে। স্ত্রীলোকদিগেরও মূত্র প্রণালী ও অল্পাধিক পরিমাণে উচ্ছূন হয়। মূত্রের সহিত এবং স্বতন্ত্রভাবে পুঁজের ন্যায় আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা যন্ত্রণা অনুভূত হয়। কাহাকে কাহাকেও বা অল্পাধিক পরিমাণে জ্বরাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এই রোগের তরুণাবস্থা তিন হইতে ছয়সপ্তাহ পর্য্যন্ত রহিয়া, তারপর পুরাতন অবস্থায় উপনীত হয়। পীড়া পুরাতন হইলে তরুণাবস্থার ন্যায় জ্বালা যন্ত্রণা থাকেনা, কিন্তু অণ্ডলালাবৎ আস্রাব নিঃসরণ জন্য রোগী বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় এবং শরীর অস্বাচ্ছন্দ্যের নিলয় লইয়া উঠে। কাহাকে কাহাকেও বাত রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। এই বাত প্রায়শঃ আমবাত রোগের লক্ষণ যুক্ত। ইহার ইংরেজী নাম গনোরিয়াল্ রিউমেটিজিম্।

চিকিৎসা

ঔপসার্গিক মেহের তরুণাবস্থায় লঙ্ঘন ও লঘু ভোজনের ব্যবস্থা করা করা উচিৎ। দুই একদিন অনশনে রহিয়া লঘু পথ্য সেবন করিবে। মুগ বা মসূরের যুষ এই রোগে অতি সুপথ্য। কোনপ্রকার মাদক কিংবা অন্য উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য কদাচ ব্যবহার করিবেনা, সম্যক্ বিশ্রামে রহিবে। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিবে। তৈলাভ্যঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত।

১

ফট্‌কিরি ৪ রতি অর্দ্ধ ছটাক নির্ম্মল জলে দ্রবকরিয়া, একটী ছোট কাচের পিচকারির মধ্যে আকর্ষণ করিয়া, প্রস্রাবের পথে পিচ্‌কারির মুখ প্রবেশ করাইয়া ধীরে ধীরে চাপ দিয়া মূত্রমার্গ ধুইয়া দিবে।

২

তুতিয়া ½ আধ কিংবা ১ রতি আধছটাক নির্ম্মল জলে সম্যক্ দ্রব করিয়া তাহাদিয়া উক্ত প্রণালী অনুসারে মূত্র নলীধাবন করিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়।

৩

সুধাসীকর তরুণ ও পুরাতন ঔপসর্গিক মেহের পরমৌষধ। প্রথমতঃ সদ্‌গন্ধযুক্ত শ্বেতচন্দন—সাদাচন্দন নির্ম্মল জলের সহিত চন্দনপিড়িতে বা পরিস্কার শিলাতলে পরিস্কার জলের সহিত ঘসিয়া ঘসিয়া ঘন করিয়া লইবে। তাহার ২ তোলা কাবাব চিনির গুঁড়া ৪।৫ রতি এবং কর্পূর এক রতির সহিত একটী বটী গুলিয়া প্রাতঃকালে ১ বটী এবং সন্ধ্যার সময় ১ বটী সেবন করিবে।

সুধাসীকরের উপাদান এবং প্রস্তুতি বিধি—রস সিন্দুর, শোধিত হিঙ্গুল, রসমাণিক এবং শোধিত আমলাসা গন্ধক এই দ্রব্যচতুষ্টয় সুধাসীকরের উপাদান। রসসিন্দুর প্রভৃতি চারিখানি দ্রব্য পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। চূর্ণগুলি যেন কেয়াফুলের অভ্যন্তরস্থ রেণুর ন্যায় কোমলস্পর্শ হয়। সুচুর্ণীকৃত রসসিন্দুর ১০ ভরি, হিঙ্গুলচূর্ণ ৭ ভরি রসমাণিক চূর্ণ ৩ ভরি এবং গন্ধকচূর্ণ ১ ভরি এক সঙ্গে মিশাইয়া প্রস্তর খলে ঘৃতকুমারীর স্বরসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি মাত্রায় বড়ী বাঁধিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ বা সিকি ভাগে লইয়া ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

হিঙ্গুল শোধন বিধি—নরমদানার হিঙ্গুল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভাগ করিয়া লইবে, গুঁড়া করিবেনা। সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মীকৃত নরম পাকের হিঙ্গুল এক খানি অধাতব গভীর ভাজনে রাখিয়া, গোঁড়ালেবুর রসে অভাবে পাতিলেবুর রসে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। সেই রস রৌদ্রসন্তাপে শুষ্কীভূত হইলে পুনর্ব্বার লেবুর রস দিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। সাতবার সাতবার এইরূপ করা হইলে জল দিয়া পুনঃ পুনঃ ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে হিঙ্গুল বিশুদ্ধ হয়

গন্ধক শোধন প্রনালী—যে গন্ধককে সংস্কৃত ভাষায় নবনীতাখ্য গন্ধক বলে, চলিত ভাষায় যাহার নাম আমলাসা গন্ধক তাহাই ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করিতে হয়। পশারির দোকানে আমলাসা গন্ধক পাওয়া যায়। এক খানা পরিষ্কারলোহার হাতায় খণ্ডখণ্ডীকৃত আমলাসা গন্ধক রাখিয়া অঙ্গারাগ্নি সন্তাপে রাখিবে যেমন একটু একটু গলিবে, অমনি সেই দ্রবীভূত দ্রব টুকু কাঁচা দুধে ফেলিবে। সমস্ত গন্ধক ঐরূপে দ্রব করিয়া দুধে ফেলা হইলে পরিষ্কারজল দিয়া ধুইয়া দুধ শূন্য করত রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। গন্ধক শোধনের অপর একটি উৎকৃষ্ট ক্রম আছে তাহা পরে বলা যাইবে।

গিরিমাটী বাগেবীমাষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ লোহিতাভ মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ করত ঘৃতকুমীর রসে মাড়িয়া ২।৩ রতি মাত্রায় বড়ী বাঁধিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। একটী বটী, হরিদ্রা চূর্ণ ৬রতি এবং ইক্ষুরস আধছটাক সহ সেবন করিলে ঔপসর্গিক মেহ প্রশমিত হয়। ইক্ষুরসের অভাব হইলে ইক্ষু চিনি এবং জল সহ সেবন করিতে দিবে। দিবসে দুইবার সেবন করিতে হয়। স্বর্ণগেরিমাটী নামে পরিচিত গিরীমাটী ঔষধার্থে অতি প্রশস্থ।

উক্ত বটী, যজ্ঞডুমুরের পাতার রস ১তোলার সহিত গুলিয়া সেবন করিলে রক্ত যুক্তপূয়-স্রাবী ঔপসর্গিক মেহ প্রশামিত হয়। দিবসে ২বটী সেবন করিবে।

৫

যদি ঔপসর্গিক মেহের আস্রাভ হরিদ্রাভ দেখায়, এবং রক্ত মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে স্বর্ণবঙ্গ সেবন করিতে দিবে। স্বর্ণবঙ্গের মাত্রা ২হইতে তিনরতি। হরিদ্রার রস ২তোলা এবং মধু ½ অর্দ্ধ তোলার সহিত সেবন করিতে হইবে। মধু দিয়া স্বর্ণবঙ্গ মাড়িয়া যজ্ঞডুমুরের পাতার রসে গুলিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়। স্বর্ণবঙ্গের প্রস্তুতি-বিধি প্রমেহ রোগ চিকিৎসা প্রকরণে বলা যাইবে।

পুরাতন ঔপসর্গিক মেহ।

নূতন ঔপসর্গিকমেহ, সুনিয়মে রক্ষিত সুচিকিৎসিত না হইলে পুরাতন অবস্থায় বহুদিন রহিয়া যায়। এই রোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বালা যন্ত্রণা থাকেনা বটে কিন্তু একপ্রকার শ্লেষ্মবৎ-স্রাব প্রায়শঃ নিঃসৃত হইতে থাকে। রোগিরও মন অস্বাচ্ছন্দ্যের নিলয় হইয়া উঠে। কাহাকে কাহাকেও বাত রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। এই বাত প্রায়ঃশঃ আমবাত রোগের লক্ষণের অনুরূপ। ডাক্তারেরা ইহাকে গণোরিয়েল্ রিউমেটিজিম্ বলেন।

একবেলা সুধাসীকর পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সহিত, আর এক বেলা বৃহদশ্বগন্ধাদি ঘৃত সেবন করিলে রোগ মুক্ত হওয়া যাইতে পারে! ঘৃতের মাত্রা ½ আধ হইতে ১তোলা। কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া উষ্ণ গব্য দুধের সহিত মিশাইয়া পান করিবে। পুরাতন ঔপসর্গিকমেহ ও তজ্জন্য বাত রোগের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঔড়ুম্বরামৃত।

ঔড়ুম্বরামৃত নবাবিষ্কৃত ঔষধ। চাম্পারণের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ধর মিশ্র মহাশয় কোন কোন সভাস্থলে উক্ত মহৌষধের মহোপকারিতার কথা শ্রোতৃ বর্গকে শুনাইয়াছিলেন। পরন্তু যজ্ঞাঙ্গ প্রকাশ ও গুলরগুণ বিচার নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। উক্ত অমৃত-কল্প ঔষধের যে যে গুণ জানিতে পারিয়াছেন, অকপট হৃদয়ে, তিনি তৎ সমুদয় পুস্তিকায় লিখিয়াছেন। তিনি স্বকীয় অন্তঃকরণে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ঔড়ুম্বরামৃতের আরও অনাবিষ্কৃত বহু গুণ আছে। তাই তিনি স্বীয় পুস্তিকায় লিখিয়াছেন—

"এতাবন্তো নহি গুণঃ যজ্ঞাঙ্গস্য বিপশ্চিতঃ
সময়ে সময়ে শেষান্ করিষ্যন্তি প্রকাশিতান্।"

অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গের (ঔড়ুম্বরামৃতের) যে সকলগুণ লিখিত হইল, তদতিরিক্ত এই ঔষধের আরও অনাবিষ্কৃত গুণ আছে। সময়ে সময়ে পণ্ডিতেরা সেই সকল গুণ আবিষ্কার করিবেন। কথাটা পরম সত্য। ইতিমধ্যেই তাঁহার লিখিত, ঔষধের গুণগ্রামের অতিরিক্ত অনেক গুণ আমরা উপলব্ধি করিয়াছি।

মিশ্র মহাশয় ঔষধের নাম দিয়াছেন যজ্ঞাঙ্গ এবং চান্দ্রসার। ঔড়ুম্বরের সমিদ্ ঘৃতাক্ত করিয়া হোতৃগণ অগ্নিতে দিয়া যজ্ঞ করেন। এইজন্য উড়ুম্বরের অন্যতম অন্বর্থ নাম যজ্ঞাঙ্গ। যজ্ঞাঙ্গ হইতে জাত এই অর্থে

তদুত্তর 'ষ্ণ'এই তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া আদি স্বরেরবৃদ্ধির অনিত্যতা স্বীকার পূর্ব্বক যজ্ঞাঙ্গ শব্দ নিষ্পাদন করা যায়। উড়ুম্বর শব্দটী আমাদের দেশের সর্ব্বজন সুবিজ্ঞাত। উড়ুম্বর পত্র লইয়া ঔষধটী কল্পনা করিতে হয়, অজ্জন্য ঔড়ুম্বরামৃত নাম করণ করা গেল।

উড়ুম্বর।

ডুমুরের গাছ এদেশের সকলেরই সুপরিচিত উদ্ভিদ। এই গাছের ফল ডুমুর। সে ফল না চিনেন এমন লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে দুইপ্রকার ডুমুর গাছ প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। একপ্রকারের নাম যজ্ঞ ডুমুর বা যাগ ডুমুর, অপর প্রকারকে কাকোডুম্বর বলে। কাকোডুম্বরের চলিত নাম জঙ্গলে ডুমুর বা কাট ডুমুর। উভয় প্রকার স্বচ্ছন্দ জাত উদ্ভিদ্ বনস্পতি জাতীয়। যে সকল ফলপ্রসূ বৃক্ষ গূঢ় পুষ্প অর্থাৎ যাহাদিগের ফুল খালি চোকে দেখা যায় না কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহার্য্যে স্পষ্ট দেখা যায়, অথচ সেই গূঢ় পুষ্পোদ্গত ফল প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে বনস্পাত বলে। বট, অশ্বথ, প্লক্ষ প্রভৃতি গাছও বনস্পতি জাতীয়। উডুম্বর পঞ্চবিধ ক্ষীরি বৃক্ষের অন্যতম ক্ষীরীবৃক্ষ।

উড়ুম্বরের গাছ যত বড় হয়, কাকো ডুমুরের গাছ তত বড় হয় না কিন্তু কাক্ ডুমুরের পাতা যজ্ঞ ডুমুরের পাতার অপেক্ষা অনেক বড়। পরন্তু জঙ্গলে ডুমুরের পাতা খরস্পর্শ, যজ্ঞডুমুরের পাতা মসৃণ। যজ্ঞডুমুরের পাতা পরিণত হইতে আরব্ধ হইলে, পত্রোপরি মটর কলায়ের আকারের দানা উদ্গত হয়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বা গ্রথিত আকারে দানা গুলি সাজান থাকে। এই দানা সমেত পাত ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করা যায়।

জঙ্গলে ডুমুরের ফল অপেক্ষা যজ্ঞডুমুরের ফল বড় বড় হয়। গঠনেরও পার্থক্য আছে। প্রথমত প্রকার ডুমুরের ফল প্রায়শঃ বর্ত্তুলাকার

দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ যজ্ঞডুমুরের ফল তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘয়ত। ব্যাঞ্জন পরিকল্পনার জন্য অনেকেই জঙ্গলে ডুমুর ব্যবহার করিয়া থাকেন, বহুগুণ সত্ত্বেও কদাচিৎ যজ্ঞ ডুমুর ব্যঞ্জনার্থ ব্যবহার হয়।

উড়ুম্বর বৃক্ষের কোমল মুল, কাষ্ঠগর্ভ মূলের এবং বৃক্ষের বল্কল অর্থাৎ ছাল, অস্ত্রচ্ছেদক্রুত বৃক্ষের নির্য্যাস অর্থাৎ আঠা, পক্কাপক্ক ফল এবং সুস্নিগ্ধ শ্যামল পত্র লইয়া বিবিধ প্রকার রোগের নানা প্রকার ঔষধ পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। সেই সমস্ত ঔষধের মধ্যে পত্র লইয়া কি কৌশলে ঔড়ুম্বরামৃত প্রস্তুত করিতে হয় প্রথমতঃ তাহাই বলা যাইতেছে। তৎ-পর অন্যান্য অঙ্গের আময় প্রশমনীশক্তির কথা সংক্ষেপে বলিব।

ঔড়ুম্বরামৃতের প্রস্তুতি বিধি—শরৎকালে এবং বসন্ত ঋতুর শেষভাগে উড়ুম্বর বৃক্ষের পত্ররাজি সুস্নিগ্ধ চ্ছবি ধারণ করিয়া পরমা শোভা ধারণ করে। সেই সময় উড়ুম্বরের পত্র পূর্ণ বীর্য্য প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য সেই সেই ঋতুতে ঔড়ুম্বরামৃত প্রস্তুত করিলে ঔষধ প্রশস্ত গুণযুক্ত হয়। বর্ষা ও গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রস্তুত করিলেও বিশেষ গুণহীন হয় না, শীত ঋতুতে প্রস্তুত করিলে ও নিষ্ফল হয় না।

প্রথমতঃ সদ্য আহৃত উড়ুম্বর পত্র, পল্লব হইতে ছাড়াইয়া লইয়া ।১০ দশ সের ওজন করিয়া লইবে। সেই পরিমিত পত্র, নির্ম্মল জলে উত্তমরূপে ধুইয়া ঢেঁকিতে কি উদূখলে অগত্যা হামান দিস্তায় কুটিয়া লইবে। যদি ঢেঁকিতে কুটিয়া লইবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে সাবধান হইতে হইবে যেন তাহাতে ধূলি বালির সংযোগ না হয়। সুকুট্টিত উড়ম্বুর পত্র ১/ একমন নির্ম্মল জল সহ পাক করত ।০/ দশসের অবশেষ থাকিতে নামা-ইয়া নিঃশেষে জলিয়াংশ ছাঁকিয়া লইবেক। নিষ্পীড়িত পত্র পুনর্ব্বার ।৬ যোল সের জলে পাক করিবে, চারিসের আন্দাজ শেষ থাকিতে ছাকিয়া লইয়া উভয় ক্বাথ এক সঙ্গে মিশাইয়া তাহাহইতে

/১ একসের ক্বাথ স্বতন্ত্র রাখিয়া অবশিষ্ট ক্বাথ কটাহে স্থাপন করিয়া পাক করিতে হইবে। পাক পাত্র মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইলেই ভাল হয়, অগত্যা কলাই করা তাম্র নির্ম্মিত কটাহে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন ক্বাথ ঘন হইয়া আসিবে, তখন সাবধানে খুন্তীদ্বারা নাড়িতে থাকিবে, ঘনতর হইলে আরও সাবধান হইবে। এমন ভাবে নাড়িতে হইবে যেন কটাহের তলদেশে ধরা না করে। দুই তিন সের থাকিতে বড় কড়াই ও বড় চুল্লীতে পাক করা চলিবেনা; করিলে কটাহের পার্শ্ব ও তলদেশে ধরা করিতে পারে! তখনচুল্লী হইতে নামাইয়া একখানি খুলীতে কি একখানি এলুমিনিয়মের কড়াইতে ঢালিয়া, যে ক্বাথ টুকু ছিল তাহা দিয়া বড় কড়াইতে সংলগ্ন ক্বাথ নিঃশেষে ধুইয়া তাহার সহিত মিশাইয়া ধীরে ধীরে পাক করিবে।

যখন দেখিবে যে, ক্বাথ ঘনতম হইয়া আসিয়াছে, তখন খুন্তী দ্বারা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠাইয়া ছাড়িয়া দিয়া দেখিবে। যখন দেখিবে যে, ক্বাথ একধারে না পড়িয়া কাটিয়া কাটিয়া পড়িতেছে তখন নামাইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে।

ঔডুম্বরামৃতের রোগ প্রশমনী শক্তি ও প্রয়োগ প্রণালী।

১

বাহ্য বিদ্রধি প্রভৃতি যাবতীয় ব্রণপরিণামি-শোথে ঔডুম্বরামৃত প্রয়োগ করিলে আশাতীত সুফল লাভ করা যায়। বিশেষতঃ ঔডুম্বরামৃত স্তন বিদ্রোধি রোগের পরমৌষধ। অপক্ক শোথে, পচ্যমান শোথে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আম অর্থাৎ অপক্ক শোথে প্রয়োগ করিলে শোথ

বিলীন হইয়া যাইতে পারে। শোথারম্ভক দোষের প্রবল প্রকোপ বশতঃ শোথ বিলীন না হইলেও শোথের যন্ত্রণা নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে এবং দোষের প্রকোপ-প্রাবল্য প্রশমিত হইবে। পচ্যমান শোথে লাগাইলে শোথের যন্ত্রণা অচিরে প্রশমিত হয়, এবং অতি সত্বর শোথ পক্কাবস্থায় উপনীত হয়। পচ্যমান শোথে ওড়ুম্বরা মৃত প্রয়োগের ফলে শোথ বিলীন হইতেও দেখা গিয়াছে। যথা বিধানে উক্ত ঔষধ লাগাইলে পক্ক শোথ বিনা অস্ত্রোপচারে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

প্রয়োগ প্রণালী—আবশ্যকতার অনুরূপ উক্ত সার লইয়া তাহার চারগুণ জলে গুলিয়া লইবে। সেই জলে পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ড বা পেঁজা তুলা ভিজাইয়া লইয়া ব্রণশোথ ক্ষেত্র জুড়িয়া লাগাইয়া দিতে হইবে। তারপর তদুপরি মাঝে মাঝে সারের তরলতর দ্রব্য সেচন করিতে হইবে; কদাচ শুকাইতে দিবে না।

২

উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া শরীরের অবয়ব বিশেষে আঘাত লাগিয়া যে শোথ উপস্থিত হয় কিংবা লগুড়াদির আঘাতে যে শোথ সমুদ্ভূত হয় তাহাকে আগন্তুশোথ বলে। ওড়ুম্বরা মৃত সেই শোথের অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে উক্ত সার গুলিয়া লাগাইলে অহোরাত্রের মধ্যেই সবেদন শোথ বিলীন হইয়া যায়। আগন্তু শোথ-প্রশমনোপযোগী অনেক যোগ-যুক্তি আছে বটে কিন্তু অন্য কোনটীই এতাদৃশ শক্তিশালী নহে। শরীর আহত ছিন্ন-ভিন্ন-ঘৃষ্ট-পিষ্ট-হইয়া প্রায়শঃ ব্রণ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। তাদৃশ সব্রণ অভিঘাতজ শোথ কথিত প্রণালী অনুসারে ওড়ুম্বরামৃত প্রয়োগ করিলে কিঞ্চিৎ জ্বালা অনুভব হয় বটে, কিন্তু সে জ্বালা অল্প কাল স্থায়ী সহ্য করিয়া ধারণ করিলে বিলক্ষণ সুফল লাভ করা যায়।

নেত্রবর্ত্মে অর্থাৎ চখের পাতার প্রান্তভাগে অঁাজিনা নামে প্রসিদ্ধ যে

শোথ উৎপন্ন হয়, সেই শোথে ঔড়ুম্বরামৃতের প্রলেপ লাগাইয়া দিলে অচিরে অতি যন্ত্রণাদায়ক শোথ বিলীন হইয়া যায়।

আগুনে পুড়িলে, অগ্নি দগ্ধ স্থানের জ্বালা যন্ত্রণা এবং স্ফোটোৎপত্তি প্রশমণের অন্য অনেক প্রকার যোগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ঔড়ুম্বরামৃতের ন্যায় কোন ঔষধই আশু জ্বালা যন্ত্রণা প্রশমন এবং ভাবী স্ফোটব্রণাদি নিবারণ করিতে সমর্থ হয়না। ঔড়ুম্বরামৃত আঙ্গুলের দ্বারা দগ্ধ স্থান যুড়িয়া লাগাইয়া দিতে হয়, জলে গুলিয়া দিবেনা।

অগ্নিদগ্ধ ব্রণে চতুর্গুণ জলে দ্রবীভূত ঔড়ুম্বরামৃত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া লাগাইলে অচিরে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সকলে জ্বালা সহ্য করিতে পারে না। পরন্তু দগ্ধব্রণে মহালতা ঘৃত প্রয়োগ করিলে এতদপেক্ষা সত্বর সুফল লাভ করা যায়। পৃষ্ঠা দেখ।

নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগে বিশেষতঃ ক্রিমি-সঙ্কুল ব্রণক্ষেত্রে ঔড়ুম্বরামৃত প্রয়োগ করিলে সত্বর সুফল লাভ করা যায়। প্রয়োগ বিধি পূর্ব্ববৎ। পরন্তু ঔষধের প্রভাবে, বাহির হইতে জীবাণু আসিয়া ক্ষতস্থল আশ্রয় করত অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারেনা।

নেত্র্যাভিষান্দ রোগে অর্থাৎ চোখ উঠা ব্যাধিতে, ঔড়ুম্বরামৃত কিঞ্চিৎ জলের সহিত দ্রব করিয়া নীচের ও উপরে অক্ষিপল্লব অর্থাৎ চ'খের পাতায় প্রলেপ লাগাইবে। পরন্তু ৪ রতি পরিমিত উক্ত ঔষধ ⁄।•একপোয়া জলে গুলিয়া চক্ষু ধাবন করিতে হইবে। দুই একদিনেই অভিষ্যন্দের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়।

একশিকি পরিমিত ঔড়ম্বরামৃত ⁄। এক পোয়া জলে গুলিয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয়তার অনুরূপ জল লইয়া কবল ধারণ করিলে যাবতীয় মুখরোগ আরোগ্য হয়। দিবসে তিনবার কবল ধারণ করিতে হইবে। তিন চারিদিন প্রয়োগ করিলেই রোগমুক্ত হওয়া যায়।

রক্ত প্রবাহ আবরক দোষ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া উরু-জঙ্ঘা প্রভৃতি অঙ্গে সংশ্রিত হইলে তত্তৎ প্রদেশে শূল—কামড়ানি উপস্থিত হয় এবং সেই অঙ্গ কিঞ্চিৎ শোণ যুক্ত হয়। তাদৃশ রোগে ঔড়ুম্বরামৃত অমৃত সেচনের ন্যায় কাজ করে। কিঞ্চিৎ জলের সহিত উক্ত ঔষধ গুলিয়া গাঢ় লেপ দিলে অচিরে অযন্ত্রণা প্রশমিত হয় এবং স্থানিক গুরুত্ব বিদূরিত হয়। দিবসে তিনবার লেপ দিতে হয়।

অধুনা এ দেশে বিউবনিক প্লেগ নামে যে রোগ দেখা দিয়াছে, সেই রোগে যে যে স্থানে গ্রন্থি উদ্‌গত হয় তত্তৎস্থলে ঔড়ম্বর মৃতের প্রলেপ লাগাইলেআশাতীত ফল লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু অদ্যাপি পরীক্ষা করারসুবিধা হয় নাই।

শরীরের বহির্দ্দেশে উদ্‌ভূত যে সকল রোগে ঔড়ুম্বরামৃত প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা সবিস্তারে কথিত হইল, অতঃপর আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের কথা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

অন্তর্বিদ্রধি বা ব্রণ স্বয়ং ভিন্ন হইয়া যদি মল পথে পূয় রক্তাদি নিঃসৃত হইতে থাকে অথবা অন্য কোন কারণে অন্ত্রপাক উপস্থিত হইয়া পূয়াদি আস্রব অধঃ প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে তাহা হইলে ঔড়ুম্বরামৃত পান করিলে অন্তর্গত যন্ত্রণা ক্রমশঃ কমিয়া আইসে, নিস্রুত পূয়াদির দুর্গন্ধ কমিয়া যায় এবং সঞ্চিত মল নিঃসরণ হইতে থাকে। সাত আট দিন প্রয়োগ করিলে প্রায়শঃ রোগ মুক্ত হওয়া যায়। ঔড়ুম্বরামৃতের মাত্রা ৪ রতি হইতে ২০ রতি পর্য্যন্ত। রোগের বলাবল বুঝিয়া এবং রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে মাত্রা স্থির করিতে হয়। শিশুদিগকে ২রতি মাত্রায়, কিশোরদিগকে ৪রতি মাত্রায় এবং বয়স্ক দিগকে ৮।১০ রতি মাত্রায় নির্ভয়ে দিবসে তিন

বার প্রয়োগ করা যায়। রোগ প্রবল হইলে পনর কুড়ি রতি মাত্রায়ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যে স্থলে যত মাত্রায় প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয় এবং যতবার দিতে হইবে, সেই পরিমাণের ঔষধ জলে দ্রব করিয়া শিশিতে রাখিয়া দাগকাটিয়া রাখিলে প্রয়োগের সুবিধা হইতে পারে। যদি ৫ রতি মাত্রায় দিবসে তিনবার দিতে হয়, তাহা লইলে ১৫ রতি ঔষধ একছটাক জলে গুলিয়া ৩টি দাগ কাটিয়া রাখিবে। এইরূপ ক্রমানুসারে প্রত্যহ নূতন দ্রব প্রস্তুত করা বিধেয়।

রক্তার্শ রোগের যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য এবং রক্তস্রুতি নিবারণের নিমিত্ত যুক্তিযুক্ত মাত্রায় ঔড়ুম্বরামৃত জলে দ্রব করিয়া দিবসে তিন চারি বার পান করিতে দিবে। পরন্তু আটগুণ জলে ঔড়ুম্বরামৃত দ্রব করিয়া তাহাতে সূক্ষ্ম পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া পিচু ধারণ করিবে। অর্থাৎ মল পথে প্রবেশ করাইয়া ধারণ করিবে।

৩

নর নারীর মূত্র পথে রক্ত স্রাব রোগে ৫।৬ রতি মাত্রায় ঔড়ুম্বরামৃত অর্দ্ধছটাক জলে গুলিয়া পান করিলে রক্তস্রুতি রোধ হয়, যন্ত্রণাও প্রশমিত হয়। দিবসে তিনবার পান করিতে হইবে।

৪

রক্ত প্রদর রোগে উক্তরূপ মাত্রায় দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিলে

সুফল পাওয়া যায়। ঔড়ুম্বরামৃত শ্বেত প্রদর রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ও সেবন সময় পূর্ব্ববৎ।

৫

কালাজ্বরে যকৃতের দোষ প্রশমনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থেয় ঔষধ সেবনের ব্যবধান কালে ৪।৫ রতি মাত্রায় দিবসে একবার প্রয়োগ করিলে উপকারের আশা করা যায়। কিন্তু অদ্যাপি সুপরীক্ষিত হয় নাই।

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত রোগে ঔড়ুম্বরামৃত।

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত রোগে ঔড়ুম্বরামৃতের ন্যায় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ সুদুর্লভ। আমি বহু স্থলে প্রয়োগ করিয়া আশাতীত সুফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উদ্রিক্ত রক্ত সহসা রোধ করা অবৈধ কর্ম্ম। করিলে নানা প্রকার রোগে আক্রমণ করিতে পারে। এজন্য সুচিকিৎসকেরা ক্রম অবলম্বন করিয়া ঔষধ পথ্য প্রয়োগ করতঃ চিকিৎসা করিয়া থাকেন। সহসা রক্ত রোধের ঔষধ প্রয়োগ করেন না। কিন্তু রোগের উদ্রেক কালে বহু স্থলে প্রয়োগ করিয়া সুফল ভিন্ন কুফল উপলব্ধি করিনাই। যক্ষ্মারোগের প্রবর্ত্তমান রক্ত রোধের জন্য নির্ভয়ে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ৬ কি ৭ রতি পরিমিত ঔড়ুম্বরামৃত একছটাক শীতল জলে গুলিয়া পান করিবে। দিবসে দুই তিনবার প্রয়োগ করিতে হইবে।

৭

শ্বেত ও রক্তপ্রদর রোগে ৫।৬ রতি ঔড়ুম্বরামৃত আধ ছটাক জলে গুলিয়া পান করিলে উপকার পাওয়া যায়। দিবসে দুইবার প্রয়োজ্য। কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে, এক মাত্র এই ঔষধের উপর নির্ভর করা চলে না। অন্যান্য ঔষধের সহিত দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করিতে হয়।

উড়ুম্বরের অন্যান্য অংশের রোগ প্রশমনীশক্তি।

১

উড়ুম্বর বল্কল।

উড়ুম্বর বৃক্ষের মূল বা স্থূল শিকড়ের বল্কল অর্থাৎ ছাল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়; কিঞ্চিৎ ন্যূন গুণ হইলেও গাছের ছাল ও ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যজ্ঞ ডুমুরের মূল বা গাছের ছাল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দুর্জ্জয় আঙুল হাড়া নামে পরিচিত ব্যাধি প্রশমিত হয় একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রলেপ শুকাইয়া আসিলে, উঠাইয়া গরম জল দিয়া ব্যাধিত স্থল ধুইয়া, নূতন প্রলেপ যোজনা করিতে হয়।

প্রমেহ রোগে যদি সশুক্রমূত্র প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে কিংবা অন্যবিধ আস্রাব নিঃসৃত হইতে দেখা যায় তাহা হইলে উড়ুম্বর বল্কলের রস ১তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া দিবসে দুইবার পান করিলে সপ্তাহের মধ্যে প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া আইসে। মেহাধিকারের বিশিষ্ট ঔষধের অনুপান বা সহপান রূপে প্রয়োগ করাও যাইতে পারে।

২

উড়ুম্বর ক্ষীর।

সতেজ উড়ুম্বর বৃক্ষের ত্বক্ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা বিদারণ করিয়া দিলে, যে নির্য্যাস নির্গত হয় তাহারই চলিত নাম উড়ুম্বর ক্ষীর বা দুগ্ধ। ইহাকে যগ্‌ডুমুরের আঠাও বলে। এই আঠা ক্ষত স্থানে লেপন করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। প্রলেপ লাগাইলে গড়াইয়া পড়ে না এবং অল্প মাত্রোপযোগী বলিয়া আঠার প্রলেপ, পত্রাদির প্রলেপাপেক্ষা অতি প্রশস্ত।

৩

দ্বিবিন্দু অর্থাৎ দুই ফোটা পরিমিত আটা জলের সহিত গুলিয়া দিবসে তিন বার পান করিলে অচিরে অতি দুর্জ্জয় মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরোগ্য হয়। শুক্রস্রাবে ও শুক্র দৌর্ব্বল্যে ২ ফোটা আঠা কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া জলে গুলিয়া দিবসে তিনবার পান করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

উড়ুম্বর ফল।

পক্ক এবং অপক্ক উভয় প্রকার যজ্ঞডুমুরের ফল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

পক্কফল উর্দ্ধগ রক্তপিত্তের পরমৌষধ। চারি পাঁচটি সুপক্ক ফল প্রথমতঃ পরিষ্কার করিয়া বিদারণ করিবে অর্থাৎ দ্বিধা বিভক্ত করিবে। যদি উহার মধ্যে কোন সপক্ষ ক্ষুদ্র পতঙ্গ থাকে তাহা হইলে, ভাঙ্গিলে সেগুলি উড়িয়া যাইবে। তারপর সেই ফলগুলি একছটাক জ্বাল দেওয়া ছাগ দুগ্ধে গুলিয়া পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। তৎসঙ্গে কিছু ইক্ষু চিনি দিয়া পান করিলে উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। যদি রক্ত বমন উৎকট হয়, তাহা হইলে উহার সহিত ।০ এক শিকি লাক্ষার সূক্ষ্ম চূর্ণ মিশাইয়া পান করিতে দিবে। কিন্তু ঔড়ুম্বরামৃতের রক্ত রোধিনী শক্তি এতদপেক্ষা অতি প্রবলা। অপক্ক ফল অতি সুপথ্য। প্রমেহ রোগী এবং রক্তপিত্ত গ্রস্থ রোগী কচি যাগ ডুমুর দিয়া নানা প্রকার ব্যঞ্জন পরিকল্পনা করিয়া নিত্য সেবন করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। সুস্থ দেহে পুষ্টি সাধনের জন্য ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রমেহঘ্ন ও রক্তপিত্ত নাশক বিবিধ ঔষধের অনুপান রূপেও কাঁচা যজ্ঞডুমুরের রস ব্যবহার করা যায়। করিলে বিশেষ সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

৪

যজ্ঞ ডুমুরের কচি ফল চর্ব্বণ করিলে মুখপাক এবং শীতাদ প্রভৃতি দন্তবেষ্টগত রোগের প্রশান্তি হয়। দুই তিনটি ডুমুর একেবারে চর্ব্বণ করা যাইতে পারে। দিবসে তিন চারিবার চিবাইতে হয়।

উড়ুম্বরের পাতা।

যজ্ঞডুমুরের পাতাও বিশিষ্ট গুণবদ্‌দ্রব্য। জলের সহিত পেষণ করিয়া ব্রণশোথ এবং ব্রণ ক্ষেত্র জুড়িয়া পুরু প্রলেপ লাগাইলে বিশেষ উপকার লাভ হয়। প্রলেপ সিক্ত রাখা কর্ত্তব্য।

পাতার রস দিবসে ৪ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে অল্পকালেই নানাপ্রকার প্রমেহ রোগ প্রশমিত হয়।

স্বর্ণ বঙ্গ নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ যজ্ঞডুমুরের পাতার রস এবং মধু যোগে প্রয়োগ করিলে মূত্রবিকার প্রশান্ত হয়।

৬

যজ্ঞ ডুম্বরের বীজ।

সুপক্ক যজ্ঞডুমুর হইতে বীজ বাহির করিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সেই সুধৌত বীজ রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিবে। উড়ুম্বর বীজ চূর্ণ—৵০ আনা, ২রতি বঙ্গ ভস্ম যোগ করিয়া মধু দিয়া মাড়িয়া লেহন করিলে সর্ব্ব প্রকার প্রমেহ রোগ প্রশান্ত হইতে পারে।

৭

যে ক্ষত রোগে দাহ অর্থাৎ জ্বালা বিদ্যমান থাকে, সেই ক্ষতস্থলে উড়ুম্বরের সুধৌত শিকড় জলের সহিত ঘসিয়া ঘসিয়া ঘসা চন্দনের ন্যায় করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা প্রশমিত হয়। পুনঃ পুনঃ প্রলেপ লাগাইলে ঘায়ের অবস্থাও ভাল হইয়া আইসে। বল্কল সমেত কাষ্ঠ ঘসিয়া লইতে হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রক্ত দুষ্টি।

নানা কারণে রক্ত প্রদুষ্ট হইয়া নর-নারী শরীরে বিবিধ প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করে। অহিতকর অন্ন জল, অবৈধ আচরণ, অঙ্গের অপরিষ্কৃতি, অপরিষ্কৃত স্থানে বাস, মলিন শয্যায় শয়ন, অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র ধারণ এবং বিশিষ্ট আগন্তু কারণে বায়ু-পিত্ত-কফ প্রকুপিত হইয়া রক্ত ধাতু আশ্রয় করত শরীরাভ্যন্তরে এবং শরীরের বহির্দ্দেশে নানাপ্রকার ব্যাধি সংঘটন করে।

প্রায়শঃ পিত্ত-দুষ্ট রক্ত শরীরের ত্বস্থলে আশ্রয় করত নানা জাতীয় কণ্ডু-গণ্ড প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। সেই সকল পীড়ার সাধারণ নাম খর্জ্জু বা কণ্ডুতি। খর্জ্জুকে কোন স্থানে খাউজ বলে, কণ্ডূতির চলিত নাম কণ্ডু বা চুলকানি। অধুনা অনেক নর নারীর দেহে ফিরঙ্গ রোগের বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়া শরীরাভ্যন্তরে নানা জাতীয় অস্বাচ্ছন্দ্য এবং শরীরের বহির্দ্দেশে কণ্ডু গণ্ড এবং নানা আকারের ক্ষত উৎপাদন করিতে প্রায়শঃ দেখা যায়।

অভ্যন্তর ও বহির্দ্দেশে সঞ্জাত রক্তদুষ্টি প্রশমনের কয়েকটী সিদ্ধ যোগ এই অধ্যায়ে লিখিত হইল।

১

অমৃতাদি কষায়।

গুড়ূচী, বাসক মূলের ছাল, পটোল পত্র, মুতা, ছাতিম ছাল, খয়ের, কৃষ্ণ বেত, নিমের পাতা, হরিদ্রা এবং দারু হরিদ্রা। এই দশ খানি দ্রব্য লইয়া উক্ত কষায় কল্পনা অর্থাৎ তৈয়ার করিতে হয়।

গুড়ূচীর স্থান বিশেষে চলিত নাম গুলঞ্চ, বাসককে বাকসও বলে।

গুড়ূচী, বাসক এবং পটোল পত্র, কাঁচা ব্যবহার করিতে হয়, অপর দ্রব্যগুলি শুকাইয়া লইবে। হেমন্তকালে হলুদ চাক চাক করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া রাখিবে। খদির অর্থাৎ খয়েরের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ খদির কাষ্ঠ ব্যবহার করেন। কিন্তু কৃষ্ণ বর্ণের আদত খয়ের ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। কৃষ্ণবেত না পাইলে তৎপরিবর্ত্তে অনন্ত মূল দিলেও চলিতে পারে। কৃষ্ণ বেতসুলভ হইলে তাহাই দিবে।

গুড়ূচী প্রভৃতি দ্রব্য দশকের ১৬ রতি পরিমাণে ওজন করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য লইয়া ⁄॥০ আধ সের জল সহ পাক করত ৮ তোলা শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে এক মাত্রায় পান করিবে। বয়োভেদ বিবেচনা পূর্ব্বক মাত্রা স্থির করিতে হইবে। কিন্তু কষায় পূর্ণ মাত্রাই করিয়া লইবে।

অমৃতাদি কষায় রক্তদুষ্টি জন্য গাত্র কণ্ডূতি এবং ত্বগদেশে ক্ষত প্রভৃতির সিদ্ধ ঔষধ। বিসর্প রোগেও উক্ত কষায় হিত কর। রক্ত দুষ্টির জন্য আভ্যন্তরিক রোগে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

মাণিক্য রস।

প্রথমতঃ বংশপত্র হরিতাল (বাঁশপাতা হরিতাল) জাতিদিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া অধাতব ভাজনে রাখিয়া ছাঁচি কুমড়ার জলে মগ্ন করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। সম্যক্ শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার কুমড়ার জলে মগ্ন করত শুকাইয়া লইবে। আর একবার ঐরূপ করিতে হইবে।

তদনন্তর অম্লদধি দিয়া উক্ত প্রকারে তিন দিনে তিনবার ভাবনা দিতে হইবে। সপ্তম দিনে নির্ম্মল জল দিয়া উত্তমরূপে প্রক্ষালন করত রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

একটী সুদৃঢ় প্রশস্ত মুখ পাতিলের তলদেশে একখণ্ড অভ্র রাখিয়া উক্ত প্রকারে শোধিত সুশুষ্ক হরিতাল খণ্ড সকল বিন্যাস করিয়া অর্থাৎ বিছাইয়া দিয়া তদুপরি আর একখণ্ড সাদা অভ্র স্থাপন করত, তদুপরি একটী একসের ওজনের লোহার বাঁটকারা বসাইয়া দিবে। অবশেষে একটী মেটে সরা দিয়া, সরা ও হাঁড়ির সন্ধিস্থল, পেষণ করা বদরী পত্র অর্থাৎ কুলের পাতা দিয়া লেপ দিবে। লেপ শুষ্ক হইলে হাঁড়িটী চুল্লির উপর রাখিয়া কাঠের তীব্র জ্বাল দিতে হইবে। প্রথমতঃ কুলের পাতার লেপ পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে এবং ঢাকনি সরার পাশ দিয়া পীতাভ ধূম বহির্গত হইতে আরব্ধ হইবে। যখন দেখিবে যে নির্গত ধূমের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ধূমল হইয়াছে, ধূমও পূর্ব্ববৎ অধিক পরিমাণে নির্গত হইতেছেনা এবং হাঁড়ীর তলদেশ সুলোহিত হইয়াছে তখন আর জ্বাল দিবেনা। ১০ মিনিট কাল জ্বলদাঙ্গারের উপর রাখিয়া নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে ঢাকনি খুলিয়া লোহার বাটকারাটী উঠাইয়া অভ্রদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ চাপবদ্ধ মাণিক্যাভ মাণিক্য রস অভ্র হইতে বিযুক্ত করিয়া, ফুৎকার দ্বারা অভ্রের টুক্‌রা উড়াইয়া দিয়া উপযুক্ত আধারে রাখিয়া দিবে।

/।০ একপোয়া পরিমিত হরিতাল পাক করাই উচিত। প্রয়োজন বুঝিয়া /৫/০ আধপোয়াও পাক করা যাইতে পারে। যে অভ্র খণ্ডের উপর উক্ত প্রকারে শোধিত হরিতালখণ্ড বিন্যাস করিবে তাহাতেই যেন হরিতাল সুস্থিত হয়। হাঁড়িতে না পড়ে।

মাণিক্য রসের মাত্রা ২রতি। প্রথমতঃ ২রতি পরিমিত মাণিক্যরস

খলে উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া লইয়া তারপর ½ আধ তোলা গব্য ঘৃত এবং ¼ শিকি তোলা মধু দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া লেহন করিবে।

মাণিক্য রস উক্ত মাত্রায় কিছু দিন সেবন করিলে ত্বগ্‌গতকণ্ডূ এবং ক্ষত রোগ আরোগ্য হয়। প্রাতঃকালে অমৃতাদি কষায় এবং অপরাহ্ণে মাণিক্য রস সেবন করিলে ত্বগ্‌দুষ্টি প্রশমিত হয়। যাবতীয় ক্ষুদ্র কুষ্ঠ রোগে উক্ত কষায় ও মানিক্যরস প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। বিশেষতঃ মুখক্ষতে এবং গলদেশের অভ্যন্তর ক্ষতে মাণিক্য রস কিছুদিন সেবন করিলে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

৩

দূর্ব্বাদ্য উদবর্ত্তন।

দূর্ব্বাঘাস, কাঁচা হলুদের গুঁড়া, সাদা সরিষা, চাকুন্দের বীজ, কাল কাসুন্দের শিকড় এবং সোঁদালের পাতা সমান সমান পরিমাণে লইয়া একসঙ্গে আবশ্যকতার অনুরূপ জল দিয়া পেষণ করত গায়ে ঘসিয়া ঘসিয়া মাখিলে যাবতীয় কণ্ডূতি নিবৃত্ত হয়। বৃষণ কচ্ছু অর্থাৎ অণ্ডকোষের চুলকানির শান্তির জন্য এই উদবর্ত্তন অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দদ্রু রোগে অর্থাৎ দাদের উপর মর্দ্দন করিলে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

চাকুন্দের সংস্কৃত নাম এড়গজ প্রভৃতি। স্থানে স্থানে উহাকে এড়াঞ্চি ও চাটকাটা বলে।

যাহা পেষণ করিয়া গায়ে ঘসিয়া ঘসিয়া মাখিতে হয়, তাহার নাম উদবর্ত্তন।

৪

রক্ত রঞ্জন রসায়ন।

অনন্তমূল /১।॰ একসের আর এক পোয়া, তোপ চিনি /।/॰ পাঁচ ছটাক, রেউ চিনি /।/॰ পাঁচ ছটাক, জঙ্গী হরীতকী /।/॰ পাঁচ ছটাক,

জামেকা সালসা /৫০ আধ পোয়া, সোনা মুখীর পাতা /৫, শালম মিছরি //০, শরপুঙখা //০, কাবাবচিনি //০, ফল জোলেফা, গোয়াকম, শুঁঠ, তেজপত্র, তেজবল, লবঙ্গ, ক্ষীর কাকোলী, দারুচিনি, জায়ফল, আঁসগঁদ, ছোট এলাচের দানা এবং গোলাপফুল এই বার খানি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য ৶১০ আধ ছটাক (আড়াই তোলা) এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে রক্তরঞ্জন রসায়ন প্রস্তুত করিবে।

দ্রব্য গ্রহণ বিধি—অনন্তমূলের পরিচয় এবং কিরূপ অনন্তমূল লইয়া ঔষধ কল্পনা করিতে হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (২৫পৃষ্ঠা দেখ)। রক্তরঞ্জনের সমস্ত উপাদানই পশারির দোকানে পাওয়া যায়। পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য যে, ভ্রষ্টবর্ণ, গতরস গন্ধ এবং হতবীর্য্য দ্রব্য কদাচ ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করিবেন', করিলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল লাভ হয়। যদি রক্তরঞ্জন রসায়নের সমস্ত উপাদান সুপ্রশস্ত হয়, আর নির্ম্মাণ পরিপাটির ব্যতিক্রম না ঘটে, তাহা হইলে রক্তরঞ্জন, নিয়মস্থ রহিয়া নিয়মিত কালযাবৎ সেবন করিলে পরমোপকার পাওয়া যায়।

প্রস্তুতি বিধি—প্রথমতঃ প্রত্যেক উপাদান ধুইয়া মুছিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। তারপর একে একে দ্রব্যগুলি কাটিয়া কুটিয়া পৃথক্ পৃথক্ রাখিবে। সমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে কুটিলে এলাচের দানা প্রভৃতি সুকুট্টিত হইবে না। তার পর দ্রব্য সকল একসঙ্গে মিশাইয়া, ৮২ বত্রিশ সের জল সহ, মৃৎপাত্রে পাক করিবে। ।০ দশ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া জলীয়াংশ ছাঁকিয়া লইবে। ছাঁকিয়া লইলে যে সিটে অবশেষ রহিবে, সেগুলি /৮ আট সের জল সহ, পুনর্ব্বার পাক করত /২ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তারপর উভয় কাথ একসঙ্গে মিশাইয়া, তাহা হইতে /৮ আট সের মাপিয়া লইয়া কটাহে রাখিয়া একটা মাপ রাখিতে হইবে। তদনন্তর অবশিষ্ট কাথ দিয়া ধীরে ধীরে পাক করত

/৮ সের অবশেষ ইথাকিতে নামায়া পুরু পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। সেই বস্ত্রপূত কাথে /১ সের পরিষ্কার ইক্ষু গুড় গুলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া লইতে হইবে। সুশীতল হইলে, তাহাতে ২,আউন্স আইওডাইট্ পটাশ, ৮ আউন্স লাইকার পটাশ, এবং দুই বোতল রেক্টী-ফাইড স্পিরিট্ দিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া, ৮ আউন্স্ শিশিতে পুরিয়া প্রত্যেক শিশির মুখ ভেল্‌ভেট্ কর্ক দিয়া বদ্ধ করত গালা দিয়া সিল্ করিয়া রাখিয়া দিবে।

রক্ত রঞ্জন রসায়ন রক্ত দুষ্টির পরমৌষধ। ঔষধ পূর্ণ ৮ আউন্স শিশিতে সমান সমান ভাগে বিভক্ত, একখানি কাগজের ফালিতে ষোলটি দাগ কাটিয়া শিশির গায়ে লাগাইয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে এক দাগ পরিমিত ঔষধ, আর একদাগ শেষ বেলায় কাচের গ্লাসে ঢালিয়া পান করিতে হয়।

রক্তদুষ্টির জন্য গাত্র বেদনা, সন্ধিস্থলের স্ফীতি, দৌর্ব্বল্য, গাত্রকণ্ডূতি এবং ত্বক্‌ক্ষত প্রভৃতি ব্যাধি ২।৩ শিশি ঔষধ সেবন করিলে প্রায়শ: প্রশমিত হয়। কদাচিৎ আর ২।১ শিশির প্রয়োজন হইতে পারে।

রক্তরঞ্জন রসায়ন ফিরঙ্গ রোগ (সিফিলিস) প্রশমক ঔষধ। রোগের নূতন পুরাতন অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কয়েক দিন পান করিলে লিঙ্গক্ষত শুকাইয়া যায়, অন্যান্য উপসর্গও প্রশমিত হয়। এই ঔষধ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ রোগে প্রয়োগ করিলেও সুফল পাওয়া যায়। তবে দদ্রু রোগ প্রশমিত হয় না।

দদ্রুঘ্ন।

কালকাসুন্দে নামে সুপরিচিত ক্ষুপজাতীয় উদ্ভিদের স্থূল শিকড়ের ছাল অথবা সূক্ষ্ম কোমল শিকড় এবং চাকুন্দের বীজ এক সঙ্গে কাঁজি

দিয়া বাটিয়া দিবসে ৩।৪ বার প্রলেপ লাগাইলে তিন চারি দিনেই দদ্রু রোগ আরোগ্য হয়।

মহারুদ্র গুড়ূচী তৈল।

মহারুদ্র গুড়ূচী তৈলের প্রস্তুতি-বিধি, প্রয়োগ প্রণালী এবং ফলোপধায়কতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই প্রস্তুত বিষয়। প্রসঙ্গ ক্রমে স্নেহ, স্নেহের সংস্কার, স্নেহ সংস্কারের উদ্দেশ্য এবং স্নেহ সংস্কার সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

(ক)

স্নিহ্ ধাতুর উত্তর অল্ বিধান করিয়া স্নেহ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্নিহ্ ধাতুর অর্থ স্নিগ্ধ ভাব, যে দ্রব্যের সর্ব্বাবয়ব স্নিগ্ধী ভাবাপন্ন তাহার নাম স্নেহ। যে দ্রব্যে অন্যান্য উপাদানের সহিত স্নেহ বিদ্যমান থাকে তাহার নাম স্নিগ্ধ দ্রব্য। ঘৃত, তৈল, বসা এবং মজ্জা এই চারি দ্রব্য স্নেহ পদ বাচ্য। মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, তিল, সর্ষপ, এরণ্ড বীজ এবং বাদাম প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্য। স্নিগ্ধ দ্রব্য নিপীড়ন করিলে স্নেহ পাওয়া যায়।

(খ)

দ্রব্য ও দ্রব যোগে স্নেহ পাককরত স্নেহে দ্রব অথবা বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের ধর্ম্মাধান করিয়া লওয়ার নাম স্নেহ সংস্কার।

(গ)

রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক এবং শক্তি বা প্রভাব এই পাঁচটি দ্রব্য নিষ্ঠ ধর্ম্ম। মধুরাদি ষড়্রস, গুরু-লঘু প্রভৃতি বিংশতি গুণ, অগ্নীষোমীয় বীর্য্য, মধুরাম্ল কটু বিপাক এবং দ্রব্যের অচিন্ত্য বিশিষ্ট কার্য্য কারিতা, অর্থাৎ

প্রভাব বা শক্তি দ্রব্য সাধারণের স্বভাব। এই গুলিকে দ্রব্যের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। দ্রব ধর্ম্মী এবং রসাদি তন্নিষ্ঠ ধর্ম্ম।

আমাদের জীবনধারণ এবং রোগ প্রশমের জন্য দ্রব্যধর্ম্মেরই প্রয়োজন কিন্তু দ্রব্য নহিলে দ্রব্যধর্ম্ম রসাদির অস্তিত্ব সম্ভব হয় না তজ্জন্য শরীর ধারণ ও পোষণের জন্য এবং রোগ প্রশমনের নিমিত্ত আমাদিগকে রসাদি ধর্ম্মবদ্ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হয়। উদর্য্য পাচকে সেই ভক্ষিত দ্রব্য পরিপক্ক হইলে তাহা হইতে রসাদি উৎসৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, আধার দ্রব্য মলভূত হইয়া যায়।

কিন্তু উদর্য্য পাচক—জঠরানল প্রভৃতি মন্দক্রিয় হইলে রসাদির দ্রব্যভূত আধার সুজীর্ণ হয় না। তারপর রোগাবস্থায় উদর্য্য পাচক প্রায়শঃ হীনক্রিয় হইয়া যায়। তজ্জন্য রোগাবস্থায় ঔষধভূত রসাদিবদ্ দ্রবাদ্রব দ্রব্য পরিপাক করিয়া তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করত সুফল লাভ করা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য হয় না; অনেক স্থলে অসম্ভবই হয়। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া পরমকুশল চিকিৎসকেরা দ্রব্যান্তরে ঔষধদ্রব্যের ধর্ম্মাধান করিয়া, কষায়, অরিষ্ট, আসব, সংস্কৃত ঘৃত এবং তৈল প্রভৃতি নানা জাতীয় ঔষধ কল্পনায় ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পরন্তু যে উদ্দেশ্যে যে বা যে যে দ্রব্য প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয়, যদি সেই উদ্দেশ্যের প্রতিকূল না হয়; বরং অনুকূল হয়, এরূপ সুপাচ্য দ্রব্যান্তরে তত্তৎ ঔষধের গুণাধান করত পূর্ব্ব দ্রব্য পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে কল্পিত ঔষধ সমধিক গুণযুক্ত হইয়া পরমোপকার সাধন করে

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সমবেত দশমূল অর্থাৎ দশমূলগণ একটী অত্যুৎকৃষ্ট নানারোগ প্রশমক ঔষধ। উচিত পরিমিত জলে উপযুক্ত পরিমিত দশমূল বাটিয়া কল্ক প্রস্তুত করত সেবন করিলে, যদি পরিপাক

প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে তন্নিষ্ট রস, গুণ-বিপাক বীর্য্য এবং শক্তি রোগ প্রশম করিতে পারে। পরিপাক প্রাপ্ত না হইলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; হয়ত হিতের পরিবর্ত্তে অহিত ঘটিতে পারে। কিন্তু বৈধ পরিমিত দশমূল পেষণ করত, উচিত পরিমিত জলে পাক করিয়া চারিভাগের এক ভাগ শেষ থাকিতে নামাইলে সেই জলে দশমূলের ধর্ম্ম উৎসৃষ্ট হইয়া বিদ্যমান থাকে। বস্ত্রপূত সেই জল অর্থাৎ দশমূলের ক্বাথ বা কষায় পান করিলে সহজে পরিপাক পাইয়া দশমূলনিষ্ট সমস্ত রস গুণ প্রভৃতি সহজে রসরক্তাদি ধাতুতে সংক্রমিত হয় এবং রোগ প্রশমন করে।

এখন দেখা যা'ক কি কি দ্রব্যে দ্রব্যধর্ম্ম আহিত হইতে পারে।

১। জলে দ্রব্যধর্ম্ম অর্থাৎ দ্রব্যনিষ্ঠ রস-গুণ বীর্য্য-বিপাক-শক্তি আহিত হয়। নির্দ্দিষ্ট পরিমিত কুট্টিত দ্রব্য নির্দ্দিষ্টকাল যাবৎ শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিলে দ্রব্য-ধর্ম্ম জলে সংক্রমণ করে। এইরূপ গৃহীতধর্ম্ম জলকে শীত কষায় বলে। তপ্তজলে কুট্টিত দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিলেও দ্রব্যধর্ম্ম সেই জলে আহিত হয়।

২। সুরার দ্রব্য ধর্ম্ম গ্রহণী শক্তি অতি প্রবলা। নির্জ্জল সুরাতে দ্রব্যবিশেষ নির্দ্দিষ্টকাল যাবৎ ভিজাইয়া রাখিলে, দ্রব্যসিক্ত সুরা সেই দ্রব্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করে। সকলেরই জানা আছে যে, যাহারা ডাক্তারি ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাঁহারা আবৃত পাত্রে নির্জ্জল সুরার সহিত যে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিয়া, নির্দ্দিষ্ট কালের পর, পারক্লোরেশন্ দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া টিংচার প্রস্তুত করেন। আমাদিগকে যে আসব এবং অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা গুড়, মধু, শর্করা এবং মৌলফুল প্রভৃতি সুরাযোনি দ্রব্যের সহিত ভৈষজ্য দ্রব্য যোগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমিত জলের সহিত পাক করিয়া অথবা ভিজাইয়া উপযুক্ত আধারে, রাখিয়া আধারের মুখ উত্তমরূপে রোধ করিয়া রাখিয়া থাকি। সেই সংহিত জলে বা ক্বাথে,

সুরাযোনি গুড় প্রভৃতি দ্রব্য হইতে সুরা আসুত হইয়া ক্রমশঃ মিশিতে থাকে। প্রক্ষিপ্ত ভেষজ দ্রব্যজাত হইতেও রসাদি উৎসৃষ্ট হইয়া সেই সঞ্জাত সুরায় আহিত হইতে হইতে আসব বা অরিষ্টে পরিণত হয়।

৩। দ্রব্যও জল যোগে দুগ্ধ এবং কাঁজী পাক করিলে জলাবশেষে দুধে ও কাঞ্জিতে দ্রব্যধর্ম্ম সংক্রামিত হয়।

৪। ঘৃত, তৈল, বসা এবং মজ্জা এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের সাধারণ নাম স্নেহ। যে কোন একটী স্নেহের নাম শুদ্ধ স্নেহ, দুটি স্নেহ যোগ করিয়া লইলে তাহার নাম হয় যামক স্নেহ। তিনটী স্নেহের বিমিশ্রণকে ত্রিবৃত স্নেহ বলে। চারিটী স্নেহ সমান সমান ভাগে মিশাইলে তাহার নাম হয় মহাস্নেহ।

যাবতীয় স্নেহ দ্রব্যধর্ম্মগ্রহণে সম্যক্‌সমর্থ। প্রত্যেক স্নেহ নানা গুণবদ্‌ দ্রব্য। গুণবদ্দ্রব্য যোগে ঘৃতাদি পাক করিলে পরমৌষধরূপে পরিণত হয়। তজ্জন্য বৈদ্যকমতাবলম্বি-চিকিৎসকেরা নানারোগ প্রশমক দ্রব্য-দ্রব দ্রব্য যোগে স্নেহ সাধন করিয়া ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সিদ্ধ স্নেহের মধ্যে তৈল জাতীয় স্নেহই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

তিল হইতে জাত স্নেহের নাম তৈল। অন্যান্য ফল বা শস্যজাত স্নেহের উত্তর তৈলন্‌ এই তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া, সর্ষপ তৈল, এরণ্ড তৈল, নারিকেল তৈল প্রভৃতি শব্দ নিষ্পাদন করা হয়।

(ঘ)

স্নেহ সংস্কার।

প্রথমতঃ তৈল সংস্কারের কথাই বলা যা'ক। যথাবসরে ঘৃত প্রভৃতির সংস্কারের কথা বলা যাইবে। মূর্চ্ছাপাক তৈলের আদ্যসংস্কার। মূর্চ্ছিত

তৈলে কল্ক, ক্বাথ, স্বরস এবং দুগ্ধাদি অন্য অন্য দ্রব্য যোগ করিয়া পাক করিয়া যে স্নেহ অবশেষ থাকে তাহার নাম সিদ্ধ স্নেহ।

চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আর্য্যগ্রন্থে, অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গ হৃদয়, শার্ঙ্গধর, প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থে এবং চক্রপাণি দত্তকৃত নব্য সংগ্রহ গ্রন্থে স্নেহের আদ্য পাকের অর্থাৎ মূর্চ্ছাপাকের উপদেশ নাই। সম্ভবতঃ যে সময় চক্রপাণিদত্ত অপূর্ব্ব সংগ্রহ গ্রন্থ নিবন্ধন করিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কোন সময়ে কোন মনীষী কর্ত্তৃক মূর্চ্ছাপাকের উপযোগিতা উদ্ভাবিত হইয়া সমাদৃত হইয়াছিল। তদবধি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই মুর্চ্ছাবিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কাজটা মন্দ হয় নাই। কাঁচা তৈলে কিছু জলের অংশ থাকে। উপযুক্ত কটাহে তৈল রাখিয়া মৃদু মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিলে যখন তৈল নিষ্ফেন ও নিশ্চল হয় এবং তৈল পাক কালে কোন শব্দ শ্রুত হয় না, তখন তৈল নির্জ্জল হয় এবং কিট্টকণা ভর্জ্জিত হইয়া তৈল হইতে বিযুক্ত হয়। সেই নির্জ্জল তৈল দ্রব্যধর্ম্ম গ্রহণের সম্যক্ উপযোগী হয়। তার পর মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যযোগে পাক করিলে তৈল সুরঞ্জিত হয়, তৈলের আমগন্ধি অনুভূত হয় না এবং তৈল দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে কাজটা মন্দ হয় নাই। প্রসঙ্গাধীন স্নেহ সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা বলা হইল। অতঃপর রক্তদুষ্টির উৎকৃষ্ট ঔষধ মহারুদ্র গুড়ূচী তৈলের পাকক্রম বলা যাইতেছে।

শার্ষপ তৈলে কল্ক ক্বাথ প্রভৃতি যোগ করিয়া উক্ত তৈল পাক করিতে হয়, তজ্জন্য শার্ষপ তৈলের আদ্য পাকের অর্থাৎ মূর্চ্ছাপাকের প্রণালী প্রথমতঃ বলা যা'ক।

উপযুক্ত মৃৎকটাহে, তদভাবে কলাইকরা তাম্র ভাজনে /৪৵ চারি সের আধ পোওয়া শার্ষপ তৈল রাখিয়া কাঠের মৃদু জ্বালে ধীরে ধীরে

পাক করিবে। যেই মাত্র তৈল নিস্ফেন, নিঃশব্দ এবং নিশ্চল হইবে তখনই অর্থাৎ ধুমোদ্গমনের পূর্ব্বে তৈলাধার নামাইয়া রাখিবে। তৈল কিঞ্চিৎ শীতল হইলে তাহাতে ৪ তোলা কাঁচা হলুদের রস ঢালিয়া দিবে। তারপর আটীবাদ হরীতকী ২ ভরি, শুষ্ক হরিদ্রা ২ ভরি, পরিষ্কার করা মুতা ২ ভরি. বেলের ছাল ২ ভরি, দাড়িমের ত্বক্ ২ ভরি, নাগকেশর ফুলের রেণু ২ ভরি, কৃষ্ণ জীরা ২ ভরি, বালা ২ ভরি, নালুকা ২ ভরি, আঁটীবাদ বহেড়া ২ ভরি এবং মঞ্জিঠা /।০ এক পোওয়া এক সঙ্গে কুটিয়া পেষণ করত সেই তৈলে দিয়া তাহার সঙ্গে /৬ সের জল যোগ করত ধীরে ধীরে পাক করিবে। /৶০ আধ পোয়া কি /৶০ তিন ছটাক জল শেষ থাকিতে নামাইয়া একটী মাটির হাঁড়ীতে রাখিয়া দিবে চতুর্থ দিনে ছাঁকিয়া মূর্চ্ছা দিবার জন্য যে, হরীতকী প্রভৃতি দ্রব্য দেওয় হইয়াছিল তাহা বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে এইরূপে পাক করা তৈলের নাম মূর্চ্ছিত তৈল।

মূর্চ্ছিত তৈলে নিম্নলিখিত কল্ক দ্রব্যগুলি এক সঙ্গে পেষণ করত তৈলে প্রক্ষেপ দিয়া ক্বাথাদি যোগে পাক করিতে হয়।

মহারুদ্র গুড়ূচী তৈলের কল্ক—গুড়ূচী, সোমরাজীর বীজ, কটফল, শ্বেত করবী ফুলের শিকড়ের ছাল, আঠীবাদ হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়া, দাড়িমের বীজ, নিমের বীজের শাঁস, যথাকালে সংগৃহীত ও শুষ্কীকৃত হরিদ্রা, দারু হরিদ্রার ত্বক্ অভাবে কাষ্ঠ, বৃহতীর মূল, কণ্টকারীর মূল, গোরক্ষ চাকুলের স্থুল শিকড়ের ছাল অথবা কোমল শিকড়, শুঁঠ পিপুল, মরিচ, জটামাংসী, কাঁচা পুনর্নবা শাক, পিপুলের মূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, শুলফা বীজ, রক্ত চন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা, ছাতিম ছাল এবং গোময় রস। এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য ২ ভরি পরিমাণে

গ্রহণ করিতে হইবে। গোময়রস ভিন্ন অপর দ্রব্যগুলি এক সঙ্গে কুটিয়া উক্ত প্রকার মূর্চ্ছিত বস্ত্রপূত তৈলে প্রক্ষেপ দিতে হইবে; গোময়রস তৈলে ঢালিয়া দিবে।

গোময়রস গ্রহণ-প্রণালী—সুস্থ গাভীর সদ্যোগোময় (গোবর) পরিস্কার বিচালি বিছাইয়া তাহার উপর চারি আঙ্গুল পুরু করিয়া চাপিয়া চাপিয়া স্থাপন করিবে। তদুপরি আবার বিচালি বিছাইয়া উক্ত প্রকারে গোময় স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ স্তরে স্তরে বিচালি ও গোময় স্থাপন করত এক দিন রাখিয়া দিবে। তৎপর দিন বিচালি ঝাড়িয়া গোময় পরিত্যাগ করত গোময়রসসিক্ত বিচালি নিংড়াইয়া লইলে নির্ম্মল গোবর রস পাওয়া যাইবে। বিচালির পরিবর্ত্তে কাপড় বিছাইয়াও রস লওয়া যাইতে পারে।

যথা বিধানে মূর্চ্ছিত তৈলে, পিষ্টকল্ক দেওয়ার পর ষোল সের গুড়ূচী ক্বাথের সহিত তৈল পাক করিবে। ক্বাথ কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে সে দিন নামাইয়া রাখিবে।

গুড়ূচীর ক্বাথ—কাঁচা গুড়ূচী খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ।২॥০.সাড়ে বার সের ওজন করিয়া লইবে। তার পর উদূখলে বা ঢেঁকিতে উত্তমরূপে কুটীয়া লইতে হইবে। তদনন্তর উপযুক্ত ভাজনে ১৷৷৪ এক মণ চব্বিশ সের জল সহ কাঠের জ্বালে পাক করত উক্ত ওজনের গুড়ূচীর ক্বাথ ।৬ ষোল সের থাকিতে ছাঁকিয়া নিঃশেষে ক্বাথ গ্রহণ করিবে।

গুড়ূচী বা গুলঞ্চ—গুড়ূচী লতা বিশেষ। ইহার মূল, ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া শাখা পল্লব পরিপোষণ করে। ভূমিতলে মূল নিহিত না থাকিলেও এই লতিকা জীবিত থাকে এবং বৃক্ষাদির উপরে শাখা পল্লবাদি বিস্তার করত সংবর্দ্ধিত হয়। এই জন্য ইহার আর একটী নাম ছিন্নরুহা।

গুড়ূচী প্রকার ভেদে দ্বিবিধ। এক প্রকার ঘোড়চ্ বা ঘোড়ঞ্চ নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রকার গুড়ূচীর লতিকা কঠিন এবং তাহা হইতে ত্বক্ সহজে অপনয়ন করা যায় না। ইহার বৃন্তস্থলে পত্র দ্বিধা বিভক্ত থাকে এবং পত্রের তলদেশ সাদা সাদা অতি সূক্ষ্ম শূকসমাচ্ছন্ন। অপর প্রকার গুলঞ্চের লতিকা কোমল, টিপদিলে বল্কল উঠিয়া যায়, লতিকার গাত্রদেশ গণ্ড সমাচিত এবং ইহার পাতা প্রায়শঃ আকনাদের পাতার ন্যায় তলদেশ ও উপরিতন ভাগ একই প্রকার। প্রথম প্রকার গুড়ূচী পশুরোগঘ্নী বলিয়া নির্ঘণ্টু গ্রন্থে বর্ণিত আছে। নর নারীর ব্যাধি প্রশমনের জন্য দ্বিতীয় প্রকার গুড়ূচী ব্যবহার করিতে হয়। কোন কোন প্রবিচারহীন চিকিৎসক গুলঞ্চের পরিবর্ত্তে ঘোড়ঞ্চ ব্যবহার করেন।

গুলঞ্চক্কাথের সহিত তৈল পাকের তিন দিবস পরে, নিমছালের ক্কাথের সহিত পুনর্ব্বার তৈল পাক করিতে হইবে। সুকুট্টিত কাঁচা নিমছাল /৮ আট সের ১।।৪ চৌষট্টি সের জল সহ পাক করত, ।৬ ষোল সের শেষ থাকিতে নামাইয়া নিঃশেষ জল ছাঁকিয়া লইবে।

দ্বিতীয় ক্কাথ সহ তৈল পাকের ২।৩ দিন পরে, /৪ সের টাট্কা গাভী মূত্রের সহিত তৈল পাক করত জলীয়াংশ প্রায়ঃ নিশেষ করিয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া কল্ক ও তৈল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আধারে রাখিবে। পৃথক্ কৃত কল্ক গরম জলে আপ্লুত করিয়া রাখিয়া দিবে।

পরদিন কল্কপ্লুত জলোপরি যে তৈল ভাসিয়া রহিবে, করতল দিয়া তাহা নিঃশেষে উঠাইয়া ছাঁকা তৈলের সঙ্গে যোগ করত পাক করিতে হইবে। যখন তৈলের সমস্ত কা'ট্ সংযত হইয়া নীচে পড়িবে, কা'ট নিঃশেষে জলশূন্য হইবে, অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলে চিট্‌মিট্ শব্দ করিবে না, কা'ট অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া পাক দিলে বর্ত্তিবৎ হইবে অথচ

কোমল থাকিবে তখন বুঝিবে যে পাক শেষ হইয়াছে। তখনই তৈল নামাইয়া কা'ট হইতে বিযুক্ত করিয়া লইবে।

মহারুদ্রগুড়ূচী তৈল যাবতীয় ত্বগ্‌দুষ্টির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই তৈল গায়ে মাখিলে ত্বগ্‌গত ভ্রাজকপিত্ত তৈল শোষণ করে। শোষিত তৈল রক্তগত হইয়া সর্ব্ব শরীরে সঞ্চরণ করত শাখাশ্রিত, কোষ্ঠগত এবং মর্ম্ম সংশ্রিত রক্তদুষ্টি জন্য ব্যাধি প্রশমন করে। গাত্র কণ্ডূতি, ত্বগ্‌গত ক্ষত, বাতরক্ত, এবং নানাবিধ রোগ প্রশমনের জন্য মহারুদ্রগুড়ূচী তৈল ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের ফল ও সন্তোষজনক। পীড়ার বলাবল বুঝিয়া প্রতিদিন এক বা দুই ঘণ্টা কাল গায়ে মাখিতে হয়।

কর-পাদতলের কীটিম রোগ।

কাহার কাহারও হস্ততলে বা পদতলে অথবা উভয়স্থলে, এক প্রকার কণ্ডূগণ্ড জাতীয় পীড়া হইতে দেখা যায়। সেই পীড়াকে কোন কোন স্থানের লোকে যুঁয়ে ধরাবলে। এই পীড়া আদৌ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডাকারে উৎপন্ন হয়। ক্রমশঃ তিনচারি বা তদধিক গণ্ড গ্রথিত হইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে করতলে বা পদতলে অথবা উভয় অঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়। যে যে স্থানে পিড়কা উদ্‌গত হয় সেই সেই স্থান চুলকাইতে থাকে এবং অল্প অল্প বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। কণ্ডূতি, অল্প পরিমাণে রসস্রুতি এবং বর্ষাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্তি এই পীড়ার বিশিষ্ট লক্ষণ। চক্ষুর অগোচর কীট বিশেষ কর-পদতলের চর্ম্মের নিম্নে রহিয়া এই পীড়া উৎপাদন করে। এই জন্য এই রোগ কিটিম নামে অভিহিত হইল। এই রোগের বিশিষ্ট নাম কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহা কিটিম নামক কুষ্ঠ রোগ নহে। পাণিপাদ দেশে যে বিপাদিকা নামক কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়,

তাহাও নহে। ইহা ক্ষুদ্র রোগ জাতীয় ব্যাধি। মহাব্যাধি না হইলেও অতি কষ্টপ্রদ কদর্য্য ব্যাধি। ব্যাধিত করতলে ও পদতলে বিড়ঙ্গ তৈল মাখিলে ১০।১২ দিনেই এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে।

বিড়ঙ্গ তৈল।

মূর্চ্ছিত শার্ষপ তৈল /১ একসের। বিড়ঙ্গের দানা, গন্ধক এবং মনছাল এই তিন দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য ৬।।৶৪ ছয় ভরি দশ আনা চারি রতি। প্রথমতঃ বিড়ঙ্গের দানা স্বতন্ত্র কুটিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত পিশিয়া লইতে হইবে। গন্ধক ও মনছাল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে পিষ্ট এবং চূর্ণীভূত দ্রব্য তৈলে প্রক্ষেপ দিয়া /৪ চারিসের গাভীর মূত্রের সহিত পাক করিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিতে সেদিন রাখিয়া দিবে। তিন দিন পরে ধীরে ধীরে পাক করিয়া জলীয়াংশ সম্যক্ নিঃশেষ করত তৈল ছাঁকিয়া লইবে।

যথাবিহিত মূর্চ্ছাপাক না করিয়া, তৈল মৃদুজ্বালে নিশ্চল নিষ্ফেন করত ২।১ তোলা হলুদের রসের মূর্চ্ছা দিয়া পাক করিলেও চলিতে পারে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মন্দানল।

আহার, শরীরীর শরীর ধারণের ও পোষণের হেতু এবং ওজো-বল-বর্ণোপচয়ের বিশিষ্ট কারণ। মাত্রাবৎ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহার উদর্য্য পাচকের সাহায্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে দ্বিধা বিভক্ত হয় অর্থাৎ দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়। আহার্য্যের শরীর পোষণো-যোগী সারভাগ শ্বেত-স্বচ্ছ-তরল-পঞ্চভূত প্রসাদজ * রসধাতুতে পরিণত হয়; অসারাংশের জলীয় ভাগ মূত্ররূপে এবং পার্থিবাংশ মলরূপে পরিণত হইয়া অপান বায়ুর সহায়তায় স্ব স্ব মলপথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। রস ধাতু, রঞ্জক পিত্ত কর্ত্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্ত ধাতুতে পরিণত হয়। রক্ত মাংসাদি ধাতুগণকে পোষণ করে।

"নহ্য পক্কাদ্রসাদয়ঃ" অর্থাৎ পরিপাক-যন্ত্র পরম্পরায় আহার্য্য দ্রব্য পিষ্ট-ক্লিন্ন-স্নিগ্ধ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইলে রসের উৎপত্তি হয় তজ্জন্য যাহাতে পরিপাক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে অর্থাৎ অগ্নি-মান্দ্য উপস্থিত না হয়, জিজীবিষু দেহীমাত্রেরই সে কাজ করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। "রোগাঃ সর্ব্বেঽপি মন্দেঽগ্নৌ" অর্থাৎ মন্দাগ্নি উপস্থিত হইলে শরীরে নানা প্রকার

---

* জীবের শরীর পঞ্চভূতাত্মক। অর্থাৎ ক্ষিতি, জল; তেজঃ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের সমবায়ে জীবদেহ গঠিত। ক্ষীয়মাণ শরীরের পোষণোপযোগী ক্ষিতি প্রভৃতি উপাদান পঞ্চক আহারজ রসে বিদ্যমান থাকে। এইজন্য রস-সংজ্ঞক আদ্য ধাতুকে পঞ্চভূত প্রসাদজ বলে।

পীড়া জন্মিয়া থাকে। কথাটা স্মরণ রাখিয়া, যাহাতে পরিপাক শক্তির বিপর্য্যয় না ঘটে তাহা করা উচিত। কি করিলে পরিপাক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে সংক্ষেপে তাহা বলা যাইতেছে।

সুপক্ব, হিত, পরিমিত, শুচি, এবং সাত্ম্যাহার, ভোজন বিধি অনুসরণ করিয়া ভোজন করিলে ভুক্ত অন্ন যথাকালে জীর্ণ হয় অর্থাৎ চারি প্রহরের মধ্যে সুজীর্ণ হয় *। পরিমিত মাত্রায় নির্ম্মল জল পান, নির্ম্মল বায়ু নিষেবণ, আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম এবং বৈধ নিদ্রা প্রভৃতিও অন্ন পরিপাকের অন্যান্য সহকারীকারণ।

সুপক্বাহার—রন্ধনকুশল পাচক কর্ত্তৃক যথাযথরূপে পাক করা খাদ্য দ্রব্যকে সুপক্ব আহার বলে। সুপক্বাহার সুস্বাদু এবং সুখপাচ্য। অপক্ব বা অসম্যক্ পক্ব আহার্য্য বিস্বাদু, দুষ্পাচ্য এবং নানা রোগের কারণ।

হিতাহার—মধুরপ্রায়ঃ ষড়্‌রস সমন্বিত আহারই হিতাহার। তাদৃশ আহারে শরীর-পোষণোপযোগী এবং মনের তৃপ্তিপ্রদ সমস্ত উপাদান বিদ্যমান থাকে।

মিতাহার—কোষ্ঠে যেরূপ আহার যথাসময়ে সুজীর্ণ হইয়া শরীর পোষণ করে এবং মনকে সুস্থ রাখে তাহার নাম মিতাহার। মিতাহারের অপর নাম মাত্রাবদাহার।

তদ্বিপরীত আহারের নাম অমাত্রাহার। আহারের অমাত্রবত্ত্ব হীন এবং অধিক ভেদে দুই প্রকার। হীনমাত্রাহারের অপর নাম প্রমিতাশন। যে আহার্য্যে শরীরপোষণোপযোগী সমস্ত উপাদান বিদ্যমান্ না থাকে

---

* "সায়ং প্রাতশ্চ সুখেন পরিণমণম্।" চরক সংহিতা বিমান স্থান ২য় অধ্যায়। প্রাতশ্চক্তে যদি সায়ং সুখেন পরিণমনম্। সায়ং ভোজন কৃতে যদি প্রাতঃ পরিণমনম্ তদন্নস্ত পাকস্য নির্দ্দিষ্টকালঃ। ভট্টাকায়াং চক্রদত্তঃ।

তাহা ভোজন করা এবং উপাদানবৎ আহার্য্য অত্যল্প পরিমাণে সেবন করার নাম প্রমিতাশন। প্রমিতাশন বহুদোষের আকর; অতিভোজনের চেয়েও শরীরের ও মনের অনিষ্ট কর। *

অতিমাত্র ভোজন সর্ব্বদোষ প্রকোপণ। †

ভোজন সময়ে তন্মনাঃ হইতে হইবে। যখন বুঝিবে যে অন্নদ্বারা অর্দ্ধোদর পূর্ণ হইয়াছে, আর পানীয় দ্বারা একচতুর্থাংশ পূর্ণ হইয়াছে. অবশিষ্ট চারিভাগের এক ভাগ খালি আছে তখনই ভোজন সমাপন করিবে।

সুশ্রুতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পরিমিত আহারের নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অপীড়নং ভবেৎ কুক্ষেঃ পার্শ্বয়োরবিপাটনম্।
নাস্নেন হৃদয়াবাধো জঠরস্তব্ধ গৌরবং।
প্রীণনং চক্ষুরাদীনাং শমনং ক্ষুৎপিপাসয়োঃ
উচ্ছ্বাস শ্বাস হাস্যাদি.কথাসু সুখ বর্ত্তনম্।
সুখেন পরিণামী স্যাদন্নে ভুঙ্‌ক্তে দিবানিশি।"

ইহার ভাবার্থ—যে পরিমিত আহার করিলে ক্ষুধাতৃষ্ণার শান্তি হয় অথচ কুক্ষিদেশের, পার্শ্বদ্বয়ের এবং হৃদয়ের কোন প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য

---

* অবাত্রাবত্বং পুনর্দ্দিবিধ মাচক্ষতে—হীনমধিকঞ্চ তত্র হীনমাত্র মাহার রাশি বলবর্ণোপচয়ক্ষয়কর মতৃপ্তিকর-মুদাবর্ত্তকর মবৃষ্য মনায়ুষ্য মনৌজস্যং শরীর-মনোবুদ্ধিন্দ্রোপঘাত করং সারবিধমন মলক্ষ্ম্যাবহ মশীতেশ্চ বাতবিকারাণামায়তন মাচক্ষতে সর্ব্ব কুশলাঃ।

† অতিমাত্রং পূনঃ সর্ব্বদোষ প্রকোপন মিচ্ছন্তি তে।

চরক সংহিতা বিমান স্থান ২য় অধ্যায়।

সাত্ম্যাহার—মধুর রস বহুল ষড়্‌রসাত্মক আহারই মনুষ্যগণের প্রকৃত সাত্ম্যাহার। কিন্তু সকলের প্রকৃতি একরূপ নহে। তজ্জন্য যেরূপ আহার একের পক্ষে যেরূপ হিতকর অপরের পক্ষে সেরূপ হিতকর নাও হইতে পারে। অভ্যাস বশতঃ এবং প্রকৃতি অনুসারে যাহার পক্ষে যেরূপ আহার হিতকর তাহাই আহার করা তাহার পক্ষে সাত্ম্যাহার।

শুচি আহার—রন্ধন দ্রব্যের এবং সুপক্ক অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতির শুচিত্ব রক্ষা করা ভোক্তৃ-গণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এক প্রহর কাল গত হইলে রন্ধন করা অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি অশুচি হয়, কালক্রমে আহার্য্য রসভ্রষ্ট ও বিস্বাদু হইয়া যায়, পূতি পর্য্যষিত, অন্ন প্রভৃতি অত্যন্ত অশুচি। রন্ধন করা অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতি পরম যত্নে অতিসাবধানে রক্ষা করিতে হয়। যাহাতে খাদ্য দ্রব্যে চক্ষুর গোচরাগোচর কোন অপদার্থ সংক্রমণ করিতে না পারে তাহার উপায় অবশ্যই করিবে। সকলেরই মনে রাখা উচিত যে

"চংক্রম্যমানা বহবো জীবা ধরণী সংশ্রিতাঃ।

কেচিচ্চক্ষুষা দৃশ্যন্তে কেচিচ্চক্ষুর গোচরাঃ
জীবৈর্গ্রস্তমিদং সর্ব্বং আকাশং পৃথিবী তথা।

জীবা হি বহবো ব্রহ্মন্! বৃক্ষেষুচ ফলেষুচ।
উদকে বহবশ্চাপি * * * *"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ধর্ম্মব্যাধোপাখ্যান।

উপস্থিত হয় না; উদর বেশ লঘু বোধ হয়; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল সুপ্রসন্ন থাকে, উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসে কষ্টানুভূতি হয় না, মনঃ প্রফুল্ল থাকে তজ্জন্য হাসিতে কথা বলিতে অনিচ্ছা থাকে না এবং ভুক্তান্ন সুখে জীর্ণ হয়। অতিমাত্র ভোজনং সর্ব্বদোষ প্রকোপণম্।

সেই সকল মানব-শত্রু জীবাণু যাহাতে অন্নে, ব্যঞ্জনে, পাণীনয় জলে এবং দুগ্ধাদিতে সংক্রমণ করিতে না পারে তাহার উপায় অবশ্যই করিতে হইবে।

আহারের নিয়মিত কাল—মল মূত্রের সম্যক্ নিঃসরণ, হৃদয়ের বৈমল্য, বায়ু-পিত্ত-কফের স্বাভাবিকী গতি, উদ্গারের বিশুদ্ধি. ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক, স্বচ্ছন্দে অপান বায়ুর নিঃসরণ, দেহের লঘুতা, অগ্নির দীপ্তি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের বৈমল্য বা বৈশদ্য এবং মনের স্ফূর্ত্তি এই সকল জীর্ণাহারের লক্ষণ। উক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলেই বুঝিতে হইবে যে আহারের বিধি নিয়মিতকাল উপস্থিত হইয়াছে।

অতঃপর শরীরের কোন কোন স্থানে কিরূপ প্রণালীতে অন্ন-জল পরিপাক প্রাপ্ত হয়, অতি সংক্ষেপে তাহা বলা যাইতেছে।

মনুষ্য শরীরে চারিটী গুহা বিদ্যমান আছে। এই জন্য শরীরকে চতুর্গুহা বলে। গুহা চতুষ্টয়ের মধ্যে উদর গুহা অন্ন পরিপাকের বিশিষ্ট স্থান। পরিপাক প্রণালীর কথা বলিতে হইলে উদর গুহারই পরিচয় দিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে অপর তিনটী গুহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

১

শিরোগুহা।

ছোট বড় কয়েকখানি কপালাস্থি সুসংশ্লিষ্ট হইয়া শরীরের উর্দ্ধতন প্রদেশে যে গুহাটী রচনা করিয়াছে তাহার নাম শিরোগুহা। এই গুহার অভ্যন্তরে সুস্নিগ্ধ, সুকোমল এবং আলোহিত-ধূসরচ্ছবি যে অবয়ব ভাগে ভাগে বিভক্ত হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে, তাহার নাম মস্তুলুঙ্গ বা ঘৃতিকা। ইহার অপর প্রসিদ্ধ নাম মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক মনোভূমি এবং অপর পঞ্চেন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্থল। এই জন্য মস্তিষ্কের আধারাঙ্গকে উত্তমাঙ্গ বলে। *

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বাহিনী নাড়ী সকল মস্তিষ্কের স্থানে স্থানে সুসংশ্লিষ্ট রহিয়া শব্দ প্রভৃতি বহন করত মনকে উদ্বুদ্ধ করে; মন উদ্বুদ্ধ হইলে বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়।

উরোগুহা।

চব্বিশখানি পর্শুকা বা পঞ্জরাস্থি অর্থাৎ পাঁজড়ার হাড়; দেহের পৃষ্ঠবংশের অর্থাৎ মেরুদণ্ডের সহিত সুসংবদ্ধ ও সজ্জিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে বারখানি পঞ্জরাস্থি হৃদয়ের সম্মুখভাগে সুনিবিষ্ট বক্ষোঽস্থিসংজ্ঞক হাড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়া যে গুহা রচনা করিয়াছে তাহার নাম উরোগুহা। উরোগুহার মধ্যদিয়া অন্ননালী অবতরণ করিয়া আমাশয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই গুহায় ফুস্-ফুসদ্বয়, উরঃসংজ্ঞক রক্তাধার এবং হৃন্মর্ম্ম অবস্থিত। * কণ্ঠদেশ হইতে শ্বাসনাড়ী অবতরণ করত এই গুহার অভ্যন্তরে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া উভয় ফুস্ফুসে সংযুক্ত হইয়াছে।

উদর গুহা।

উরোগুহার অধোদেশে উদরগুহা অবস্থিত। এই গুহার ঊর্দ্ধতন অংশ কতিপয় পর্শুকা রচিত প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। অধোভাগ সুদৃঢ় মাংস পেশীরচিত অবকাশে অবস্থিত রহিয়াছে। আমাশয়, গ্রহণী, ক্ষুদ্রান্ত্র,

---

"প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং যত্র শ্রিতা, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ।
তদুত্তমাঙ্গ মঙ্গানাং শিরস্তদভি ধীয়তে।"

* চরকসংহিতা সূত্রস্থান অধ্যায়।

স্থূলান্ত্র, যকৃৎ ; প্লীহা এবং বৃক্কদ্বয় এই কোষ্ঠে স্ব স্ব স্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়া অন্ন পাকাদি নানাকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

৪

বস্তি গুহা।

উদর গুহার অধোভাগে বস্তিগুহা অবস্থিত। বৃক্ক দ্বয়ে সংলগ্ন মূত্র বাহি নাড়ীদ্বয়, মূত্রবস্তি, বস্তিশীর্ষ এবং নারীগণের ধরা বা গর্ভাশয় এই গুহায় অবস্থিত।

আহার পরিপাকের পরম্পরাক্রম।

আহার্য্য দ্রব্য সকলের মধ্যে যে সকল খাদ্য চিবাইয়া খাইতে হয়, তৎসমুদয়ের সাধারণ নাম চর্ব্ব্য দ্রব্য, চর্ব্ব্য খাদ্য দন্তদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন-পিষ্ট, এবং চর্ব্বণ কালে দন্তবেষ্ট অর্থাৎ দাঁতের গোড়ার মাংস হইতে নিঃস্রুত লালা সংজ্ঞক রস বিশেষ দ্বারা প্রক্লিন্ন হইলে পরিপাকের উপযোগী হয়। অচর্ব্বিত বা অসম্যক্ চর্ব্বিত চর্ব্ব্য খাদ্য সুজীর্ণ হয় না। সুচর্ব্বিত চর্ব্ব্য এবং চোষ্যলেহ্য-পেয় ভক্ষ্য দ্রব্য প্রথমতঃ অন্নাদান-কর্ম্ম-প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আমাশয়ে নীত হয়। তথায় ক্লেদক-শ্লেষ্ম-সংশ্রিত হইয়া, অধঃস্থ জাঠরানল সন্তাপে আবর্ত্তিত হইতে হইতে ভিন্ন সংঘাত, স্নিগ্ধ, মধুর এবং ফেনীভূত হইয়া উঠে। তাদৃশ পচ্যমান আহারের স্বচ্ছভাগ শ্লেষ্মরূপে পরিণত হইয়া শ্লেষ্ম-বাহি-স্রোতঃপথে গমন করত ক্ষীয়মাণ শ্লেষ্ম-পঞ্চককে * পোষণ করে। এইরূপ পরিপাকের নাম আদ্য বা মধুর বিপাক।

---

* জীবরক্তাশয়মুরঃ * * *। শার্ঙ্গধরসংহিতা কলাদি ব্যাখ্যানাধ্যায়ঃ।

* ক্লেদক, শ্লেষক, অবলম্বক, তর্পক এবং বোধক। স্থান ও কর্ম্ম ভেদে শ্লেষ্মা এই পাঁচ প্রকার।

দ্বিতীয় বিপাকের নাম অম্লবিপাক। অম্লীভূত পিত্তরস বিশেষ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অর্থাৎ অধঃস্থ জাঠরানল সন্তাপে দ্বিতীয় পাক নিষ্পন্ন হয়। মধুর পাক নিষ্পন্ন হইতে হইতেই প্রকৃতির সুনিয়মে, আমাশয়ের বৃতির * অভ্যন্তর ভাগে বিন্যস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রোতঃ পথে অম্লোৎকট পিত্তরস নিঃসৃত হইয়া দ্বিতীয় বিপাক সম্পাদন করে। বিদগ্ধ পাকে সম্ভূত পিত্ত ক্ষীয়মাণ পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক এবং ভ্রাজক সংজ্ঞক পাঁচ প্রকার পিত্তকে পোষণ করে।

যতক্ষণ আমাশয়ে উক্ত দুই প্রকার পাকক্রিয়া চলিতে থাকে, ততক্ষণ গ্রহণীর উর্দ্ধমুখ অর্গলিত থাকে অর্থাৎ বদ্ধ থাকে। আমাশয়িক পাক কার্য্য শেষ হইতে হইতেই গ্রহণী দ্বার খুলিয়া দেয়। উন্মুক্ত দ্বার দিয়া মধুরাম্লবিপক্কাহার অবতরণ করিতে থাকে। সেই সময়ে যকৃত কোষ্ঠস্থিত পিত্তকোষ হইতে পিত্ত প্রণালী বহিয়া পিত্ত আসিয়া গ্রহণ্যাশয়ে আমাশয় হইতে চ্যবমান পক্কাপক্ক আহার্য্যের সহিত সংমিশ্রিত হয়। সেই পিত্ত সম্পৃক্ত অনিঃশেষে বিপক্কাহার পক্কাশয়ে অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ত্র চক্রে উপস্থিত হয়। যে উদর্য্য জরায়ু অর্থাৎ যে পাতলা পর্দ্দা দিয়া ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্র সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, সেই পর্দ্দা সমান বায়ু কর্ত্তৃক অনবরত সঞ্চলিত হইতেছে। উদর্য্যজরায়ুর সঞ্চলনে জাঠরানল সন্ধুক্ষিত হইয়া ক্লেদ-ক্লিন্ন ভুক্ত দ্রব্যকে নিঃশেষে পরিপাক করে। এই নিঃশেষে পরিপাকের নাম কটুবিপাক। বিপাকাবসানে উৎপন্ন প্রসাদভূত বায়ু ক্ষীয়মাণ প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান বায়ুর পোষণ করে। মলভূত বায়ু অপান পথে বাহির হইয়া যায়, এবং উদীর্ণ হইয়া উদ্গাররূপে উর্দ্ধপথে চলিয়া মুখ দিয়া বাহির হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পরিপাক প্রাপ্ত আহার্য্য বিভক্ত হইয়া সার ও কিট্টরূপে পরিণত হয়।

সংক্ষেপে যাহা বলা হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে উষ্মা, বায়ু, ক্লেদ, স্নেহ, কাল এবং সমযোগ এইগুলির সাহায্যেই অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য এই গুলির সাধারণ নাম উদর্য্য পাচক *

উষ্মা, বায়ু, ক্লেদ এবং স্নেহ যদি অবিকৃত এবং সক্রিয় থাকে আর কালের অযোগাতি যোগ মিথ্যাযোগ না ঘটে, পরন্তু আহারের সমযোগের অন্যথা না হয়, তাহা হইলে হিতাহার যথাকালে সুজীর্ণ হইয়া দেহের স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করিতে পারে। এই সকলের অন্যথা ঘটিলে মন্দানল উপস্থিত হয়। অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে নর-নারীর শরীরে নানা প্রকার অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে বিষ্টব্ধ, বিদগ্ধ, রসশেষ এবং আমাজীর্ণ প্রায়োভাবি-ব্যাধি।

১

বিষ্টব্ধাজীর্ণ।

উদর্য্য পাচক বিষম হইলে, বিশেষতঃ সমান বায়ুর বৈষম্য ঘটিলে ভুক্তান্ন কদাচিৎ সম্যক্ পরিপাক পায়, কদাচিদ্ বা পরিপাক পায় না।

---

* উষ্মা, বায়ুঃ, ক্লেদঃ, স্নেহঃ, কালঃ, সমযোগশ্চেতি উদর্য্য পাচকঃ।

চরক চিকিৎসিত স্থানে গ্রহণ্যাধিকারের টীকায় চক্রপাণি দত্ত।

এই বৈষম্য প্রাপ্ত উদর্য্য পাচকের নাম বিষমাগ্নি। বিষ্টব্ধাজীর্ণ বিষমাগ্নি সম্ভূত ব্যাধি।

ন্যূনাধিক পরিমাণে উদরাধ্মান অর্থাৎ পেট ফাঁপা, মলকাঠিন্য, কঠিন মলের অনিয়ত প্রবৃত্তি—কোন দিন দাস্ত হয় কোন দিন বা হয় না। কিন্তু কোন দিনে উদর সম্যক্ পরিষ্কার হয় না। কার্য্যে অনুৎসাহ, উদরে শূলবৎ বেদনানুভূতি, মনের বিষণ্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অনিচ্ছা, পিপাসা

অল্লাধিক পরিমাণে হৃৎস্পন্দন এবং মাথাঘোরা ও গা টলা প্রভৃতি বিষ্টাব্ধা-জীর্ণের অন্যান্য লক্ষণ।

২

বিদগ্ধাজীর্ণ।

আহারের দ্বিতীয় বিপাক কালে, আমাশয়ের অভ্যন্তর-গাত্র-বিন্যস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রোতঃপথে যে অম্লাক্ত পিত্তরস বিশেষ নিঃসৃত হইয়া বিদগ্ধ পাক কার্য্য সাধন করে, তাহার বৈষম্য ঘটিলে অর্থাৎ পিত্তবর্দ্ধক আহার বিহারাদি দ্বারা সেই রসের তীক্ষ্ণত্ব, উষ্ণতা এবং অম্লত্বা বৃদ্ধি পাইলে যে অজীর্ণ রোগ জন্মে তাহার নাম বিদগ্ধাজীর্ণ।

ধূমোদগার, অম্লোদ্‌গার মূখ বৈরস্য, ঘর্ম্মাধিক্য, হস্ত পদতলের সন্তাপ, সর্ব্বাঙ্গীণ দাহ, বিশেষতঃ চোখের জ্বালা, পিপাসা, কদাচিৎ চক্রস্থিত ভ্রমবদ্‌বস্তু দর্শন এবং হৃৎকণ্ঠ দাহ প্রভৃতি বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ!

৩

রসশেষাজীর্ণ।

চতুর্ব্বিধাহার পরিপাক যন্ত্র-পরম্পরায় পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, যে রস সমুৎপন্ন হয়; অগ্নি দৌর্ব্বল্য বশতঃ যদি সেই রস পরিপাক পাইয়া রক্তে পরিণত না হয়, অথবা অসম্যক্ পরিণত হয় তাহা হইলে সেই রসে সমাচ্ছন্ন হইয়া অগ্নির দৌর্ব্বল্য ঘটে। তাদৃশ মন্দানল সম্ভূত ব্যাধির নাম রস-শেষাজীর্ণ।

অন্নে বিদ্বেষ রসশেষাজীর্ণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কাহারও কাহারও অন্নে বিদ্বেষ এরূপ বলবৎ হয় যে পচ্যমান অন্নব্যঞ্জনের গন্ধে সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। হৃদয়ের অবিশুদ্ধি, শরীরের বিশেষতঃ উদরের গুরুতা, দৌর্ব্বল্য, কৃশতা এবং কার্য্যে অনুৎসাহ প্রভৃতি রসশেষাজীর্ণের অপরাপর লক্ষণ।

৪

আমাজীর্ণ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিপাকের ব্যতিক্রম ঘটিলে, আম্ল পাক প্রাপ্ত ভুক্তান্ন কোষ্ঠে রহিয়া যে অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করে, তাহার নাম আমাজীর্ণ।

শরীরের গুরুতা, হৃদয়ের অসাচ্ছন্দ্য, বিবমিষা অর্থাৎ বমি বমি ভাব, নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু উঠা, গণ্ডস্থলের ও অক্ষিকূটের স্ফীততা এবং যেরূপ দ্রব্য খাওয়া যায় সেই দ্রব্যের অবিকৃত রস-গন্ধবৎ উদ্গার, রস শেষাজীর্ণের লক্ষণ।

অজীর্ণ চিকিৎসা।

সাধারণ বিধি।

যখন বুঝিবে যে ক্ষুধা মন্দ হইয়া আসিতেছে, আহারে আর পূর্ব্বের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা নাই, শরীরে দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়াছে এবং মনও সুপ্রসন্ন নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে, অগ্নি-মন্দ হইয়া আসিতেছে। এই সময় সতর্ক না হইলে, কোন না কোন অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

নানা কারণে অজীর্ণ রোগ জন্মে বটে, কিন্তু আহারবৈষম্য জন্যই প্রায়শঃ অজীর্ণ রোগে অনেকে আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

মন্দানল উপস্থিত হইয়া অজীর্ণ রোগের সূত্রপাত হইলেই আহারে নিয়মিত হওয়া উচিত। অভ্যস্ত আহারের অর্থাৎ যিনি প্রতিদিন যে পরি

---

* ভুক্তস্য পক্কস্য সারভূতো যো দ্রবঃ, সরসঃ সোঽপি পচ্যতে। অতএব ভুক্তস্য সারভূতো যো দ্রবঃ স চাপক্কঃ স রসশেষঃ। তস্মাচ্চতুর্থ মজীর্ণং। নত্বামজীর্ণাদ্রসশেষস্য কো ভেদঃ? উচ্যতে—আমং মধুরতাংগত মপক্ক-মন্নমেব রসশেষস্তু ভুক্তস্য পক্কস্য সারভূতো যো দ্রবঃ সচাপক ইতি ভেদঃ।

মাণে আহার করেন, তিনি সেই আহারের ¼ এক চতুর্থাংশ কমাইয়া যদি আহার করেন, তাহা হইলে অজীর্ণের আশঙ্কা বলবতী হয় না। সুপক্ক, লঘু অথচপুষ্টি তুষ্টি বর্দ্ধন, আহার নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। অগ্নির দৌর্ব্বল্য অধিক অনুভূত হইলে অর্দ্ধাশনের ব্যবস্থা করিবে। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, দিবানিদ্রা পরিত্যাগ, নিয়মিত মাত্রায় বিশুদ্ধ জলপান, নির্ম্মল বায়ু নিষেবণ এবং বাতালোকপূত গৃহে সুপরিস্কৃত শয্যায় নৈশ নিদ্রার উপভোগ প্রভৃতি মন্দানল ও তৎপ্রসূত অজীর্ণ রোগের প্রতিষেধক।

রাত্রিশেষে ঘুম ভাঙিলে অবশ্যই শয্যা পরিত্যাগ করিবে। মল-মূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাযথভাবে শৌচ কার্য্য সমাধা করিয়া যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কাজ না থাকিলে খোলা বাতাসে বেড়াইয়া বেড়াইবে।

যাঁহারা 'চা' পানে অভ্যস্ত, মন্দানলগ্রস্ত হইলে তাঁহারা অবশ্যই 'চা' পান ত্যাগ করিবেন। চার পরিবর্ত্তে আদার রস ২ ভরির সহিত ¼ এক শিকি সৈন্ধবচূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

বিষ্টব্ধাজীর্ণ চিকিৎসা।

(ক)

শুষ্ক অথচ টাটকা হরীতকীর আঠী বাদ দিয়া চূর্ণ করত কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। সেই বস্ত্রপূত চূর্ণ একশিকি এবং পুরাতন ইক্ষু গুড় আধতোলা এক সঙ্গে মিশাইয়া খাইয়া কিঞ্চিৎ গরম জল পান করিবে। প্রাতঃকালেই সেবন করা উচিত। যদি উক্ত পরিমিত হরীতকী সেবনে কোষ্ঠ শুদ্ধি না হয়, তাহা হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক হরীতকীর মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে। গুড়ের পরিমাণ হরীতকী চূর্ণের দ্বিগুণ।

প্রস্তুতি কালের পর, একবৎসর অতিক্রম করিলেই গুড় পুরাতন হয়।

তারপর যাবৎকাল গুড়, ভ্রষ্টবর্ণ, গতরস এবং বিকৃত গন্ধ যুক্ত না হয় তত-কাল ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার চলিতে পারে।

(খ)

অপরাহ্ণ সময়ে ⁄।০ এক পোয়া গরম জলে ১টা গোঁড়া বা কাগচি লেবুর রস দিয়া পান করিবে।

এই দুই প্রকার ঔষধ সেবন করা বিষ্টব্ধাজীর্ণ চিকিৎসার আদ্যক্রম। পীড়ার সূচনা কালে এই দুই প্রকার ঔষধ সেবন করিলে এবং নিয়মিত পথ্যাশী হইলে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে।

(গ)

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ।

শোধিত মুলতানি হিং চূর্ণ ১ভরি, ১ভরি শুঠচূর্ণ ১ভরি পিপুল চূর্ণ ১ভরি মরিচ চূর্ণ ১ভরি সৈন্ধব চূর্ণ ১ভরি জীরা চূর্ণ ১ভরি যইন চূর্ণ ১ভরি এবং কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ১ভরি। চূর্ণ গুলি একে একে এক সঙ্গে মিশাইয়া তৎপর সমস্ত চূর্ণ এক সঙ্গে কিছুকাল মাড়িয়া উপযুক্ত ভাজনে করিয়া রাখিয়া দিবে। পাত্রের মুখ যেন খোলা না থাকে।

আহার কালে কিছু ভাত টাটকা বিশুদ্ধ গাওয়া ঘৃত দিয়া মাখিয়া তাহাতে ৵০ দুই আনার ওজনের হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ মিশাইয়া ভক্ষণ করত অবশিষ্ট অন্ন উপযুক্ত ব্যাঞ্জনাদির সহিত পরিমিত পরিমাণে ভোজন করিবে। দ্রব্য গ্রহণ বিধি——————হিং শোধনের প্রণালী অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রকরণে বলা হইয়াছে। চূর্ণ করিবার পূর্ব্বে, শুঁঠ এবং পিপুল উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। মরিচ জলে ফেলিলে যে গুলি মগ্ন হইয়া যায়, সেই গুলি শুকাইয়া লইবে। যইন, জীরা এবং কৃষ্ণ জীরা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া লইতে হইবে।

(ঘ)

ঔষধ—পথ্য।

নানা প্রকার উদরাময় রোগে, বিশেষতঃ বিষ্টব্ধাজীর্ণে অন্নমণ্ড প্রশস্ত পথ্য এবং অন্যতম ঔষধ। পীড়ার সূত্রপাত হইলেই দুষ্প্যাচ্য আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঁচ সাত দিন অন্নমণ্ড সেবন করিয়া রহিলে আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে। ভক্ষণকালে মণ্ডের কিয়দংশের সহিত হিঙ্গুষ্টক চূর্ণ এবং গব্যঘৃত মিশাইয়া খাইয়া অবশিষ্ট মণ্ড মাগুর মাছের ঝোল ও নেবুর রস এবং সৈন্ধব লবণ যোগে আহার করিবে। যাহারা মৎস্যাশী নহেন তাঁহারা কিঞ্চিৎ দই দিয়া আহার করিলে তৃপ্তি প্রদ হয়।

অন্নমণ্ডের পাক প্রণালী—সংবৎসরাতীত হৈমন্তিক ধান্যের টাটকা ভানা আতপ চা'ল, অভাবে দাদ খানি চাল, লইয়া অন্নমণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। যিনি যে পরিমিত চালের ভাত খাইয়া থাকেন, তাঁহার জন্য সেই পরিমাণের চা'লের এক চতুর্থাংশ লইয়া তাহার উনিশ গুণ জলের সহিত মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে অন্নমণ্ড পাক করিতে হইবে অন্নমণ্ড পূর্ব্বাহ্নে এবং অপরাহ্নে দুইবার সেবন করা যায়। অন্নমণ্ডের গুণ—

ক্ষুদ্বোধনো বস্তি বিশোধনশ্চ।
প্রাণপ্রদঃ শোণিত বর্দ্ধনশ্চ।
জ্বরাপহারী কফ পিত্ত হন্তা।
বায়ুংজয়েদষ্ট গুণোহি মণ্ডঃ।

অন্নমণ্ড সেবনে ক্ষুধার উদ্রেগ, মূত্র বস্তিতে সঞ্চিত মূত্রের সম্যক্ নিঃসরণ, শরীরে বলের সঞ্চার হয় এবং রক্তধাতু সংবর্দ্ধিত হয়। জ্বরিত ব্যক্তির অন্নকালে অন্নমণ্ড অতি সুপথ্য। ত্রিদোষঘ্নতা অন্নমণ্ডের বিশিষ্ট গুণ।

অগ্নিমুখ চূর্ণ।

শোধিত মুলতানি হিং চূর্ণ ১ ভরি, বচ চূর্ণ ২ ভরি, পিপুল চূর্ণ ৩ভরি, শুঁট চূর্ণ ৪ভরি, যইন চূর্ণ ৫ ভরি, হরীতকী চূর্ণ ৬ ভরি রক্তচিতার শিকড় চূর্ণ ৭ ভরি এবং কুড়কাষ্টচূর্ণ ৮ভরি। এই সকল সুপরিষ্কৃত শোধিত এবং সুচুর্ণীকৃত দ্রব্যযোগে অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়।

একাদি সংখ্যাক্রমে হিং প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিবার কথা লিখিত হইল, প্রয়োজনানুসারে তাহার আধা অথবা সিকি পরিমাণে প্রত্যেক দ্রব্য লইয়া ঔষধ তৈয়ার করিলেও সুফলের তারতম্য হয়না।

হিং শোধনের বিধি—একখানি সুপরিষ্কৃত লোহার হাতায় আবশ্যকতার অনুরূপ টাট্‌কা গাওয়া ঘি রাখিয়া, নির্ধূম অঙ্গারাগ্নির উপরে রাখিবে। ঘৃত নিষ্ফেন, নিশ্চল এবং নিঃশব্দ হইলে তাহাতে হিং কুটি কুটি করিয়া নিক্ষেপ করিবে। হিং ঈষদ্ ভর্জ্জিত হইয়া যেই মাত্র ভাসিয়া উঠিবে, তখনই একখানি পরিষ্কার ব্লটিং কাগজের উপর ঢালিয়া দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

রক্তচিতা শোধন—সদ্যোদ্ধৃত রক্তচিতার শিকড় উত্তমরূপে ধুইয়া কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া লইবে। তাহার পর কর্ত্তিত শিকড় গুলি চূণের পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইলে রক্তচিতার বিষাংশ বিদুরিত হয়।

যে পিপুল দুই বছরের পুরাতন হইয়াছে, তাহাই ঔষধার্থ ব্যবহার করিবে। সম্প্রতি কুড় বড় দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। তজ্জন্য শঠ বণিকেরা একপ্রকার কৃত্রিম কুড় বিক্রয় করিতেছে। কিন্তু আদত কুড় বলিয়া চাহিলে অধিকমূল্য লইয়া প্রকৃত কুড় দেয়।

প্রস্তুতি বিধি—খলে বা পাথরে প্রথমতঃ শোধিত হিং চূর্ণ করিয়া পরে একে একে বচ প্রভৃতি দ্রব্য সপ্তকের চূর্ণ মিশাইয়া দিবে। তদ-

নন্তর একপ্রহর কাল যাবৎ উত্তম রূপে মাড়িয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে।

প্রয়োগ বিধি—বিষ্টব্ধাজীর্ণে অগ্নিমুখ চূর্ণ ছানার জল, দধিমস্তু অর্থাৎ দইয়ের মাত অথবা ঘোলে গুলিয়া পান করিতে হয়। ঔষধের পূর্ণ মাত্রা ৵০ দুই আনা। বালক দিগকে অর্দ্ধ মাত্রায়, দুই এক বছরের বালক বালিকা দিগকে শিকি মাত্রায় দেওয়া উচিত। উক্ত দ্রব ত্রিতয়ের মাত্রা এক এক ছটাক। দিবসে দুইবার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ধনিয়া ১ ভরি এবং শুঠ ১ ভরি উত্তমরূপে কুটিয়া আধসের জলের সহিত মেটে পাত্রে ধীরে ধীরে পাক করিবে। ⁄৵০ আধ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার কিছু অংশের সহিত অগ্নিমুখ চূর্ণ গুলিয়া পান করত অবশিষ্ট পান করিলে আমাজীর্ণ প্রশমিত হয়। প্রাতঃকালে সেবন করাই উচিত।

রসশেষাজীর্ণে অগ্নিমুখ চূর্ণের ন্যায় সুফলপ্রদ ঔষধ সুদুর্লভ। লঙ্ঘন প্রভৃতি রসশেষাজীর্ণ চিকিৎসার আনুক্রম অবলম্বন করত দিবসে ৩মাত্রা অগ্নিমুখ চূর্ণ তপ্ত তপ্ত জলে গুলিয়া পান করিলে অচিরে রোগ প্রশমিত হয়।

বালক বালিকা দিগের তরুণ জ্বরে যদি উদরের গুরুত্ব, উদরাধ্মান অর্থাৎ পেটফাঁপা এবং উদরে শূলবৎ বেদনা বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে উপযুক্ত পরিমাণে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠে সঞ্চিত ক্রিমির উপদ্রবও এই ঔষধে প্রশমিত হয়।

যে সন্নিপাত জ্বরে উদরের গুরুত্ব, ন্যূনাধিক পরিমাণে আধ্মান অর্থাৎ পেট ফাঁপা এবং আহারে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর অল্প অল্প মেটে রংয়ের মল নিঃসরণ হয়, সেই রোগে অগ্নিমুখ চূর্ণ দিবসে দুই

তিন মাত্রা প্রয়োগ করিলে উক্ত লক্ষণ গুলি ক্রমশঃ কমিয়া আইসে এবং জ্বর বেগ মন্দীভূত হয়। কর্পূর বাসিত জলে গুলিয়া পান করিতে দিবে

(ছ)

শার্দ্দূল কাঞ্জিক।

পিপুল, আদা, দেবদারু, রক্তচিতার শিকড়, চৈ, বেলশুঠ, বনযইন, হরীতকী, শুঁঠ, যইন, ধনিয়া, মরিচ, জীরা এবং মুলতানি হিং এই সকল দ্রব্য যোগে কাঞ্জিক অর্থাৎ কাঁজি পাক করিলে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহার নাম শার্দ্দূল কাঞ্জিক।

প্রস্তুতি বিধি—উক্ত চৌদ্দখানি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য এক তোলা আর এক শিকি পরিমাণে ওজন করিয়া লইবে। আদৌ দেবদারু হামানদিস্তায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। সেই চূর্ণীভূত দেবদারুর সহিত হিং ভিন্ন অপর দ্রব্য সকল যোগ করিয়া উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে। সেই কুট্টিত কল্কের সহিত হিং মিশাইয়া, একখানি উপযুক্ত মৃৎকটাহে রাখিয়া তাহাতে /১৸৹ একসের তিন পোয়া কাঁজি দিয়া চুল্লীর উপর রাখিয়া সকল্ক কাঁজীর মাপ রাখিবে। তারপর তাহাতে /৭ সাত সের জল দিয়া ধীরে ধীরে পাক করিবে। যে মাপ রাখা হইয়াছে সেই মাপের জলীয়াংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। অপর একটি উপযুক্ত মৃৎকটাহে এক ছটাক সরিষার তেল দিয়া মৃদু মৃদু জ্বাল দিবে। তৈল নিষ্ফেন ও নিশ্চল হইলে তাহাতে এক মুঠা সাদা সরিষা নিঃক্ষেপ করিবে। যেই সর্ষপ গুলি চট্ পট্ শব্দ করিয়া ফুটিয়া উঠিবে অমনি সকল্ক পক্ক কাঞ্জিক তাহাতে ঢালিয়া দিয়াই নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর বোতলে পুরিয়া, কর্ক দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে।

প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক দ্রব্য ২।।০ তোলা অথবা ৫ তোলা লইয়া তদনুরূপ কাঁজি ও জল দিয়া শার্দ্দূল কাঞ্জিক প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

প্রয়োগ বিধি— যে অজীর্ণ রোগে অল্প পরিমাণে পেট ফাপে, পেটের মধ্যে ভুট্ ভাট গুড় গুড় শব্দ করে, দিবসে দুই তিন বা তদধিক বার বদ্ হজমি মল প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে, আহারে আকাঙ্ক্ষা থাকেনা, খাইলেও জীর্ণ হয় না, না খাইলে দিন দিন দৌর্ব্বল্য বাড়িতে থাকে, তাদৃশ রোগে শার্দ্দূল কাঞ্জিক অতি প্রশস্ত ঔষধ। মাত্রা ২।। তোলা হইতে পাঁচ তোলা পর্য্যন্ত। দিবসে দুইবার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বয়োভেদে মাত্রা অর্দ্ধ বা শিকি।

কাঞ্জিক প্রস্তুতি বিধি ১৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

(জ)

রস পর্পটী।

রস পর্পটী অনেক প্রকার রোগের মহৌষধ। বিশেষতঃ পুরাতন বিষ্টব্ধাজীর্ণের পরমৌষধ। বিষ্টব্ধাজীর্ণ পুরাতন হইলে দুশ্চিকিৎস্য হয় এবং নানা প্রকার অনিষ্ট সংঘটন করে। কিন্তু নিয়মস্থ রহিয়া সুপথ্য সেবন পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত ক্রম অনুসারে রস পর্পটী সেবন করিলে রোগ মুক্ত হওয়া যায়।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ২রতি পরিমিত রস পর্পটী একখানি পাথরের খলে পাথরের নুড়ি দিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া কাজলের ন্যায় করিয়া লইবে। তারপর তাহার সহিত ১রতি পরিমিত শোধিত হিং আর দুই রতি কাপড়ে ছাঁকা কাঁচা জীরার গুঁড়া দিয়া কিছুক্ষণ মাড়িয়া মৌরী ভিজান জলে গুলিয়া পান করিবে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে পর্পটী তিন রতি মাত্রায় সেবন করিতে হইবে, কিন্তু হিং ও জীরার গুঁড়ার মাত্রা বাড়াইবেনা, পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় স্থির রাখিবে। এইরূপ হিং ও জীরা চূর্ণের মাত্রা স্থির রাখিয়া প্রতি সপ্তাহে এক এক রতি পর্পটীর মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। নবম সপ্তাহে ১০রতি পরিমিত পর্পটী সেবন করত দশম সপ্তাহ হইতে এক এক রতি কমাইয়া প্রতি সপ্তাহে পর্পটী সেবন করিতে হইবে। এইরূপ অপকর্ষ করিয়া সতর সপ্তাহ পর্পটী সেবন করিলে অতি দুর্জ্জয় বিষ্টব্ধাজীর্ণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে।

রোগ দুর্জ্জয় না হইলে ৩।৪সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে।

হিঙ্গুল হইতে পারদ নিষ্কাষণের সহজ প্রণালী, হিঙ্গুলাকৃষ্ট পারদের ষড়্‌গুণ গন্ধক যোগে বিশিষ্ট শোধন বিধি, গন্ধক শোধনের নিয়ম, পারদ গন্ধক যোগে কজ্জলী করিবার এবং পর্পটী প্রস্তুত বিধি সবিস্তারে বলা হইয়াছে। প্রবাহিকা চিকিৎসায় দেখ।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে রসপর্পটীর উপযোগিতা সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে তাহা অতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। বৈদ্যক-মতাবলম্বি-চিকিৎসকেরা প্রায়শঃ গ্রহণী অতীসার এবং প্রবাহিকা রোগে পর্পটী প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ঐ সকল পীড়া মলাদিভেদ-লক্ষণ। মল-কাঠিন্য এবং কঠিন মলের অনিয়ত প্রবৃত্তি বিষ্টব্ধাজীর্ণের প্রায়াভাবি লক্ষণ। একই প্রকার ঔষধে পরস্পর অসম লক্ষণ পীড়া প্রশমনের সম্ভাবনা কল্পনা করা যায়না; সুতরাং অসম্ভব। কিন্তু এ স্থলে অসম্ভব নহে। কেন অসম্ভব নহে, তাহাই বলিতেছি।

উদর্য্য পাচকের অর্থাৎ উষ্মা, বায়ু, ক্লেদ, স্নেহ, কাল এবং সমযোগের বৈষম্য না ঘটিলে উপযুক্ত এবং যথাকালে পরিমিত পরিমাণে ভুক্ত দ্রব্যের

পরিপাকের বাধা ঘটেনা, অজীর্ণ রোগও উৎপন্ন হয়না। প্রথমতঃ দেখা যাক যে, পক্কাশয়ে কি প্রণালীতে পরিপাক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

উদর্য্য জরায়ু অর্থাৎ যে পাতলা পর্দ্দার দ্বারা ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্র সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, সেই পর্দ্দা সমান বায়ু কর্ত্তৃক অবিরত সঞ্চালিত হইতেছে। তাহাতেই উষ্মা বা জাঠরানল সন্ধুক্ষিত হইয়া ক্লেদ-ক্লিন্ন ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদন করে।

যেরূপ জল ও অনল যোগে স্থালীস্থ তণ্ডুল সুপক্ক হইয়া অন্নে পরিণত হয়, উদর্য্য ক্লেদ যোগে ক্লিন্ন ভুক্তান্নও সেইরূপ পরিপাক যন্ত্র পরম্পরায় উদর্য্য উষ্মার সাহায্যে পরিপাক প্রাপ্ত হয। এখন দেখা যাক ক্লেদ কি? এবং কোথা হইতে আইসে?

আম, পচ্যমান এবং পক্কাশয়ের অভ্যন্তর বৃতি ব্যাপিয়া নানাপ্রকার ক্লেদ স্রাবি-গ্রন্থিজাল এবং শ্লেষ্ম-বিতান সাজান রহিয়াছে। পাক কালে সেই সকল গ্রন্থি এবং শ্লেষ্মজাল হইতে নানাপ্রকার আস্রাব নিঃস্রুত হইয়া ভুক্তান্নকে প্রক্লিন্ন করে। সেই সকল আস্রাবের সাধারণ নাম উদর্য্য ক্লেদ। মধুর, অম্ল, তিক্তাম্ল এবং স্নিগ্ধ আস্রাব প্রক্লিন্ন ভুক্তদ্রব্যই জাঠরানলে পরিপাচিত হয়।

সকলেরই জানা আছে যে, যে পারদ গন্ধক যোগে মূর্চ্ছিত হইয়া কজ্জলীভূত হয় নাই, সেই পারদ অর্থাৎ কাঁচা পারা সেবন করিলে লালাস্রাবি-গ্রন্থি সকল স্ফীত হয়। ৪।৫দিন সেবনের পর স্ফীত গ্রন্থি সকল হইতে লালা স্রাব হইতে থাকে। লালাস্রাবী গ্রন্থি সকল যেমন কাঁচা পারা খাইলে স্ফীত ও স্রাব যুক্ত হয়, অন্যান্য উদর্য্য গ্রন্থিও সেইরূপ স্ফীত হয়, তাহাদিগের অস্বাভাবিক স্রাবাধিক্য ঘটে। কিন্তু মূর্চ্ছিত পারদ সেবনে কোন প্রকার গ্রন্থি স্ফীত ও অস্বাভাবিক স্রাবযুক্ত হয় না। পরন্তু পারদ ধাতুর গুণ-কর্ম্ম প্রভাব বশতঃ গ্রন্থি সকল সবল হয় এবং

সেই সকল লব্ধবল গ্রন্থি হইতে স্বাভাবিক আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। তজ্জন্য পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটেনা, ব্যাহত পরিপাক শক্তি প্রকৃতিস্থ হয়। পরিপাক শক্তি প্রকৃতিস্থ হইলে স্বচ্ছন্দে পরিপাক ক্রিয়া চলিতে থাকে সুতরাং বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

হেতু বিশেষে যদি বায়ুর রুক্ষভাব সংবর্দ্ধিত হয়, আর যদি সেই রুক্ষ গুণোৎকট বায়ু অন্ত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, অন্ত্র-বৃতি বিন্যস্ত গ্রন্থি সকলকে শুষ্ক প্রায় করিয়া তুলে, তাহা হইলে যে অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়, সেই রোগে মূর্চ্ছিত পারদঘটিত যোগ বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। সেই স্থলে অমূর্চ্ছিত পারদ ঘটিত ঔষধই প্রয়োগ করিতে হয়। সেই সমস্ত ঔষধের মধ্যে মহামতি পরম কুশল চক্রপাণি দত্ত সংগৃহীত সিদ্ধযোগ পানীয়ভক্ত গুড়িকা অন্যতম।

(ঋ)

পানীয় ভক্ত গুড়িকা।

হিঙ্গুল হইতে আকৃষ্ট এবং ছয়গুণ গন্ধক যোগে সংশোধিত পারদ ধাতু (অতিসারে দেখ) ½ অর্দ্ধ তোলা, বিড়ঙ্গের দানার সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ভরি এবং কৃষ্ণাভ্র ভস্ম ভরি, মরিচ ১ভরি এই চারি খানি দ্রব্য সুদৃঢ় সুপরিস্কৃত পাথরের খলে এক সঙ্গে মিশাইয়া এক প্রহর কাল পাথরের নুড়িদিয়া মাড়িবে।এতাবৎ কাল মর্দ্দন করিলে পারদ অনুভূত হইয়া অপরাপর চূর্ণের সহিত মিশিয়া যাইবে। পরে যে পরিমিত কাঁজি দিলে সমস্ত চূর্ণ পঙ্কবৎ হইয়া যায়, সেই পরিমিত কাঁজি দিয়া পুনরপি একপ্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। বড়ী বাঁধিবার উপযোগী হইলে ১রতি পরিমিত বড়ী বাঁধিবে। বলা বাহুল্য যে শুকাইলে ১রতি ওজনের বড়ী থাকে এইরূপ পরিমাণে বড়ী বাঁধিতে হইবে।

সুপথ্য পরায়ণ হইয়া, প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক এক বটী কাঁজি দিয়া গুলিয়া সেবন করিলে দুই একমাসের মধ্যে দারুণ গ্রন্থিশোষ সম্ভূত অজীর্ণ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ ৯৬রতি। যদি অর্দ্ধ তোলা বা ৪৮রতি পারদ আর এক টাকার বা ৯৬ রতির ওজনে অপর তিন প্রকার দ্রব্য গ্রহণ করত এক সঙ্গে মিশাইয়া কাঁজি দিয়া পেষণ করিয়া ১রতি প্রমাণ বড়ী বাঁধা হয়, তাহা হইলে প্রতি বড়ীতে পারা থাকিবে ১/৭ রতি, অর্থাৎ ১রতির সাতভাগের এক ভাগ। প্রতিদিন সেব্যমান এই ১/৭ রতি পারদের গুণ-কর্ম্ম-প্রভাব আর অন্যান্য গুণবদ্ দ্রব্যের প্রভাবে ক্লেদ স্রাবি-গ্রন্থি সকল ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতে থাকে। তজ্জন্য কাঁচা পারা সেবন জন্য কোন অনিষ্ট সাধন হয় না পরন্তু সুফল প্রদান করে।

অভ্র ভস্ম গুড়িকার অন্যতম উপাদান। এই স্থলেই অভ্রভস্মের প্রণালী বলা যাইতেছে।

অভ্র।

ধাতু এবং অধাতব দ্রব্য সমবায়ে সম্ভূত পদার্থের নাম উপধাতু। অভ্র অন্যতম উপধাতু। স্তরে স্তরে সুসংশ্লিষ্ট অভ্র-পিঠিকা আকর হইতে উত্তোলিত হয়। বর্ণ অর্থাৎ রং ভেদে অভ্র চারি প্রকার। তন্মধ্যে পীত ও লোহিত বর্ণের অভ্র সুদুর্ল্লভ। শ্বেতবর্ণের অভ্রই খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত হইয়া নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণ বর্ণের অভ্রও অসুলভ নহে।

প্রকার ভেদে প্রত্যেক বর্ণের অভ্র চারিপ্রকার পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ এবং বজ্র। তীব্রাগ্নি সন্তাপে যে অভ্রপিঠিকার দলসঞ্চয় বিযুক্ত হয় এবং অভ্র ফুলিয়া উঠিয়া বর্দ্ধিতায়তন প্রাপ্ত হয় তাহার নাম পিনাকাভ্র।

দর্দ্দুরাভ্র তীব্র অগ্নির সন্তাপ পাইলে ভেকবৎ শব্দ করে। প্রখরাগ্নি সন্তাপে নাগাভ্র হইতে সর্প চিৎকার বৎ অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইতে থাকে। বজ্রাভ্র প্রবল অগ্নি সন্তাপে বিকার প্রাপ্ত হয়না—দলসঞ্চয় বিযুক্ত হয়না এবং তাহা হইতে কোন প্রকার শব্দও বাহির হয় না।

কৃষ্ণ বর্ণের বজ্রাভ্রই ঔষধ কর্ম্মে সুপ্রশস্ত। পিনাক, দর্দ্দুর এবং নাগাভ্র ঔষধ কর্ম্মে অব্যবহার্য্য।

রসশাস্ত্রে কথিত আছে, অজ্ঞতা বশতঃ পিনাকাভ্র সেবন করিলে মহা-কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু অধুনা অনেক চিকিৎসককে পিনা-কাভ্র জারিয়া ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করিতে দেখা যায়, কোন রোগীকে অভ্র ভক্ষণ জন্য কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইতে দেখা যায় না। বস্তুত বজ্রাভ্রই ঔষধার্থ সুপ্রশস্ত, পিনাকাভ্রও সুজীর্ণ হইয়া নিশ্চন্দ্র হইলে ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অভ্রের

শোধন জারণ—অমৃতী করণ।

প্রথমতঃ বজ্রসংজ্ঞক কৃষ্ণাভ্রের খণ্ড সকল কামার শালার ভস্ত্রাযন্ত্রের সাহায্যে কাঠ কয়লার আগুনে দগ্ধ করিবে। যখন দেখিবে অভ্র খণ্ড সকল অগ্নি বর্ণ হইয়াছে তখন সাঁড়াশির দ্বারা এক এক খানি করিয়া উঠাইয়া গো দুগ্ধে নিঃক্ষেপ করিবে। সমস্ত অভ্র মগ্ন হইয়া যায় এইরূপ পরিমিত দুগ্ধ কোন উপযুক্ত ভাজনে রাখিতে হইবে। যদি ভস্ত্রা যন্ত্র সুলভ না হয়, তাহাহইলে ঝাড়া বাছা অভ্র খণ্ড একটী মেটে হাঁড়িতে রাখিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করত কাঠের জ্বালে পাক করিবে। যখন দেখিবে যে সমস্ত অভ্র অগ্নি বর্ণ হইয়াছে তখন ভাজন হইতে উপযুক্ত পরিমিত দুগ্ধে ঢালিয়া দিবে।

যে দিবসে উক্ত কাজ করিবে তৎপর দিন, দুগ্ধে নিষিক্ত সমস্ত অভ্র নির্ম্মল জলে পুনঃ পুনঃ ধুইয়া দুগ্ধের সম্পর্ক শূন্য করিয়া লইবে। ধুইয়া জল ছাড়িবার কালে, জল একখানি অতি সূক্ষ্ম তারের চালুনিতে অথবা পরিষ্কৃত সূক্ষ্ম কাপড়ে ঢালিয়া দিবে। নতুবা অভ্রের কণা জলের সঙ্গে চলিয়া যাইবে। তদনন্তর সুধৌত অভ্রের স্তর এক এক খানি করিয়া বিযুক্ত করিয়া লইবে। কৃষ্ণাভ্রের স্তরের মধ্যে যদি ২।১ খানি সাদা অভ্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে গুলি পরিত্যাগ করিবে; রহিয়া গেলে বহু পুটেও অভ্র নিশ্চন্দ্র হইবে না।

সুধৌত ভিন্ন পত্র অভ্র শুষ্ক করত যে পরিমাণের পাওয়া যায়, তাহার চারিভাগের একভাগ শালি ধান্য, তাহার সহিত মিশাইয়া কম্বল খণ্ডে বাঁধিয়া উপযুক্ত ভাজনে ভিজাইয়া রাখিবে। তিন দিবসের পর সধান্য অভ্র করতল দ্বারা দৃঢ়ভাবে মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিতে করিতে যখন দেখিবে সমস্ত অভ্র অনুশঃ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুর্ণীভূত হইয়া গিয়াছে, তখন দুইজনে কম্বলের দুই প্রান্ত ধরিয়া আধার ভাণ্ডের উপরে রাখিয়া অল্প অল্প জল দিবে এবং করতল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। এইরূপ করিলে কম্বল ছিদ্র দিয়া অনুভূত অভ্র চালিত হইয়া আধার ভাণ্ডে পড়িবে। যদি কিছু কম্বলে রহিয়া যায় তাহা যত্নপূর্ব্বক ধান্য ও ধান্য শূক সম্পর্ক শূন্য করিয়া লইয়া বিচালিত অভ্রের সঙ্গে মিশাইয়া লইবে। তার পর রৌদ্রে শুকাইয়া শোধন করিতে হইবে।

অভ্র শোধনের ক্রম— শুষ্কীকৃত যৎটুকু অভ্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা মগ্ন হয় এরূপ পরিমিত কাঁজি ও কণ্টিকারীর রস সমান সমান ভাগে লইয়া একখানি গামলায় রাখিয়া তাহাতে অভ্র কণা ঢালিয়া দিয়া আলোড়ন করিয়া দিবে। আট প্রহরকালের পর সেই অভ্র পরিষ্কার জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। ধুইয়া জল ছাড়াইবার সময় চালুনিতে বা কাপড়ে

জল ছাড়িয়া দিবে। বলা বাহুল্য যে বস্ত্র বা চালুনির ছিদ্র পথে অভ্র বাহির হইয়া না যায়, এইরূপ ছাকৃনি ব্যবহার করিবে।

অভ্র জারণ পদ্ধতি—শোধিত শুষ্কীকৃত অভ্র অর্কক্ষীর অর্থাৎ আকন্দের আটার সহিত সুদৃঢ় পরিস্কৃত শিলা তলে উত্তমরূপে বাটিবে পেষণ করিতে করিতে যখন পিণ্ডীভূত হইবে তখন বাতাসার আকারে টিকা প্রস্তুত করিয়া শুকাইয়া লইবে। যদি অর্কক্ষীর যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা না হয়, তাহা হইলে অর্ক অর্থাৎ আকন্দ মূলের ক্বাথ দিয়া পেষণ করিয়া লইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। "ক্ষীরাভাবে মূল ক্বাথ সর্ব্বত্রৈ বিধি স্মৃতঃ।" অর্থাৎ ক্ষীরের অভাব হইলে মূলের ক্বাথ গ্রহণ করিবে। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম।

আকন্দের মূল এবং স্থূল শিকড় উঠাইয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইবে। সুধৌত সুপরিস্কৃত মূলের শিকড়ের বল্কল অর্থাৎ ছাল ছুরিকার দ্বারা উঠাইয়া লইবে। যে পরিমিত অভ্র পেষণ করিতে হইবে সেই পরিমিত ছাল লইয়া উত্তমরূপে কুটিয়া তাহার আটগুণ জলের সহিত মেটে পাত্রে পাক করিবে। আট ভাগের এক ভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্বাথের দ্বারা অভ্র পেষণ করিতে হইবে।

পুট বিধি— ভূমি তলে এক হাত ব্যাস ও তিন হাত পরিধি এবং ২হাত গভীর একটী গোলাকার গর্ত্ত খনন করিবে। সেই গর্ত্তটী সম্যক শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। অভ্রের শুষ্ক চাকা ।৵০ একপোয়া, টাট্‌কা আকন্দের পাতায় রাখিয়া আকন্দের পাতা দিয়া বেষ্টন করত সূতা দিয়া বাঁধিয়া লইবে। তারপর দুই আঙ্গুল পুরু করিয়া কাদার লেপ দিতে হইবে। গর্ত্তের অর্দ্ধাংশ ঘুটে দিয়া পূর্ণ করত উক্ত প্রকারের অভ্রের পুট তাহাতে রাখিয়া অগ্নি সংযোগ করিবে। তারপর অর্দ্ধাংশ ঘুটে দিয়া পুরাইয়া দিবে। ঘুঁটে

পুড়িয়া অভ্রপুট শীতল হইলে উঠাইয়া পুটের এক প্রান্তে ছিদ্র করিয়া অভ্র খণ্ড সকল বাহির করিয়া লইবে তৎপর:খলে গুঁড়া করিয়া পুনর্ব্বার আকন্দের আটা দিয়া বা আকন্দ মূলের ক্বাথ দিয়া মাড়িতে, টীকা বাঁধিতে শুকাইতে, এবং পূর্ব্ববৎ পুট রচনা করিয়া পূর্ব্ব ক্রম অনুসারে পাক করিতে হইবে। এইরূপে সাতবার পুট পাক করিবে। তৎপর বটের ঝুরির ক্বাথ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অর্থাৎ অভ্রের তুল্য লইয়া বটের ঝুরির আটগুণ জলে পাক করিয়া আট ভাগের এক ভাগ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহা দিয়া মাড়িয়া পূর্ব্ববৎ টীকা রচনা করত শুকাইয়া অর্কপত্রে বেষ্টন করিয়া কাদার লেপ দিয়া পোড়াইবে তিনবার পুট দিলেই অভ্র নিশ্চন্দ্র হইবে।

অমৃতী করণ— জারা অভ্রের তুল্য পরিমিত গব্য ঘৃত একটি উপযুক্ত মৃৎ ভাজনে রাখিয়া তাহাতে অভ্র ভস্ম দিয়া তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। ঘৃত নিঃশেষ হইলে এবং অভ্র আলোহিত শ্রীধারণ করিলে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে উপযুক্ত আধারে রাখিয়া প্রয়োজন সময়ে ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করিবে।

প্রত্যেক পুটে এক পোয়া অভ্রের বেশী পাক করিবে না, করিলে অভ্রের রং ভাল হইবেনা, সুপক্কও হইবে না। অভ্রের পরিমাণ বেশী হইলে একবারে এক এক পোয়া পোড়াইয়া লইতে হয়।

অভ্র জারিবার অপর প্রনালী।

পূর্ব্বোক্ত প্রনালী অনুসরণ করিয়া অভ্র শোধন প্রভৃতি কাজগুলি করিয়া লইতে হইবে। শুদ্ধ-পিষ্ট-শুষ্ক অভ্র ওজন করিয়া যতটুকু হয়, তাহার ¼ চারিভাগের একভাগ কাঁচা সোহাগা চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। তারপর সোহাগার তুল্য পরিমিত পরিষ্কার

ইক্ষু গুড় দিয়া সোহাগা সংমিশ্রিত অভ্র মাখিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। তারপর একখানি মাজা ঘসা উপযুক্ত লোহার কড়াইতে অথবা মেটে খুলিতে সেই শুষ্কীভূত গুড় অভ্র এবং সোহাগার মিশ্রণ চূর্ণ করিয়া রাখিবে। তৎপর চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া তীব্র জ্বালে পাক করিতে হইবে। পাক কালে কুন্তীদ্বারা অভ্র পুনঃ পুনঃ ঘুরাইরা ফিরাইয়া দিতে হইবে। না দিলে কটাহের তলদেশে লাগিয়া যাইবে।

পাক করিতে করিতে যখন অভ্র চূর্ণীভূত হইয়া উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিবে, তখন নামাইয়া রাখিবে। তৎপর প্রশস্ত সুদৃঢ় খলে, প্রস্তর ভাজনে অথবা সুদৃঢ় শিলাতলে সুদৃঢ় নোড়া দিয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণীকৃত অভ্র পুনরপি পাদাংশ সোহাগা চূর্ণ ও তৎপরিমিত গুড়ের সঙ্গে মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ পাক করিবে। পাকান্তে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিলে নিশ্চন্দ্র চূর্ণ হইয়া যাইবে। সেই চূর্ণীভূত অভ্র একখানি অধাতব উপযুক্ত আধারে রাখিয়া টাটকা গাভীমূত্রে মগ্ন করিয়া উত্তমরূপে পুনঃ পুনঃ ঘুটিয়া দিবে। কিছুক্ষণ পরে, যখন অভ্র চূর্ণ নিম্নদেশে পতিত হইয়া রহিবে, তখন ধীরে ধীরে সমল গোমূত্র পরিত্যাগ করিবে। তৎপর শুকাইয়া পুনর্ব্বার পরিষ্কার কটাহে তীব্রজ্বালে পাক করিতে হইবে। পাকান্তে পুনর্ব্বার মাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে অমৃতি করণ করিয়া লইলে ঔষধ কর্ম্মের সম্যক উপোযোগী অভ্র ভস্ম প্রস্তুত হইবে।

(ট)

রামবাণ

হেতু বিশেষে উদর্য্য বায়ুর চল ও শীতগুণ সংবর্দ্ধিত হইলে, উদর্য্য উষ্মা মন্দীভূত হয়। অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে ভুক্ত দ্রব্য নিঃশেষে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না অসম্যক পক্ক ভুক্ত দ্রব্য তরল মলরূপে পরিণত হইয়া দিবসে দুই

তিন বা ততোধিক বার প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। এইরূপ মল প্রবর্ত্তনের চলিত নাম অজীর্ণ ভেদ। আলস্য, অক্ষুধা, কাহার কাহারও বা তুষ্ট ক্ষুধা মুখ বৈরস্য, পেটের মধ্যে হুড়্ হুড়্ গুড়্ গুড়্ শব্দ এবং মুখ দৌর্গন্ধ্য প্রভৃতি উক্ত রোগের লক্ষণ।

উক্ত প্রকার অজীর্ণ রোগে, রামবাণ সুফলপ্রদ ঔষধ। বিবেচনা পূর্ব্বক দিবসে ২।৩ বটী প্রয়োগ করিবে। প্রত্যেক বটীর সহিত যইন চূর্ণ ৫রতি এবং সৈন্ধব চূর্ণ পাঁচরতি মিশাইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া গরম জলে গুলিয়া খাইতে দিবে। বয়োভেদে মাত্রা ভেদ বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে হইবে।

রামবাণের প্রস্তুতি-বিধি।

উপাদান— কজ্জলী ২ভরি, শোধিত মিঠাবিষ ১ভরি, লবঙ্গ ১ভরি, মরিচ ২ভরি, জায়ফল ½ অর্দ্ধভরি।

প্রস্তুতি বিধি— প্রথমতঃ মিঠাবিষ কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া কাঁচা তেঁতুলের রসে উপযুক্ত অধাতব ভাজনে ভিজাইয়া রাখিবে। বিষ সুসিক্ত হইলে খলে উত্তমরূপে মাড়িয়া ফেনবৎ করিয়া লইবে। তৎপর কজ্জলী এবং লবঙ্গ প্রভৃতির চূর্ণ একে একে মিশাইয়া মাড়িয়া, মাড়িয়া আবশ্যকতার অনুরূপ কাঁচা তেঁতুলের রসদিয়া বড়ি বাঁধিবার উপযোগী করিয়া লইবে। বটীর পরিমাণ ১রতি।

৬

অজীর্ণ জন্য মল ভেদে মুস্তকাদি কষায়।

সুপরিস্কৃত মুতা, আপাঙ্গের মূল, বেল শুঠ, সুধৌত আতইস, শুঠ এবং গাঁদালের লতা পাতামূল। প্রত্যেক দ্রব্য ২৭রতি। সমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে কুটিয়া লইবে। পাকের জল ।৶৹ আধসের শেষ ৵৹ আধ

পোয়া। ছাঁকিয়া শীতল হইলে পান করিবে। এই কষায় মলভেদ অজীর্ণের পরমৌষধ।

প্রসবের পর প্রসূতির অজীর্ণ ভেদে উক্ত কষায় পান করিতে দিলে সুফল লাভ হয়। আরোগ্য কাল যাবৎ পান করাইতে হইবে।

যদি উদরাময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোথ দেখা দেয় তাহা হইলে মুতা প্রভৃতি ছয়খানি দ্রব্য ২৭রতি পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত ১একভরি পুনর্ব্বা যোগ করিয়া কষায় প্রস্তুত করিবে। পাকের এবং পাকশেষের জলের পরিমাণ বাড়াইতে হইবেনা।

অগ্নিতুণ্ডী বটী।

যথাবিহিত বিধানানুসারে প্রস্তুতী কৃত কজ্জলী ২তোলা, শোধিত মিঠা বিষ ১তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যইন, সাচিক্ষার, যবক্ষার শোধন করা রক্তচিতার শিকড়, সৈন্ধব, জীরা, সচল লবণ, বিড়ঙ্গের দানা, করকচলবণ, শুঠ, পিপুল এবং মরিচ এই চৌদ্দ খানি দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ এক এক তোলা, কুচিলা চূর্ণ ১৮ তোলা, এই সকলদ্রব্য গোঁড়া নেবুর রসে মাড়িয়া মরিচাকৃতি বড়ী বাঁধিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেক দ্রব্যের লিখিত পরিমাণের অর্দ্ধাংশ বা এক চতুর্থাংশ লইয়া ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

প্রস্তুতি বিধি—যেদিন ঔষধ প্রস্তুত করা হইবে, তাহার পূর্ব্বদিবসের রাত্রিকালে মিঠাবিষ কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া নেবুর রসের সহিত কোন অধাতব ভাজনে রাখিবে। ঔষধ মিশাইবার কালে আগে সেই রসসিক্ত মিঠা উত্তমরূপে মাড়িয়া দ্রবকরত তাহার সহিত কজ্জলী দিয়া কিছুক্ষণ মাড়িবে। তৎপর লবণ গুলি দিয়া পুনরপি মাড়িবে, তারপর অপর চূর্ণগুলি

মিশাইয়া বহুক্ষণ মর্দ্দন করত নেবুর রস দিয়া মাড়িবে। বটী বাঁধিবার উপযোগী হইলে মরিচের আকারে বড়ী বাঁধিয়া শুকাইয়া রাখিবে।

কুচিলা শোধন বিধি— সংস্কৃত ভাষায় কুচিলা গাছের নাম বিষতরু। এই গাছের মূল, বল্কল এবং পত্র প্রভৃতি সর্ব্বাবয়বই বিষাক্ত। কুচিলার ফলমজ্জার চলিত নাম কুচলে, আড়ই রাজের ফল বীজ প্রভৃতি। সংস্কৃত নাম বিষমুষ্টি, বিশতিন্দুক এবং বিষ-তরু-ফল মজ্জা। এই গাছের ফল ডেপল নামক প্রসিদ্ধ ফলাকৃতি। পাকিলে লোহিত শ্রীধারণ করে। ফলের মধ্যে চক্রাকার এক বা ততোধিক বীজ থাকে। ইহাই বিষমুষ্টি প্রভৃতি নামে পরিচিত। সুপক্ক ফলের অভ্যন্তরস্থ চক্রাকার বীজই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। পশারির দোকানে কুচিলা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কুচিলার চক্রাকার বীজগুলি জাঁতি দিয়া কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া কাটিয়া কাঁজিতে মগ্ন করিয়া রাখিবে। তিন দিনের পর সেই কাঞ্জিক সিক্ত কুচলে জলে ধুইয়া তাহার বল্কল অর্থাৎ খোসা অপনয়ন করিয়া লইবে। তৎপর বাষ্পস্বেদে কিঞ্চিৎ কাল স্বিন্ন করিয়া শুকাইয়া রাখিবে। কার্য্যকালে হামানদিস্তায় চূর্ণ করত কাপড়ে ছাঁকিয়া সুক্ষ্ম চূর্ণ গ্রহণ করিবে।

প্রয়োগ বিধি—ছোট এলাচের দানা চূর্ণ করত কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহার ২রতি এবং কর্পূর ১রতির সহিত একটী অগ্নি তুণ্ডী বটিকা মাড়িয়া মৌরী ভিজান জলে গুলিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিবে। দুই তিন সপ্তাহ কাল সেবন করিলে অল্পদিনের বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রশমিত হয়।

আমাজীর্ণে, আপাঙ্গের মূল আড়াই তোলা উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া তাহার সহিত ১৷৹ একতোলা আর একশিকি আদা যোগ করিয়া

উত্তমরূপে পেষণ করত রস গ্রহণ করিবে। সেই রসে বটী গুলিয়া পান করিতে হইবে। ২বেলা ২বটী সেবন করিবে।

বিদগ্ধাজীর্ণ চিকিৎসা।

১

বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই আহারে নিয়মিত হইবে। কটুরস যুক্ত দ্রব্য যথা লঙ্কা, মরিচ এবং চই প্রভৃতি এবং তীক্ষ্ণ বা উষ্ণ বীর্য্য পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে অথবা অত্যল্প পরিমাণে ব্যবহার করিবে। আহারের দুই ঘণ্টা পরে শীতল জল পান করিলে বিশের সুফল পাওয়া যায়। উষা পান বিদগ্ধাজীর্ণের একটী উত্তম ঔষধ।

২

আহার জীর্ণ হইতে আরব্ধ হইলে যদি হৃৎকোষ্টের দাহ অনুভূত হয়, তাহা হইলে হরীতকী চূর্ণ ।০ একসিকি, কিচ্‌মিচ্‌ বা মনেকা ॥০ তোলা এবং ইক্ষু চিনি একতোলা একসঙ্গে পেষণ করত মুখে রাখিয়া চুষিয়া ২ খাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিবে। অম্ল পিত্ত রোগের হৃৎকষ্ট দাহ শান্তির জন্যও উক্ত যোগ অতি প্রশস্ত।

৩

শঙ্খবটী প্রত্যহ অপরাহ্নে একবটী পরিষ্কার চুণের জলে গুলিয়া সেবন করিবে।

৪

বিদগ্ধাজীর্ণ সংবর্দ্ধিত হইয়া দীর্ঘকাল রহিয়া গেলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রভাকর যোগ।

শোধিত কুচিলার সূক্ষ্ম চর্ণ ২ ভরি, যমানীসার ১ ভরি, যমানীসার

থাইমল নামে প্রসিদ্ধ। ডাক্তার খানায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। জীরা চূর্ণ ৩ ভরি, কাঁচা হলুদ শুকাইয়া লইয়া তাহার চূর্ণ ৭ ভরি, মৌরী চূর্ণ ৩ভরি, শুঁঠ চূর্ণ ৬ ভরি সোহাগার খৈ ৬ ভরি, যইন চূর্ণ ৬ ভরি জঙ্গী হরিতকী চূর্ণ ৬ ভরি, বিটলবণ চূর্ণ ৯ ভরি এবং বাইকার্বনেট অব্ সোডা ৯ ভরি (ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়) এইসকল দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া কিছুক্ষণ মাড়িয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে। মাত্রা /০ এক আনা (ছয় রতি) শীতল জল সহ পান করিতে হয়। দিবসে ২।৩ মাত্রা সেবন করিলে দারুণ বিদগ্ধাজীর্ণ প্রশমিত হয়। অম্লপিত্ত রোগে ভেদ হইতে থাকিলে, যে সকল ঔষধ চিকিৎসকেরা প্রয়োগ করেন তত্তাবতের মধ্যে প্রভাকর যোগ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অপরাপর মন্দানলে প্রয়োগ করিলেও সুফল লাভ করা যায়।

অজীর্ণ বিশেষে বিশিষ্ট আত্মক্রম।

পীড়া প্রকাশ পাইলেই যাহা করিলে সেই পীড়া বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমশঃ প্রশমিত হয়, তাহাই সেই পীড়া চিকিৎসার আত্মক্রম। প্রত্যেক পীড়ার আত্মক্রম গুলি অনায়াসে বা অল্পায়াসে অনুসরণ করা যায়; না করিলে বিপন্ন হইতে হয়। আশাকরি প্রত্যেক নর-নারী, যে কোন পীড়া প্রকাশ পাইলে সেই পীড়া চিকিৎসার আত্মক্রম অনুসরণ করিবেন। আপন আপন পুত্র কন্যাদিগকেও অনুসরণ করাইতে অযত্ন-পর হইবেন না।

বিষ্টব্ধাজীর্ণের চিকিৎসা প্রকরণে ক, খ, গ এবং ঘ এই চারিটী বর্ণের ক্রম বিন্যাস করিয়া প্রত্যেক বর্ণের নিম্নে এক একটী আত্মক্রম লিখিত হইয়াছে।

অপর একটী ক্রমের নাম ঊষাপান। "ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা

সেই কালকে বলে উষা।" উষাকালে নাসা পথে জল পান করার নাম উষাপান। অভ্যাস করিলে নাসারন্ধ্র দিয়া জল পান করা অনায়াস সাধ্য কাজ। দিন কয়েক একটু কষ্ট স্বীকার করিলেই অভ্যস্ত হইয়া যায়। বদ্‌না বা তদাকৃতি বিশিষ্ট কোন আধারে সুনির্ম্মল সুশীতল জল রাখিয়া, তাহার নল নাসারন্ধ্রের মুখে যোজনা করিয়া জল ধীরে ধীরে ঢালিয়া পান করিতে হয়। এই সময়ে এইরূপ ভাবে জল পান করিলে বিষ্টব্ধাজীর্ণের আশঙ্কা থাকেনা, চখের দৃষ্টি প্রসন্ন হয় এবং বুদ্ধি বৃত্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করে। আধসের হইতে, একসের পর্য্যন্ত জল পান করিবে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রের অবসান কালে অর্থাৎ উষা সময়ে জল পান করিবে না।

রসশেষাজীর্ণে আদ্যক্রম।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত রসশেষাজীর্ণ উপস্থিত হইলে সর্ব্বাদৌ লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করিবে। ক্ষুধার উদ্রেগ হইলে, ধনিয়া একভরি এবং সুপরিস্কৃত শুঁঠ একভরি একসঙ্গে পেষণ করত /৪ সের নির্ম্মল জলসহ পাক করিবে। /২ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। যথা প্রয়োজন সেই জল লইয়া অন্নমণ্ড প্রস্তুত করত পথ্য দিবে।

২

হিং ১ভরি, শুঁটের গুঁড়া ১ভরি, পিপুলের গুড়া ১ ভরি মরিচের গুঁড়া ১ভরি এবং সৈন্ধব চূর্ণ ১ভরি একসঙ্গে মিশাইয়া জল দিয়া বাটিয়া, উপরের পেট জুড়িয়া প্রলেপ দিবে। তারপর নির্ব্বাত স্থলে দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে।

জ্বররোগে যদি উদরাধ্মান এবং অজীর্ণ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেও উক্ত প্রলেপ যোজনা করিলে সুফল পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বালক বালিকা দিগের অজীর্ণ সংসৃষ্ট আধ্মান রোগে বিশেষ সুফল লাভ হয়।

৩

ধনিয়া একভরি এবং শুঠ ১ভরি পেষণ করত ৴৷৷৹ আধ সের জল সহ পাক করত ৴৶৹ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। তাহার কিয়দংশ দিয়া ৩।৪ রতি অগ্নিমুখ চূর্ণ গুলিয়া খাইয়া অবশিষ্ট অংশ পান করিলে অতি সত্বর রোগ প্রশমিত হয়।

উপবাস প্রভৃতি যে কয়েকটী ক্রম বলা হইল, যথাযথ ভাবে সেই সকল ক্রম অনুসরণ করিলেও যদি রসাজীর্ণ প্রশমিত না হয়, অথবা আস্তক্রমগুলি উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে রোগ সংবর্দ্ধিত হইয়া অনর্থ সংঘটন করে। রস শেষাজীর্ণ সম্ভূত রোগান্তরে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রত্যহ প্রাতঃকালে ১মাত্রা অগ্নিমুখ চূর্ণ এবং অপরাহ্ণে ১বটী রামবাণ সেবন করিলে প্রায়শঃ বর্দ্ধিত রসশেষাজীর্ণ ৫।৭ দিনেই প্রশমিত হয়। প্রয়োজন বুঝিলে রাত্রিকালে, আপাঙ্গের মূল ১ভরি এবং আদা ১ভরি একসঙ্গে কিঞ্চিৎ জলের সহিত পেষণ করত তাহার রসে উক্তবটী গুলিয়া পান করিতে দিবে।

শঙ্খবটী।

(৬রতিতে একআনা, ২৪রতিতে একশিকি. ৪৮রতিতে ৷৷৹ তোলা এবং ৯৬ রতিতে ১তোলা এই হিসাবে প্রত্যেক দ্রব্য ওজন করিয়া ঔষধ মিশাইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে।)

তেঁতুলের ছালের ক্ষার ৮তোলা, সৈন্ধব বিট্ সচল, শাম্ভর এবং কর-কচ এই পঞ্চ লবণের প্রত্যেক লবণ ১৷৷৴৩ একতোলা নয় আনা চারি রতি। এই কয়েক খানি দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া পাতি নেবুর রসে আপ্লুত করিবে। রসের পরিমাণ যেন একটু বেশী হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শঙ্খ পোড়াইয়া তাহার ৮তোলা তাহাতে নিক্ষেপ করত রৌদ্রে

কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। শঙ্খ শীর্ণ হইয়া উক্ত ছয়খানি দ্রব্যের সহিত মিশিয়া গেলে নিম্ন লিখিত দ্রব্য গুলি তাহার সহিত মিশাইয়া লেবুর রসে সাত বার ভাবনা দিয়া ৪রতি পরিমিত বটী বাধিয়া শুকাইয়া লইয়া সযত্নে রাখিয়া দিবে। অপর দ্রব্যগুলি—শোধিত হিং ২তোলা, শুঠ চূর্ণ ২তোলা, মরিচ চূর্ণ ২ তোলা পিপুল চূর্ণ ২তোলা, কজ্জলী ১তোলা এবং নেবুর রসে সিক্ত এবং সুপিষ্ঠ শোধিত মিঠাবিষ ।।॰ অর্দ্ধ তোলা।

ভাবনা বিধি—মিশ্রীভূত দ্রব্য যে পরিমিত রসে আপ্লুত হইয়া পঙ্কবৎ হয়, সেই পরিমিত রসে মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইবে। সম্যক্ শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার রস দিয়া মাড়িবে ও শুকাইবে। এই প্রকারে ৭ বার রস দিয়া ভাবনা শেষ করিবে।

শঙ্খবটী বিদগ্ধাজীর্ণের মহৌষধ। দিবসে দুইবার—প্রাতঃকালে এক বটী নির্ম্মল জলে গুলিয়া পান করিবে। বিষ্টব্ধ, আম এবং রসশেষাজীর্ণে ব্যবহার করিলেও সুফল লাভ করা যায়। এবং অপরাহ্নকালে একটী প্রয়োগ করিবে।

ক্ষার।

শঙ্খবটী প্রস্তুত করিতে হইলে তেঁতুলের ছালের ক্ষারের প্রয়োজন হয়। যবক্ষার, এবং তালজটার ক্ষার প্রভৃতি ক্ষারও বিবিধ প্রকার ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষার বলিলে ভস্ম বুঝায় বটে, কিন্তু ঔষধ কর্ম্মে যে ক্ষারব্যবহৃত হয় তাহা ভস্ম নহে। দ্রব্য বিশেষের ভস্ম জলে গুলিয়া এক বিংশতি বার পরিস্রাব করত সেই পরিস্রুত জল মৃৎপাত্রে পাক করিলে জল নিঃশেষান্তে পাত্রের তলদেশে যে শ্বেতাভ দ্রব্য বিশেষ সঞ্চিত হয় তাহারই নাম ক্ষার। নিম্নে ক্ষার প্রস্তুতি-বিধি বিশদভাবে লিখিত হইল।

ক্ষার প্রস্তুতি প্রণালী—যে বা যে যে দ্রব্যের ক্ষার প্রস্তুত করিতে

হইবে, সেই বা সেই ২ দ্রব্য উত্তমরূপে পরিষ্কার করত কাটিয়া কুটিয়া লইবে। আবশ্যকতা বুঝিলে জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। সেই পরিষ্কৃত, কর্ত্তিত, কুট্টিত, সুধৌত এবং শুষ্কীকৃত দ্রব্য একখানি কটাহে রাখিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। দ্রব্য সমস্ত আগুণে পুড়িয়া ভস্ম হইলে, সেই ভস্ম চালুনি দ্বারা চালিয়া লইয়া ওজন করিয়া দেখিবে। কতটুকু ভস্ম হইয়া থাকে, তাহার ছয় গুণ জলে সেই ভস্ম গুলিয়া রাখিবে। একখানি পরিষ্কার কাপড়ে দুই প্রান্ত কুঞ্চিত করিয়া দুইটা খুঁটায় বাঁধিয়া দিবে। একখানি কাষ্টিকা দিয়া কাপড়ের মধ্যস্থান প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহার তলদেশে একখানি উপযুক্ত গামলা রাখিয়া, কাপড়ে উক্ত প্রকারের ক্ষার জল ঢালিয়া দিবে। নিঃশেষে সমস্ত জল আধার ভাণ্ডে পড়িয়া গেলে, আর একখানি অধাতব ভাজন নিম্নে রাখিয়া নিশ্রুত জল বস্ত্রলগ্ন ক্ষারে ঢালিয়া দিবে। এইরূপে একুশবার প্রশ্রুত করা হইলে সেই ক্ষার জল, একখানি মোট খুলিতে রাখিয়া পাক করিবে অগ্নি সন্তাপে জল নিঃশেষ হইলে, নিম্নে যে শ্বেতাভ পদার্থ পাওয়া যাইবে তাহাই ঔষধ কর্ম্মের উপযোগী ক্ষার। প্রায়শঃ /১ একসের ভস্ম উক্ত প্রকারের পরিস্রাব করিয়া লইয়া জ্বাল দিলে /০ একছটাক ক্ষার পাওয়া যায়। তবে দ্রব্য বিশেষে ক্ষারের অংশ বেশী থাকে।

যবক্ষার—যব মাড়াই করিয়া, যব ঝাড়িয়া লইলে যে শূকগুলি পৃথক হইয়া স্তূপ হইয়া থাকে, সেই যবের শূক জলে ফেলিলে, শূক মিশ্রিত মাটি প্রভৃতি জলের তলে পড়িয়া যায়। প্লবমান অর্থাৎ ভাসা শূকগুলি উঠাইয়া শুষ্ক করত ভস্ম করিয়া উক্ত নিয়মে ক্ষার প্রস্তুত করিলে যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহার নাম যবক্ষার। যবক্ষার অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ।

তেঁতুলের ছালের ক্ষার করিতে হইলে, বড় তেঁতুল গাছের বহির্দ্দেশে

যে শুষ্কছাল, কাঁচা ছাল হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে তাহাই উঠাইয়া পরিষ্কার করত উক্ত নিয়মে ক্ষার প্রস্তুত করিয়া লইবে।

৮ তোলা ক্ষারের প্রয়োজন হইলে প্রায় /৫ সের ভস্ম লইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিতে হয়। কারণ যবশূক ও তালের জটা ভস্ম প্রভৃতিতে যে পরিমিত ক্ষার পাওয়া যায়, তেঁতুলের ছালে তদপেক্ষা অল্পতর ক্ষার পাওয়া যায়।

শঙ্খ-শক্তি-বরাটিকা ভস্ম প্রণালী।

শঙ্খের পালি ত্যাগ করিলে, তদভ্যন্তরে যে পেঁচান পেঁচান অবয়ব পাওয়া দায় তাহাকে লোকে শঙ্কের গেঁড়ু বা গেঁড়ুয়া বলে। শঙ্খের গেঁড়ুয়া ভস্ম প্রায়শঃ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। শঙ্খের সমস্ত অংশ ভস্ম করিয়াও ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহারকরা যাইতে পারে।

শুক্তিকে চলিত ভাষায় ঝিনুক বলে। যে ঝিনুক খুব পুরু এবং আকারে বড় এরূপ কোষ ঝিনুক ভস্ম করত ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করিতে হয়।

গ্রন্থিযুক্ত বরাটিকা অর্থাৎ যে কড়িকে লোকে গেঁটে কড়ি বলে। যে গেটে কড়ি পীতাভ এবং ওজনে তিন বা দুই অন্ততঃ পক্ষে একশিকি তাহার ভস্ম ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার্য্য। তিন শিকি ওজনের কড়িই প্রশস্ত। তদভাবে দুই বা একশিকির ওজনের কড়ি ব্যবহার করিতে হয়। তাহার কম ওজনের কড়ি ভস্ম করিবার জন্য গ্রহণ করিবেনা।

শঙ্খ প্রভৃতি ভস্ম করিবার উপায়—প্রথমতঃ ভাল আটাল মাটী ঝিল কাঁকর শূন্য করত আবশ্যকতার অনুরূপ জল দিয়া ছানিয়া নাতি তরল কাদা প্রস্তুত করিয়া লইবে। সেই কাদা দিয়া একটী চুল্লী রচনা করিবে। চুল্লীর খোল যেন ষোল আঙুল পরিমিত ব্যাস এবং আটচল্লিশ আঙুল পরিমিত পরিধি হয়। চুল্লীর উচ্ছায় অর্থাৎ উচ্চতা ও ৪৮ আঙুল পরিমিত

হইবে। চূল্লীর বেড় ৪ আঙুল পুরু হইলেই চলিবে। চুল্লীর নিম্ন ভাগের একস্থানে আট আঙুল প্রস্থ এবং আট আঙুল দীর্ঘ একটী ছিদ্র করিয়া লইবে। লোহার চুলাতে যেরূপ লোহার শিক সাজান থাকে, কৃতচ্ছিদ্রের দুই আঙুল উপরে সেইরূপে লোহার শিক যোজনা করিয়া দিবে। শিকগুলি এরূপ ভাবে যোজনা করিতে হইবে, যেন কড়ি গলিয়া না পড়ে। এইরূপে কৃত চুল্লী সম্যক্ শুষ্ক হইলে তাহাতে শঙ্খ প্রভৃতি ভস্ম করা যাইবে।

গরাণ, তেঁতুল, বিল্ব, নিম্ব বা অশ্বত্থ প্রভৃতির কঠিন কাষ্ঠ শুষ্ক করত খণ্ড খণ্ড করিয়া লইবে। শিকের উপর সেই খণ্ডশঃ বিভক্ত শুষ্ক কাষ্ঠ আট আঙুল পুরু করিয়া সাজাইয়া দিবে। তদুপরি যাহা ভস্ম করিতে হইবে তাহা পাতাইয়া রাখিয়া চুল্লীর অবশিষ্ট অবয়ব ঐরূপ কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা পূর্ণ করত তলদেশে কাঠের জ্বাল দিবে। সমস্ত কাঠ ধরিয়া উঠিলে কুলার বাতাস দিতে হইবে। প্রয়োজন বুঝিলে উপরে আরও কিছু কাষ্ঠ খণ্ড দিবে এবং নিম্নে জ্বলে ও বাতাস দিবে। সমস্ত কাষ্ঠ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইলে শঙ্খ বা কড়ি কিম্বা ঝিণুক ভস্মীভূত হইবে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে বাতাস দিয়া ছাই উড়াইয়া শঙ্খাদির ভস্ম গ্রহণ করিবে।

ভাস্কর লবণ।

ভাস্কর লবণের ঔদ্ভিজ্জ উপাদান গুলি ধুইয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া লইবে। লবণ গুলিও পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

পিপুল, পিপুলের মূল, ধনে কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব, বিট লবণ, তেজ পত্র, তালীশ পত্র, নাগ কেশর ফুলের রেণু অর্থাৎ কেশর এই নয় থানি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইয়া, প্রত্যেক চূর্ণ ১৬ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিবে। সচল লবণের চূর্ণ ৪০ তোলা লইতে

হইবে। মরিচ, জীরা এবং শুঠেরগুঁড়া আট আট তোলা পরিমাণে লইবে। দারু চিনি এবং ছোট এলাচের দানা চূর্ণ চারি চারি তোলা। করকচ লবণ চূর্ণ ৬৪ তোলা, অম্ল দাড়িমের বীজ চূর্ণ ৩২ তোলা এবং অম্ল বেতস (থৈকল) চূর্ণ ১৬ তোলা। এই সকল দ্রব্য একসঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া একসঙ্গে উপযুক্ত আবৃত মুখ আধারে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত।

দইয়ের মাত, তক্র অথবা পুরাতন কাঁজীতে গুলিয়া পান করিবে। এই ঔষধ সর্ব্ববিধ অজীর্ণে প্রয়োগ করা যায়। হৃদ্রোগ, প্লীহা এবং কাস শ্বাস প্রভৃতির সহিত অজীর্ণ থাকিলে তত্তদ্ রোগের ঔষধ সেবনের ব্যবধান সময়ে ২।১ মাত্রা এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়।

অজীর্ণ-সম্ভব-ব্যাধি।

পূর্ব্বোক্ত আম, বিদগ্ধ এবং বিষ্টব্ধাজীর্ণ উপেক্ষা করিলে, নর-নারী শরীরে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। সেই সমস্ত রোগের সাধারণ নাম অজীর্ণ-সম্ভব ব্যাধি। অজীর্ণ-সম্ভব-ব্যাধিগণের মধ্যে বিসূচি বা বিসূচিকা, অলসক এবং বিলম্বিকা অতি উৎকট রোগ।

১

বিসূচিকা।

যে অজীর্ণ সম্ভব রোগে প্রদুষ্ট বায়ু সর্ব্বাঙ্গে সূচী বেধন বৎ পীড়া উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকে তাহার নাম বিসূচিকা। বিসূচিকা আমা সম্ভবা এবং বমনাতীসার লক্ষণা ব্যাধি।

বিসূচিকা রোগের লক্ষণ— বমন, অতিসার, পিপাসা, শূল, মূর্চ্ছা, উদ্বেষ্ঠন অর্থাৎ হাতে পায়ে খাল ধরা এবং কশাকশি, দাহ, জৃম্ভা অর্থাৎ হাই উঠা, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদ্ব্যথা এবং শিরঃশূল।

উপদ্রব—মূত্ররোধ বিসূচিকার একটী বিশিষ্ট উপদ্রব। নিদ্রা নাশ অরতি অর্থাৎ শরীরের ও মনের অস্থিরতা এবং সংজ্ঞাহীনতা এই রোগের অন্যান্য উপদ্রব।

অসাধ্য লক্ষণ— বিসূচিকা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দন্তৌষ্ঠনখ শ্যাবশ্রী ধারণ করিলে, লোচন যুগল কোটর নিমগ্ন হইলে অর্থাৎ চোখ বসিয়া গেলে, স্বরভঙ্গ হইলে এবং সন্ধিস্থল সকল শিথিলীভূত হইয়া গেলে বুঝিতে হইবে যে পীড়া অসাধ্য হইয়াছে।

অধুনা কলেরা নামে সুপরিচিত সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপি যে পীড়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, বহু নর-নারী যে রোগে আক্রান্ত হইয়া বর্ষে বর্ষে শমন-সদনে গমন করে, সে রোগ এবং বিসূচিকা ব্যাধির লক্ষণ গত কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। উভয়ের উপদ্রব এবং অসাধ্য লক্ষণ একই প্রকার। কিন্তু তদুভয়ের নিদান অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ সর্ব্বথা একরূপ নহে।

বিসূচিকা অজীর্ণ সম্ভবা পীড়া। কথিত আছে— "নতাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতা গমাঃ। মূঢ়াস্তা মজিতাত্মানো লভন্তে হশনলোলুপাঃ। যাঁহারা বিদিতাগম— সুতরাং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারক্ষম এবং পরিমিত আহার পরায়ণ তাঁহারা বিসূচী রোগে আক্রান্ত হন না। অজিতাত্ম, মূঢ় এবং অশন লোলুপ ব্যক্তি দিগকেই বিসূচিকা রোগে আক্রমণ করে। জনপদে কলেরা রোগের আবির্ভাব হইলে, যে সকল নর-নারী উক্ত দুর্জ্জেয় রোগে আক্রান্ত হন, তাঁহারা যে সকলেই ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারাক্ষম এবং অমিতাহার পরায়ণ ইহা সম্ভবপর নহে। পরন্তু হিতমিত পানান্ন সেবাপরায়ণ

জনগণকেও কলেরা রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। তজ্জন্য প্রায়শঃ তুল্য লক্ষণাদি সম্পন্ন হইলেও উক্ত উভয় রোগ বিশিষ্ট বিশিষ্ট হেতু সম্ভূত। বিসূচী অজীর্ণমূলা আগন্তু কারণ সম্ভূতা ব্যাধি এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। তারপর বিশূচী সংক্রামকও ব্যপক ব্যাধি। বিসূচিকার সংক্রামকতার বা বহু ব্যাপকতার কথা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। ভূমিজল এবং বায়ু হেতু বিশেষে প্রদুষ্ট হইলেদেশে দেষাবিশেষ সমুদ্ধত হয়। যেখানে বিশিষ্টদোষ সমুদ্ধত হয় সেই থানেই কলেরার আবির্ভাব হইয়া থাকে। পূর্ব্ব হইতেই এদেশে বিসূচিকা পীড়া, যাঁহারা অনাত্মবান্ এবং অপ্রমাণতঃ পশুবৎ ভোজন করেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলেরা আবির্ভাবের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহারা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহারা বলেন—

In India Asiatic cholera first broke out in 1817 A. D. The district of Nadia and Jessore were the first victims. Some say this disease was never seen in the form of cholera Asiatica before 1817 A. D.

বিসূচিকা চিকিৎসা।

বিসূচিকা কদাচিদ্ ভাবি ব্যাধি; কলেরা প্রায়োভাবী-পীড়া সংক্ষেপে উভয় পীড়ার চিকিৎসা ক্রম বলা যাইতেছে।

লঙ্ঘন বিসূচিকা পীড়া চিকিৎসার আদ্যক্রম। যে হেতু বিসূচিকা আমাজীর্ণ সম্ভবা ব্যাধি। আমদোষজানাং পুনর্ব্বিকারাণা মপতর্পণেনের উপক্রমো ভবতি।” অর্থাৎ আমদোষজ বিকার মাত্রেই লঙ্ঘন দ্বারা

প্রশমিত হয়। তজ্জন্য বিসুচী রোগ প্রকাশ পাইলেই রোগীকে অবশ্যই লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করিবে।

বমন বিসুচিকা রোগের একটী প্রশস্ত উপক্রম। বমনার্হ রোগীকে, অযোগ অতিযোগ এবং মিথ্যাযোগ না ঘটে এরূপ ভাবে বমন করাইলে, আমদোষ নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়। সম্যক্ বমনের পর পীড়া অল্পা-যাসে প্রশমিত হয়। যদি নিঃসংশয়ে রোগ নিরূপণ করা যায় এবং বমন বেগ সহ্য করিবার বল রোগীর শরীরে থাকে তাহা হইলে নিম্ন লিখিত কষায় পান করাইয়া বমন করাইবে। বিসুচিকা কি কলেরা উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ সংশয় থাকিলে এবং রোগী বমনের ধাক্কা সহ্য করিতে পারিবে না এরূপ অনুমিত হইলে কদাচ বমন করাইবেনা যেহেতু কলেরা রোগে বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত বিগর্হিত।

বমন কষায়— ডহর করঞ্জার বীজ, নিমের কাঁচা পাতা, অপামর্গের অর্থাৎ আপাঙের বীজ, সাদাতুলসীর পাতা, এবং ইন্দ্রযব এই ছয়খানি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই ভরি পরিমাণে গ্রহণ করিয়া এক সঙ্গে উত্তম-রূপে কুটিয়া লইবে। তারপর ৯৬ ভরি জলের সহিত মেটে পাত্রে পাক করিয়া ২৪ ভরি শেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে। কিঞ্চিত উষ্ণ থাকিতে উক্ত পরিমিত কষায় এক মাত্রায় পান করাইলে অচিরে বমন হইতে আরব্ধ হইবে।

স্বেদ

অত্যুষ্ণ জলে পশমি কাপড়— কম্বল-ফ্লানেল্ প্রভৃতি ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইবে। কাপড় পোট্টলি বদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগে বিন্দু করিয়া কুড়ি ত্রিশ বিন্দু টার্পিনি তৈল ছিটাইয়া দিবে। যে পার্শ্বে তার্পিন তেল দেওয়া হইয়াছে সেই পার্শ্বে বিসুচিকা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উদর দেশে

স্থাপন করত স্বেদ প্রদান করিবে। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ স্বেদ দিলে উদরের যন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

প্রলেপ।

শুট চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ, সৈন্ধব চূর্ণ এবং হিং আবশ্যকতার অনুরূপ সমান সমান ভাগে লইয়া জল দিয়া পেষণ করত রোগীর সমস্ত পেট জুড়িয়া প্রলেপ দিবে। স্বেদের ব্যবধান কালে প্রলেপ যোজনা করা বিহিত।

পানীয়।

(ক)

লবঙ্গ ২ তোলা উত্তমরূপে কুটিয়া ⁄৪ চারি সের জল সহ মৃৎপাত্রে পাক করিবে। ⁄২ দুই সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে। পিপাসা শান্তির জন্য সেই জল সময়ে সময়ে পান করিতে দিবে।

(খ)

কুট্টিত জায়ফল ২॥০ আড়াই ভরি ; ⁄৶ তিনছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিবে। জলে জায়ফলের রস-গন্ধ সংক্রমিত হইলে ছাঁকিয়া সেই জল একটু একটু পিপাসা শান্তির জন্য পান করিতে দিবে।

প্রদেহ বা পোলটিশ্

মূত্র রোধ শান্তির জন্য বস্তি দেশে পুনঃ পুনঃ তিসির গরম গরম পোলটিশ্ প্রয়োগ করা উচিত। পোলটিশ্ প্রস্তুতি এবং প্রয়োগ বিধি ২-২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

চুক্র তৈল।

হাতে পায়ে খল্লীশূল উপস্থিত হইলে, চুক্রতৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। শিরা মোটন রূপ বেদনা বিশেষের নাম খল্লীশূল। চলিত ভাষায় ইহাকে খা'ল ধরা বলে।

চুক্র তৈলের প্রস্তুতি বিধি—একসের তিল তৈল যথাবিধানে মূর্চ্ছা পাক করিয়া অথবা তৈল মৃৎ কটাহে রাখিয়া মৃদু মৃদু অগ্নিতাপে নিশ্চল-নিঃফেন-নিঃশব্দ করিয়া নামাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া আসিলে তাহাতে ২ ভরি হরিদ্রা রস দিয়া লইবে। তৎপর সেই মূর্চ্ছিত তৈলে সুকুট্টিত কুড়কাষ্ঠ এবং সুচুর্ণিত সৈন্ধব চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হইবে। প্রত্যেকের পরিমাণ /০ অর্দ্ধ পোয়া। তারপর /৪ চারিসের চুক্রের সহিত ধীরে ধীরে পাক করিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে সেদিন নামাইয়া রাখিবে। দুই একদিন পরে যথাবিধানে পাক শেষ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

চুক্র প্রস্তত বিধি—একবছরের বা তদধিক কালের পুরাতন ইক্ষু গুড় /১ সের, তাদৃশ কালের পুরাতন মধু /২ দুইসের, কাঁজি /৪ চারি সের, দধিমস্তু অর্থাৎ দয়ের মাত /৮, তক্র /৮ এবং অম্ল দধি /৮, এই একত্রিশ সের পরিমিত দ্রব্য গুলি একসঙ্গে মিশাইয়া উপযুক্ত মৃদ্ভাজনে স্থাপন পূর্ব্বক ভাজনের মুখ উপযুক্ত সরাব দ্বারা ঢাকিয়া সরাবের ও আধারের সন্ধিস্থলে লেপ দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। গ্রীষ্মকালে তিন দিবস, শরৎকালে ৪ দিবস, বসন্তকালে ছয় দিবস এবং শীতকালে ৮ আট দিবস রাখিতে হয়। এতাবৎকাল সমস্ত দ্রব্য মাতিয়া চুক্ররূপে পরিণত হইলে কাপড়ে ছাঁকিয়া বোতলে পূরিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে।

খল্লীশলে উদ্বর্ত্তন।

দারুচিনি চূর্ণ, তেজপত্র চূর্ণ, রাস্না চূর্ণ, অগুরু চূর্ণ, কুড় চূর্ণ, বচ চূর্ণ, শলুফা চূর্ণ এবং কাঁচা শজিনার ছাল। প্রয়োজন বুঝিয়া উক্ত দ্রব্য গুলি সমান সমান পরিমাণে লইয়া একসঙ্গে পিশিয়া যে যে অঙ্গে খা'ল ধরে, সেই সেই অঙ্গে উদ্বর্ত্তন করিবে অর্থাৎ ঘসিয়া ঘসিয়া প্রয়োগ করিবে।

বিসূচিকা রোগে এলাদি চূর্ণ

বিসূচী রোগে প্রবল অতিসার উপস্থিত হইলে, প্রত্যেক বার মল-ত্যাগের পর এক এক মাত্রা (১০ রতি পরিমিত) এলাদি চূর্ণ শীতল জলে গুলিয়া পান করিতে দিবে। উক্ত ঔষধের প্রস্তুতি বিধি অতিসার অধিকারে কথিত হইয়াছে।

বিসূচী রোগে অগ্নিমুখ চূর্ণ।

সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ সম্ভব পীড়ায় অগ্নিমুখচূর্ণ বিশেষ বিশেষ অনুপান যোগে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। বিসূচী পীড়ায় ঈষদুষ্ণ জলে গুলিয়া দিবসে ২ মাত্রা প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। মাত্রা ৬ রতি।

কলেরা

১

প্রতিষেধ বিধি।

যে জনপদে কলেরা রোগের আবির্ভাব হয়, তৎপ্রদেশের প্রত্যেক নরনারী আপনাদের এবং স্ব স্ব সন্ততিগণের ও স্বজনবর্গের কল্যাণের জন্য নিম্ন লিখিত প্রতিষেধ বিধিসকল অবশ্যই পালন করিবেন। বিধিগুলি

পালন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগের হাত হইতেই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, বিশেষতঃ যে কোন সংক্রামক রোগের আবির্ভাবের সূচনা হইলেই সর্ব্বতোভাবে পালন করা উচিত।

আহার্য্য দ্রব্য আহরণে, রন্ধনে এবং সুপক্ক অন্ন ব্যঞ্জনাদির সংরক্ষণে একান্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। টাটকা তরকারি, বৎসরাতীত হৈমন্তিক ধানের চাল, টাটকা ভাঙ্গা ডাল, টাটকা পেষা নিস্কৃত্রিম আটা, ময়দা, বিশুদ্ধ তৈল এবং ঘৃত, অজন্তুজগ্ধ অর্থাৎ যাহাতে পোকা লাগে নাই এইরূপ সদ্য উদ্ধৃত শাক সব্‌জি ও তরকারি এবং টাট্‌কা মৎস্য মাংস যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করত শুচি ও পাককর্য্যে সুকুশল পাচক বা পাচিকার হস্তে ন্যস্ত করিবে। সুসম্পক্ক অন্ন-ব্যাঞ্জন দুগ্ধ প্রভৃতিতে যাহাতে কোন প্রকার কীট-পতঙ্গ এবং বায়ু বাহিত ধূলি প্রভৃতি সংক্রমণ করিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত অবশ্যই করিতে হইবে। রন্ধন করা অন্ন ব্যঞ্জন দুগ্ধাদি এক প্রহর গত হইলে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। পানীয় জল জ্বাল দিয়া অর্দ্ধাবশেষ করত উপযুক্ত তাম্র ভাজনে তদভাবে মৃৎকলসে কিঞ্চিৎ কর্পূর সংযোগ করিয়া ডাকিয়া রাখিবে। স্নানের জলও জ্বাল দিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ সংযোগ করিয়া রাখিবে। ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহা দিয়া স্নান করিবে। স্নানের ও পানের জল প্রত্যহ নূতন করিয়া প্রস্তুত করা উচিত। কদাচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল পান করিবে না। অজীর্ণ অধিকারে উক্ত ভোজন বিধি অনুসরণ করিয়া আহার করিবে। রন্ধন গৃহ, পাকের স্থালীও কটাহ প্রভৃতি এবং পান ভোজনের পাত্র সর্ব্বদা সাবধানে পরিষ্কার রাখা উচিত। মলিন শয্যা কদাচ ব্যবহার করিবে না। শয্যা সকল দিবাভাগে রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। পরিধেয় বসন পরিষ্কার করিয়া পরিধান করিবে। আপনাদের এবং সন্ততিগণের শরীর উত্তমরূপে

প্রত্যহ সুপরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে ; কোন অঙ্গে যেন ময়লার লেশ মাত্র না থাকে। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বাসগৃহে, রান্নাঘরে এবং গোশালায় ধুনার ধোঁয়া দিয়া গৃহের দ্বার উন্মুক্ত রাখিবে। এই সকল এবং বিবেচনা পূর্ব্বক এতাদৃশ অন্যান্য কাজের সুবন্দোবস্ত করিয়া স্বার্থ-পরার্থ কাজে ব্যাপৃত হইবে।

"স্বার্থবুদ্ধিঃ পরার্থেষু" এই মহাবাক্য অনুকরণ করত প্রতিপল্লীর জলাশয় সকল, অন্ততঃ পক্ষে ২।৩টী পুষ্করিণী, পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। যাহাতে সেই সকল জলাশয়ে দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ রাত্রিকালে চন্দ্রনক্ষত্রের রশ্মি অবাধে পড়িতে পায়, এবং সর্ব্বদা জলাশয়ের জল বায়ুবেগে আন্দোলিত হয় তাহার উপায় করা উচিত। স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করিয়া জলাশয়গুলি সুসংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে। পুষ্করিণীতে কাপড় কাচা বাসন মাজা, অবগাহন করা এবং অন্যবিধ অশুচিকর কার্য্য যত্ন পূর্ব্বক নিবারণ করিবে।

পল্লীতে বহ্ন্যুৎসবের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে জঙ্গল ও আবর্জ্জনার অসদ্ভাব নাই। জঙ্গল কাটিয়া শুকাইয়া, আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া, বাঁশতলার ও অন্যান্য গাছ তলার পাতা জড় করত স্থানে স্থানে রাখিয়া বিশেষতঃ বর্ষাকালে যেখানে যেখানে জল জমে সেই সকল স্থানে রাখিয়া অগ্নি সংযোগ করিবে। বেতের বনে ও কেয়া বনে আগুন লাগাইয়া দিবে। এইরূপে বহ্ন্যুৎসব আগতানাগত কলেরা প্রভৃতির অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

কলেরা রোগের চিকিৎসাক্রম।

১

ইন্দ্রযব ঝাড়িয়া বাছিয়া ৮ তোলা ওজন করিয়া কুটিয়া লইবে। সেই কুটিত ইন্দ্রযব কোন প্রশস্ত মৃৎপাত্রে /৪ চারিসের জল সহ পাক করত

/১ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। বস্ত্রপূত, সাবধানে সুরক্ষিত সেই জল, এক ঘণ্টা অন্তর ৴১০ আধ ছটাক মাত্রায় পান করিতে দিবে। কলেরা রোগের আক্রমণ কাল হইতেই উক্ত প্রকারে জল প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়!

২

আ'শশেওড়া নামক ক্ষুপজাতীয় উদ্ভিদের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি; ৬৫ পৃষ্ঠায় দেখ! সতেজ আ'শশেওড়া গাছের সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাতা সকলের মধ্য হইতে একটী নিখুঁত পাতা উঠাইয়া ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। যইনের গুঁড়া, জায়ফলের গুঁড়া, কর্পূর এবং সাদা আকন্দের ফুল এই চারিখানি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য উক্ত আ'শশেওড়া পাতার তুল্য ওজনে লইয়া একসঙ্গে শটীর রসে উত্তমরূপে পেষণ করত তুল্য পরিমাণে ৩ তিনটী বটী বাঁধিয়া লইবে। যে শটী ভাঙ্গিলে ঈষৎ পীতচ্ছবি প্রকাশ পায় তাহারই রস গ্রহণ করিবে। যাহা ভাঙ্গিলে ঈষৎ লীলাভ দেখায় তাহা লইবে না।

পীড়া প্রকাশ পাইলেই প্রাতঃকালে ১বটী, মধ্যাহ্ন সময়ে এক বটী এবং সায়ং সময়ে এক বটী শীতল জলে গুলিয়া সেবন করাইলে কলেরা রোগের প্রকোপ প্রশমিত হয়। কলেরা রোগের যে কোন অবস্থায় এমন কি অতি মন্দাবস্থায় ও প্রয়োগ করিলেও সুফল পাওয়া যায়। প্রয়োজনানুসারে উক্তক্রম অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক বার তিন তিনটী বটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। কিশোর বয়স্ক দিগের জন্য ঔষধের আবশ্যক হইলে মধ্যমাকারের পাতা, বালকদিগের জন্য একটী ছোট পাতা লইয়া তত্তুল্য যইন প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্য গ্রহণ করত বটী প্রস্তুত করিতে হয়। শ্বেত আকন্দের ফুলের অসদ্ভাব হইলে, অপর উপাদান চতুষ্টয় লইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লইবে।

৩

প্রত্যেক বার মল ত্যাগের পর একমাত্রা (১০ রতি পরিমিত) এলাদি চূর্ণ শীতল জলে গুলিয়া পান করিতে দিবে।

৪

আক্ষেপ অর্থাৎ খিচুনি নিবারণের জন্য চুক্র তৈল মালিশ করিবে। অথবা বিসূচী রোগের খল্লীশূল নিবারণের জন্য যে উদ্বর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে তাহাই ব্যবহার করিবে।

৫

মূত্র রোধ নিবারণের জন্য বস্তিদেশে তিসির পুরু পোল্‌টিশ্‌ প্রয়োগ করাই প্রশস্ত কল্প। রোগী যতটুকু সন্তাপ সহ্য করিতে পারে সেইরূপ উষ্ণ পোল্‌টিশ্‌ প্রয়োগ করা উচিত। ২৭ পৃষ্ঠায় উষ্মা প্রদেহ দ্রষ্টব্য।

৬

পদ্মফুলের বীজ চূর্ণ ॥০ আধ ভরি, সাজিমাটী চূর্ণ ॥০ ভরি একসঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া লইয়া, তাহা হইতে কিছু অংশ লইয়া, রোগীর জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে ২।২॥০ আঙ্গুল পরিমিত স্থানে ঘসিয়া ঘসিয়া দিলে অচিরে ছর্দ্দি প্রশমিত হয়। যাবতীয় ছর্দ্দিরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পদ্মের বীজ পশারির দোকানেও পাওয়া যায়।

৭

অতি ঘর্ম্ম নিবারণের জন্য ফিট্‌কিরি সূক্ষ্মচূর্ণ, ঘর্ম্মাপ্লুত গাত্রে অবচূর্ণন করাই ঘর্ম্ম নিবারণের প্রশস্ত পন্থা।

৮

হাত পা ঠাণ্ডা হইলে শুঁঠের গুড়া হাতে পায়ে মালিশ করিবে।

৯

উদর দেশে উৎকট শূল উপস্থিত হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে অচিরে যন্ত্রণা প্রশমিত হইবে।

ঔষধ—কাপড়ে ছাঁকা লঙ্কার গুঁড়া ১রতি, হরিদ্রাচূর্ণ ৩ রতি, এবং কর্পূর ½ অর্দ্ধ রতি, এক সঙ্গে মিশাইয়া কিঞ্চিৎ জল সহ পেষণ করত একটী বটী প্রস্তুত করিবে। জল সহ সেই বাটীটী গিলিয়া খাইতে দিবে। প্রায়শঃ একমাত্রার বেশী প্রয়োজন হয় না। কদাচিৎ ২।৩টি বটী প্রয়োগ করিতে হয়।

১০

হিক্কা উপস্থিত হইলে, মকর ধ্বজ ½ অর্দ্ধ রতি উত্তমরূপে মাড়িয়া লইয়া তাহার সহিত ২ রতি উৎকৃষ্ট মৃগনাভি এবং ১ রতি কর্পূর মিশাইয়া লাউয়ের আঁকাড়ার স্বরসে গুলিয়া পান করিতে দিবে।

লাউয়ের আঁকড়া—লাউ নামক প্রসিদ্ধ বল্লীকলের লতিকার পত্রগ্রন্থি হইতে সূত্রাকার যে অবয়ব বাহির হইয়া অবলম্বনকে জড়াইয়া ধরে তাহারই চলিত নাম লাউয়ের আঁকড়া।

অলসক চিকিৎসা।

বমন, অলসক রোগের আদ্যক্রম। রোগ নিরূপিত হইলে কালবিলম্ব না করিয়া, প্রথমতঃ যেরূপ উষ্ণজল পান করান যাইতে পারে, সেই পরিমিত উষ্ণ জল ৵৷৷৹ আধসেরের সহিত ২৷৷৹ আড়াই ভরি লবণ গুলিয়া পান করাইবে। ইহাছেও যদি বমন উদ্রেক না হয়, তাহা হইলে আর ৵৷৹ একপোয়া গরম জলে ১৷৹ সওয়াভরি লবণ গুলিয়া পান করাইবে। বিবমিষা উপস্থিত হইলে, রোগীর মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা জিহ্বার মূল দেশে ঘর্ষণ করিতে বলিবে। এইরূপ করিলে

অচিরে বমন হইতে আরম্ভ হইবে। সম্যকরূপে বমন হইয়া গেলে রোগীকে কিছুই খাইতে দিবে না স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামের পর সমস্ত উদর দেশ জুড়িয়া নিম্নলিখিত প্রলেপ যোজনা করিবে। লেপ ২দুই অঙ্গুলি পুরু করিয়া দিতে হইবে।

প্রলেপ—দেবদারু চূর্ণ, বচচূর্ণ, কুড়চূর্ণ, শলুকাচূর্ণ, হিং এবং সৈন্ধব এই কয়েকখানি দ্রব্য, আবশ্যকতার অনুরূপ, সমভাগে লইয়া কাঁজি দিয়া পেষণ করত প্রলেপ প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রলেপ যোজনার পর, ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ গরম জলে গুলিয়া পান করিতে দিবে।

রোগীর মলত্যাগের প্রবৃত্তির উদ্রেক হইলে, ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করিয়া অথবা এক আউন্স্ ক্যাষ্টর আইল্ ⁄।৹ অর্দ্ধসের গরম জলে গুলিয়া ডুস্ দিয়া মল নির্গত করাইবে।

এইরূপ ক্রিয়া পরম্পরায় আধ্মান অপগত হইয়া উদর লঘু হইলে অন্নমণ্ডের সহিত হিঙ্গাষ্টক চূর্ণ যোগ করিয়া পথ্য দিবে। ক্রমশঃ সুপথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অতীসার।

যে রোগে, রস, পিত্ত, শ্লেষ্মা, বসা এবং লসীকা প্রভৃতি শরীরের দ্রব ধাতু মলের সহিত মিশিয়া অথবা মল সম্পর্ক রহিত হইয়া, মল পথ দিয়া পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে তাহার নাম অতীসার।

দূষিত জল পান, প্রয়োজনারিক্ত জল পান, প্রদুষ্ট মদ্য নিষেবণ, দীর্ঘকাল জলবিহার, মাত্রাগুরু ও স্বভাব গুরুদ্রব্য ভোজন, কদর্য্য অন্ন ভক্ষণ, নিয়ত প্রমিতাশন অর্থাৎ যে পরিমিত আহার সুজীর্ণ হইয়া শরীর পোষণ করে, তদপেক্ষা অল্প পরিমিত খাদ্য দীর্ঘকাল যাবৎ ভক্ষণ, অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের আহারাজীর্ণে ভোজন, অজীর্ণ ভোজন অর্থাৎ অসম্যক্ পক্ক অন্ন ব্যাঞ্জনাদি ভক্ষণ, অতি শীতল ও অতি স্নিগ্ধ অন্ন-পানীয় নিষেবণ, বিরেচনের অতিযোগ, অযোগ্য বিরুদ্ধ ও দেশ-কাল সাত্মের বিরোধি ভোজন, শোকজন্য মানসিক বিক্ষোভ, অন্নপানীয়ের সহিত স্থাবর বা দূষীবিষ ভক্ষণ এবং ক্রিমিদোষ প্রভৃতি কারণে সমস্ত শরীরের অপ্‌ধাতু অর্থাৎ দৈহিক তরল উপাদান অযথা পরিমাণে বর্দ্ধিত ও বিকৃত হয়। সেই বিকৃত অপ্‌ধাতু স্বীয় স্বীয় স্রোতঃ হইতে চ্যুত হইয়া কোষ্ঠে সঞ্চিত হইতে থাকে। তজ্জন্য পাচকাগ্নি মন্দীভূত হয়। অগ্নিমান্দ্যবশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া সেই চ্যুত ও চ্যবমান অপ্‌ধাতু সকলকে মলপথ দিয়া অধঃ নিঃসারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে অতীসার রোগ উপস্থিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বাতাতীসার, পিত্তাতীসার, সান্নিপাতাতীসার, শোকজাতীসার এবং আমাতীসার এই ছয় প্রকার অতীসারের নাম-লক্ষণ প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত আছে। অতীসার ষট্‌কের মধ্যে শোকজাতীসার কদাচিদ্-ভাবি ব্যাধি। অবশিষ্ট পাঁচপ্রকার অতীসারে অনেক নর-নারীকে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা সৌকর্য্যার্থে, দুঃসাধ্য এবং কদাচিদ্‌ভাবি শোকজ অতীসার ছাড়া অপর পাঁচ প্রকার অতীসারকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। একপ্রকার অতীসারে দ্রবমল পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত হয়, আর এক প্রকারে মল সম্পর্ক শূন্য দ্রবধাতু প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে, অপর প্রকার অতীসারে রক্ত বা রক্তভূয়িষ্ঠ দ্রবধাতু পুনঃ পুনঃ মল পথে ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে বিনির্গত হয়। এই গ্রন্থে মলভেদ, জলভেদ এবং রক্তভেদ অতীসার নাম দিয়া সেই সেই অতীসারের চিকিৎসা-পদ্ধতি নাতিসংক্ষেপে লিখিত হইল।

অতীসার-চিকিৎসা।

চিকিৎসা কালে অতীসার ব্যাধির আম ও পক্বলক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। রোগের আমাবস্থায় যাহা করিতে হয়, তাহার নাম আমক্রম, আর পক্বাবস্থায় যাহা অবশ্য করণীয়, তাহার নাম পক্ব ক্রম।

উদরের গুরুতা, শরীরের জড়তা ও অবসন্নতা, মনের বিষণ্ণতা, মুখের বিরসতা, আহারে অনিচ্ছা, অরুচি, পেটে নানাপ্রকার যন্ত্রণানুভূতি ও গুড় গুড় শব্দ শ্রুতি, বমনপ্রবৃত্তি এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ যুক্ত অতীসারকে আমাতীসার বলে। আমাতীসারে নিঃসৃত

মল, জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়। তবে দ্রবাংশের কথা স্বতন্ত্র, তাহা জলে গুলিয়াই যায়।

আমাবস্থার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে যে, অতীসার পক্বাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই অবস্থায় নিঃসৃত মল জলে ভাসিতে থাকে।

অতীসার রোগের আমাবস্থায় উপবাসই পরমৌষধ। যদি রোগী বড় দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে তাহাকে অনশনে রাখা চলে না; লঘ্বশনের ব্যবস্থা করিতে হয়। বালক, বৃদ্ধ এবং গর্ভিণীকেও অনশনরূপ লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। অতীসার রোগে তরল দ্রব্য সুপথ্য নহে, অদ্রব সুপথ্যও দুর্লভ। অগত্যা শটীর পালোর কিংবা পানিফলের পালোর ঘন পেয়া প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ চিনি যোগ করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

মসূর কলায় /০ আধ পোয়া একসের জলের সঙ্গে পাক করিবে। /॥০ আধসের জল শেষ থাকিতে তাহাতে /০ আধ পোয়া টাটকা ভাজা খৈ দিয়া পাক করিবে। /।০ এক পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। অতীসার ও অন্যান্য উদারাময়রোগে ফল সুপথ্য নহে। তবে দাড়িম বা বেদনার রস অগত্যা দেওয়া যায়।

অতীসার রোগে প্রায়ই পিপাসা বিদ্যমান থাকে; কখন কখন পিপাসা অত্যন্ত বলবতী হয়। পিপাসা শান্তির জন্য কদাচ শীতল জল পান করিতে দিবে না। সুপরিস্কৃত মুতা ১ ভরি এবং বালা ১ ভরি এক সঙ্গে কুটিয়া /২ সের জল সহ মেটে পাত্রে পাক করিবে। /॥০ আধসের শেষ থাকিতে

নামাইয়া ছাঁকিয়া আবৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। সেই জল পিপাসা শান্তির জন্য একটু একটু পান করিতে দিবে।

অথবা ধনিয়া ১ এক ভরি, এবং শুঁঠ ১ ভরি, একসঙ্গে কুটিয়া /৪ চারি সের জল সহ পাক করত /২ দুইসের জল শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সুরক্ষিত সেই জল পান করিতে দিবে।

মলভেদাতীসারের ঔষধ

১

ধান্য পঞ্চক কষায়।

ধনিয়া, শুঁঠ, মুতা, বালা এবং বেলশুঁঠ এই দ্রব্য পঞ্চকের প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ রতি পরিমাণে লইয়া একসঙ্গে উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে। তারপর /॥০ আধসের জলসহ পাক করত /৵ আধ পোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিবে। এই কষায়ের গুণ-বীর্য্য প্রভাব বশতঃ আমাতীসার সত্বর পক্বাবস্থায় উপনীত হয়।

২

এলাদি চূর্ণ।

ছোট এলাচের দানা চূর্ণ ।৴০ এক শিকি, লবঙ্গ চূর্ণ ।৵০ ছয় আনা, জায়ফল চূর্ণ ৸০ বার আনা, কাশ্মীরি কুঙ্কুম অর্থাৎ জাফ্রান ৸০ বার আনা এবং দারুচিনি ১ ভরি; এই পাঁচ প্রকার চূর্ণ এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া তাহার সহিত চা খড়ি চূর্ণ ২৸৵ দুই ভরি চৌদ্দ আনা এবং কাশীর চিনি ৬।০ ছয় ভরি এক শিকি মিশাইয়া আবৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে।

এলাদিচূর্ণ মল ভেদ অতীসারের প্রথমাবস্থায় দিবসে ৩।৪ মাত্রা জলে গুলিয়া অথবা উক্ত কষায়ে গুলিয়া পান করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

মুস্তকাদি কষায় অতীসার রোগের সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। বিশেষতঃ পক্কাতীসারে প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। ১৬২ পৃষ্ঠায় দেখ।

৪

কর্পূর রস।

মলভেদাতীসার পক্কাবস্থায় পরিণত হইলে, ইতস্ততঃ না করিয়া, বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে পূর্ণ মাত্রায়, কিশোরদিগকে অর্দ্ধ মাত্রায় এবং বালকদিগকে সিকি মাত্রায় কর্পূর রস প্রয়োগ করিবে। আবশ্যক হইলে দিনে একবার ও রাত্রিকালে আর একবার প্রয়োগ করিতে হয়। কর্পূর রসের অন্যতম উপাদান আফিং। আফিং ঘটিত ঔষধ প্রয়োগে উদরাধ্মান প্রভৃতির আশঙ্কা করিবে না। যোগ মাহাত্ম্যে কর্পূর রসে কোন অনিষ্ট করেনা, অথচ পক্কাতীসারে পরম উপকার সাধন করে। সচরাচর ইশাব গুল ভিজান জলে গুলিয়া প্রয়োগ করা হয়। বিবেচনা পূর্ব্বক অপর গুণবদ্ দ্রব্য যোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কর্পূর রসের প্রস্তুতি-বিধি প্রবাহিকা রোগাধিকারে বিশদভাবে লিখিত হইছে।

৫

বৎসকাদি।

কুটজত্বক, সুপরিষ্কৃত আতইস, বেলশুঁটি বালা এবং মুতা এই দ্রব্য পঞ্চকের প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ রতি পরিমাণে গ্রহণ করত একসঙ্গে কুটিয়া

লইয়া কষায় প্রস্তুত করিবে। জল ⁄॥০ আধ সের, শেষ ⁄৵০ আধ পোয়া। অতী সারের পক্কাবস্থায় প্রয়োজ্য।

৬

সন্থ আহৃত কুড়্চির ছাল ২ ভরি, শিলাতলে পেষণ করত ⁄॥০ আধসের জল সহ মৃৎপাত্রে ধীরে ধীরে পাক করিবে। ⁄৵০ আধ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে। ঘনীভূত হইয়া লেহাকারে পরিণত হইলে, তাহাতে আতইস চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা উত্তমরূপে মিশাইয়া লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার পক্কতী-সার প্রশমিত হয়।

৭

যাহার কোষ্ঠে ক্রিমি থাকে তাহার যদি অতীসার রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত কষায় পান করিতে দিবে।

বিড়ঙ্গের দানা, মুতা, আতইস, ইন্দ্রযব, যইন, দাড়িমের শিকড়ের ছাল, আপাঙ্গের মূল এবং বেলশুঁট। এই দ্রব্যাষ্টকের প্রত্যেক দ্রব্য ।০ একসিকি পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ বিড়ঙ্গের দানা হামান দিস্তায় কুটিয়া তাহার সহিত ইন্দ্রযব মিশাইয়া কুটিয়া লইবে। তারপর আর সমস্ত দ্রব্য দিয়া কুটিয়া লইতে হইবে। সেই সুপিষ্টকল্ক ⁄॥০ আধসের জল সহ পাক করত ⁄৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কষায় ক্রিমি কোষ্ঠ ব্যক্তির সঞ্জাত অতীসারে এবং ক্রিমিজন্য অতীসারে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিবে।

প্রবাহিকা

প্র উপসর্গ পূর্ব্বক বহ্ ধাতুর উত্তর কৃদ্বিহিত ঘঞ্ প্রত্যয় বিধান করিলে প্রবাহ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অমূর্ত্ত এবং তরল পদার্থের সঞ্চলন

বা গতিকে প্রবাহ বলে। যেমন বায়ূ প্রবাহ জল প্রবাহ প্রভৃতি। প্র পূর্ব্বক বাহি ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয় যোগ করিলে প্রবাহণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। প্রবাহণ শব্দের অর্থ কুন্থন। যে রোগে প্রবাহ এবং প্রবাহণ থাকে অর্থাৎ কুন্থন পূর্ব্বক কফ-রক্তাদি তরল পদার্থ, কদাচিৎ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, কদাচিৎ মলাক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত হইতে থাকে তাহার নাম প্রবাহিকা। আমাসা এবং রক্তামসা প্রবাহিকার চলিত নাম।

অহিতকর অন্ন পানীয় নিষেবণ করিলে প্রবাহিকা পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাহিকারম্ভক দোষবীজ অন্ন-জলের সহিত মিশিয়া উদরস্থ হইলে কিংবা শ্বাস-পথে এবং স্বেদমার্গ বা রোমকূপ দিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেও প্রবাহিকা রোগ উৎপন্ন হয়। যে কোন কারণেই হউক উদ্ধত বায়ু বৃহদন্ত্রের অধঃপ্রান্তে সঞ্চিত শ্লেষ্ম-বিমোক্ষণে ব্যাপৃত হইলেই প্রবাহিকা পীড়া উপস্থিত হয়।

প্রবাহিকা পীড়া প্রকাশ পাইলেই, রোগী যদি সুচিকিৎসকের শরণ লইতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহারই উপদেশ অনুসারে ঔষধ পথ্য সেবন এবং নিয়ম পালন করিবেন। সুচিকিৎসক না পাইলে কিংবা চিকিৎসকের শরণ লইতে অসমর্থ হইলে নিম্নলিখিত পথ্য ঔষধ সেবন এবং নিয়ম পালন করিবেন। চিকিৎসকেরাও যদি কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত ক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করেন তাহা হইলে তাঁহারাও কৃতকার্য্য হইবেন রোগি-গণও অল্পব্যয়ে রোগ-মুক্ত হইতে পারিবে।

লঙ্ঘন-পথ্য—প্রবাহিকা রোগ দেখা দিলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক লঙ্ঘন বা লঘু ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উদরের গুরুতা, আহারে অনিচ্ছা এবং জিহ্বায় মল সঞ্চয় থাকিলে রোগীকে উলবাসে রাখিতে হইবে। পীড়ার সঙ্গে প্রবল জ্বর বিদ্যমান থাকিলে অবশ্যই

রোগীকে লঙ্ঘনে রাখিবে। উদরের ভার কমিয়া গেলে, আহার করিতে ইচ্ছার উদ্রেক হইলে, জ্বর বেশ কমিয়া আসিলে সুপথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। লঙ্ঘনাসহ রোগীকে, স্বভাবতঃ কৃশ, দুর্ব্বল, এবং বালক ও বৃদ্ধদিগকে কদাচ অনশনে রাখিবে না। বিবেচনা পূর্ব্বক পীড়ার উপয়োগী সুপথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রয়োজন বুঝিয়া আধ পোয়া কি এক ছটাক টাট্‌কা ভাজা খৈ এক কিংবা আধ সের জলের সহিত মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে পাক করিবে। খৈ গুলি সুসিদ্ধ হইলে এবং জল ঘন হইয়া আসিলে নানাইয়া পরিষ্কার ধোয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মাড় গ্রহণ করিবে। সেই মণ্ড অর্থাৎ মাড়ের সহিত কিঞ্চিৎ পরিষ্কার ইক্ষুচিনি মিশাইয়া প্রবাহিকা গ্রস্ত রোগীকে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

শটীর বা পানফলের পালো জলের সহিত পাক করিয়া ঘন হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া লইলে যে পেয়া প্রস্তুত হয় তাহাও প্রবাহিকা রোগ গ্রস্তের সুপেয় সুপথ্য।

কোন প্রকার ফল প্রবাহিকা বা অন্য উদরাময়ে সুপথ্য নহে। পিপাসা শান্তির জন্য ৵।৷৹ অর্দ্ধ সের গরম জলে ৷৷৵ দশ আনি ওজনের ইছাবগুল ভিজাইয়া রাখিবে। জল শীতল হইলে, ছাঁকিয়া একটু একটু পান করিতে দিবে।

চিকিৎসা—প্রবাহিকা পীড়া প্রকাশ পাইলেই বিরেচন যোগ্য রোগীকে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া তাহার কোষ্ঠ-শুদ্ধি করিয়া লওয়া উচিত। কোষ্ঠস্থ মল বাহির হইয়া গেলে আন্ত্রিক উত্তেজনা কমিয়া যায়; নিঃসৃত মলাদির সঙ্গে প্রবাহিকারম্ভক দোষ-বীজও কতক নিঃসৃত হইয়া যাইতে পারে; কোষ্ঠস্থ ক্রিমিও নির্গত হয়। এরণ্ড তৈল—ক্যাষ্টর্

অইলই এই রোগের উপযুক্ত বিরেচক। কোষ্ঠের অবস্থা বুঝিয়া আধ হইতে এক ছটাক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কাঁটা ন'টের মূল উঠাইয়া, উত্তমরূপে ধুইয়া মুছিয়া কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া লইবে। সেই কুট্টিত মূল ॥০ তোলা ওজন করিয়া লইয়া পরিষ্কার শিলে পরিষ্কার নোড়া দিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া লইবে। যেন আঁসের লেশমাত্রও না থাকে। তার পর তাহার সহিত ৪ রতি মরিচের গুঁড়া মিশাইয়া পুনরপি বাটিবে। সেই বাটনা খলে লইয়া আবশ্যকানুরূপ জলে গুলিয়া পান করিতে দিবে। দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিলে উদরের শূল প্রশমিত হয়, আম অর্থাৎ কফ নিঃসরণ কমিয়া আসে, রক্তস্রাবও অল্পতর হয়। দুই তিন দিন প্রয়োগ করিলেই প্রায়শঃ রোগী আরোগ্য লাভ করে। ইহা প্রবাহিকা রোগের সিদ্ধ ঔষধ। আশা করি চিকিৎ-সকেরাও তরুণ প্রবাহিকা পীড়ায় বহু পরীক্ষিত এই ঔষধটী প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করিবেন। বলা বাহুল্য যে বিবেচনা পূর্ব্বক বয়োভেদে উভয়ের মাত্রাস্থির করিতে হইবে।

কাটান'টে একপ্রকার কণ্টকাকীর্ণ ক্ষুপ জাতীয় উদ্ভিদ্। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে তণ্ডুলীয় বলে। স্থান বিশেষে কাঁটা ডাঙ্গুয়া এবং কাঁটা মারিষ প্রভৃতি নামে এই উদ্ভিদ্ পরিচিত। অঙ্গন-প্রাঙ্গনের আশে পাশে কর্ষিত এবং অকর্ষিত ক্ষেত্রে এই স্বচ্ছন্দজাত উদ্ভিদ্ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। একপ্রকার কাঁটা ন'টের মূল এবং কাণ্ডের নিম্ন ভাগ ঈষৎ লোহিতাভ এবং পাতার মধ্য শিরার উভয় পার্শ্বে তীরের ফালের ন্যায় একটী একটী আলোহিত চিহ্ন থাকে। লোকে ইহাকে লাল কাঁটা নটে বলে। আর একপ্রকারের কাণ্ড, দণ্ড, পত্র এবং মঞ্জরী হরিতচ্ছবি অর্থাৎ সবুজ রং। উভয় প্রকার কাঁটা ন'টের মূল

বা শিকড় ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রবাহিকা রোগে রক্তস্রাবের আধিক্য থাকিলে লাল কাঁটা ন'টের মূল লইয়া ঔষধ তৈয়ার করিলে ভাল হয়। তদভাবে অপর প্রকারের মূল লইয়াও ঔষধ কল্পনা করা যাইতে পারে।

যদি প্রবাহিকা রোগে রক্তস্রাবের বাহুল্য থাকে তাহা হইলে কৃষ্ণ তিলের খোসা ছাড়িয়া তাহার এক তোলা এবং ইক্ষুচিনি ১ এক তোলা একসঙ্গে পরিষ্কার শিলায় পরিষ্কার নোড়া দিয়া উত্তমরূপে পেষণ করত ১০ দশ তোলা ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পান করিতে দিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। এই যোগটী পথ্যেরও কাজ করে। বলাবাহুল্য যে, ছাগদুগ্ধ সম পরিমিত জলের সহিত পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ করিয়া লইতে হইবে। চিনির চারি-ভাগের এক ভাগ তিস্তুষ কৃষ্ণতিল বাটিয়া ছাগল দুগ্ধে গুলিয়া সেবন করিবার বিধি বৈদ্যক গ্রন্থে উক্ত আছে। কিন্তু সম পরিমাণে চিনি ও তিলের শাঁস যোগে ঔষধ কল্পনা করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। জ্বর থাকিলেও উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করার বাধা নাই।

অপক্ক দাড়িমের খোসা ৮ তোলা উত্তমরূপে কুটিয়া /১ সের (৬৪ তোলা) জল সহ মেটে পাত্রে পাক করিবে। ১৬ তোলা শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রাখিতে হইবে। দাড়িমের খোসা কাঁচা হইলেই ভাল হয়। অগত্যা শুষ্ক গ্রহণ করিবে। কুটজ অর্থাৎ কুড়চির কাঁচা ছাল ৮ তোলা কুটিয়া লইয়া ৬৪ তোলা জলে পাক করিয়া ১৬ তোলা শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই উভয় ক্বাথ একসঙ্গে এক-খানি উপযুক্ত মেটে খুলিতে পাক করিবে। যখন ঝোলা গুড়ের ন্যায় হইয়া আসিবে তখন নামাইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে। ইহার ½ আধ

তোলা, জ্বাল দেওয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত গুলিয়া পান করিতে দিলে রক্তামাশয় ভাল হয়। ইহা রক্তাতিসারের ও প্রসিদ্ধ ঔষধ।

৪

অপক্ক অর্থাৎ ফুলো দাড়িমের কাঁচা অভাবে শুষ্ক খোসা ১ একভরি, আর ১ একভরি কুটজ অর্থাৎ কুড়চির ছাল এক সঙ্গে কুটিয়া ⁄৷৷০ আধসের জলের সঙ্গে মেটে হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে ধীরে ধীরে পাক করিবে। ⁄৵ আধ পোয়া অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে সেই ক্বাথ পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি দিগকে একমাত্রায় পান করিতে দিবে। বয়োভেদে অর্দ্ধ ও শিকি মাত্রায় পান করিতে দিতে হয়।

৫

আমের, জামের এবং আমলকীর কচি কচি কাঁচা পাতা সমান সমান ভাগে লইয়া একসঙ্গে পরিষ্কার শিলে কুটিয়া বাটিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। সেই রস ৵ তোলা অর্দ্ধতোলা মধুর সহিত মিশাইয়া পান করিতে দিলে রক্তাতীসার প্রশমিত হয়। প্রবাহিকা রোগে রক্ত স্রুতির আধিক্য থাকিলে উক্ত রস পান করিলে, অক্তস্রুতির অল্পতা ঘটে। দিবসে ২ বার প্রয়োগ করিতে হয়।

৬

অপর প্রকার

কুটজ দাড়িম কষার সার।

কাঁচা কুড়চির ছাল ১০ তোলা অপক্ক দাড়িম খোসা ১০ দশ তোলা। সংগ্রহ করিয়া, প্রথমতঃ কুড়চির ছাল উত্তমরূপে কুটিয়া লইয়া ⁄- সের জল সহ মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে পাক করিবে। ১০ তোলা শেষ থাকিতে নামাইয়া একখানি উপযুক্ত অধাতব ভাজনে রাখিয়া দিবে।

তারপর উক্ত পরিমিত দাড়িমের খোসা পেষণ করিবে /১ একসের জলসহ পাক করিয়া স্বতন্ত্র রাখিবে উভয় ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া একসঙ্গে মৃৎকটাহে পাক পাক করিতে হইবে। যখন ঝোলা গুড়ের ন্যায় হইয়া আসিবে তখন নামাইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে। ইহারই নাম কুটজ দড়িম কষায় সার।

রক্তাতীসারে এবং প্রবাহিকা রোগে রক্তস্রাবের আধিক্য থাকিলে এই সার প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাপয়া যায়।

দিবসে তিনবার, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পান করিতে দিবে। ছাগদুগ্ধ জলসহ পাক করিয়া লইতে হইবে।

কিশোর বয়স্ক দিগকে ।০ এক সিকি এবং বালক দিগকে ৵০ দু আনা মাত্রায় দিতে হয়। এই ঔষধ প্রয়য়াগ করিয়া অনেক কঠিন রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হওয়া গিয়াছে।

৭

কর্পূর রস।

উদরের গুরুত্তা অল্পতর হইলে, সমল জিহ্বা পরিষ্কার হইয়া আসিলে নিঃস্রুত রক্ত-কফ-মলের দুর্গন্ধি অল্পতর হইলে, পিপাসার অল্পতা ঘটিলে এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রবাহিকা পক্কাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই সময় কর্পূর রস প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। বিশেষতঃ যদি নিস্রুত কফ-রক্ত-মলের সহিত অথবা স্বতন্ত্রভাবে পুঁজের ন্যায় আস্রাব নিঃস্রুত হইতে দেখা যায় তাঁহা হইলে কর্পূর রস প্রয়োগ করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে। দিবসে দুই বটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রবাহিকা পীড়ার তরুণাবস্থায় শূল ও কুন্থন পুরঃসর পুনঃ পুনঃ কফাদি নিঃসৃত হইতে থাকিলে কর্পূররস প্রয়োগ করিয়া রোগীর সোয়াস্তি বিধান

করা উচিত। কর্পূর রস সেবনের পর কিছুকাল যাবৎ কফাদি প্রবাহের অল্পতা ঘটে এবং রোগী সোয়াস্তি লাভ করে। দিবসে দুই তিন বটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অহিফেন অর্থাৎ আফিং কর্পূর রসের অন্যতম উপাদান। আফিং ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর মল রোধ হইয়া আধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া অনর্থ সংঘন করিতে পারে। এরূপ আশঙ্কা রোগী বা চিকিৎসকের মনে উদয় হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু প্রবাহিকা রোগের আমাবস্থায় রোগীর সোয়াস্তি বিধানের নিমিত্ত দিবসে দুই এক বটী কর্পূর রস প্রয়োগ করিলে কোন অনিষ্ট সংঘটন হয় না; পক্কাবস্থায় প্রয়োগ করিলে পরমোপকার সাধন করে। সহস্র স্থলে কর্পূর রস প্রয়োগ করিয়া, প্রয়োগ জন্য কুফল প্রত্যক্ষ করি নাই। সম্ভবতঃ অপরাপর উপাদান সমবায় জন্য অহিফেনের অনিষ্টকারিতা অপনীত হইয়া যায়, ইষ্টকারিতা বিদ্যমান থাকে।

প্রবাহিকা পাড়ার আমাবস্থায় কর্পূর রস প্রয়োগ করিতে হইলে, আপাঙ্গের মূল ২॥০ আড়াই ভরি এবং আদা ১ ভরি একসঙ্গে কুটিয়া কিঞ্চিৎ জলের সঙ্গে পিসিয়া তাহার রস গ্রহণ করত সেই রসে কর্পূর রস গুলিয়া পান করিতে দিবে। পক্কাবস্থায় ইছাবগুল ভিজান জলে গুলিয়া পান করিবে।

কর্পূর রসের উপাদান এবং প্রস্তুত বিধি— শোধিত হিঙ্গুল, আফিং, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল এবং কর্পূর এই ছয়খানি দ্রব্য সমবায়ে কর্পূর রস প্রস্তুত করিতে হয়।

হিঙ্গুল শোধন বিধি— নরমদানা হিঙ্গুল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিভাগ করিয়া লইবে, গুঁড়া করিবে না। সেই ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকৃতি অর্থাৎ

অর্থাৎ চা'লের ক্ষুদের ন্যায় হিঙ্গুল কোন অধাতব ভাজনে রাখিয়া, নেবুর রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে রাখিবে। রস শুকাইয়া গেলে আবার নেবুর রস দিবে। এইরূপে সাতবার নেবুর রস দিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। তৎপরে নির্ম্মলজলে পুনঃ পুনঃ ধুইয়া অম্লরস শূন্য করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। সেই শুষ্ক হিঙ্গুল চূর্ণ করিয়া সিঁন্দুরের ন্যায় করিতে হয়।

প্রথমতঃ শোধিত এবং কেয়াফুলের অভ্যন্তরস্থ গুঁড়ার ন্যায় চূর্ণীকৃত হিঙ্গুল ওজন করিয়া একখানি সুপরিষ্কৃত পাথরের খলে রাখিবে। তারপর ১ভরি আফিং তাহাতে রাখিয়া নির্ম্মল জলের সহিত, নোড়া দিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া ফেনবৎ করিয়া তাহাতে একভরি কর্পূর যোগ করিয়া পুনর্ব্বার উত্তমরূপে মাড়িতে হইবে। এই তিন দ্রব্যের মিশ্রণের সহিত মুতার গুঁড়া ১ ভরি, ইন্দ্রযবের গুঁড়া ১ ভরি এবং জায়ফলের গুঁড়া ১ ভরি যোগ করিয়া, আবশ্যকতার অনুরূপ জল দিয়া মাড়িতে হইবে। মাড়িতে মাড়িতে বড়ী বাঁধার উপযোগী হইলে, শুকাইলে ২ রতি ওজনে থাকে, এইরূপ পরিমাণে বড়ী বাঁধিবে। কিঞ্চিদধিক ৩ রতি মাত্রায় বড়ী বাঁধিলে শুকাইয়া ২ রতি বড়ী হইতে পারে।

পুরাতন প্রবাহিকা।

মহাগন্ধক এবং পর্পটী পুরাতন প্রবাহিকা রোগের মহৌষধ। উক্ত দুই প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে কজ্জলীর প্রয়োজন। পারদ এবং গন্ধকের সংমিশ্রণ কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণকে কজ্জলী বলে। কিরূপ পারদ লইয়া তাহার সহিত কি প্রকারে গন্ধক যোগ করিয়া কি নিয়মে কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হয় তাহাই অগ্রে বলা যাইতেছে; তারপর পর্পটী এবং মহাগন্ধকের প্রস্তুতি-বিধি সবিস্তারে বলা যাইবে।

পারদ—পারদ বা রস রূঢ় ধাতু। প্রায়শঃ এই ধাতু তরল অবস্থায় থাকে; মেরু সন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে পারা জমিয়া যায়।

তথায় পারার পাত ও তার প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের দেশে পারা কখন জমাট বাঁধে না, সর্ব্বদাই তরল অবস্থায় থাকে। যে ধাতু বা অন্য প্রকার পদার্থে, তজ্জাতীয় পদার্থ ভিন্ন অন্যজাতীয় কিছুরই মিশ্রণ থাকে না তাহাকেই রূঢ় ধাতু বা রূঢ় পদার্থ বলে। ঔষধার্থে পারা ব্যবহার করিতে হইলে রূঢ় পারদই গ্রহণ করিতে হয়। দোকানে যে আকরিক অর্থাৎ খনিজ পারা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ নহে। তাহাতে রাং সীসক এবং অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। আকরিক পারদ ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করিতে হইলে তাহাকে উর্দ্ধ পাতন, অধঃপাতন তির্য্যক্ পাতন প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কার করিয়া এবং পারদের নৈসর্গিক দোষ পরিহার করিয়া লইয়া ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করিতে হয়। পারদের সে সকল সংস্কার বহু আয়াস সাধ্য। নিম্ন লিখিত প্রণালীতে হিঙ্গুল হইতে রস বাহির করিয়া লইয়া বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে সংস্কার করিয়া লইলে পারদ ধাতু সর্ব্বদোষ বিনির্ম্মুক্ত এবং রোগহরণক্ষম হইয়া পরমোপকার সাধন করে।

হিঙ্গুল হইতে রস অর্থাৎ পারা আকর্ষণের সহজ উপায়—নরম পাকের হিঙ্গুল /১ একসের ওজন করিয়া লইয়া প্রথমতঃ গোঁড়া বা কাগজি লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিবে। যতটুকু নেবুর রসে হিঙ্গুল মগ্ন হয় ততটুকু রস দিতে হয়। রৌদ্র সন্তাপে নেবুর রস শুকাইয়া গেলে,জলদিয়া হিঙ্গুল পুনঃ পুনঃ ধুইয়া অম্লত্ব পরিহার করিয়া লইবে। তারপর রোদে শুকাইয়া পাথরের খলে গুড়া করিয়া লইবে। চারি আঙ্গুল প্রস্থ এবং চারি হাত দীর্ঘ একখানি কাপড়ের ফালি কাগজের উপর রাখিয়া /০/০ অর্দ্ধ পোয়া হিঙ্গুল চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া, কাপড়ের ফালির একপ্রান্ত হইতে বটিয়া বটিয়া একটী বলের ন্যায় করিয়া লইবে। কাপড়ের ছিদ্র দিয়া কাগজের উপর যে হিঙ্গুল পড়িে

তাহা আর একখণ্ড বস্ত্রে লইয়া উক্ত বলের গায়ে জড়াইয়া দিয়া সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া লইবে। একসের হিঙ্গুল লইলে ঐরূপে আটটী বল বা গোলা বাঁধিয়া লইতে হয়।

কয়েক খানা টীকার এক এক প্রান্তে আগুণ ধরাইয়া তাহার তিন বা চারি খানি একখানি টালির মধ্যস্থলে রাখিয়া তদুপরি একটী হিঙ্গুল বাঁধা পোট্টলি স্থাপন করিয়া পোট্টলিটীর সর্ব্বাবয়ব, একপ্রান্তে অগ্নিসংলগ্ন টীকা দিয়া আচ্ছাদন করিয়া একটা উপযুক্ত হাঁড়ী ঢাকা দিয়া রাখিবে। হাঁড়ী ও টালীর মধ্যে কিছু ফাক থাকে এরূপ বন্দোবস্ত অবশ্যই করিবে। তৎপর অল্পক্ষণ পাথার বাতাস দিয়া যখন বুঝিবে যে টীকাগুলিতে আগুন ধরিয়া গিয়াছে তখন আর হাওয়া দিবে না। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে হিঙ্গুল হইতে পারা বাহির হইয়া কতক হাঁড়ীর তলদেশে ও গাত্রে লগ্ন হইবে, কতক বা নিম্নস্থ ভস্মের সহিত মিশিয়া রহিবে। হাঁড়ীটী শীতল হইলে, উঠাইয়া প্রথমতঃ নিম্নস্থ ভস্মগুলি, একখানি উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া মর্দ্দন করত ফুৎকার দিয়া ছাইগুলি উড়াইয়া দিলে যেটুকু পারা তাহাতে ছিল তাহা বাহির হইয়া পড়িবে। পরে বস্ত্রখণ্ড দ্বারা হাঁড়ীটীর গাত্র ও তলদেশের পারা ঘসিয়া ঘসিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে। এইরূপে সমস্ত পোট্টলি একে একে পোড়াইয়া লইয়া পারা গ্রহণ করিতে হইবে। একসের হিঙ্গুলে দশ ছটাক পারা পাওয়া যাইতে পারে। বলাবাহুল্য যে প্রয়োজনানুসারে আধসের কি একপোয়া হিঙ্গুল লইয়া পারা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

"ষড়্‌গুণ বলি জারণং বিনা নরসেন্দ্রো রুজাহরণ-ক্ষমঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—ছয়গুণ গন্ধকচূর্ণ দিয়া জারিয়া না নইলে রসেন্দ্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ পারদ ধাতু রোগ নিবারণে সমর্থ হয় না। ইহাই রস-শাস্ত্রের অনুশাসন।

তজ্জন্য যে পারদ ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা অবশ্যই, ষড়্‌গুণ গন্ধক যোগে শোধন করিয়া লইতে হয়।

ষড়্‌গুণ গন্ধক যোগে পারদ শোধনের নিয়ম—যে পরিমাণে পারদ শোধন করিতে হইবে, তাহার ছয়গুণ গন্ধক চূর্ণ, গলিলে স্থান হয়, এরূপ একটী ঘট ঠিক করিয়া লইবে। সেই ঘটটী পরিষ্কার করিয়া লইয়া তাহাতে হিঙ্গুলোত্থ পারদ স্থাপন করত একটী উপযুক্ত হাঁড়ীর মধ্যে ২।৩ অঙ্গুলি পরিমিত পুরু বালুকা বিস্তার করিয়া দিয়া তদুপরি সেই ঘটটী স্থাপন করিতে হইবে। তারপর সেই ঘটের গল দেশ পর্য্যন্ত বালুকা পূরণ করিয়া দিয়া, হাঁড়ীটী চুল্লীর উপর স্থাপন করত ধীরে ধীরে কাঠের জ্বাল দিবে। বলা বাহুল্য যে পারার ছয়গুণ গন্ধকচূর্ণ অগ্রেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। যখন বুঝিবে যে পারদ তপ্ত হইয়াছে তখন চূর্ণীকৃত গন্ধক হইতে কিছু লইয়া পারার উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। প্রক্ষিপ্ত গন্ধক দ্রবীভূত হইলে আরও একটু গন্ধকচূর্ণ দিবে। সেটুকু গলিয়া গেলে পুনরপি আর কিছু দিবে। এইরূপে সমস্ত গন্ধক চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হয়। প্রক্ষিপ্ত সমস্ত গন্ধক গলিয়া টল্ টল্ করিতে থাকিলে সত্বর ঘটটী নামাইয়া রাখিতে হইবে। দ্রবীভূত গন্ধক জমাট বাঁধিলে এবং ঘটটী শীতল হইলে, ঘটের তলদেশে ছিদ্র করিয়া, কোন উপযুক্ত ভাজনে পারা গ্রহণ করিবে। তারপর সেই পারা কাপড়ে পুনঃ পুনঃ ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

অপর প্রকারে গন্ধক শোধন করিয়া লইবার প্রণালী—ইতঃপূর্ব্বে এক প্রকার গন্ধক শোধন করিয়া লইবার প্রণালী কথিত হইয়াছে, এই স্থলে দ্বিতীয় প্রকার শোধন প্রণালী বলা যাইতেছে। নবনীতাখ্য গন্ধক যাহা আমলাসা গন্ধক নামে বিখ্যাত সেই গন্ধককে আদৌ ছোট হাতুড়ী দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া সরু চাউলের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া লইবে; গুঁড়া

করিবে না। সেই প্রকার গন্ধক একখানি অধাতব ভাজনে রাখিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ডুবাইয়া রৌদ্রে দিবে। শুষ্ক হইলে পুনরপি ভৃঙ্গরাজের রসে আপ্লুত করিবে। সাতবার এইরূপ করা হইলে, পরিষ্কার জল দিয়া পুনঃ পুনঃ ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে! যেন ভৃঙ্গরাজের শুষ্কীভূত রসের লেশ মাত্রও না থাকে। তারপর রৌদ্রে শুকাইয়া জল শূন্য করিয়া লইতে হয়। ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবিত সুধৌত শুষ্কীকৃত গন্ধক একখানি পরিষ্কার লোহার হাতায় রাখিয়া অঙ্গরাগ্নি সন্তাপে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ঢালিতে হইবে। যেমন গন্ধক গলিতে থাকিবে, সেই পরিমিত গন্ধক-দ্রব রসে ঢালিবে, একসঙ্গে সমস্ত গলাইলে গন্ধক খর পাক হইয়া যাইবে। ভৃঙ্গরাজ রসে নিঃক্ষিপ্ত সংযত গন্ধক পুনঃ পুনঃ ধুইয়া উত্তমরূপে শুকাইয়া লইতে হয়।

কজ্জলী প্রস্তুতি-বিধি—প্রয়োজনানুসারে দুই বা চারি তোলা অথবা তদধিক পরিমাণের শোধিত গন্ধক, একখানি সুদৃঢ় প্রস্তরে অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত সুপরিষ্কৃত খলে রাখিয়া গুঁড়া করিয়া লইবে। তার পর গন্ধকের তুল্য পরিমিত পারদ তাহার সহিত যোগ করিয়া কোমল হস্তে মাড়িতে থাকিবে। মাড়িতে-মাড়িতে পারদ গন্ধক একীভূত হইয়া যখন কজ্জল শ্রী ধারণ করিবে, কণামাত্রও পারা দৃষ্টিগোচর হইবে না এবং পাথর বা খলের তলদেশে চট্‌ধরিতে আরব্ধ হইবে, তখন বুঝিবে যে কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে।

রস পর্পটী প্রস্তুত বিধি—একখানি উত্তমরূপে মাজাঘসা লোহার হাতা, একখানি পরিষ্কার করা লৌহ নির্ম্মিত খুন্তী, কতকটা সদ্যো-গোময়, খান কয়েক কলার পাতা এবং কোন উপযুক্ত পাত্রে রক্ষিত নির্ধূম জলদঙ্গার সংগ্রহ করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিতে হইবে। কুলকাটের অঙ্গার লইলে বিধি সঙ্গত কাজ করা হয়, অন্যকাষ্ঠ সম্ভূত অঙ্গারে পাক

করিলেও চলিতে পারে। উভয় প্রকার অঙ্গারে পাক করিয়া দেখা গিয়াছে ফলের তারতম্য বুঝিতে পারি নাই!

আদৌ কতকটা গোময় ভূমিতলে বিন্যাস করিয়া, বার আঙ্গুল দীর্ঘ প্রস্থ এবং ছয় আঙ্গুল পুরু একটী বেদিকা রচনা করিয়া তদুপরি কলার পাতা বিছাইয়া দিবে। আর একখানি কলার পাতায় গোবর রাখিয়া একটী পোটুলি রচনা করিয়া লইবে। তারপর লোহার হাতায় ৪ তোলা পরিমিত কজ্জলী রাখিয়া অঙ্গারাগ্নির উপর স্থাপন করিতে হইবে, কজ্জলী গলিতে আরম্ভ করিলে, হাতার ডাঁটী ধরিয়া অঙ্গারের উপর হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধে হাতা রাখিয়া খুন্তী দিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিবে। কজ্জলী সম্যক্ গলিয়া গেলে গোময়োপরি বিন্যস্ত কদলী পত্রে যেমন ঢালিয়া দিবে অমনি দ্রুত হস্তে আর জনে গোময় পোটুলী দিয়া চাপ দিবে। তৎক্ষণাৎ পর্পটীভূত ঔষধ উঠাইয়া, লোহার খুন্তী দিয়া হাতায়লগ্ন দ্রবীভূত কজ্জলী কাঁকিয়া পাতার উপর দিয়া চাপ দিয়া পর্পটী করিয়া লইবে। এইরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়া প্রয়োজনারূপ পর্পটী তৈয়ার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সদ্যোপ্রস্তুত কজ্জলী দিয়া পর্পটী পাক করাই প্রশস্ত কল্প। দুই তিন দিনের তৈয়ারি কজ্জলী লইয়াও পর্পটী পাক করা যাইতে পারে। তদূর্দ্ধ কালের প্রস্তুত কজ্জলী দিয়া পাক করিলে পর্পটী ভাল হয় না।

পঞ্চামৃত পর্পটী

পঞ্চামৃত পর্পটীর উপাদান এবং প্রস্তুতি বিধি—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধিত পারদ এবং গন্ধক, উৎকৃষ্ট লোহভস্ম, অভ্র ও তাম্র ভস্ম যোগে পঞ্চামৃত পর্পটী প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমতঃ ৪ চারি তোলা পারদ এবং ৮ তোলা গন্ধক যোগে কজ্জলী করিতে হইবে। পরে সুসিদ্ধ কজ্জলীর

সহিত ২ দুই ভরি লৌহ, ১ ভরি অভ্র এবং ½ অর্দ্ধ ভরি তাম্র ভস্ম মিশাইয়া ধীরে ধীরে মাড়িয়া দ্রব্য পঞ্চক একীভূত করিয়া লইবে। সেই মিশ্রণ রস পর্পটী পাক করিবার প্রণালী অবলম্বন করিয়া পাক করিলে, যে চটীর আকার বিশিষ্ট ঔষধ তৈয়ার হইবে তাহারই নাম পঞ্চামৃত পর্পটী।

স্বর্ণ পর্পটী

স্বর্ণ পর্পটী তৈয়ার করিতে প্রয়োজন বুঝিয়া পারা লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ২ তোলার ন্যূন পারা লইয়া পর্পটী করা অবৈধ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ দুই তোলার সহিত ।০ একসিকি স্বর্ণ ভস্ম যোগ করিয়া কিছুক্ষণ মর্দ্দন করিয়া একীভূত করিয়া লইতে হইবে। তার পর সেই সঙ্গে ২ দুই তোলা গন্ধক চূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া কজ্জলী প্রস্তুত করত, রস পর্পটী পাকের বিধান অনুসারে পর্পটী পাক করিবে।

লৌহ পর্পটী

দুই ভরি কজ্জলীর সহিত এক ভরি লৌহ চূর্ণ উত্তমরূপে মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পর্পটী পাক করিলে যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে তাহাকে লৌহ পর্পটী বলে।

যে প্রবাহিকা রোগে শোণিকা অর্থাৎ রক্তের লাল কণা অত্যন্ত কমিয়া যায়, সেই স্থলে লৌহ পর্পটী প্রয়োগ করিবে।

পর্পটী প্রয়োগের নিয়ম প্রভৃতি গ্রহণী অধিকারে সবিস্তারে লিখিত হইল।

মহাগন্ধক

মহাগন্ধকের উপাদান ও প্রস্তুত বিধি—রসপর্পটী ৪ তোলা, জায়ফল জৈত্রী, লবঙ্গ এবং নিমের পাতা এই চারি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ দুই দুই তোলা। এইগুলি মহাগন্ধকের উপাদান।

প্রথমতঃ সুদৃঢ় প্রস্তর খল্লে রস পর্পটী উত্তমরূপে চূর্ণ করত, তাহার সহিত অপরাপর দ্রব্য মিশাইয়া কিছুক্ষণ মাড়িয়া লইবে। তারপর তণ্ডুলোদক অর্থাৎ চালুনি জল দিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া পিণ্ডাকার করিয়া লইতে হইবে। সেই পিণ্ডীভূত ঔষধ, একযোড়া ঝিণুকের একখানির মধ্যে রাখিয়া অপর খানি দ্বারা আচ্ছাদন করত কোমল কদলী পত্রে বেষ্টন করিয়া সূতাদিয়া জড়াইয়া বাঁধিবে। তৎপর ভাল আটাল মাটীর কাদাদিয়া দুই আঙ্গুল পুরু লেপ দিতে হইবে। একখানি প্রয়োজনের অনুরূপ কাপড়ের টুকুরায় কাদা মাখাইয়া সেই লেপের উপর বেষ্টন করিয়া দিতে হইবে। তৎপর রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইবে। যদি এক যোড়া ঝিনুকে সমস্ত ঔষধের সঙ্কুলান না হয়, তাহা হইলে অগত্যা সমস্ত ঔষধ সমান দুই ভাগ করিয়া দুই যোড়া ঝিনুকে রাখিয়া উক্ত প্রকারে দুইটী যন্ত্র করিয়া লইতে হইবে।

যন্ত্রের অধঃ, ঊর্দ্ধ এবং সকল পার্শ্বে ২ দুই আঙ্গুল অবকাশ থাকে, ভূমিতলে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া লইবে। অথবা তদনুরূপ একটা মৃৎপাত্র গ্রহণ করিবে। গর্ত্তের বা মৃৎপাত্রের তলদেশে দুই আঙ্গুল পুরু কুচো ঘুঁটে বিছাইয়া তদুপরি শুষ্কীভূত যন্ত্রটী স্থাপন করত অগ্নিসংযোগ

করিবে। তৎপর যন্ত্রের সকল পাশে এবং উর্দ্ধভাগে দুই আঙ্গুল পুরু কুটিকুটি করা ঘুঁটে সাজাইয়া রাখিবে। অগ্নিযোগে সমস্ত ঘুটে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেলে, এবং যন্ত্রটী সম্যক্ শীতল হইয়া গেলে, যন্ত্র খুলিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। অগ্নিযোগে জায়ফলচূর্ণ প্রভৃতি ঈষৎ ভ্রষ্ট হইলে অথচ সকল দ্রব্যের গন্ধাস্বাদ ভ্রষ্ট না হইলে বুঝিবে যে ঔষধের পাক ঠিক হইয়াছে। যন্ত্রোদ্ধৃত ঔষধ পুনরপি খলে মাড়িয়া প্রসারণী অর্থাৎ গাঁদালের পাতার রসে মাড়িয়া ৬ রতি পরিমাণে বড়ী বাঁধিয়া রাখিবে। পুরাতন প্রবাহিকা রোগে প্রত্যহ ২ বটী মহাগন্ধক কাঁটা ন'টের শিকড়ের রস ২॥০ ভরি চিনি ।০ একশিকি এবং মধু অর্দ্ধতোলার সহিত গুলিয়া সেবন করিলে অচিরে সুফল লাভ করা যায়।

গ্রহণী রোগে বিশেষতঃ বালকের গ্রহণী রোগে মহাগন্ধক প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়।

শ্যোণাক অর্থাৎ শোনা গাছের কাঁচা ছাল আহরণ করিয়া ✓৫০ আধপোয়া ওজন করিয়া উত্তমরূপে কুটিয়া বাটিয়া লইবে। পিষ্টকল্ক জামের পাতার দ্বারা বেষ্টন করিয়া সূতা দিয়া জড়াইয়া দুই আঙ্গুল পুরু কাদার লেপ দিবে। সেই লিপ্ত গোলক অগ্নির অভ্যন্তরে রাখিয়া দিবে। যেই মাত্র লেপ শুষ্ক হইবে, তখনি অগ্নি হইতে উঠাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া গেলে পুটাভ্যন্তর হইতে কল্ক বাহির করিয়া নিপীড়ন করত রস গ্রহণ করিবে। সেই রসের সহিত মহাগন্ধকগুলিয়া পান করিলে পরোমপকার লাভ করা যায়। রসের মাত্রা ২ তোলা হইতে ৪ তোলা। বিবেচনা পূর্ব্বক অপরাপর, ব্যাধির প্রতিকূল দ্রব্য যোগেও দেওয়া যায়।

গ্রহণী।

গ্রহণী. অন্যতম মন্দানল-সম্ভব ব্যাধি। কিরূপে গ্রহণী রোগ সমুৎপন্ন হয়, অতি সংক্ষেপে তাহা বলা যাইতেছে।

মুখ কুহরের অধোদেশে জিহ্বামূলের সমীপবর্ত্তি-স্থান হইতে যে প্রণালী অবতরণ করিয়া গতি ও আকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে করিতে মলপথে পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহার নাম শারীর মহাস্রোতঃ। এই মহাস্রোতের উর্দ্ধতন স্বল্পায়ত প্রণালীর নাম অন্ননালী। অন্ননালীর অধোদেশে আয়ত আশয়ের নাম আমাশয় বা পাকস্থালী। ভুক্ত-পীত-লীঢ় দ্রব্য অন্ননালী বহিয়া আমাশয়ে উপস্থিত হয়। আমাশয়ের অধঃস্থ আশয়ের নাম গ্রহণী বা অগ্ন্যাশয়। যতক্ষণ আমাশয়িক পরিপাক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ গ্রহণীর উর্দ্ধমুখ অর্গলিত অর্থাৎ অবরুদ্ধ থাকে। আমাশয়িক পাককার্য্য সম্পন্ন হইলে গ্রহণীর উর্দ্ধমুখ উন্মুক্ত হয় এবং উন্মুক্তপথে মধুরাম্ল বিপক্ক আহার্য্য অবতরণ করিয়া গ্রহণী বা অগ্ন্যাশয়ে উপস্থিত হয়। তথায় পাচক পিত্ত সম্পৃক্ত হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্র চক্রে অবতরণ করে। তৎপ্রদেশে অবতীর্ণ আহার্য্য নিঃশেষে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। পরিপক্ক আহারের সারভাগ পঞ্চভূত প্রসাদজ রসে এবং অসার ভাগ মলমূত্ররূপে পরিণত হয়। "গ্রহণী বল মগ্নির্হি"। অর্থাৎ অগ্নিই গ্রহণীর বল। যদি পাচকাখ্য অগ্নি স্ব-স্থানে, স্বভাব এবং স্বমান ভ্রষ্ট না হয়, তাহা হইলে গ্রহণীর বল ভ্রংশ ঘটে না। তজ্জন্য অপক্ক অন্ন ধারণ, পরিপাক প্রাপ্ত অন্নের অধঃসর্জ্জন এবং অগ্নি-সন্ধুক্ষণ প্রভৃতি গ্রহণীর কার্য্য সকল স্বচ্ছন্দে চলিতে থাকে। হেতু বিশেষ অগ্নিমন্দ হইলে গ্রহণী, বল ভ্রষ্ট হয়। তজ্জন্য আমাশয়িক পাক কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে না হইতেই কিঞ্চিৎ পক্ক বহুশঃ অপক্ক ভুক্ত দ্রব্য শিথিল মুখ গ্রহণী পথে অবতরণ করে। কথিত আছে—"সা দুষ্টা বহুশো ভুক্ত মামমেব বিমুঞ্চতি। পক্কং বা সরুজং পূতি মুহুর্বদ্ধং"। মুহুর্দ্রবং অর্থাৎ গ্রহণী অগ্নিবল ভ্রংশজন্য দুষ্ট হইলে বহুল পরিমাণে অপক্ক, অল্প পরিমাণে পক্ক ভুক্তান্ন অধোভাগে মোচন করিতে থাকে। মলমোক্ষণ

সময়ে বিশিষ্ট বেদনা অনুভূত হয় এবং কখন মুহুর্মুহু বদ্ধ কখন বা দুর্গন্ধি তরল মল নিঃসৃত হইতে থাকে। এইরূপে যে পীড়া উপস্থিত হয় তাহার নাম গ্রহণী।

নানা কারণে নর নারী শরীরে গ্রহণী রোগ উৎপন্ন হয়। অতিসার রোগমুক্তের পর, কিছুদিন যাবৎ জাঠরানল হীন বল থাকে। সেই সময়ে যদি অতিসার রোগমুক্ত ব্যক্তি হিত-পরিমিত-লঘু অথচ তুষ্টি পুষ্টি বর্দ্ধন সুপথ্য সেবন না করিয়া বিষমাশন পরায়ণ হয়, তাহা হইলে তাহার দুর্ব্বলাগ্নি আরও হীন বল হইয়া গ্রহণী রোগ উৎপাদন করে।

অহিতাহার বিহার প্রভৃতি নানা কারণে, বায়ু, পিত্ত, কফ, অথবা যুগপৎ দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া যদি গ্রহণী অর্থাৎ অগ্ন্যাশয় আশ্রয় করে, তাহা হইলে স্থান সংশ্রিত দোষ প্রকোপ বশতঃ গ্রহণী অগ্নিবল ভ্রষ্ট হয়। তজ্জন্যও গ্রহণী রোগ উপস্থিত হয়।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, এবং সন্নিপাতজ ভেদে গ্রহণী পীড়া চতুর্ব্বিধ। সমস্ত গ্রহণী রোগই পক্কাপক্ক পূতি মল ভেদাত্মিকা পীড়া। তবে দোষ ভেদে কতকগুলি অবান্তর লক্ষণ প্রকাশ পায়!

পিপাসা, আলস্য, দৌর্ব্বল্য, ভুক্তদ্রব্যের অম্লবিপাক, ভুক্তান্ন পাকে অস্বাভাবিক বিলম্ব এবং শরীরের গুরুতা গ্রহণী রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ।

গ্রহণী চিকিৎসা।

যে সময়ে গ্রহণী রোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়, সেই সময়ই গ্রহণী রোগ চিকিৎসার প্রশস্ত সময়। উপেক্ষা করিলে দোষ দুষ্ট গ্রহণী বিষম অনর্থ সংঘটন করে। পূর্ব্বরূপাবস্থায় চিকিৎসা করা চিকিৎসকের ভাগ্যে প্রায়শঃ ঘটে না। কারণ সে সময়ে প্রায়ঃ কেহই চিকিৎসকের উপদেশ গ্রহণ করেন না। আশা করি, গ্রহণী রোগের পূর্ব্বরূপ অনু-ভব করিলেই, স্বায়ত্ত চিকিৎসার পাঠকগণ নিম্ন লিখিত ক্রিয়াক্রম

অবশ্যই অনুসরণ করিবেন এবং স্ব স্ব সন্ততিগণকে অনুসরণ করাইতে অযত্নপর হইবেন না।

"গ্রহণী মাশ্রিতং দোষমজীর্ণ বদুপাচরেৎ"। তজ্জন্য প্রথমতঃ যত্ন পূর্ব্বক অজীর্ণ চিকিৎসার সাধারণ বিধিগুলি পরিপালন করা উচিত। ১৪৫ হইতে ১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

গ্রহণী রোগের পূর্ব্বরূপে এবং প্রথমাবস্থায়, অন্নমণ্ডের সহিত সদ্যোজাত তক্র বা ঘোল মাখিয়া, তাহাতে পঞ্চকোলের গুড়া ছড়াইয়া দিয়া সেবন করিলে পরমোপকার লাভ হয়। পিপুল, পিপুলের মূল, চইর মূল, রক্তচিতার শিকড় এবং শুঁঠ সমবেত এই দ্রব্য পঞ্চকের নাম পঞ্চকোল। দ্রব্য পঞ্চকের প্রত্যেক সুপরিষ্কৃত শুষ্ক দ্রব্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। তারপর সমপরিমাণে প্রত্যেক চূর্ণ লইয়া এক সঙ্গে মিসাইয়া লইতে হইবে। মাত্রা ২০ রতি।

রোগের লক্ষণ সুব্যক্ত হইলে, গ্রহণী রোগ বাতজন্য কি পিত্ত সম্ভূত কিংবা কফ সম্ভব অথবা ত্রিদোষ জন্য তাহা স্থির করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

পরিপাক কৃচ্ছ্রতা, অম্লবিপাক, মুখ ও কণ্ঠশোষ, নানা রসযুক্ত খাদ্য খাইবার ইচ্ছা, মনের অপ্রফুল্লতা, কর্ণের মধ্যে শাঁ শাঁ শোঁ শোঁ প্রভৃতি শব্দের অনুভূতি, সময়ে সময়ে অন্ধকার দর্শনের ন্যায় সম্বিত্তি, অন্নজীর্ণ কালে বা অন্নজীর্ণ হইলে আধ্মান অর্থাৎ পেট ফাঁপা পরন্তু আহারান্তে সোয়াস্তিবোধ, শব্দের সহিত সফেন তরল মল নির্গম এবং শরীরের রুক্ষতা প্রভৃতি বাতাতিসারের লক্ষণ।

দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্গার, হৃৎকণ্ঠদাহ, অরুচি পিপাসা, নীল পীতবর্ণ তরল মল নিঃসরণ এবং রোগি দেহের পীতচ্ছবি প্রভৃতি পিত্তজ গ্রহণীর লক্ষণ।

পরিপাককৃচ্ছতা, বমন প্রবৃত্তি, বমন, অরুচি, মুখলিপ্ততা, মুখে

মধুরাস্বাদানুভূতি, উদরের গুরুতা, তুষ্ট মধুরোদ্গার, শ্লেষ্মা ও আমসংসৃষ্ট ভিন্ন-গুরু মলের প্রবৃত্তি, শরীরের অকৃশতা অথচ দৌর্ব্বল্যানুভূতি এবং আলস্য প্রভৃতি শ্লেষ্মজ গ্রহণীর লক্ষণ।

গ্রহণীরোগ ব্যক্ত লক্ষণ হইলেই, অবস্থানুসারে লঙ্ঘন ও লঘু ভোজন এবং বিশুদ্ধ পানীয়ের ব্যবস্থা করিয়া আমপাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ক)

বাতজ গ্রহণীর আমপাচনার্থ নাগরাদি কষায় অতি প্রশস্ত ঔষধ। শুঁঠ, আতইস এবং মুতা এই দ্রব্যত্রয়যোগে উক্ত কষায় প্রস্তুত করিতে হয়। সুপরিষ্কৃত প্রত্যেক দ্রব্য ৫৩ রতি পরিমাণে লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া ⁄।৷০ আধসের (৩২ তোলা) জল সহ পাক করিয়া, ৮ তোলা শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিবে।

(খ)

পিত্তজগ্রহণী রোগের আম পাচনার্থ নিম্নলিখিত কষায় প্রয়োগ করিবে। ধনিয়া, আতইস, বালা, বইন, মুতা, শুঠ, বেড়েলার মূল, শাল পান চাকুলে এবং বেলশুঁট। প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ ১৬ রতি। পাকের জল ও শেষ পূর্ব্ববৎ।

(গ)

শ্লেষ্মজ গ্রহণীর আম পাচনার্থ—আপাঙ্গের মূল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ এবং আতইস এই দ্রব্য চতুষ্কের কষায় পান করিতে দিবে। প্রত্যেক দ্রব্য ½ অৰ্দ্ধতোলা। পাকের জল প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ।

পথ্য

গ্রহণী রোগের সাম ও নিরামাবস্থায় নিম্নলিখিত পথ্য সেবন করিলে আহার ও ঔষধের কাজ পাওয়া যায়।

সামাবস্থায় অন্নমণ্ডের সহিত এবং পক্কাবস্থায় সুস্বিন্ন শালি তণ্ডুলের

অন্নের সহিত, প্রথমতঃ ১ বা ২ তোলা বিল্বগর্ভঘৃত মাখিয়া প্রয়োজনানুরূপ সৈন্ধব চূর্ণ দিয়া ভক্ষণ করিবে। তারপর অবশিষ্ট মণ্ড বা অন্ন তক্রের সহিত সেবন করিবে। পক্কাবস্থায় পটোল, কাচকলা, বেগুণ, ডুমুর এবং ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন গ্রহণী রোগে পরিমিত মাত্রায় দুগ্ধান্ন অতি সুপথ্য।

বিল্বগর্ভ ঘৃত

টাট্‌কা বিশুদ্ধ গব্যঘৃত /৪ চারিসের মৃৎকটাহে রাখিয়া মৃদু মৃদু অগ্নি-সন্তাপে পাক করিবে। ঘৃত নিষ্ফেন ও নিশ্চল হইলে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইয়া আসিলে তাহাতে ৪ তোলা কাঁচা হলুদের রস দিয়া মূর্চ্ছনা দিতে হইবে। সেই মূর্চ্ছিত ঘৃতে /১ সের টাট্‌কা বেলশুট কুটিয়া পিশিয়া প্রক্ষেপ দিয়া, কিঞ্চিৎ জলসহ পাক করত সেদিন রাখিয়া দিবে।

তৎপরদিন /৮ আটসের মসূর কলায় ১৷৪ একমণ চব্বিশ সের জল সহ পাক করিয়া ৷৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃতের সহিত সত্বই পাক করিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে সেদিন নামাইয়া রাখিবে। পরদিন কিছুক্ষণ পাক করত কল্কদ্রব্যগুলি ছাঁকিয়া ফেলিবে। পরদিন পূর্ব্বোক্ত স্নেহপাকের বিধানানুসারে পাক শেষ করত ঘৃত পৃথক করিয়া লইবে।

বিল্বগর্ভঘৃত পথ্যের সহিত এবং স্বতন্ত্ররূপে পান করিলে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। মাত্রা দুই হইতে চারি তোলা।

গ্রহণীরোগে পর্পটী প্রয়োগ

বৈদ্যক চিকিৎসাগ্রন্থে, নানা প্রকার গ্রহণীপীড়া প্রশমনের জন্য, স্বরস, কল্ক, চূর্ণ, মোদক, বটিকা, ঘৃত এবং তৈল প্রভৃতি বহুকল্প বহুপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেই সকল ঔষধের মধ্যে অনেক

প্রকার ঔষধ সুফলপ্রদ বটে, কিন্তু পর্পটীর ন্যায়, উক্ত রোগের সিদ্ধফল ঔষধ ভূবন দুর্লভ। বিশেষতঃ শোথযুক্ত গ্রহণীরোগে পর্পটী অমৃত-কল্প ঔষধ।

বাত-পিত্ত-কফ-সন্নিপাতজ বা সংগ্রহ গ্রহণী রোগে যথাক্রমে স্বর্ণ-পর্পটী লৌহ-পর্পটী, রসপর্পটী এবং পঞ্চামৃত পর্পটী প্রয়োগ করা উচিত। সর্ব্ব প্রকার পুরাতন গ্রহণী রোগেই পঞ্চামৃত পর্পটী প্রয়োগ করা যায়।

প্রথম দিবসে ১ রতি, দ্বিতীয় দিবসে ২ রতি এইরূপ ক্রমবৃদ্ধি মাত্রানু-সারে দশম দিনে ১০ রতি পর্পটী প্রয়োগ করিবে। আরোগ্যকাল যাবৎ ১০ রতি মাত্রায় প্রত্যহ পর্পটী সেবন করাইতে হইবে। আরোগ্যের পর প্রত্যহ এক এক রতি কমাইয়া ১ রতি মাত্রায় আসিলে ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া সুপথ্য সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

সকল প্রকার পর্পটী উত্তমরূপে গুড়া করিয়া দুধে গুলিয়া পান করিবে। যদি গ্রহণী অতি প্রবলা হয়, তাহা হইলে, প্রাতঃকালে পর্পটী সেবন করাইয়া রাত্রিকালে, কয়েকদিন এক এক বটী কর্পূর রস সেবন করিতে দিবে। পর্পটীর কার্য্যকারিতা আরব্ধ হইলে, কর্পূর রসের প্রয়োজন প্রায়শঃ হয় না। পর্পটী সেবনকালে লবণজল পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জল দুগ্ধ বল্‌কাইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ চিনি যোগ করিয়া অন্ন ভোজন করা উচিত।

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শূল—পরিণাম শূল।

সচরাচর লোকে যাহাকে কামড়ানি বলে সংস্কৃত ভাষায় তাহারই নাম শূল। নানাকারণে মনুষ্য শরীরের নানা স্থানে অনেক প্রকার শূল প্রকাশ পাইয়া থাকে। রস-রক্তাদিবহ স্রোতশ্চর বায়ু পথিমধ্যে যদি কফ-পিত্ত বা অন্যকোন আবরণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আবরণ কুপিত বায়ু তৎপ্রদেশে যে পীড়া বিশেষ উৎপাদন করে তাহার নাম শূল। যেমন শিরঃশূল, দন্তশূল, কর্ণশূল এবং পাদশূল প্রভৃতি। কিন্তু সে সকল শূল, শূলরোগ সংজ্ঞক বিশিষ্ট ব্যাধি নহে। হৃদয়ে, পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, ত্রিকস্থলে, বস্তিদেশে এবং আম পক্কাশয় প্রভৃতি স্থানে যে বেদনা বিশেষ উপস্থিত হয় তাহাই শূল নামে প্রসিদ্ধ।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, পিত্তকফজ, বাতকফজ, বাতপিত্তজ, ত্রিদোষ এবং আমজ এই আট প্রকার শূলের নিদানাদি তত্ত্ব সবিস্তারে বর্ণিত আছে। আর একজাতীয় শূলের নাম পরিণাম শূল। ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলে এই শূল উপস্থিত হয়, তজ্জন্য ইহার নাম পরিণাম শূল। পরিণাম শূল ত্রিদোষজ হইলেও অন্নজীর্ণকালে ব্যক্ত লক্ষণ হয় বলিয়া, ইহাকে পূর্ব্বোক্ত ত্রিদোষজ শূল হইতে পৃথক করা হইয়াছে। পরন্তু পরিণামশূলের চিকিৎসাও স্বতন্ত্র এবং ত্রিদোষ-শূলের ন্যায় এই রোগ সর্ব্বথা অসাধ্য নহে।

সকল প্রকার শূলরোগের নিদানাদি তত্ত্ব, শূলারম্ভক দোষের স্থান

সংশ্রয় এবং প্রত্যেক শূল রোগের চিকিৎসা কৌশল অবগত হইয়া, রোগ প্রতিকারোপযোগী দ্রব্য সম্ভারে সম্ভৃত হইয়া, চিকিৎসাক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক অন্যান্য রোগের ন্যায় শূলরোগের চিকিৎসা করাই প্রশস্ত কল্প। কিন্তু রোগতত্ত্বজ্ঞ, চিকিৎসাকুশল এবং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ঔষধ সম্পন্ন সুচিকিৎসক সুলভ নহে। তাদৃশ চিকিৎসকের আশ্রয় লওয়া ও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। অথচ নানাবিধ শূল রোগে অনেক নর নারীকে কষ্টভোগ করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের উপকারের আশায় শূলরোগের অনায়াস বা অল্লায়াস-সাধ্য চিকিৎসা কৌশল লিখিত হইল।

দোষ-দূষ্যের সংযোগ বৈচিত্র্য বশতঃ সঞ্জাত নানাবিধ শূল রোগের প্রভেদ কল্পনা করিয়া যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হইলেও, চিকিৎসিত হওয়া যায় বা চিকিৎসা করা যায় এইরূপভাবে কয়েক প্রকার শূল রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা গেল।

বলিয়াছি যে, হৃদয়াদি দেশে সঞ্জাত বেদনা বিশেষকে শূল বলে। কিন্তু হৃদয় ও বস্তির অন্তরাল ক্ষেত্রে সঞ্জাত অপরাপর শূলকে শূলরোগ বলে না। যেমন বিষ্টব্ধাজীর্ণে সমুদ্‌ভূত শূল, শূল রোগ নহে, উহা উক্ত রোগের লক্ষণ। সেইরূপ অশ্মরীশূল, গুল্মশূল, প্লীহশূল, যকৃৎশূল এবং তূনী-প্রতিতূনী সম্ভূত শূল ও স্বতন্ত্র ব্যাধি বা ব্যাধির লক্ষণ। সে সমস্ত রোগ শূল সংজ্ঞক বিশিষ্ট ব্যাধি নহে। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভশয্যায় সঞ্জাত মক্কল্ল সংজ্ঞক শূলও উক্ত আট প্রকার শূলরোগের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। তাহাদের চিকিৎসা প্রণালীও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র।

শূলরোগের চিকিৎসা।

শূলরোগে ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে শূল-গ্রস্ত ব্যক্তির কোষ্ঠ শুদ্ধি করিয়া লইতে হয়। বমন করাইলে আমাশয় কফ বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ

হয়; বিরেচনের দ্বারা পক্বাশয় পরিশুদ্ধ হইয়া সঞ্চিত মল এবং দুষ্টপিত্ত পরিহীন হইয়া যায়। কিন্তু বমন কার্য্য, সুদক্ষ চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় না। বমন করাইতে সুকুশল চিকিৎসকও সুলভ নহে। পরন্তু বমনরূপ শোধন কর্ম্মের অযোগ, অতিযোগ এবং মিথ্যা যোগের আশঙ্কা আছে, তজ্জন্য শূলগ্রস্ত রোগীর আমাশয় শোধনের জন্য দুই একদিন উপবাস, পরে কয়েকদিন লঘু ভোজনের ব্যবস্থা করিবে। লঙ্ঘন এবং লঘুভোজনের দ্বারা আমাশয় বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া বিরেচন ঔষধ দ্বারা পক্বাশয় শোধন করিতে হইবে। বিরেচন ঔষধ যে দিন প্রয়োগ করিবে, তাহার পূর্ব্বে দুই তিন দিন শূলরোগীর সমস্ত উদরদেশে বিষ্ণুতৈল মালিশ করিয়া, উদরোপরি এরণ্ড পত্র বিন্যাস করত স্বেদ প্রদান করিবে। অঙ্গারাগ্নিতে কাপড়ের পোট্টলি তপ্ত করিয়া তাপ দিলেই হইবে। অর্দ্ধঘণ্টাকাল তৈল মালিশের পর অর্দ্ধঘণ্টাকাল যাবৎ অল্প অল্প তাপ দিবে।

শূলরোগের প্রশস্ত বিরেচন যোগ

অবিপত্তিকর চূর্ণ।

প্রস্তুতি প্রণালী—শুঁঠচূর্ণ ১ ভরি, পিপুল চূর্ণ ১ভরি, মরিচচূর্ণ ১ ভরি, আমলকীচূর্ণ ১ ভরি, হরীতকীচূর্ণ ১ ভরি, বহেড়াচূর্ণ ১ ভরি, মুতাচূর্ণ ১ ভরি, বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ ভরি, বড়এলাচচূর্ণ ১ ভরি, বিটলবণ ১ ভরি, তেজপত্র চূর্ণ ১ ভরি, লবঙ্গ চূর্ণ ১১ ভরি, তেউড়িয়া লতার মুল চূর্ণ ৪৪ ভরি এবং ইক্ষু চিনি ৬৬ ভরি। এই সমস্ত দ্রব্য অবিপত্তিকর চূর্ণের উপাদান।

দ্রব্যগ্রহণ বিধি—শুঁঠ ও পিপুল উত্তমরূপে ধুইয়া ও শুকাইয়া লইতে হয়। মরিচ জলে ফেলিলে যে গুলি মগ্ন হইয়া যায়, সেইগুলি

শুকাইয়া লইবে। টাটকা অথচ শুষ্ক হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়ার আটী বাদ দিবে। মুতার শিকড় কাঁচি দিয়া ছাটিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। বিড়ঙ্গ প্রথমতঃ হামান দিস্তায় কুটিয়া, পরে কুলায় ঝাড়িয়া খোসা বাদ দিয়া দানা গুলি গ্রহণ করিবে। যে তেউড়িয়ার লতিকা রক্তাভ অর্থাৎ যাহা রক্ত তেউড়িয়া নামে প্রসিদ্ধ তাহার মূল উঠাইয়া উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া লইবে। তারপর সেই শিকড়ের ছাল গ্রহণ করত শুকাইয়া লইবে।

পরিষ্কৃত এবং শুষ্কীকৃত দ্রব্যগুলি একে একে গুঁড়া করিয়া, পরিষ্কার পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাখিয়া দিবে। তার পর পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ অনুসারে প্রত্যেক দ্রব্য ওজন করিয়া লইয়া একসঙ্গে রাখিয়া দিবে। তারপর পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ অনুসারে প্রত্যেক দ্রব্য লইয়া একসঙ্গে মিশাইয়া লইবে। মিশাইবার সময় অগ্রে বিটলবণ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। মিশ্রীকৃত চূর্ণ গুলি ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া একীভূত করিয়া লইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে।

প্রয়োজনানুসারে শুণ্ঠী প্রভৃতি এগারখানি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভরি কি ½ আধ ভরি অথবা ¼ শিকি ভরি গ্রহণ করিবে। এগারখানি দ্রব্য যোগ করিলে যত ওজনের হয়, লবঙ্গ চূর্ণ তত ওজনের লইবে। লবঙ্গ চূর্ণের চারিগুণ তেউড়িয়া লতার মূল চূর্ণ গ্রহণ করিবে। সমুদয় চূর্ণ মিশাইলে যত ওজনের হয়, পরিষ্কৃত ইক্ষু চিনি তত ওজনের লইবে।

অবিপত্তিকর চূর্ণ-একটী উৎকৃষ্ট বিরেচন যোগ পরন্তু নানা রোগের পরমৌষধ। বিশেষতঃ পিত্তাধিক্য অম্ল-পিত্ত রোগে সমুদ্ভূতশূল বিশেষের শান্তির জন্য যে সকল ঔষধ চিকিৎসকেরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন তন্মধ্যে অবি-পত্তিকর চূর্ণই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। যাবতীয় শূলরোগে শূলঘ্ন ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে অবিপত্তিকরচূর্ণ সেবন করাইয়া কোষ্ঠ শুদ্ধি

করিয়া লইলে ঔষধের সুফল অবিলম্বে পাওয়া যাইতে পারে। অবিপত্তিকর চূর্ণের পূর্ণমাত্রা ১ ভরি। কিশোর বয়স্ক দিগকে অর্দ্ধমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ডাবের জলের সহিত গুলিয়া সেবন করিবে। তদভাবে গরম জলে গুলিয়া সেবন করিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে একদিন এই ঔষধ সেবন করাইবে। অতি প্রত্যুষে যাবতীয় বিরেচক ঔষধ সেবন করা উচিত।

২

ধনিয়া ১ ভরি, মৌরী ১ ভরি, এবং জঙ্গীহরীতকী ১ ভরি উত্তমরূপে কুটিয়া আধসের নির্ম্মল জল সহ উপযুক্ত মেটে পাত্রে ধীরে ধীরে পাক করিবে। ৵৹ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিবে। শূলরোগীর কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য উক্ত কষায় ব্যবস্থা করিলেও সুফল পাওয়া যায়। উক্ত কষায়ের কিয়দংশ দিয়া বক্ষ্যমান হিঙ্গাদ্য গুড়িকার একটী গুলিয়া খাইয়া অবশিষ্ট অংশ পান করিলে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়। জঙ্গীহরীতকী উত্তরূপে ধুইয়া মলশূন্য করত শুকাইয়া লইবে।

৩

নির্ম্মল এরণ্ড তৈল (ক্যাষ্টর্ অইল) পান করাইয়া কোষ্ঠশুদ্ধি করিয়া লইয়া শূলরোগের চিকিৎসা করিলেও সুফল লাভ করা যায়। মাত্রা ২৷৹ আড়াই তোলা হইতে পাঁচ তোলা পর্য্যন্ত। গরম জলের সহিত মিশাইয়া প্রত্যুষে পান করিবে।

শূলরোগের কয়েকটী সিদ্ধ যোগ।

১

হিঙ্গাদ্য গুড়িকা।

শোধন করা মুলতানি হিং, (১৪৯ পৃষ্ঠা দেখ) সুধৌত শুষ্কীকৃত আতইস চূর্ণ, শুঁঠ চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ, বচচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ এবং হরীতকী চূর্ণ এইগুলি হিঙ্গাদ্য চূর্ণের উপাদান।

ঔষধ-প্রস্তুতি-বিধি—হিং হইতে বচ পর্য্যন্ত ছয়খানি দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ এক এক ভরি; সচল লবণ চূর্ণ ৬ ভরি এবং হরীতকী চূর্ণ ১২ ভরি গ্রহণ করিয়া একসঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইবে। তারপর সুধৌত সজিনার ছালের রসের সহিত মিশ্রীভূত চূর্ণ পঙ্কবৎ করিয়া কিছুক্ষণ মাড়িতে হইবে। মাড়িতে মাড়িতে বটী বাঁধিবার উপযোগী হইলে একটী দু আনির ওজনে বড়ী বাঁধিয়া শুকাইয়া লইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ১ বটী গরম জলে গুলিয়া খাইলে শূলরোগ অচিরে প্রশমিত হয়।

শজিনার গাছের ছাল না লইয়া মূলের বা শিকড়ের ছাল লওয়াই উচিত।

হিঙ্গাদ্য গুড়িকা অম্লশূল ভিন্ন অন্যান্য শূলরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২

হিঙ্গাদ্য চূর্ণ।

শোধিত হিংচূর্ণ ।৵০ ছয় আনা, শঙ্খভস্ম ২ ভরি, সৈন্ধব ২ ভরি, শুঁঠচূর্ণ ½ অৰ্দ্ধতোলা, পিপুলচূর্ণ ½ অৰ্দ্ধ তোলা মরিচচূর্ণ ½ অৰ্দ্ধ তোলা এই ছয়খানি দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ½ অৰ্দ্ধতোলা। উষ্ণ জল সহ সেব্য। বল, বয়ঃক্রম এবং কোষ্ঠের অবস্থা অবধারণ করিয়া মাত্রার ন্যূনাধিক করিতে হইবে।

হিঙ্গাদ্যচূর্ণ সেবন করিলে অচিরে শূলের যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। কিছুদিন সেবন করিলে নিঃশেষে শূল রোগের হাত হইতে মুক্তি লাভের আশা করা যায়।

শঙ্খ ভস্ম ৵০ দুই আনা এবং শুঁঠ চূর্ণ ৩ রতি এক সঙ্গে মিশাইয়া গরমজলে গুলিয়া পান করিলে আশু শূল রোগ প্রশমিত হয়।

সুধাংশু দ্রব।

শাদা চটী নামে সুপরিচিত ঔষধের ২ভরি এবং সৈন্ধব লবণ ১ ভরি এক সঙ্গে একখানি সুপরিষ্কৃত পাথরের খলে গুড়া করিয়া লইবে। তারপর সেই গুঁড়া একটী ৮ আট আউন্স শিশির মধ্যে রাখিয়া শিশিটী নির্ম্মল জল দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। তারপর শিশিটীর দৈর্ঘ্যের তুল্য দীর্ঘ এবং এক অঙ্গুলি প্রস্থ এক খণ্ড কাগজে সমান ষোলটী দাগ কাটিয়া শিশির গায়ে লাগাইয়া দিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে একদাগ পরিমিত ঔষধ আর অপরাহ্নে আর একদাগ ঔষধ, কাচ পাত্রে ঢালিয়া সেবন করিবে। রাত্রিকালে যদি শূলের কোপ অধিক হয়, তাহা হইলে সে সময়েও একদাগ ঔষধ পান করিবে। এই ঔষধ যাবতীয় শূল ও পরিণাম শূলের মহৌষধ। কোষ্ঠ শুদ্ধি করিয়া লইয়া এই ঔষধ সেবন করাইতে হয়। ১২ রতি (৵ আনা) সাদা চটী এবং ৬ রতি (/০ আনা) সৈন্ধব একসঙ্গে গুঁড়া করিয়া জলে গুলিয়া খাইলেও চলিতে পারে। প্রয়োজনানুসারে দিবসে দুই তিন বার সেবন করিবে।

সাদা চটীর প্রস্তুতি বিধি—সোরা /।০ একপোয়া ফিটকিরি /০ এক ছটাক একসঙ্গে চূর্ণ করিয়া একখানি পরিষ্কার করা মেটে কড়াইতে রাখিয়া কাঠের জ্বালে পাক করিবে। জ্বাল যেন তীব্র হয়। যখন উভয় দ্রব্য দ্রবীভূত হইয়া যাইবে, তখনই একখানি

পাথরের বা এনামেলের থালায় ঢালিয়া দিয়া ঢুলাইয়া দিবে। জমিয়া গেলে থালা হইতে উঠাইয়া উপযুক্ত আধারে রাখিয়া দিবে। ইহাই সাদাচটী নামে প্রসিদ্ধ।

৫

বিশ্বাদি কষায়।

শুঁঠ, এরণ্ডমূলের ছাল অথবা কোমল এরণ্ড মূল, নিস্তুষ যব অর্থাৎ যবের চা'ল। এই তিন খানি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য ৫৪ চোয়ান্ন রতি ওজনে লইয়া এক সঙ্গে কুটিয়া ৵৷৹ আধ সের (৩২ তোলা) জলসহ ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু জ্বালে মেটে পাত্রে পাক করিবে। ৮ তোলার কিঞ্চিদধিক শেষ থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে। একখানি ছোট খলে ৩ রতি শোধন করা হিং আর ৵• দুই আনা ওজনের সচল লবণ রাখিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। তারপর উক্ত ক্বাথের কিছু অংশ দিয়া মাড়িয়া অবশিষ্ট ক্বাথে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

উক্ত কষায় সেবন করিলে অচিরে শূল প্রশমিত হয়।

খণ্ডামলক।

কুষ্মাণ্ডশস্য খণ্ডামলক নামক প্রসিদ্ধ ঔষধের অন্যতম উপাদান। প্রথমতঃ কোন্ জাতীয় কুষ্মাণ্ড ঔষধ কর্ম্মে ব্যাবহৃত হয় এবং তাহার শস্য কিরূপ ভাবে লইয়া ঔষধ কর্ম্মের উপযোগী করিয়া লইতে হয় তাহাই বলা যাইতেছে।

কয়েক প্রকার বল্লীফল কুষ্মাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে দীর্ঘাকৃতি কুষ্মাণ্ড, যাহা চাল কুমুড়া বা ছাঁচি কুমড়া নামে পরিচিত তাহাই ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করিতে হয়। সংবৎসরাতীত কুষ্মাণ্ডই ঔষধ কর্ম্মের

উপযোগী। কালাতিরেকে কুম্‌ড়ার জল নিঃশেষে শুকাইয়া গেলে এবং কুম্‌ড়ার শাঁস জর্হ্নুর হইয়া গেলে, সেই কুম্‌ড়া ঔষধ কর্ম্মে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়।

পূর্ণ মাত্রায় খণ্ডামলক প্রস্তুত করিতে হইলে /৬।০ ছয় সের এক পোয়া স্বিন্ন-নিষ্পীড়িত-রস রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্কীকৃত কুষ্মাণ্ড শস্যের প্রয়োজন হয়। যে কয়েকটী কুম্‌ড়ায় সেই পরিমিত কুষ্মাণ্ড শস্য পাওয়া যাইতে পারে, আন্দাজ করিয়া সেই কয়েকটী কুম্‌ড়া লইয়া লম্বালম্বি ভাবে বটী দিয়া চিরিয়া লইবে। পরে প্রত্যেক খণ্ডের বীজ এবং মঞ্জরী অর্থাৎ বুকা বাদ দিবে। তারপর হাত কুরানি দিয়া শাঁস কুরিয়া একীভূত করিয়া কোন উপযুক্ত আধারে রাখিয়া দিবে। বিনা নিষ্পীড়নে উহা হইতে যে জল বাহির হইবে, তাহা স্বতন্ত্র ভাজনে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর কুষ্মাণ্ড শস্য কোন উপযুক্ত মৃৎভাজনে স্থাপন করত মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে হইবে। শস্য সমস্ত কোমল হইলে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে সুসিদ্ধ শস্য সমস্ত দৃঢ় বস্ত্র খণ্ডে রাখিয়া করতল দ্বারা নিপীড়ন করিয়া নীরস করিয়া লইবে। সেই নিষ্পীড়িত কুষ্মাণ্ড শস্য শিলা তলে পেষণ করত রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুকাইয়া লইতে হয়।

প্রক্ষেপ—যে সকল ঔষধ-দ্রব্য কুটিয়া পিশিয়া ঘৃতে বা তৈলে দিয়া দ্রব যোগে পাক করিতে হয়, আর যে সকল চূর্ণীভূত দ্রব্য বা ঘৃত মধু প্রভৃতি, মোদক, খণ্ড, প্রাশ এবং অব্যালেহ সংজ্ঞক ঔষধের পাক শেষে ঔষধের সহিত মিশাইয়া পাককার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যের নাম প্রক্ষেপ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুষ্মাণ্ডকে ঔষধ কর্ম্মের উপযোগী করিয়া লইবার পূর্ব্বেই, খণ্ডামলকের প্রক্ষেপ দ্রব্য সকল চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুসারে উত্তম রূপে মিশাইয়া রাখিতে হইবে।

খণ্ডামলকের প্রক্ষেপ দ্রব্য—পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ১৬ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা; তালীশ পত্র, ধনিয়া দারুচিনি, তেজ পত্র, ছোট এলাচের দানা, নাগকেশর ফুলের কেশর এবং মুতা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুষ্মাণ্ড শস্য প্রস্তুতীকৃত হইলে এবং প্রক্ষেপের চূর্ণ মিশ্রীভূত হইলে, একখানি উপযুক্ত মেটে খুলীতে /২ দুই সের পরিমিত নিষ্কৃত্রিম গব্য ঘৃত রাখিয়া ধীরে ধীরে পাক করিবে। ঘৃত নিশ্চল এবং নিষ্ফেন হইলে তাহাতে /৬০ ছয় সের এক পোয়া কুষ্মাণ্ডশস্য দিয়া, তাড়ুকাটি দ্বারা অনবরত নাড়িতে থাকিবে। যেন খুলির তলদেশে ধরা না করে। কিছুক্ষণ নাড়িতে নাড়িতে ঘৃত অদৃশ্য হইয়া যাইবে। যখন আবার ঈষৎ ভ্রষ্ট কুষ্মাণ্ডের পাশে পাশে ঘৃত দেখা দিবে এবং ভর্জ্জিত কুষ্মাণ্ড মধুবর্ণ হইয়া উঠিবে তখন নামাইয়া রাখিবে।

তারপর যে কুমড়ার জল রাখিতে বলা হইয়াছে, সেই কুমড়ার জল /৪ সেরের সহিত /৪ চারি সের আমলকীর রস মিশাইয়া তাহাতে /৬.০ পোয়া ইক্ষুচিনি দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ভর্জ্জিত কুষ্মাণ্ড শস্য এবং চিনি মিশ্রিত কুমড়ার জল এবং আমলকীর রস একত্র করিয়া পুনর্ব্বার চুল্লীতে রাখিয়া মৃদু মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে হইবে। পাক কালে অনবরত তাড়ু দিয়া নাড়িবে। যখন জলীয়াংশ নিঃশেষ হইয়া যাইবে, পিণ্ডীভূত ঔষধের পাশে পাশে এবং তলদেশে আবার ঘৃত দেখা দিবে তখন নামাইয়া তাহাতে প্রক্ষেপ চূর্ণ দিয়া কিছুক্ষণ তাড়ু দিয়া ঘুঁটিয়া লইতে হইবে। সুশীতল হইলে তাহার সহিত /২ সের মধু মিশাইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে।

খণ্ডামলকের মাত্রা ½ অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। মুখে

নিঃক্ষেপ করিয়া চুষিয়া খাইয়া কিঞ্চিৎ জ্বাল দেওয়া অথচ উষ্ণ নহে এরূপ দুগ্ধ পান করিবে।

পিত্ত-শূলে, পিত্তোৎকট অন্যান্য শূল রোগে, অম্লপিত্ত রোগে এবং অম্লপিত্ত সম্ভব শূল রোগে খণ্ডামলকের ন্যায় সুফল প্রদ ঔষধ সুদুর্লভ। বিশেষতঃ যে শূল রোগে অসহ্য পেটের জ্বালা সমুপস্থিত হয়, সেই রোগে এই ঔষধ অতি প্রশস্ত।

অর্দ্ধ তোলা পরিমিত খণ্ডামলক মুখে রাখিয়া চুষিয়া চুষিয়া খাইলে অতিকষ্টকর কাস বেগ প্রশমিত হয়।

হৃচ্ছূলে খণ্ডামলক সুফল প্রদ ঔষধ। বিশেষতঃ যে হৃদয় শূলে জ্বালা বিদ্যমান থাকে সেই শূলে প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

সর্ব্বত্রই দিবসে দুইবার প্রয়োগ করা যায়। দুই তিন সপ্তাহ কাল সেবন করিতে হয়। তদূর্দ্ধকাল সেবন করিলেও কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু খণ্ডামলক একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ।

৭

বিষাণ ভস্মযোগ।

প্রথমতঃ তীক্ষ্ণধারা অস্ত্র দিয়া হরিণের বিষাণ অর্থাৎ শিং খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইবে। সেই খণ্ডখণ্ডীকৃত হরিণ শৃঙ্গ, প্রয়োজনানুসারে, ৵৹ আধপোয়া কি ৷৹ একপোয়া অথবা তদধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একটী নেটে হাঁড়িতে রাখিয়া, তাহার মুখ মেটে সরা দিয়া আচ্ছাদন করত, সরা ও হাঁড়ির সন্ধিস্থলে আঠাল মাটী দিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে। তারপর সেই হাঁড়ী চুল্লীতে রাখিয়া ৪ ঘণ্টাকাল তীব্রাগ্নিসন্তাপে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে হাঁড়ী চুলার উপরই রাখিয়া দিবে। তৎপর দিন হাঁড়ীর মুখ খুলিয়া অঙ্গরাবশেষ শৃঙ্গ বাহির করিয়া লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে। ইহারই নাম বিষাণ ভস্ম।

বিষাণ ভস্ম যোগ—রস সিন্দূর ১ রতি, অর্জ্জুন ছালের সূক্ষ্মচূর্ণ ৩ রতি এবং বিষাণ ভস্ম ৬ রতি একসঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইলে বিষাণ যোগ প্রস্তুত হইবে। প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ অতিক্রম না করিয়া, অধিক পরিমাণে মিশাইয়া রাখা যাইতে পারে। অর্থাৎ রসসিন্দূর ১ ভাগ অর্জ্জুন ছাল চূর্ণ ৩ ভাগ এবং বিষাণ ভস্ম ৬ ভাগ লইয়া একসঙ্গে মিশাইয়া রাখা যাইতে পারে। প্রয়োগকালে তাহা হইতে ১০ রতি পরিমিত চূর্ণ লইয়া গব্য ঘৃতের সহিত মাড়িয়া চাটিয়া খাইলে নিম্নলিখিত হৃচ্ছুল হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। দিবসে দুইবার সেবন করিতে হয়।

হৃদ্রোগ আর হৃচ্ছুল স্বতন্ত্র ব্যাধি। নবনী ফল বা পদ্মকলিকাকৃতি কোটর চতুষ্টয়ে বিভক্ত যে জীবরক্তাধার, বক্ষঃস্থলের মধ্যরেখার কিঞ্চিৎ-বামভাগে অবস্থিত রহিয়া অহরহ সর্ব্বশরীরে বিশুদ্ধ রক্ত প্রেরণ এবং অবিশুদ্ধ রক্তাদান কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে, সেই আশয়ের বিশেষ বিশেষ বিকৃতিকে হৃদ্রোগ বলে।

মুখকুহর হইতে যে অন্ননালী স্তনদ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থল হইতে অবতরণ করিয়া আমাশয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, তাহার অধঃপ্রান্তকে আমাশয় দ্বার বলে, সেই আমাশয়ের দ্বার, হৃন্মর্ম্ম নামক প্রসিদ্ধ সদ্যঃপ্রাণঘাতি-মর্ম্ম। সেই মর্ম্মস্থল ছিন্ন, ভিন্ন বা বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

প্রবৃদ্ধ বায়ু হৃন্মর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যে শূল উৎপাদন করে তাহার নাম হৃচ্ছূল। হৃন্মর্ম্মে বিদারণবৎ পীড়া এবং আহার গলাধঃকরণে কষ্টানুভূতি হৃচ্ছূলের বিশিষ্ট লক্ষণ। পিত্তান্বিত বায়ু হৃন্মর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, যদি শূলোৎপাদন করে, তাহা হইলে তৎপ্রদেশে জ্বালা অনুভূত হইতে থাকে। কফান্বিত বায়ু শূলোৎপাদন করিলে অন্যান্য যন্ত্রণার সহিত

বিবমিষা অর্থাৎ বমনেচ্ছা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। এই রোগের ঔষধ বিষাণভস্ম যোগের কথা সবিস্তারে বলা হইয়াছে।

নারিকেল খণ্ড।

নারিকেল শস্য অর্থাৎ নারিকেলের শাঁস এবং নারিকেলের জল এবং অপরাপর উপাদান লইয়া নারিকেল খণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমতঃ কিরূপ নারিকেলের শস্য লইয়া কিরূপ ভাবে ঔষধ কর্ম্মের উপযোগী করিয়া লইতে হয় এবং কিরূপ নারিকেলের জল গ্রহণ করা উচিত, তাহাই বলা যাইতেছে।

এদেশে তিন রকম বর্ণের নারিকেল ফল পাওয়া যায়। একপ্রকারের বর্ণ ঈষৎ লোহিত আর এক প্রকারের রং পাণ্ডু; অপর প্রকার হরিতচ্ছবি। সকল প্রকার সুপক্ক অর্থাৎ ঝুনা নারিকেলের শস্য লইয়া নারিকেল খণ্ড প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু পাণ্ডুচ্ছবি নারিকেলের শস্যই সুপ্রশস্ত। লোকে তাদৃশ নারিকেলকে শণ নারিকেল বলে।

নারিকেলের খোসা ছাড়াইয়া নারিকেলটী চাঁচিয়া ছুলিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। নতুবা কুরিবার সময় গুঁড়া পড়িয়া নারিকেল কোরার সহিত মিশিয়া যাইবে। পরিষ্কার করা নারিকেল দ্বিখণ্ড করিয়া, কোমল হস্তে কুরাণিদ্বারা কুরিয়া শাঁস গ্রহণ করিবে। পরে সেই নারিকেল কোরা দৃঢ় পরিষ্কৃত বস্ত্র খণ্ডে রাখিয়া নিঃশেষে দুগ্ধ শূন্য করিয়া লইতে হইবে। পরে, সেই নিপীড়িত শস্য সুধৌত শিলাতলে উত্তমরূপে পিশিয়া লইয়া রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুকাইয়া লইবে।

যে নারিকেলের শস্য বেশ কোমল থাকে, যাহা ডাব নারিকেল নামে প্রসিদ্ধ, তাহারই জলগ্রহণ করিতে হয়।

নারিকেল খণ্ডের পাক প্রণালী—ডাবের জল ১৬ ষোল সের, চিনি ⁄২ সের এবং দুগ্ধ ⁄২ দুই সের একসঙ্গে মিশাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহার সহিত ৩২ তোলা শুঁটের কাপড়ে ছাঁকা গুঁড়া মিশাইয়া রাখিতে হইবে।

একখানি মেটে খুলিতে ৪০ তোলা গব্য ঘৃত রাখিয়া ধীরে ধীরে পাক করত নিশ্চল ও নিষ্ফেন করিয়া, সেই ঘৃতে ৬৪ তোলা উক্ত প্রকারে প্রস্তুতীকৃত নারিকেল শস্য ভাজিয়া লইবে। বলা বাহুল্য যে নারিকেল শস্য ধরিয়া না যায় এইরূপে ভাজিতে হইবে। সেই মৃদু ভর্জ্জিত নারিকেল শস্যে ডাবের জল প্রভৃতি চারিখানি দ্রব্যের মিশ্রণ ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাককালে অনবরত তাড়ু দিয়া নাড়িতে হইবে। যখন দেখিবে যে জলীয়াংশ নিঃশেষ-প্রায় হইয়াছে এবং পক্বখণ্ডের আশে পাশে ঘি দেখা দিয়াছে, তখন নামাইয়া মিশ্রীভূত প্রক্ষেপ দ্রব্য দিয়া, তাড়ু দ্বারা কিছুক্ষণ নাড়িয়া মোদক বাঁধিবার উপযোগী করিয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে।

নারিকেল খণ্ডের প্রক্ষেপ দ্রব্য—সুচূর্ণীকৃত বংশ লোচন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগ-কেশরের রেণু, ধনিয়া, পিপুল, গজপিপুল এবং জীরা প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ ৪ তোলা। ঔষধ পাকের পূর্ব্বেই চূর্ণগুলি উত্তমরূপে মিশাইয়া রাখিতে হইবে। নারিকেল খণ্ডের মাত্রা ॥০ আধ তোলা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত। সর্ব্বপ্রকার শূল রোগে প্রযোজ্য।

শূল বর্জ্জিনী।

কর্জ্জলী ৮ তোলা, লৌহ ভস্ম ৪ তোলা, সোহাগার খৈ, শোধিত হিং, শুঁট চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ, হরীতকী, আমলকী এবং

বহেড়ার চূর্ণ, শটী চূর্ণ, দারুচিনি চূর্ণ, ছোট এলাচের দানা চূর্ণ, তেজপত্র চূর্ণ, তালীশপত্র চূর্ণ, জায়ফল চূর্ণ, লবঙ্গ চূর্ণ, যইন চূর্ণ, জীরা চূর্ণ এবং ধনিয়া চূর্ণ। প্রত্যেক চূর্ণের মাত্রা ১ তোলা।

প্রথমতঃ কজ্জলী প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যগুলি, প্রস্তরে বা প্রস্তর খল্লে রাখিয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া লইবে। মিশ্রীভূত চূর্ণ ছাগ দুগ্ধ যোগে উত্তমরূপে পেষণ করত ৫ রত্তি পরিমিত বটী বাঁধিয়া শুকাইয়া রাখিবে। শূল বর্জ্জিনী শূল রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রত্যহ একটী সজিনার ছালের রস সহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে।

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

একোনবিংশ অধ্যায়।

হৃদয় ক্ষেত্রের ব্যাধি।

হৃদয় ক্ষেত্র বা উরোগুহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। ১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ। হৃদয়ক্ষেত্রে জীবরক্তাশয় বা হৃৎপিণ্ড, শ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাস পরিত্যাগের আশয় * এবং হৃন্মর্ম্ম স্ব স্ব স্থানে সুস্থিত রহিয়া স্ব স্ব কার্য্য অহরহ সম্পাদন করিতেছে। উরোগুহার ঊর্দ্ধদেশ হইতে শ্বাস নাড়ী অবতরণ করত দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, ফুস্ ফুস্ দ্বয়ে সংযুক্ত হইয়াছে। কণ্ঠদেশ হইতে অন্ননাড়ী উরো গুহার মধ্য দিয়া অবতরণ করত আমাশয়ে সংযুক্ত হইয়াছে।

স্ব স্ব কারণে দোষ—বায়ু-পিত্ত কফ প্রদুষ্ট হইয়া হৃদয় ক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ স্থান সংশ্রয় করিয়া হৃচ্ছূল, হৃদ্রোগ, কাস, শ্বাস এবং যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। যক্ষ্মা যদিও সর্ব্বাঙ্গীন ব্যাধি তথাপি শ্বাস প্রশ্বাসাশয়ে অর্থাৎ ফুসফুস্ ক্ষেত্রে এই রোগের লক্ষণ সুব্যক্ত হয়।

হৃদয়ক্ষেত্রের ব্যাধিগণের মধ্যে হৃচ্ছূল অন্যতম ব্যাধি। শূলাধিকারে সেই রোগের সম্প্রাপ্তি প্রভৃতি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। এস্থলে হৃদ্রোগ এবং অপরাপর রোগের নিদানাদি তত্ত্ব সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

---

* কোন কোন আচার্য্য এই আশয়কে শ্লেষ্মাশয় নাম দিয়াছেন। ইহার আধুনিক চলিত নাম ফুস্ ফুস্। আমরা সর্ব্বত্রই ফুস্ফুস্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

হৃদ্রোগ।

কথিত আছে—"দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গতাঃ।
হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষ্যতে।"

রসোঽত্ররক্তং। কারণে কার্য্যোপচারঃ। জীবরক্তাশয়মুরঃ জ্ঞেয় মিতি প্রামাণ্য বচনাৎ প্রত্যক্ষ দর্শনাচ্চ॥

বিগুণ অর্থাৎ প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত এবং কফ হৃৎপিণ্ড আশ্রয় করিয়া তৎপ্রদেশে নানাবিধ বিকার উৎপাদন করে। সেই সকল বিকারের সাধারণ নাম হৃদ্রোগ।

আয়ুর্ব্বেদ মতে হৃদ্রোগ পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ এবং ক্রিমি-সম্ভব। অধুনা দুই প্রকার হৃদ্রোগে অনেককে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। প্রথম বাত বিকারজ, দ্বিতীয় ওজঃক্ষয় সম্ভব। সেই দুই প্রকার হৃদ্রোগের লক্ষণাদি তত্ত্ব এবং চিকিৎসা কৌশল এই গ্রন্থে লিখিত হইল। উভয় রোগ প্রশমক যে সকল ঔষধ লিখিত হইল সেই সকল ঔষধের গুণ-বীর্য্য প্রভাব বশতঃ যাবতীয় হৃদ্রোগ প্রশমিত হইতে পারে তবে ক্রিমিজ হৃদ্রোগে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয়।

সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগই কষ্টপ্রদ এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি। ইহার ন্যায় আশু মারাত্মক ব্যাধি নাই বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

প্রদুষ্ট বায়ুর প্রকোপ বৈচিত্র্য বশতঃ হৃৎপিণ্ডের কদাচিৎ ক্রিয়া বিকার ক্বচিদ্ বা নির্ম্মিতি বিকার উপস্থিত হয়। বায়ুর ভাববৈগুণ্য বশতঃ কখন হৃৎপিণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কখনও সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কখন বা হৃৎপিণ্ডের নির্ম্মিতি পেশী শ্লথ হইয়া পড়ে।

হৃৎপিণ্ডের নির্ম্মিতি বিকার ঘটিলে ক্রিয়াবিকার অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। ক্রিয়াবিকার ঘটিলে রক্তপ্রবাহ স্বভাবে প্রবাহিত ও প্রত্যাগত হইতে পারে না। কদাচিৎ দ্রুত বেগে, কদাচিৎ মন্দবেগে, কখন কখন বা রহিয়া রহিয়া রক্তস্রোতঃ,গত-প্রত্যাগত হইতে থাকে। করের অঙ্গুষ্ঠ মূলে যে ধমনী প্রবাহিত হইতেছে, সেই জীব সাক্ষিণী ধমনী কখন মন্দ বেগে, কখন দ্রুতবেগে কখন বা রহিয়া রহিয়া প্রবাহিত হয় অর্থাৎ চলিতে চলিতে কিছুক্ষণ বিরাম দিয়া আবার চলিতে থাকে।

হৃদয়ক্ষেত্রে যন্ত্রণানুভূতি, মনের অশান্তি, বিষণ্ণতা, সাময়িক শ্বাসকৃচ্ছ্রতা নিদ্রাল্পতা বা নিদ্রানাশ, আহারে অনিচ্ছা, নিদ্রাবস্থায় দুঃস্বপ্ন দর্শন, অকারণে চমকে উঠা এবং কখন কখন বাগ্‌বিন্যাসে কষ্টানুভূতি প্রভৃতি হৃদ্রোগের সামান্য লক্ষণ।

ওজঃক্ষয় জন্য হৃদ্রোগ উপস্থিত হইলে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শরীর লাবণ্য ভ্রষ্ট হয়, মনঃ সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তাকুল হয়, রোগী অকারণে ভীত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার বাধা উপস্থিত হয়।

সর্ব্বরোগে দোষ দূষ্যের প্রকোপ বৈচিত্র্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চিকিৎসা করা উচিত। যাহা সকল রোগে করিতে হয়, হৃদ্রোগেও তাহা অবশ্য করণীয়। কিন্তু নিম্ন লিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করিলে হৃদ্‌রোগ চিকিৎসায় প্রায়শঃ ব্যর্থমনোরথ হইতে হয় না।

(ক)

অশ্বাগন্ধার মূল তদভাবে সর্ব্বাবয়ব, অর্জ্জুনছাল, শ্বেত বলা অর্থাৎ সাদা বেড়েলার মূল, যষ্টিমধু এবং অনন্ত মূল। এই দ্রব্য পঞ্চকের প্রত্যেক দ্রব্য ৪০ রতি পরিমাণে গ্রহণ করিয়া এক সঙ্গে উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে। তার পর ৷৷৹ আধ সের নির্ম্মল জল সহ মৃৎপাত্রে কাঠের

জ্বালে ধীরে ধীরে পাক করিতে হইবে। ৵৹ আধ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইরা রাখিবে। শীতল হইলে ছাঁকিয়া পান করিবে।

অশ্বগন্ধা কাঁচা লওয়াই শাস্ত্রীয় বিধান। অসদ্ভাব হইলে শুষ্ক অথচ টাট্‌কা লইয়া কষায় প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বেড়েলাকে কোন স্থানের লোকে বার্‌কলি বলে।

হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই যদি অশ্বগন্ধাদি কষায় কিছুদিন সেবন করা হয়, তাহা হইলে রোগ প্রশমনের জন্য ঔষধান্তরের প্রয়োজন হয় না। প্রবৃদ্ধ হৃদ্রোগও এই কষায় পানে প্রশমিত হয়

(খ)

হৃদ্রোগে যদি পায়ে শোথ দেখা দেয়। তাহা হইলে অশ্বাগন্ধা প্রভৃতি পাচখানি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য ৪০ রতি লইয়া তাহার সহিত কাঁচা শাদা পুনর্নবা ২ তোলা যোগ দিয়া উক্ত নিয়মে কষায় প্রস্তুত করিবে। জল বেশী দিতে হইবে না, শেষও ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া। শাদা পুনর্নবার একান্ত অভাব হইলে, লাল পুনর্নবা দিতে হয়।

পাদশোথ প্রবৃদ্ধ হইলে, ৪।৫ রতি নবায়স লৌহ।০ এক শিকি ঘৃত ও ॥০ অর্দ্ধতোলা মধুর সহিত মাড়িয়া উক্ত কষায়ের কিয়দংশ দিয়া গুলিয়া খাইয়া অবশিষ্ট অংশ পান করিবে।

(গ)

হৃদ্রোগের সহিত মাথা ঘোরা উপস্থিত হইলে প্রাতঃকালে (ক) চিহ্নিত কষায় পান করিয়া অপরাহ্ণে শতমূল, বেড়েলার এবং দ্রাক্ষার সহিত ক্ষীর পাক করিয়া (ভ্রমরোগাধিকারে দেখ) পান করিলে বিশেষ সুফল লাভ হয়।

(ঘ)

অর্জ্জুন ঘৃত

পুরাতন গব্যঘৃত, তদভাবে নূতন বিশুদ্ধ গব্যঘৃত /৪ সের, একখানি উপযুক্ত সুদৃঢ় মৃৎকটাহে রাখিয়া, মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। ঘৃত নিশ্চল নিষ্ফেন এবং নিঃশব্দ হইলেই, ধূমোদ্গীরণের পূর্ব্বেই, নামাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া আসিলে তাহাতে ৮ আট তোলা হলুদের রস প্রক্ষেপ দিতে হইবে।

সুকুট্টিত অর্জ্জুন ছাল /১ এক সের সেই ঘৃতে দিয়া /৪ সের জল সহ পাক করত কিঞ্চিৎ জল শেষ থাকিতে নামাইয়া মেটে হাঁড়ীতে সযত্নে রাখিয়া দিবে।

তিনদিন পরে সেই সকল্ক ঘৃত অর্জ্জুন ছালের ক্বাথের সহিত অতি সাবধানে মৃদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। ক্বাথ ঘনতর হইয়া আসিলে, পাক পাত্রের তলদেশে ধরা করিতে থাকে, তজ্জন্য অনবরত খুন্তীদ্বারা খুলীর তলভাগ সাবধানে পরিষ্কার রাখিতে হয়। অল্পক্বাথ অবশেষ থাকিতে কল্ক ছাঁকিয়া পরিত্যাগ করত, পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে পাক করিবে। অন্যান্য তৈল ও ঘৃতের কিট্ট অর্থাৎ অধঃপতিত কা'ট পাকশেষে, অঙ্গুলিদ্বয়ের অভ্যন্তরে রাখিয়া পাক দিলে বর্ত্তির আকারে পরিণত হয়, এই ঘৃতের অধঃ-পতিত কা'ট সেরূপ হয় না, পাকশেষে অর্থাৎ জলীয়াংশ সম্যক্ নিঃশেষ হইলেও কা'ট্ চিটাগুড়ের ন্যায় তরল রহিয়া যায়। তজ্জন্য পাক আসন্ন হইয়া আসিয়াছে বুঝিলে, কা'ট কাপড়ের বর্ত্তিতে মাখাইয়া দীপ শিখায় ধরিয়া পরীক্ষা করিবে। যখন দীপ শিখায় কা'ট্ মাখান বর্ত্তি ধরিলে চট্পট্ শব্দ শ্রুত হইবে না, তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া রাখিতে হইবে। বরং একটু চট্পট্ শব্দ থাকিতে

নামাইয়া রাখা ভাল। ঘৃতের সন্তাপ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জলীয়াংশ সম্যক্ নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ঘৃত তরল থাকিতে থাকিতে কা'ট্ হইতে পৃথক্ করিয়া লইবে।

ক্কাথ বিধি—/৮ আট সের অৰ্জ্জুন ছাল উদূখলে উত্তমরূপে কুটিয়া লইয়া ১৷৷৪ এক মণ চব্বিশ সের জল সহ পাক করত, ৷৬ ষোল সের শেষ থাকিতে নামাইয়া নিপীড়ন করত জলীয়াংশ নিঃশেষে ছাঁকিয়া লইবে।

প্রয়োজন বুঝিয়া অৰ্দ্ধ বা সিকি মাত্রায় ঘৃত পাক করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অৰ্জ্জুন ঘৃতের মাত্রা ½ অৰ্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। উষ্ণ গোদুগ্ধে গুলিয়া পান করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত অশ্বগন্ধাদি কষায়ের কিয়দংশের সহিত গুলিয়া পান করত অবশিষ্ট ক্কাথ পান করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

যদি হৃদ্রোগগ্রস্ত রোগীর অম্লপিত্ত রোগ থাকে তাহা হইলে অবশ্যই দশাঙ্গ কষায়ে ।০ এক সিকি উক্ত ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। দশাঙ্গ কষায় অম্লপিত্ত অধিকারে দেখ!

(৬)

রসরাজ রস।

কেয়াফুলের অভ্যন্তরস্থ গুঁড়ার ন্যায় সুচূর্ণিত রসসিন্দূর ৮ ভরি, লৌহ ভস্ম ২ ভরি, স্বর্ণ ভস্ম ১ ভরি, এই দ্রব্যত্রয় একখানি প্রশস্ত খল্লে একসঙ্গে মিশাইয়া ঘৃত কুমারীর রসের সঙ্গে নুড়ী দিয়া মৰ্দ্দন করত ছায়ায় রাখিয়া দিবে। শুষ্ক হইলে গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত, লৌহ ভস্ম, রৌপ্যভস্ম, বঙ্গ ভস্ম, অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ, লবঙ্গ চূর্ণ, জৈত্রী চূর্ণ এবং ক্ষীর-

কাকোলী চূর্ণ, এই সাত প্রকার দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য ½ অর্দ্ধ তোলা মিশাইয়া কিছুক্ষণ মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর কাকমাচীর রসের সহিত মাড়িয়া বটী বাঁধিবার উপযোগী করিয়া লইয়া ৪ রতি পরিমাণে বড়ী বাঁধিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে।

রসরাজ রস নানাবিধ বাত বিকারের পরমৌষধ। বিশেষতঃ শিরোগত বাত বিকারের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। বহুস্থলে প্রয়োগ করিয়া ইহার হৃদ্রোগ প্রশমনী শক্তি উপলব্ধি করিয়া ঔষধটী হৃদ্রোগ অধিকারে সন্নিবেশ করা গেল। বল্কাত্থ ও ইক্ষুচিনি যোগে সচরাচর প্রয়োগ করা হয়। বিবেচনা পূর্ব্বক অন্যান্য দ্রবযোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অভ্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, বঙ্গ এবং রসসিন্দূর এই কয়খানি রসরাজ রসের ধাতব উপাদান। এই সকল দ্রব্য অপর বহুপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। অভ্র প্রভৃতিকে অণূভূত করিয়া অন্তর্বাহ ক্রিয়ার উপযোগী করিয়া না লইলে ঔষধ কর্ম্মের উপযোগী হয় না। তজ্জন্য এইস্থলে স্বর্ণাদি ধাতুর ভস্ম প্রণালী এবং রসসিন্দূর প্রস্তুতি-বিধি সংক্ষেপে বলা হইল। অভ্র ভস্মের প্রণালী পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

১

স্বর্ণ—স্বর্ণ ভস্ম।

যে সকল ধাতুতে অপর কোন ধাতুর অথবা অন্য কোন অধাতব পদার্থের মিশ্রণ না থাকে তাহার নাম রূঢ় ধাতু। স্বর্ণ শ্রেষ্ঠতম রূঢ় ধাতু। নিঃশেষে ভস্মীভূত হইলে উৎকৃষ্ট ভৈষজ্য দ্রব্যে পরিণত হয়। নিঃশেষে মারিত সুবর্ণ উচিত মাত্রায় সেবন করিলে ধী-ধৃতি-স্মৃতি সংবর্দ্ধিত হয় এবং শরীর পুষ্ট ও লাবণ্যযুক্ত হইয়া উঠে। স্বর্ণ ভস্ম বহু ঔষধের অন্যতম উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শোধিত সুবর্ণ-পত্র—সোণার পাত, যথা বিধানে ভস্ম করিলে অন্তর্ব্বাহ ক্রিয়ার উপযোগী হয় অর্থাৎ উদরস্থ স্বর্ণভস্ম পাচকরসে দ্রবীভূত হইয়া রস রক্ত বহ স্রোতঃ সকলের অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া সংক্রমণ করত রস-রক্তাদির সহিত মিশিয়া সর্ব্বশরীরে প্রসর্পিত হয়, তারপর স্বকীয় গুণ-বীর্য্য প্রভাব প্রকাশ করে। অসম্যক্ মারিত সুবর্ণ রস-রক্ত বহ-স্রোতের অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া সংক্রমণ করিতে পারে না, সেরূপ স্বর্ণ কোষ্ঠেই রহিয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। তজ্জন্য সেব্যমান স্বর্ণের উপকারিতা পাওয়া যায় না। স্বর্ণকে যথা সম্ভব অণূভূত করিয়া ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করা উচিত।

স্বর্ণ-ভস্ম করিবার ক্রিয়া ক্রম।

প্রথমতঃ বিশুদ্ধ স্বর্ণ—খাঁটি সোণা অঙ্গারাগ্নিতে পোড়াইয়া নেহাইর উপর রাখিয়া হাতুড়ি দিয়া পিটিয়া পিটিয়া অতিসূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করিতে হইবে। এরূপ পাত করিতে হইবে যেন, তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা অনায়াসেই ভেদ করা যায়। কাজটা সেকরা দ্বারা করাইয়া লওয়াই সুবিধা। বিশুদ্ধ চীনের পান্নার পাত লইয়া কাজ করাই সুবিধা। সোণার পাত কাঁচি দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া সর্ব্বাদৌ শোধন করিতে হয়।

শোধন-প্রণালী—পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটী অধাতব আধারে, তিলতৈল, তক্র, গাভীমূত্র, কাঁজি এবং কুলথ কলাইয়ের কাপড়ে ছাঁকা ক্বাথ এই পাঁচ প্রকার দ্রব সজ্জা করিয়া রাখিবে। তারপর সোণার পাত পোড়াইয়া অগ্নিবর্ণ করিয়া প্রত্যেক দ্রব্যে তিন তিন বার নিঃক্ষেপ করিবে। তারপর সমল পত্রগুলি অঙ্গারাগ্নিতে পোড়াইয়া নির্ম্মল করিয়া লইবে। সেই শোধিত স্বর্ণপত্র, ধারাল কাঁচি দিয়া যতদূর সম্ভবপর, ততদূর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া লইবে।

জারণ-প্রণালী—শোধিত কর্ত্তিত স্বর্ণ, যতটুকু লওয়া হইয়া থাকে, তাহা একখানি সুদৃঢ় পাথরে বা পাথরের খলে রাখিয়া তাহার দ্বিগুণ পরিমিত শোধিত পারদ দিয়া, কিঞ্চিৎ নেবুর রসযোগে সুদৃঢ় প্রস্তরের নুড়ী দিয়া মর্দ্দন করিবে। দৃঢ় করে তিন ঘণ্টাকাল মর্দ্দন করিলে সোণা ও পারা একীভূত হইয়া যাইবে। তখন অল্প জল দিয়া মর্দ্দন করত একত্র গুছাইয়া লইয়া নির্ম্মল জল দিয়া প্রক্ষালন করিয়া ক্ষয়িত প্রস্তরাংশ পরিত্যাগ করিবে। তারপরও নেবুর রসযোগে আরও কিছুক্ষণ, অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল, মাড়িতে হইবে। মাড়িতে মাড়িতে যদি স্বর্ণ পারদের মিশ্রণ চূর্ণীভূত হয়, তাহা হইলে আরও একটু পারা যোগ করিয়া মাড়িবে। এইরূপে গড়ে বার ঘণ্টাকাল মাড়া হইলে জলে ধুইয়া মলশূন্য করিয়া গোলক বাধিয়া শুকাইয়া লইবে।

উক্ত গোলকের তুল্য পরিমিত শোধিত আমলাসাগন্ধকচূর্ণ, গোলকের সহিত মিশাইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হইবে। কজ্জলী কজ্জলাভা হইলে, ঘৃতকুমারীর স্বরসের সহিত মাড়িয়া পুনরপি একটী গোলক বাধিবে।

দুইখানি তুল্য আয়তনের মাটীর খুরী লইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া লইবে। উভয় খুরীর মুখ ঘসিয়া ঘসিয়া এরূপ করিয়া লইতে হইবে, একখানির উপর আর একখানি রাখিলে একটুও যেন ফাক না থাকে। তারপর একখানি খুরীতে উক্ত গোলকটী রাখিয়া অপরখানি দ্বারা আচ্ছাদন করত সূতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তৎপর আটাল মাটীর কাদা দিয়া ১ আঙুল কি ১॥০ আঙুল পুরু লেপ দিবে। লেপ যেন সর্ব্বত্র সমান পুরু হয়। লেপের উপর পঙ্কলিপ্ত একখানি কাপড়ের টুকুরা বেষ্টন করিয়া দিয়া তদুপরি আরও কিছু কাদার লেপ দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

কথিত আছে—"ত্রিংশদ্‌বনোপলৈর্দ্দত্যাৎ পুটান্যেব চতুর্দ্দশ"।

অর্থাৎ ত্রিশখানি বনোপল দিয়া চৌদ্দবার পুট দিবে। উপদেশটা বড় দুর্ব্বোধ্য। কারণ, বনোপল বা আরণ্যোপল কাহাকে বলে? স্বচ্ছন্দ চর গোগণের পরিত্যক্ত পুরীষ শুষ্ক হইলে তাহাকে যদি বনোপল বলা যায়, তাহা হইলে ত্রিশখানির পরিমাণ স্থির করা যায় না। যেহেতু তাদৃশ ঘুঁটে কদাচ এক রকম হয় না, ছোট বড় অবশ্যই হয়। তাদৃশ ছোট বড় ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত গর্ত্তে পুট দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ স্বর্ণ, পারা গন্ধক সম্যক্ পরিমুক্ত হয় না; অপরিষ্কার অবস্থায় রহিয়া যায়।

সার্দ্ধহস্ত অর্থাৎ দেড়হাত গভীর একহাত ব্যাস ও তিনহাত পরিধি বিশিষ্ট ভূমিতলে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া শুকাইয়া লইবে। তাহার অর্দ্ধাংশ শুষ্ক ঘুটে দিয়া পুরাইয়া কিঞ্চিৎ চাপিয়া দিবে। তাহার মধ্যস্থলে লিপ্ত শুষ্ক মূষাটী স্থাপন করত অগ্নি সংযোগ করিয়া গর্ত্তের অবশিষ্টাংশ ঘুঁটে দিয়া পুরাইয়া দিবে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে এবং যন্ত্রটী জুড়াইয়া গেলে, মূষার অভ্যন্তরস্থ চুর্ণীভূত স্বর্ণ সাবধানে বাহির করিয়া লইবে। পুনর্ব্বার সেই স্বর্ণের দ্বিগুণ গন্ধক চুর্ণের সহিত, তাহা মাড়িয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করত গোলক বাধিয়া পূর্ব্ববৎ লেপ দিয়া শুষ্ক করত উক্ত প্রকারে পুট দিবে। এইরূপে গন্ধকযোগে স্বর্ণ মাড়িয়া পূর্ব্ববৎ আরও বারটী পুট দিতে হইবে। চৌদ্দ পুটে স্বর্ণ ধাতু অণূভূত হইয়া ঔষধ কর্ম্মের উপযোগী হয়।

(খ)

রৌপ্যভস্ম

সুবর্ণের পাত করিয়া যেরূপ শোধন করত, পাতগুলি যেরূপ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া লইতে হয়, বিশুদ্ধ রৌপ্যের পাতও সেইরূপে শোধন করিয়া কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইতে হইবে। তবে সোণার পাত যত সূক্ষ্ম

করিয়া কাটিয়া লইতে হয়, রূপার পাত তাদৃশ সূক্ষ্ম করিবার আবশ্যকতা নাই।

যে পরিমিত রূপার পাত জারিবার জন্য লওয়া হইয়া থাকে, তাহার তুল্য পরিমিত, হেমন্ত বা শীত ঋতুতে উদ্ধৃত কর্ত্তিত শুষ্কীকৃত হলুদচুর্ণ, হলুদচুর্ণের তুল্য পরিমিত গন্ধকচুর্ণ এবং তত্তুল্য পাটনাই সিদ্ধিচুর্ণ এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া রাখিবে।

একখানি নূতন বা সুপরিষ্কৃত পুরাতন চট্ কাটিয়া, চব্বিশ আঙুল দীর্ঘ এবং বার আঙুল প্রস্থ একখানা ফালি লইয়া, তদুপরি উক্ত মিশ্রিত চূর্ণের অর্দ্ধভাগ বিছাইয়া দিবে। চটের প্রস্থদেশের উভয় পার্শ্ব যেন খালি থাকে। অর্থাৎ চটের ফালির মধ্যস্থলে ছয় আঙুল মাপে গুঁড়া বিছাইয়া দিতে হইবে। তারপর কর্ত্তিত রূপার পাতগুলি বিন্যাস করিয়া দিয়া অবশিষ্ট চূর্ণ দিয়া আচ্ছাদন করিয়া দিতে হইবে! চুর্ণের বাহিরে যেন রূপার টুকুরা না থাকে। যেখানা থাকিবে সেখানা ভস্ম হইবে না।

এই সকল কাজ করা হইলে চটের ফালির এক প্রান্তের উভয় পার্শ্ব দুই হাতের অঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া সাবধানে জড়াইয়া জড়াইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করত তাহার দুই প্রান্তে এবং মধ্যস্থলে সূতা দিয়া বাঁধিয়া দিবে। তাহা হইলে বর্ত্তিটী এলাইয়া যাইবে না।

একখানি টালির উপর দুই খণ্ড লৌহ রাখিয়া তদুপরি বর্ত্তি স্থাপন করত, বর্ত্তির উভয় প্রান্তে একটু একটু কেরোসিন তেল ঢালিয়া দিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া বাতাসে রাখিয়া দিবে।

যখন দেখিবে যে, বর্ত্তিটী পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া শীতল হইয়াছে, তখন পাখার বাতাস ও ফুৎকার দিয়া ছাইগুলি উড়াইয়া দিবে। ভস্মীভূত রূপার টুকুরাগুলি সংগ্রহ করত পরিষ্কার জলে ধুইয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া

রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। তারপর পরিষ্কার লোহার খলে লৌহ দণ্ডদ্বারা মাড়িয়া কজ্জলোপম করিয়া লইতে হইবে।

(গ)

বঙ্গভস্ম

বঙ্গের অপর নাম রঙ্গ। চলিত নাম রাং। বঙ্গও অন্যতম রূঢ় ধাতু। বাজারে চতুষ্কোণ খুরীর আকারে যে রাং পাওয়া যায়, অন্য কোন প্রকার বিশুদ্ধ রাং না পাইলে তাহাই শোধন করিয়া ভস্ম করিবে।

বঙ্গ-শোধন প্রণালী—স্বর্ণ-রৌপ্য যে প্রণালীতে দ্রব পঞ্চকে শোধন করিতে হয়, বঙ্গ-শোধনের নিয়মও সেইরূপ। বিশেষ এই যে, স্বর্ণ প্রভৃতি তপ্ত করিয়া তৈলাদিতে তিন তিন বার নিষেক করিয়া লইতে হয়, রাং গলাইয়া উক্ত দ্রব পঞ্চকে পর্য্যায় ক্রমে তিন তিনবার ঢালিয়া দিতে হয়। আর সর্ব্বশেষে গলিত রাং অর্কদুগ্ধে অভাবে অর্কমূলের ক্বাথে, আবার দ্রব করিয়া ঢালিতে হইবে এইরূপে তিনবার গলাইয়া তিনবার অর্কদুগ্ধে অর্থাৎ আকন্দের আঠার অথবা অর্কমূলের ক্বাথে তিনবার নিষেক করিয়া লইলে বঙ্গ সর্ব্বদোষ বিনির্মুক্ত হয়।

শোধন করার পর বঙ্গ হইতে বিযুক্ত বিবর্ণ যে সকল অপপদার্থ বঙ্গের আশে পাশে গুড়া গুড়া হইয়া রহিবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল বঙ্গ ধাতু মারণার্থ গ্রহণ করিবে।

শোধিত সুপরিষ্কৃত বঙ্গ, পুনরপি মৃৎকটাহে রাখিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করত কাঠের জ্বাল দিয়া দ্রব করিবে। সেই দ্রবীভূত বঙ্গের উপর একটু একটু সোরার গুড়া ছড়াইয়া দিবে এবং একখানি লোহার পরিষ্কার হাতা দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিবে। কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে দেখা যাইবে যে, কতক বঙ্গ ভস্মীভূত হইয়া দ্রবীভূত বঙ্গ হইতে বিযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

তখন অবশিষ্ট দ্রবীভূত বঙ্গের উপর আরও একটু একটু সোরার গুড়া ছড়াইয়া দিয়া অনবরত হাতা দিয়া সঞ্চালন করিবে। কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে সমুদয় বঙ্গ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। একপোয়া বঙ্গভস্ম করিতে মাত্র ২½ আড়াই তোলা সোরার প্রয়োজন হয়। তদপেক্ষা অধিক দিবে না। বঙ্গভস্ম হইয়া গেলে হাতার দ্বারা গুছাইয়া কটাহের মধ্যস্থলে স্তুপীকৃত করিয়া একখানি অচ্ছিদ্র শরা দিয়া ঢাকা দিবে। তারপর কিছুক্ষণ তীব্র জ্বাল দিতে হইবে। তদনন্তর কটাহ নামাইয়া রাখিবে। মৃত বঙ্গ শীতল হইলে একখানি সুদৃঢ় প্রস্তর ভাজনে রাখিয়া কিঞ্চিৎ জল দিয়া সুদৃঢ় নুড়ী দিয়া কিছুক্ষণ মর্দ্দন করিবে। তারপর জলে গুলিয়া পরিষ্কৃত পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া একখানি অধাতব গামলায় রাখিবা দিবে। বঙ্গ অধঃপতিত হইলে উপরের জল ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিবে। পুনরপি আর ২।৩ বার ঐরূপে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে।

(ঘ)

লৌহ-লৌহভস্ম।

মুনীন্দ্র নাগার্জ্জুন স্বকীয় তন্ত্রে মাণ্ডূর, মাণ্ডূক, সারলোহ, মধ্যসার লোহ, স্থূলসার লোহ, চক্রমর্দ্দ লোহ, বন্ধ লোহ, বজ্র লোহ, সুরায়স, কলিঙ্গ, ভদ্র লোহ, গরলস্থিত লোহ, বজ্র, পাণ্ডি নিরবা, অর্ব্বুদক, কান্ত এবং কুলিশ এই অষ্টাদশ প্রকার লৌহের নাম, লক্ষণ এবং গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে অধুনা বজ্র ও কান্ত লৌহই সুপরিচিত। তদুভয়ের মধ্যে কান্ত লোহ সুলভ নহে বটে কিন্তু একান্ত দুর্ল্লভ নহে। বজ্র লৌহই সুলভ। তজ্জন্য আধুনিক চিকিৎসকেরা বজ্র লৌহ ভস্ম করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিতেছেন। বজ্রলৌহ ভস্মও ঔষধ কর্ম্মের সম্যক্ উপযোগী।

বজ্রলৌহের চলিত নাম ইস্পাত। কোন কোন স্থানের লৌহ শিল্পী

কামারেরা ইস্পাতকে পোলাদ বলে। ইংরেজী নাম steel ষ্টিল্। বলাবাহুল্য যে, জাত্যুৎকৃষ্ট অর্থাৎ বিশুদ্ধ বজ্রলৌহ ভস্মকরণার্থ ব্যবহার করিতে হয়। বাজারে যে চিল্‌মার্কা রেত্ (উখা) বিক্রীত হয়, তাহা বিশুদ্ধ ইস্‌পাত নির্ম্মিত। কাজ করিতে করিতে রেত্ বা উখা অকর্ম্মণ্য হইলে পুরাতন লৌহ বিক্রেতারা ক্রয় করিরা আনিয়া বিক্রয় করে, তজ্জন্য উহা সুলভে পওয়া যায়।

চিল্‌মার্কা রেত্ অথবা অন্যপ্রকার বিশুদ্ধ ইস্‌পাত কর্ম্মকার শালায় অথবা আইরন্ ফাউণ্ডারিতে লইয়া পাত প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। যতদূর সম্ভবপর হয়, তত পাতলা পাত করাইয়া খণ্ডশঃ বিভাগ করাইয়া লইবে। তদনন্তর সেই পাতগুলি স্বর্ণপত্র শোধনের নিয়মানুসারে, পোড়াইয়া পোড়াইয়া তৈলাদি দ্রব পঞ্চকে তিন তিন বার নিষেক করিয়া লইতে হইবে। সর্ব্বশেষে উক্তরূপে শোধিত, সমস্ত পত্রগুলি ভস্ত্রাযন্ত্রের অঙ্গারাগ্নিতে অগ্নিবর্ণ করিয়া, শাঁড়াশি দ্বারা এক এক খানি ধরিয়া কদলী কন্দ নীরে মগ্ন করত তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া স্বতন্ত্র রাখিবে। এইরূপ করিলে পাতগুলি ভঙ্গ প্রবণ অর্থাৎ চূর্ণনীয় হইবে।

কদলীকন্দনীর অর্থাৎ কলার এঠের জল যেমন লৌহপত্র শোধনের জন্য প্রয়োজন হয় সেইরূপ অন্যান্য ঔষধ কর্ম্মেও প্রয়োজন হয়। তজ্জন্য এই স্থলেই কদলীকন্দ নির্য্যাস গ্রহণের উপায় লিখিত হইল।

যে গাছে কলা ফলিয়া রহিয়াছে, সেই গাছ, কন্দের অর্থাৎ মূলের বা এঠের উপরিতন দেশ হইতে ছেদ করিয়া, কন্দের উর্দ্ধভাগ সমান করিয়া কাটিয়া উপযুক্ত অস্ত্র দ্বারা কন্দাভ্যন্তরে গর্ত্ত করিতে হইবে। গর্ত্তের সকল পাশে ২ বা ২৷৷০ আঙ্গুল পুরু কন্দ রাখিয়া দিবে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কাজ করিয়া, গর্ত্তটী আচ্ছাদন করত রাখিয়া দিবে। প্রাতঃকালে দেখিবে যে, গর্ত্তটী জল পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আবশ্যক

খুঝিয়া ২।৪টী গাছের এঠেতে ঐরূপে গর্ত্ত করিয়া রাখিলে প্রভূত জল পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে গৃহীত জলের নামই কদলীকন্দ নির্য্যাস। কদলীকন্দ ঘৃত এবং হিমসাগর তৈল প্রস্তুত করিতে কদলীকন্দ নির্য্যাসের প্রয়োজন হয়। অতঃপর প্রস্তুত বিষয় বলা যা'ক।

যথাবিধানে কদলী কন্দ নির্য্যাসে নিষিক্ত লৌহ পত্রগুলি, লৌহ নির্ম্মিত খলে লৌহ মুদ্গর দ্বারা যথাসম্ভব চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে। তারপর লৌহ চূর্ণের তুল্য পরিমিত আঠীবাদ হরীতকী ও তুল্য পরিমিত আমলকী এবং সেই ওজনের আটীবাদ বহেড়া লইয়া, সমবেত ত্রিফালার আটগুণ জল সহ, ত্রিফলা পাক করত চারিভাগের একভাগ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই বস্ত্রপূত ত্রিফলার কাথে লোহার চূরগুলি একটী প্রশস্ত মৃৎপাত্রে রাখিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। কাথ সম্যক্ শুষ্ক হইলে, লৌহ চূর্ণসকল একখানি সুদৃঢ় সুপরিষ্কৃত মৃৎকটাহে রাখিয়া তীব্রাগ্নি সন্তাপে পাক করিতে হইবে। সম্যক্ দগ্ধ হইলে একটী প্রশস্ত প্রস্তর ভাজনে (খোরায়) রাখিয়া সদ্যঃ আহৃত গোমূত্র দিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। যে ভাজনে লৌহচুর গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, যদি বাতাসে তাহাতে ধূলি বালি প্রভৃতি উড়িয়া পড়িবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে পাত্রের মুখ উন্মুক্ত রাখাই ভাল। তাদৃশ ঘটনার সম্ভাবনা থাকিলে দিবাভাগে মুখ ঢাকিয়া রৌদ্রে রাখিবে। প্রত্যহই একটী শলাকা দিয়া গোমূত্র সিক্ত লৌহ চূর্ণ গুলি সঞ্চালন করত ওলট্ পালট করিয়া অর্থাৎ তলের চূর্ণ উপরি এবং উপরের চূর্ণ তলদেশে স্থাপন করিবে। বাতাস না লাগিলে লৌহ জীর্ণ হইতে কাল বিলম্ব ঘটে। এইরূপে গোমূত্রে চারি পাঁচ বার লৌহচূর্ণ মগ্ন করত শুকাইয়া লইয়া, সেই চূর্ণ একখানি মৃৎ কটাহে রাখিয়া তীব্রাগ্নি সন্তাপে পাক করিয়া লইবে। তারপর সেই লোহার চূর লৌহ খলে লৌহ মূষলিকা দ্বারা জীর্ণাংশ বাহির করিয়া

অতি সূক্ষ্ম লোহার তারের চালুনি দ্বারা ছাঁকিয়া পৃথক্ করিয়া স্বতন্ত্র প্রস্তর ভাজনে গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। অজীর্ণ লোহার চূরও আর একটী স্বতন্ত্র ভাজনে গোমূত্রে মগ্ন করিয়া রাখিবে।

চালুনি দিয়া ছাঁকা গোমূত্রে সিক্ত লোহার চূর্ণ ৷৷৹ আধ সের বা তদধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইলে সেই সিক্ত চূর্ণ শুকাইয়া লোহার খলে মাড়িয়া মৃৎকটাহে পাক করিবে। অগ্নিবর্ণ হইলে নামাইয়া রাখিবে। পাক কালে লৌহ শলাকা দ্বারা পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দিতে হইবে।

উক্ত প্রকারের লৌহ চূর্ণের দশভাগের একভাগ হিঙ্গুল একখানি লোহার খলে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত লৌহ চূর্ণ মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর স্বরসের সহিত বহুক্ষণ মাড়িয়া একটা গোলক বাঁধিবে। গোলকটী একটা মৃন্ময় ঘটে রাখিয়া তাহার মুখ আচ্ছাদন করত দুই আঙ্গুল পুরু আটাল মাটীর কাদার লেপ দিবে। লেপ শুকাইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে পাক করিতে হইবে। এইরূপে সাতবার হিঙ্গুল যোগে পাক করিলে লৌহ ভস্মীভূত হইয়া ঔষধ কর্ম্মের উপযোগী হইবে।

পুট পাকের প্রণালী—ভূমিতলে দুইহাত পরিমিত গভীর ১৷৹ দেড় হাত ব্যাস ও কিঞ্চিদধিক ৪৷৹ সাড়ে চারি হাত পরিধি বিশিষ্ট একটী গোলাকার গর্ত্ত খনন করিবে। গর্ত্তটী শুষ্ক হইলে, তাহার অর্দ্ধোদর, শুষ্ক ঘুঁটে দিয়া পূর্ণ করত চাপিয়া দিবে। চাপিয়া দেওয়ার পরই যেন গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ ঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ থাকে। তদনন্তর উক্ত লিপ্ত ঘটটী মধ্যস্থলে বসাইয়া অগ্নি সংযোগ করত গর্ত্তের অবশিষ্ট অংশ ঘুঁটে দিয়া পুরাইয়া দিবে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, ঘটটী উঠাইয়া পুটিত লৌহ বাহির করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করত পূর্ব্ববৎ হিঙ্গুল ও ঘৃত কুমারী রসে মাড়িয়া উক্তপ্রকারে পুট দিবে। এইরূপে সাতবার পোড়াইয়া লইতে হইবে।

অমৃতী করণ—একখানি সুপরিষ্কৃত লৌহ কটাহে লৌহ ভস্ম রাখিয়া তাহার তুল্যপরিমিত বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের সহিত মিশাইয়া তীব্রজ্বালে পাক করিবে। ঘৃত জীর্ণ হইয়া লৌহ চূর্ণ বিশদ হইলে নামাইয়া লৌহার খলে মাড়িয়া লইবে।

(চ)

রস সিন্দূর।

হিঙ্গুলোত্থ এবং ষড়্গুণ গন্ধক চূর্ণ যোগে যথাবিধানে সংশোধিত পারদ এবং শোধিত চূর্ণীকৃত আমলাসা গন্ধক সমান সমান ভাগে লইয়া কজ্জলী করত বটাঙ্কুরের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া কবচী যন্ত্রে পুরিয়া বালুকা যন্ত্রে স্থাপন পূর্ব্বক রস সিন্দূর পাক করিতে হয়।

হিঙ্গুল হইতে সহজ উপায়ে রস আকর্ষণ, ষড়্গুণ গন্ধক যোগে তাহার শোধন এবং গন্ধক শোধনের প্রণালী পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (২০০ পৃষ্ঠা হইতে ২০৩ পৃষ্ঠা দেখ) এই স্থলে কজ্জলী করিবার নিয়ম, কবচী ও বালুকা যন্ত্র প্রস্তুতি বিধি এবং পাকপ্রণালী প্রভৃতি সবিস্তারে বলা যাইতেছে।

যথা বিধানে শোধিত পারদ এবং সেই পরিমাণের শোধন করা গন্ধক চূর্ণ এক সঙ্গে প্রস্তর ভাজনে মিশাইয়া পাথরের নুড়ী দিয়া মাড়িয়া কজ্জলাভা কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। সেই কজ্জলী বটাঙ্কুরের ক্বাথের সহিত মাড়িয়া পঙ্কবৎ করত শুকাইয়া লইবে। পুনরপি বটাঙ্কুরের ক্বাথে ভাবনা দিবে। শুকাইলে আর একটী ভাবনা দিতে হইবে। তৃতীয় ভাবনার পর শুষ্ক করত চূর্ণ করিয়া কবচী যন্ত্রে পুরিয়া রাখিবে। পারদ গন্ধক আট আট তোলা, অথবা প্রত্যেক দ্রব্য ১২ তোলা লইবে।

বটাঙ্কুর বা বটাবরোহ অর্থাৎ কোমল বটের ঝুরি ২৪ চব্বিশ তোলা ওজন করিয়া লইয়া কুটিয়া পিশিয়া ৵॥০ আড়াই সের জল সহ পাক করত

/॥৵০ দশ ছটাক জল শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই পরিমিত ক্বাথেই তিনটী ভাবনা দেওয়া চলিবে। একদিনেই তিনবার ভাবনা দিয়া লওয়া যাইবে। মেটে পাত্রেই ক্বাথ পাক করিবে।

কবচী যন্ত্র—যে বোতলের তল দেশ সমান, উৎক্ষিপ্ত নহে। যাহার গলদেশ চাপা—টানাল নহে যাহার মুখ নলের মধ্যভাগ ফাঁপা নহে এরূপ একটী পুরু বোতল লইয়া যন্ত্র রচনা করিতে হয়। বোতলের দৈর্ঘ্য ১২ অঙ্গুলি পরিমিত এবং পরিণাহ অর্থাৎ বেড় ১২।১৪ অঙ্গুলি পরিমিত হইলেই চলিবে। এরূপ বোতলকে লোকে সচরাচর গেঁটে বোতল বলে। বোতলের উর্দ্ধতন, নলভাগের নিম্নদেশের দুই অঙ্গুলি পরিমিত রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ, দুই অঙ্গুলের উর্দ্ধভাগ, বাদ দিবে। তাহা হইলে রস সিন্দূরাদি পাকের বিশেষ সুবিধা হয়।

বোতল কাটিবার সহজ উপায়—বোতলের মুখ নলের নিম্ন দেশের দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান সরু নারিকেলের কাতা দিয়া বেষ্টন করত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া লইবে। তদূর্দ্ধে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত স্থানে ফাক রাখিয়া তদুপরিও কাতা জড়াইয়া বাঁধিয়া লইবে। যে স্থানে একটু ফাক রাখা হইয়াছে সেই স্থানে তিন হাত লম্বা এক খণ্ড কাতার একটী পেঁচ দিতে হইবে। তার পর বোতলটী একজনে দৃঢ় করে ধরিয়া রাখিবে। অপর একজনে পেঁচান ডুরির দুই প্রান্ত ধরিয়া সূত্রধরেরা যেমন কুঁদের রশি টানে সেইরূপ টানিতে থাকিবে। অল্পক্ষণ পরে, যে স্থানে রশির ঘর্ষণ লাগিতেছে সেই স্থানটী গরম হইয়া উঠিলেই একটু জল দিলে মুখ নলের অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া পড়িয়া যাইবে। এই প্রণালীতে বোতলের মধ্যভাগ কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে। বোতলের মধ্যস্থল কাটিয়া যোড়া দিয়া সূতাদ্বারা বাঁধিয়া জোড়টী সুস্থির রাখিয়া

লেপ দিয়া লইলে পাকান্তে রসসিন্দূর প্রভৃতি বাহির করিয়া লইবার সুবিধা হয়। এক বোতলে কয়েকবার পাক করা চলে।

উক্তরূপে বোতল কাটা হইলে, আটাল মাটীর কাদা করিয়া, প্রথমতঃ সেই কাদার কিয়দংশ আবশ্যকতার অনুরূপ এক টুকুরা কাপড়ে মাখাইয়া, মুখ নল ভিন্ন বোতলের সর্ব্বাবয়ব বেষ্টন করিয়া দিবে। তারপর এক আঙ্গুল পুরু করিয়া বোতলের সর্ব্বাবয়ব লেপিয়া দিবে। লেপের উপরেও একখণ্ড মৃত্তিকা লিপ্ত কাপড়ের টুকুরা বেষ্টন করিয়া, কিছু তরল পঙ্কদ্বারা লেপিয়া দিবে। বোতলের তলদেশে কাদা দিয়া সমান করিয়া লইয়া, বোতলটী রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইতে হইবে। বোতলের মুখ রোধ করিবার জন্যও একটা মৃত্তিকা নির্ম্মিত কর্ক (ছিপি) তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। ছিপিটী এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে, বোতলের মুখে লাগাইয়া দিলে একটুও ফাঁক না থাকে। রস শাস্ত্রকরেরা এইরূপে প্রস্তুত বোতলের নাম দিয়াছেন—কবচী যন্ত্র।

যে স্থালীর তলদেশের মধ্যস্থলে কবচী যন্ত্র স্থাপন করিলে তাহার সকল পার্শ্বের চারি অঙ্গুলি পরিমিত অবকাশ থাকে, এরূপ একটী স্থালী লইয়া, তাহার তলদেশের মধ্যস্থলে, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ যায় আসে এরূপ একটী গোলাকার ছিদ্র করিয়া লইবে। বোতলের তলদেশের মধ্যস্থল ছিদ্রের উপর স্থাপন করত বোতলের মুখনল বাদ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ বালুকা দিয়া পুরাইয়া দিবে। বালি যেন সুশুষ্ক হয়। বালি দিবার সময় যাহাতে বোতলের মধ্যে এক বিন্দুও বালি না যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহারই নাম বালুকাযন্ত্র।

তদনন্তর বালুকা যন্ত্রটী একটী উপযুক্ত চুল্লীর উপর স্থাপন করত আদৌ মৃদু মৃদু ভাবে কাঠের জ্বাল দিবে, তারপর জ্বাল বৃদ্ধি করিবে। কজ্জলী

দ্রব হইলে আরও একটু তীব্র জ্বাল দিবে। ছিপিটা খুলিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কজ্জলী দ্রবীভূত হইয়াছে কিনা।

দ্রবীভূত কজ্জলী উৎক্ষিপ্ত হইয়া—উৎলাইয়া, যখন কর্কের পার্শ্ব দিয়া অল্প অল্প বাহির হইতে থাকিবে, তখন একটী লোহার শিকের অগ্রভাগ আগুণে পোড়াইয়া রক্তবর্ণ করত, ছিপিটী উঠাইয়া, বোতলের মুখ নলের মধ্যে ঘুরাইয়া দিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া দিবে। তারপর কর্ক দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রখিবে। মাঝে মাঝে ঐরূপে বোতলের মুখ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। তিন প্রহরের পর চারি প্রহরের মধ্যেই রসসিন্দূরের পাক সমাধা হয়।

যখন দেখিবে যে বোতলের তলদেশ পরিষ্কার হইয়া রক্তবর্ণ হইয়া রহিয়াছে তখন একটী পরিষ্কার শীতল লোহার সিক বোতলের তলদেশ পর্য্যন্ত দিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া উঠাইয়া দেখিবে। যদি শিকে কালী ধরিয়া থাকে তাহা হইলে আরও কিছুক্ষণ মৃদু জ্বাল দিবে। তীক্ষ্ণজ্বাল কদাচ দিবে না। কিছুক্ষণ পরে আবার অনুতপ্ত পরিষ্কার লোহার শিক বোতলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া উঠাইয়া দেখিবে। যদি শিকটী সাদা ছাই মাখান হইয়া থাকে, তাহা হইলে জ্বাল দেওয়া বন্ধ করিয়া, কিছুক্ষণ পরে যন্ত্র নামাইয়া রাখিবে। বেশ জুড়াইয়া গেলে, বোতলের উর্দ্ধ সংলগ্ন তরুণারুণাভ রসসিন্দূর বাহির করিয়া লইবে। যদি সতর্ক ভাবে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া সাবধানে পাক করা হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণের পারা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিদধিক ওজনের রসসিন্দূর পাওয়া যাইতে পারে!

নবায়স লৌহ।

নবায়স লৌহ পাণ্ডু রোগের অন্যতম সিদ্ধফল মহৌষধ। বিশেষতঃ যকৃদ্‌ বিকার জন্য পাণ্ডু রোগ উপস্থিত হইলে চিকিৎসকেরা এই ঔষধ

প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রয়োগের ফলও সন্তোষজনক। হৃদ্ বিকারজ পাদ শোথ প্রভৃতি রোগে নবায়স লৌহ সেবন করিলে অচিরে রোগ প্রশমিত হয়। হৃদ্ রোগ চিকিৎসায় (খ) চিহ্নিত কষায়ের নিম্নে সে কথা বলা হইয়াছে। তজ্জন্য হৃদ্‌রোগ প্রকরণে নবায়স লৌহের প্রস্তুতি-বিধি বলা যাইতেছে।

শুঁঠ চূর্ণ ১ভরি, পিপুল চূর্ণ ১ ভরি, মরীচ চূর্ণ ১ ভরি, হরীতকী চূর্ণ ১ ভরি, বহেড়াচূর্ণ ১ভরি, আমলকী চূর্ণ ১ভরি, রক্ত চিতার শিকড় চর্ণ ১ভরি, মুতা চূর্ণ ১ ভরি এবং বিড়ঙ্গের দানা চূর্ণ ১ ভরি এই নয়খানি চূর্ণ একসঙ্গে যোগ করিয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া তারপর তাহার সহিত ৯ ভরি লৌহ ভস্ম যোগ করত এক প্রহর কাল মৰ্দ্দন করিয়া লইবে। চক্রপাণি দত্তকৃত সংগ্রহের প্রসিদ্ধ টীকাকার শিবদাস, লৌহের পরিবর্ত্তে মণ্ডূর ভস্ম দিতে বলিয়াছেন। লৌহ ভস্মের পরিবর্ত্তে মণ্ডূর ভস্ম দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিলেও সুফল পাওয়া যায়। তজ্জন্য এস্থলে মণ্ডূরের পরিচয় এবং মণ্ডূর ভস্ম প্রণালী সবিস্তারে লিখিত হইল।

মণ্ডূর।

ভস্ত্রাযন্ত্র বিনিঃসৃত বায়ুবেগে, অঙ্গারোপরি স্থাপিত অঙ্গারাচ্ছাদিত লৌহ, অগ্নি সংযোগে অগ্নিবর্ণ হইলে, লৌহের মলভাগ দ্রবীভূত হইয়া লৌহ হইতে বিযুক্ত হইয়া বহির্গত হয়। লৌহ-শিল্পি-কর্ম্মকারেরা বক্রাগ্র লৌহ শলাকা দিয়া আকর্ষণ করত তাহা পরিত্যাগ করে। এই লৌহ মলই মণ্ডূর নামে প্রসিদ্ধ। মণ্ডূর পুরাতন হইলে ঔষধ কর্ম্মের উপযোগী হয়। শতাধিক বৎসরের পুরাতন মণ্ডূরই উৎকৃষ্ট ভৈষজ্য, আশি বছরের পুরাতন মণ্ডূর তদপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও ঔষধার্থ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ষাট বছরের ন্যূনকালের মণ্ডূর কদাচ ব্যবহার করিবে না।

আমাদের দেশে শতোর্দ্ধবর্ষকালের পুরাতন মণ্ডূরের অসদ্ভাব নাই ; তন্ন্যূন কালের মণ্ডূর লইবার প্রয়োজন হয় না। বহুকাল পূর্ব্বে যেখানে কামারের বসতি ছিল এদেশে এমন স্থান অনেক আছে। সেই সেই স্থান খুঁড়িলে ৫।৭ হাত মাটীর নীচে মণ্ডূর পাওয়া যায়। কেহ বলিতে পারে না সে কত কালের ?

মণ্ডূর শোধন ও জারণ প্রণালী—মৃত্তিকাতল হইতে উদ্ধৃত মণ্ডূর কিছুকাল, অন্ততঃ পক্ষে ১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তারপর উত্তমরূপে ধুইয়া নির্ম্মল করিয়া লইবে। সেই সুধৌত মণ্ডূর ভস্ত্রাযন্ত্রে অঙ্গারাগ্নিতে পোড়াইয়া অগ্নিবর্ণ করত গোমূত্রে নিঃক্ষেপ করিবে। বহেড়ার কাঠের অঙ্গারাগ্নিতে পোড়াইতে পারিলে ভাল হয়, অভাবে অন্য কোন শক্ত কাঠের আঙারে দগ্ধ করিতে হইবে। একবার দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে ফেলিলে মণ্ডূর ভঙ্গপ্রবণ হয় এবং খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়া যায়। তখন অঙ্গারের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া পোড়ান চলিবে না। খণ্ডশঃ বিভক্ত মণ্ডূর একখানি লোহার ঝাজ্‌রি হাতায় রাখিয়া কয়লার উপর স্থাপন করত তদুপরি কয়লা ঢাকা দিয়া ভস্ত্রাবিনিঃসৃত বায়ুর তাড়নে দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নিষেক করিবে। এইরূপে সাতবার পোড়াইয়া গোমূত্রে নিষেক করিয়া তৎপর ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলে মণ্ডূর শোধিত হয়।

শুদ্ধ মণ্ডূর লৌহ খলে লৌহের মুদ্‌গার দ্বারা মাড়িয়া মাড়িয়া কাজলের ন্যায় করত গোমূত্র যোগে আরও কিছুক্ষণ মাড়িবে। তারপর লৌহ পোড়াইবার নিয়ম অনুসারে পুট পাক দিবে। এইরূপে ৮।১০ বার পোড়াইলে মণ্ডূর ভস্ম হইয়া যাইবে।

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

বিংশ অধ্যায়।

২

রক্ত পিত্ত।

অযথা পরিমাণে শরীরে আগুনের তাপ লাগাইলে; রৌদ্র, বিশেষতঃ শররৌদ্র অত্যধিক পরিমাণে গায়ে লাগাইলে; অম্ল-কটু-লবণরস ভূয়িষ্ঠ-তীক্ষ্ণোষ্ণ গুণযুক্ত ভক্ষ্য সতত ভক্ষণ করিলে, অতি ব্যায়াম, অতি স্ত্রী সংসর্গ ও অত্যধিক পথ পর্য্যটনে রত রহিলে এবং অন্যান্য পিত্তবর্দ্ধক হেতু নিষেবণ করিলে পিত্ত প্রকুপিত হয় অর্থাৎ তীক্ষ্ণোষ্ণ গুণ বহুল হয়। সেই প্রকুপিত পিত্ত রক্তধাতু আশ্রয় করিলে, রক্তও তীক্ষ্ণোষ্ণ গুণযুক্ত হইয়া উঠে এবং পিত্ত সংশ্রবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই প্রদুষ্ট-কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রক্ত স্বকীয় তীক্ষ্ণোষ্ণ গুণ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সিরা-ধমনীজাল ভেদ করত কদাচিৎ আম-পক্ক প্রভৃতি আশয়ে চ্যুত হইতে থাকে। তখন দেহের পালনীশক্তি বায়ুর সাহায্য লইয়া সেই চ্যুত ও চ্যবমান রক্তকে উর্দ্ধধঃ তির্য্যক্ পথে বাহির করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে যে রোগের উদয় হয় তাহার নাম রক্ত পিত্ত।

দুষ্টরক্ত ফুস্‌ফুসাশয়ে সঞ্চিত হইতে থাকিলে শ্বাসনাড়ী বহিয়া মুখদিয়া বাহির হয়। আমাশয়ে সঞ্চিত হইলে অন্ন নাড়ী দিয়া আসিয়া মুখদিয়া বাহির হয়। অত্যর্থ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণ যুক্ত রক্ত উর্দ্ধগ হইরা চক্ষু এবং কর্ণ ও নাসারন্ধ্র দিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। কখন কখন সমস্ত লোমকূপ পথেও প্রবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। বৃক্ককদ্বয়ে ও মূত্রবস্তিতে সঞ্চিত রক্ত, মূত্র

পথদিয়া বাহির হয়। পক্কাশয়ে সঞ্চিত রক্ত মলপথে বাহির হইয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভশয্যায় রক্ত সঞ্চিত হইলে যোনিপথে প্রবর্ত্তিত হয়।

রজোরোধ রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কোন কোন স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া সময়ে সময়ে রক্ত প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই পীড়া এবং রক্তপ্রদর রক্তপিত্তের সম্প্রাপ্তি ঘটিত নহে। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রাপ্তি ঘটিত। কিন্তু রক্তপিত্তের ঔষধ সেবন করিলে তদ্‌ভয় রোগ প্রশমিত হয়।

রক্তপিত্তের মধ্যে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সুসাধ্য ব্যাধি। অধোগ রক্ত পিত্ত কৃচ্ছ্র সাধ্য বা যাপ্য। ঊর্দ্ধগ এবং অধোগ রক্ত পিত্ত যুগপৎ প্রবর্ত্তিত হইলে অসাধ্য হয়।

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সুসাধ্য ব্যাধি বটে, কিন্তু শ্বাস, কাস এবং জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া উঠে। তজ্জন্য রোগ প্রকাশ পাইলেই নিয়মস্থ রহিয়া ঔষধ সেবন করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিরূপ নিয়ম পালন করত কিরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়া যে যে ঔষধ সেবন করিতে হইবে, তাহা রক্তপিত্ত চিকিৎসা প্রকরণে বলা যাইতেছে।

রক্ত পিত্তের চিকিৎসা।

যে সকল আহার-বিহারে পিত্তপ্রদুষ্ট হইয়া রক্তপিত্ত রোগ উৎপাদন করে, রক্তপিত্ত পীড়া প্রকাশ পাইলেই সর্ব্ব প্রযত্নে সেই সমস্ত আহার-বিহার পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। বিশেষতঃ যাহাতে অজীর্ণ উপস্থিত না হয় তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাবতীয় অজীর্ণঘ্ন ঔষধ প্রায়শঃ তীক্ষ্ণোষ্ণগুণ সম্পন্ন। তাদৃশ গুণ সম্পন্ন ভৈষজ্য মূল রোগের বিরোধী। তজ্জন্য রক্তপিত্ত রোগীর অজীর্ণ প্রশমন করা দুষ্কর কার্য্য। আহারে অবশ্যই সুনিয়মিত রহিবে। পটোল, পটোলপত্র, বেত্রাগ্র, বেগুণ, কাঁচকলা, মোচা, ডুমুর, কুষ্মাণ্ড, মুগের ডাইল, দুগ্ধ, বিশেষতঃ ছাগদুগ্ধ

এবং ইক্ষুচিনি রক্তপিত্ত রোগে অতি সুপথ্য। পুরাতন রক্তশালি ধান্যের চাউলের ভাতের সঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যের ব্যাঞ্জন কল্পনা করিয়া নিয়মিত মাত্রায় আহার করিবে।

মৎস্য এবং কন্দ—আলু-কচু-মূলা-প্রভৃতি এই রোগে অপথ্য। যাহারা মৎস্য প্রিয়, অগত্যা তাঁহারা রুই এবং মাগুর মাছ ব্যবহার করিবেন। যবের মণ্ড, যবের ছাতু এবং গমের আটাও রক্তপিত্ত রোগে নিয়মিত মাত্রায় পানাহার করা যাইতে পারে।

রক্তপিত্ত রোগে কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য প্রত্যহ নিম্নলিখিত ঔষধ শীতল জলে গুলিয়া পান করিবে। ঔষধের মাত্রা।০ চারি আনা হইতে ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা।

ঔষধ—টাট্‌কা অথচ শুষ্ক হরীতকীর সূক্ষ্মচূর্ণ ৮ তোলা; বাসকের পাতার রসে সাতদিনে সাতবার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করত উপযুক্ত আবৃত ভাজনে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ ও প্রশমিত হয়।

রক্তপিত্ত উপস্থিত হইলে, যে সকল আহার, বিহার এবং ভেষজ্য সেবন করিলে পিত্তের তীক্ষ্ণোষ্ণ গুণ প্রশমিত হয় তাহারই ব্যবস্থা করিতে হয়; সহসা উদ্রিক্ত রক্ত রোধক ঔষধাদি প্রয়োগ করা উচিত নহে; করিলে হৃৎপীড়া এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে।

এই রোগে সুশীতল জলে স্নান করা যাইতে পারে। কিন্তু শরীরের গুরুতা এবং অন্যান্য ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্নানের ব্যবস্থা করিতে হয়। রক্ত পিত্তের সহিত প্রায়ই কাস বেগ বিদ্যমান থাকে। সেই কাস প্রশমন সর্ব্বতোভাবে করিতে হয়। কাস বেগে, বিধ্বস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা ধমনী বিতান প্রকৃতিস্থ হইতে পারেনা। কাস ও কাসের বেগশান্তির

জন্য এলাদি গুড়িকা অতি প্রশস্ত ঔষধ। কাস কুঠার প্রয়োগ করিলেও কাস ও কাসবেগের শান্তি হয়।

এলাদি গুড়িকা।

বড় এলাচের দানা চূর্ণ ১ ভরি, তেজপত্র চূর্ণ ১ ভরি, দারু চিনি চূর্ণ ১ ভরি, পিপুল চূর্ণ ৪ তোলা, চিনি ৮ তোলা, যষ্টিমধু চূর্ণ ৮ তোলা, আঠাবাদ খেজুর (পিণ্ড খেজুর) ৮ তোলা এবং বীজ ও বৃন্তরহিত মনেক্কা ৮ তোলা উক্ত পরিমিত এই কয়েক খানি দ্রব্য যোগে এলাদি গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রস্তুতি বিধি—প্রথমতঃ একখানি প্রশস্ত প্রস্তর খল্লে মনেক্কা, খেজুর এবং চিনি রাখিয়া কিঞ্চিৎ মধু যোগ করিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া পঙ্কবৎ করিয়া লইবে। বড় এলাচের দানা প্রভৃতি পাঁচ খানি দ্রব্যের চূর্ণ অন্য কোন স্বতন্ত্র খলে বা পাথরে একে একে মিশাইয়া কিছুক্ষণ মাড়িয়া লইতে হইবে। সেই সুমিশ্রিত চূর্ণ, মধুযোগে সুপিষ্ট খেজুর, মনেক্কা ও চিনির সহিত মিশাইয়া আবশ্যকানুরূপ মধু দিয়া মর্দ্দন করত তাল বাঁধিয়া রাখিবে। প্রয়োগ কালে তাহা হইতে আধ তোলা লইয়া গুলি বাঁধিয়া লইবে। এই পরিমিত গুলি মুখে রাখিয়া চুষিয়া চুষিয়া খাইয়া কিঞ্চিৎ জ্বাল দেওয়া অথচ শীতল দুগ্ধ পান করিবে। একটা কুলের আটি পরিমাণে এলাদি গুড়িকা লইয়া মুখে রাখিয়া চুষিয়া চুষিয়া খাইলে কাস বেগ নিবৃত্ত হয়। দিবসে ৩.৪ বার সেবন করা যায়।

এলাদি গুড়িকা রক্ত পিত্ত এবং ক্ষতজ কাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২

কাস কুঠার

(নবাবিষ্কৃত)

কাস কুঠার সর্ব্ব প্রকার কাস রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। একটী বড়ী মুখে রাখিয়া চুষিয়া খাইলে রক্ত পিত্ত রোগের উপস্থিত কাসবেগ প্রশান্ত হয়। এই ঔষধের নির্ম্মাণ পরিপাটি কাস রোগ অধিকারে লিখিত হইয়াছে।

৩

ঔড়ুম্বরামৃত রক্ত পিত্ত রোগের মহৌষধ। ঔড়ুম্বরামৃত প্রকরণাধ্যায়ে ইহার বিষয় সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। ১৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

৪

বাসকের মূলের বা স্থূল শিকড়ের ছাল, কিস্‌মিস্ বা মনেক্কা এবং হরীতকী; এই দ্রব্য ত্রিতয়ের প্রত্যেক দ্রব্য ।/২ পাঁচ আনা দুই রত্তি লইয়া এক সঙ্গে কুটিয়া ✓॥০ আধ সের জল সহ মেটে পাত্রে পাক করত ✓৵ আধ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে ইক্ষু চিনি এবং মধু এক এক সিকি দিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়। রক্ত পিত্তের সহিত শ্বাস এবং কাস বিদ্যমান থাকিলে এই কষায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

৫

বাসকের মূলের ছাল ১ ভরি কণ্টকারী ।০ একসিকি, পিপুল ।০ একসিকি, যষ্টিমধু ।০ একসিকি এবং তেজপত্র ।০ একসিকি এক সঙ্গে কুটিয়া ✓॥০ আধ সের জল সহ পাক করত /৵০ আধ পোয়া থাকিতে

নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে তালের মিছিরির গুঁড়া ॥০ আধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্ত পিত্ত এবং সর্ব্ব প্রকার কাস প্রশমিত হয়।

৬

সুপক্ক যজ্ঞ ডুম্বুর আহরণ করিয়া তাহাদের উপরিতন ভাগ বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। তার পর প্রত্যেকটী দ্বিধা বিভক্ত করতঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। যে হেতু অনেক পাকা ডুমুরের মধ্যে এক প্রকার ক্ষুদ্র পতঙ্গ থাকে; ডুমুর দ্বিধা বিভক্ত করিলে সে গুলি উড়িয়া যায়। সকীট পতঙ্গ উড়ুম্বর ঔষধার্থ ব্যবহার করিলে নানা প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। তজ্জন্য কীট পতঙ্গের সম্পর্ক শূন্য ডুমুর বাছিয়া লইতে হয়।

পাঁচ ছয়টি পাকা সুপরিষ্কৃত যজ্ঞ ডুমুর ✓৮০ আধ পোয়া পাক করা ছাগ দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া পাতলা পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। তাহার পর, ১ ভরি ইক্ষু চিনি এবং ✓০ আনা লাক্ষার কাপড়ে ছাঁকা গুঁড়া মিশাইয়া পান করিতে দিবে। দিবসে ২ বার পান করিলে অচিরকালে রক্ত পিত্ত রোগ প্রশমিত হয়। সকল প্রকার রক্ত পিত্তেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ঊর্দ্ধগ রক্ত পিত্তে উক্ত উড়ুম্বর পানীয় অত্যন্ত হিতকর।

৭

দূর্ব্বাঘাস এক ছটাক, ॥০ অর্দ্ধতোলা লাক্ষাচূর্ণের সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া পুরু কাপড়ে ছাকিয়া লইলে যতটুকু রস পাওয়া যাইবে সেই পরিমিত এক মাত্রায় পান করিবে। দিবসে ২ বার পান করিলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। লাক্ষা না পাইলে দূর্ব্বার স্বরসই পান করিবে।

৮

রক্তপিত্ত রোগের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে জয়াবটী একটী করিয়া

দিবসে দুইবার রক্তচন্দনের কষায়ের সহিত সেবন করিবে। রক্তচন্দন ২ ভরি কুটিয়া লইয়া, ৩২ তোলা জল সহ পাক করত ৮ তোলা অবশেষ থাকিতে নামাইয়া পুরু কাপড়ে ছাকিয়া লইবে। তাহার ৪ তোলার সহিত পূর্ব্বাহ্ণে একবটী, অপরার্দ্ধের সহিত অপরাহ্ণে আর একটী সেবন করিবে। জয়াবটীর প্রস্তুতি-বিধি ৬৮ পৃষ্ঠায় দেখ।

৯

রক্তপিত্তে সুধাসীকর

সুধাসীকরের প্রস্তুতি-বিধি ঔপসর্গিকমেহাধিকারে লেখা হইয়াছে। সেই ঔষধ রক্তপিত্ত রোগে প্রয়োগ করিলেও সুফল পাওয়া যায়।

আধভরি লাক্ষাচূর্ণ একখানি পরিষ্কার কাপড়ের টুকরায় পোট্টলি বাঁধিয়া, পোট্টলিটী কোন অধাতব ভাজনেস্থিত অত্যুষ্ণজলে ভিজাইয়া রাখিবে। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বদিবসের রাত্রিকালে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবসের প্রাতঃকালে পোট্টলিটী উঠাইয়া নিংড়াইয়া, লাক্ষাভিজান জলের সঙ্গে মিশাইয়া, যতটুকু লাক্ষারঞ্জিত জল পাওয়া যায় তাহাতে এক বটী সুধাসীকর গুলিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি ও মধু দিয়া পান করিতে হইবে। প্রত্যহই নূতন নূতন লাক্ষার জল ঐভাবে করিয়া লইতে হয়। এক ছটাক গরমজলে আধভরি লাক্ষা ভিজাইতে হইবে।

প্রাতঃকালে ১ বটী সুধাসীকর লাক্ষারঞ্জিত জলের সহিত এবং অপরাহ্ণে ৫।৬ রত্তি ঔড়ুম্বরামৃত একছটাক জলে গুলিয়া পান করিলে প্রায়শঃ ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। পীড়া উৎকট হইলে রাত্রিকালে আর একমাত্রা ঔড়ুম্বরামৃতের ব্যবস্থা করা উচিত।

স্ত্রীলোকদিগের যোনিপথে, প্রদর রোগের রক্ত অথবা রক্তপিত্তের রক্ত প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিলে সুধাসীকর প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল

পাওয়া যায়। একবেলা লাক্ষার জলের সহিত, আর একবেলা কাঁটান'টের শিকড়ের রসের সহিত প্রয়োগ করিবে। কাঁটান'টের মূল ২॥০ আড়াই তোলা তণ্ডুলোদক দিয়া পেষণ করিয়া রস গ্রহণ করিতে হয়।

১০

খণ্ডকুষ্মাণ্ডক

কুষ্মাণ্ড শস্যঘটিত দুইটী ঔষধ রক্তপিত্তরোগের মহৌষধ। একটী খণ্ডকুষ্মাণ্ডক, অপরটী বাসাকুষ্মাণ্ড খণ্ড। প্রথম ঔষধ অপেক্ষা দ্বিতীয়টী সমধিক ফলপ্রদ।

যে প্রকার কুষ্মাণ্ডের যে অংশ লইয়া যেরূপ ভাবে ঔষধ কর্ম্মের উপযোগী করিয়া লইতে হয়, কুষ্মাণ্ড শস্য যেরূপে ঘৃতে ভর্জ্জন করিতে হয়, তাহা সবিস্তারে শূলাধিকারে খণ্ডামলক প্রকরণে বলা হইয়াছে। ২২১।২২২ পৃষ্ঠা দেখ।

তথাবিধ সুকৃত কুষ্মাণ্ড শস্য ।২॥০ সাড়ে বারসের /৪ চারিসের নিষ্কৃত্রিম টাট্‌কা গব্যঘৃত * পৃষ্ঠায় উক্ত নিয়মে সন্তোলন করিয়া লইবে।

তারপর ।৬ যোলসের কুমড়ার জলে ।২॥০ সাড়ে বারসের পরিষ্কার ইক্ষুচিনি গুলিয়া ছাকিয়া সেই সন্তোলিত অর্থাৎ উপযুক্তরূপে ভর্জ্জিত কুষ্মাণ্ডের সহিত মিশাইয়া তাম্রপাত্রে ধীরে ধীরে পাক করিবে। যখন জলীয়াংশ নিঃশেষ হইয়া যাইবে, পিণ্ডীভূত ঔষধের আশে পাশে ও তলদেশে ঘৃত দেখা দিবে তখন নামাইয়া একীকৃত সুমিশ্রিত প্রক্ষেপ দ্রব্য দিয়া, তাড়ুকাটী দ্বারা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চূর্ণগুলি উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে /২ সের নির্জ্জল মধু মিশাইয়া লইবে।

প্রক্ষেপ দ্রব্য—পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, শুঁটচূর্ণ ১৬ তোলা, জীরাচূর্ণ ১৬ তোলা, দারুচিনি, এলাচেরদানা, তেজপত্র, মরিচ এবং ধনিয়া

এই দ্রব্য পঞ্চকের প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা পরিমাণে একসঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া প্রক্ষেপ দিবে। ঔষধের মাত্রা ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। মুখে রাখিয়া চুষিয়া খাইয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিবে।

রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, কাস এবং শ্বাসাদি রোগে প্রযোজ্য

১১

বাসাখণ্ড কুষ্মাণ্ডক

বাসকের মূল ও স্থূল শিকড়ের ছাল, গাছের ছাল এবং সপত্র পল্লব সমান সমান ভাগে লইয়া।২॥০ সাড়ে বারসের ওজন করিয়া লইয়া উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে। পুষ্পকালে সপুষ্প পল্লব লওয়াই ভাল। বাসক কাঁচাই দিতে হয়।

কুট্টিত।২॥০ সের বাসক ১।॥৪ একমণ চব্বিশ সের জলসহ পাক করত।৬ ষোল সের শেষ থাকিতে নামাইয়া নিঃশেষ জলীয়াংশ ছাকিয়া লইবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্থকৃত কুষ্মাণ্ড শস্য /৬। ছয় সের একপোয়া /৪ টাট্কা গব্যঘৃতে পূর্ব্ববৎ ভাজিয়া লইবে। তারপর উক্ত বাসকের ক্বাথে।২।০ সাড়ে বার সের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া ঘৃত ভৃষ্ট কুষ্মাণ্ড শস্যের সহিত পাক করিবে। পূর্ব্ববৎ পাকে নিষ্পন্ন হইলে নামাইয়া নিম্নলিখিত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিয়া তাড়ু দ্বারা উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে হইবে।

প্রক্ষেপ দ্রব্য—মুতা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটীর মূলের ছালের চূর্ণ, দারুচিনি, এলাচ এবং তেজপত্র এই দ্রব্য সপ্তকের প্রত্যেক দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ ২ তোলা, এলবালুক, শুঠ, ধনিয়া এবং মরিচ এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের প্রত্যেক দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ ৮ তোলা এবং পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা।

প্রক্ষেপ দ্রব্যগুলি কুষ্মাণ্ডের সহিত উত্তমরূপে মিশান হইলে একসের মধু মিশাইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে।

মাত্রা ॥০ অর্দ্ধ তোলা হইতে একতোলা পর্য্যন্ত।

রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ক্ষয়কাস এবং রাজ-যক্ষ্ম-রোগে ব্যবহার্য্য।

নাসা প্রবৃত্ত রক্ত।

রক্তপিত্ত রোগে উদ্রিক্ত রক্ত ঊর্দ্ধগ হইলে নাসাপথে বহির্গত হয়; অন্য কারণেও নাকদিয়া অনেকের রক্ত পড়িতে দেখা যায়। কোন কারণে নাসারন্ধ্রদ্বয়ের ঊর্দ্ধতন প্রদেশে বিন্যস্ত সিরাধমনীজালে রক্তধাতু অবরুদ্ধ হইলে, প্রকৃতির অনুশাসনে বায়ু সেই রক্ত নাসা পথদিয়া নিঃসারণ করিয়া দেয়। এরূপ রক্ত প্রবর্ত্তন রক্তপিত্ত রোগের সম্প্রাপ্ত্যবচ্ছিন্ন নহে; স্বতন্ত্র সম্প্রাপ্তি ঘটিত। শ্লেষ্মাদিদ্বারা তত্তৎপ্রদেশের সিরা ধমনীজাল অবরুদ্ধ হইলে, প্রবহমান রক্তধারা বাধা পাইয়া সেই সেই স্থানে সঞ্চিত হয়, তদনন্তর সেই রক্ত নাসাপথে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। মস্তকের গুরুতা, অস্থিরতা, শঙ্খ ও ভ্রূপ্রদেশে যন্ত্রণানুভূতি প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকার নাসা প্রবৃত্তরক্তের লক্ষণ।

নাসাপথে রক্তশ্রুতির ঔষধ।

১

দূর্ব্বার স্বরস, দাড়িমের ফুল ও দূর্ব্বা সম পরিমাণে লইয়া পেষণ করত তাহার স্বরস, আমের আটীর শাঁসের রস, এবং পেয়াজের স্বরস, এই স্বরস চতুষ্টয়ের যে কোন স্বরসের নস্য লইলে নাসাপথে স্রুত রক্ত রোধ হয়।

২

জলে বা দুধে ইক্ষু চিনি গুলিয়া নস্য লইলে উক্ত রোগ প্রশমিত হয়। নস্যপ্রদানের বিধি—যে দ্রবের নস্য লইতে হইবে, তাহা একখানি ছোট কোষ ঝিনুকে, অথবা একখানি কুশিতে কিংবা একখানা ছোট চামচে রাখিয়া রোগীকে উত্তানভাবে অর্থাৎ চিৎকরাইয়া শোয়াইয়া তাহার উভয় নাসারন্ধ্রে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিবে এবং রোগীকে আকর্ষণ করিয়া লইতে বলিবে। নস্য দেওয়া হইলে কিছুক্ষণ উত্তানভাবে রোগীকে শোয়াইয়া রাখিবে। দ্রবের পরিমাণ অর্দ্ধতোলা।

৩

শুষ্ক অথচ টাট্‌কা আমলকী গব্য ঘৃতে অল্প ভাজিয়া, কাঁজিদিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। মস্তকের পুরোভাগ কেশশূন্য করিয়া মাথার তালুতে সেই পিষ্টকল্কের পুরু প্রলেপ দিলে নাসাপ্রবৃত্ত রুধির সংরুদ্ধ হয়। নাসাশ্রুত রক্ত রোধের এইটীই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

স্বায়ত্ত চিকিৎসা

একবিংশতি অধ্যায়।

কাস রোগ।

আমাদের মুখ গহ্বরের অধোভাগ হইতে দুইটী নল নামিয়া গিয়াছে ; একটী শ্বাসবাহী, অপরটী অন্ন-জলবাহী। শ্বাসবাহি-নলিকা অন্নজল বাহি-নলিকার সম্মুখে অবস্থিত। উভয়ের ঊর্দ্ধমুখ পাশাপাশি আছে বটে, কিন্তু আহার কালে গিলিত দ্রব্য শ্বাস-নলিকা পথে প্রবেশ করে না। গিলিবার সময়ে একখানি ঢাক্‌নি আসিয়া শ্বাসপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। অন্য সময় শ্বাস-নলিকার ঊর্দ্ধমুখ উন্মুক্ত থাকে। "তন্মনাঃ ভুঞ্জীত" আহারকালে চর্ব্বণ, গলাধঃকরণ প্রভৃতি কার্য্য, তন্মনা হইয়া সম্পাদন করিতে হয়। অন্যমনস্ক হইলে কদাচিৎ আহার্য্যের কিছু অংশ শ্বাস নলিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবামাত্র প্রকৃতি-নিয়মিত উদান বায়ু তাহা উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। ইহাকে লোকে বিষম লাগা বলে। শরীর ধারণ ও পোষণের জন্য আমরা যাহা খাই বা পান করি, তাহা অন্ন নলিকা বহিয়া উদরস্থ হয়। শ্বাস নলপথে বাহিরের বায়ু ভিতরে যায় এবং ভিতরের বায়ু বাহিরে আইসে। ইহাকে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বলে। ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের আশয়।

ফুসফুস বক্ষঃস্থলে বিন্যাস্ত পেশীর উপর সুস্থিত। এই আশয়টী দুই ভাগে বিভক্ত। একের নাম বাম ফুসফুস, অপরটী দক্ষিণ ফুসফুস নামে প্রসিদ্ধ। উভয় ফুসফুসের ঊর্দ্ধাংশাপেক্ষা নিম্নাংশ আয়ত। মৌচাকের মধ্যে যেরূপ বহুসংখ্যক কোষ পাশাপাশি সাজান থাকে, ফুসফুস দ্বয়ের

মধ্যেও প্রায় সেই প্রকার বহুসংখ্যক কোষ সাজান থাকে। সেই সকল কোষ প্রাণসংজ্ঞক বায়ুর অন্যতর আশ্রয়।

জিহ্বামূলের নিম্নদেশ হইতে অঙ্গুরীয়াকার তরুণাস্থি ও পেশীদ্বারা বিনির্ম্মিত শ্বাসনাড়ী অবতরণ করিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। একটী শাখা দক্ষিণ ফুসফুসে আর এক বাম ফুসফুসে সংক্রমণ করত বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইতে হইতে কোষরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আমরা মুখ ও নাসিকা দ্বারা যে বায়ু আকর্ষণ করি, তাহা ফুসফুসে বিন্যস্ত সমস্ত কোষে অবাধে প্রবেশ করে এবং রক্তগত মল লইয়া বাহির হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার নাম শ্বাস প্রশ্বাস। শ্বাসাকৃষ্ট নির্ম্মল বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করিলে ফুসফুস স্ফীত হইয়া উঠে, সমল বায়ু বহির্গত হইলে ফুসফুসদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সততাবহমান শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য ক্ষণকালের জন্য রুদ্ধ হইলে জীবের জীবলীলা শেষ হইয়া যায়।

শ্বাসনাড়ী, তাহার শাখা প্রশাখা এবং কোষ সমস্তের অভ্যন্তর গাত্রে মাকড়সার জালের ন্যায় এক প্রকার বিতান সজ্জিত থাকে। তাহাকে শ্লৈষ্মিক বিতান বলে। সেই বিতানে সহজ শ্লেষ্মা সঞ্চিত রহিয়া ফুসফুস আর্দ্র রাখে।

কাস রোগ—প্রদুষ্ট এবং উদানানুগত সদোষ প্রাণবায়ু কণ্ঠদেশ হইতে সশব্দে বহির্গমনের নাম কাসরোগ।

মুখ ও নাসা পথে ধূম ও ধূলি প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইলে, আম অর্থাৎ অপক্ক অন্নরস ও দুষ্ট-পিত্ত প্রভৃতি ফুসফুসে সংশ্রিত হইলে এবং ফুসফুসের কোষ জালে বিকৃত প্রবৃদ্ধ কফ আস্পদলাভ করিলে, প্রকৃতি নিয়মিত বায়ু তত্তৎ পদার্থ বিমোক্ষণে ব্যাপৃত হইয়া যে রোগ উৎপাদন করে তাহার নাম কাস রোগ। প্রদুষ্ট বায়ু কথন কথন অন্য দোষ নিরপেক্ষ হইয়াও কাসরোগ উৎপাদন করে।

কাসরোগ পাচ প্রকার। তন্মধ্যে কফজ এবং বাতজ কাস রোগে সচরাচর অনেককেই আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। অপর তিন প্রকার কাস অর্থাৎ পিত্তজ, ক্ষতজ এবং ক্ষয়জ কাসও প্রায়োভাবি ব্যাধি। কাস অতি আশঙ্কাজনক রোগ। কাসরোগের সূচনা হইলেই অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহার প্রতিবিধান করা উচিত। উপস্থিত কাসরোগ উপেক্ষা করিলে অনর্থ সংঘটন করে। নিম্নে পাঁচ প্রকার কাসরোগেরই লক্ষণ ও চিকিৎসা সংক্ষেপে কথিত হইল। বলা বাহুল্য যে, চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া যেরূপ চিকিৎসা চলিতে পারে তাহাই কথিত হইল।

১.

কফজ কাস—শৈত্যসেবা এবং কফবৃদ্ধিকর পানাহার বিহার নিষেবণ করিলে, ফুসফুস-কোষে এবং শ্বাসনালীতে সজ্জিত শ্লৈষ্মিকজালে যে অবলম্বক শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে, তাহা সংবর্দ্ধিত হয় এবং শরীরানুগত প্রবৃদ্ধ কফ প্রসর্পিত হইয়া তাহার সহিত যোগ দেয়। এরূপ ঘটিলে বাহিরের বায়ু অবাধে যাওয়া আসা করিতে পারে না। তজ্জন্য বায়ুর প্রকোপ জন্মে। প্রকুপিত বায়ু শ্লেষ্ম-বিমোক্ষণ করত আপনার পথ উন্মোচন করিতে ব্যাপৃত হইলে যে কাসরোগ জন্মে তাহার নাম কফজকাস।

বক্ষঃস্থলে ও কণ্ঠদেশে ভার বোধ, সতত কণ্ঠমোচনেচ্ছা ও চেষ্টা, শরীরের গুরুতা, মাথাভার, আহারে অনিচ্ছা, মুখলিপ্ততা, অরুচি এবং প্রভূত গাঢ় শ্লেষ্ম-নিঃসরণ প্রভৃতি কফজ কাসের লক্ষণ।

২

শরীরানুগত প্রকুপিত পিত্ত প্রসর্পিত হইয়া যদি ফুসফুস গত হয় তাহা হইলে উদনানুগত প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইয়া পিত্ত বা কফসংসৃষ্টপিত্ত

বিমোক্ষণে ব্যাপৃত হয়। সেই ব্যাপারে যে রোগ জন্মে তাহার নাম পিত্তজ কাস।

জ্বরভাব, মুখশোষ, পিপাসা, মুখতিক্ততা, বক্ষঃস্থলে জ্বালা বোধ, পীত কটু রসযুক্ত কফসংসৃষ্ট অথবা স্বতন্ত্র পিত্ত নির্গমকালে কণ্ঠদেশে জ্বালানুভূতি প্রভৃতি পিত্তকাসের লক্ষণ।

বায়ু রজোগুণময়। লঘু, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, খর, চল, বিশদ এবং শীত এই কয়েকটী বায়ুর স্বভাব। যদি হেতু বিশেষে বায়ু শীতগুণ ভ্রষ্ট হয় এবং তাহার রুক্ষতা ও খরত্ব সম্বর্দ্ধিত হয়, আর সেই স্বভাবভ্রষ্ট প্রকুপিত বায়ু শ্বাস প্রণালী ও ফুসফুসে সংশ্রিত হয়, তাহা হইলে তত্তৎস্থানে বিন্যস্ত শ্লেষ্ম-বিতানে সুস্থিত স্নিগ্ধ শ্লেষ্মা বিকৃত হইয়া শুষ্ক ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। প্রকৃতি, বায়ুর সাহায্যে তাদৃশ দুষ্ট শ্লেষ্মা বিমোক্ষণে ব্যাপৃত হইলে যে রোগ জন্মে তাহার নাম বাতকাস।

কণ্ঠ-কণ্ডূয়ন, কণ্ঠ মোচনের বলবতী ইচ্ছা, মুহুর্মুহুঃ শুষ্ক কাস প্রবৃত্তি, কাস বেগ কালে হৃদয়ে, পার্শ্বদ্বয়ে, উদরে, শঙ্খ ও মস্তকে বেদনানুভূতি, মুখের দীনতা, স্বরের ক্ষীণতা এবং বল হানি প্রভৃতি বাত কাসের লক্ষণ।

৪

ক্ষতজ কাস।

অতি মৈথুন, গুরু ভার বহন বা উত্তোলন, এবং অন্য কোন প্রকার বিক্ষোভ কর শারীরিক চেষ্টা প্রভৃতি কারণে বক্ষঃস্থল বিক্ষুব্ধ হইলে ফুস্ ফুস্ ব্যাহত হয়। বিক্ষোভ প্রবলতর হইলে ফুস্ ফুসের স্থান বিশেষ ছিন্ন ভিন্নও হইয়া যাইতে পারে। ব্যাহত ফুস্ ফুসের স্থানে স্থানে

রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়; তজ্জন্য বায়ুর প্রকোপ জন্মে। প্রকুপিত বায়ু, সেই বদ্ধ রক্ত বা ছিন্ন ভিন্ন স্থান চ্যুত রক্ত নিঃসারণ করাইবার জন্য উত্তেজনা জন্মাইলে কাস বেগ সমুপস্থিত হয়। কাস বেগে রক্ত সংশ্রিত স্থান ছিন্ন ভিন্ন হইলে ক্ষত উৎপন্ন হয়। এইরূপ সম্প্রাপ্তি বশতঃ যে কাস রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ক্ষতজ কাস।

আদৌ শ্লেষ্ম হীন শুষ্ক কাসের প্রবৃত্তি, পরে কাস বেগে রক্ত নিষ্টীবন, কণ্ঠ বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভঙ্গবৎ ব্যাথা ও সূচীবেধন-বৎ যাতনা, পার্শ্ব বেদনা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, স্বরভঙ্গ এবং কণ্ঠ দেশে কপোত কূজন বৎ অব্যক্ত ধ্বনি ইত্যাদি ক্ষতজ কাসের লক্ষণ।

ক্ষয় কাস।

বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ কাস উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলে কালে ক্ষয় কাসে পরিণত হয়। আহার বিহারের দোষে এবং অন্যান্য কারণেও ক্ষয় কাস জন্মে। ক্ষয় কাস ত্রিদোষ ব্যাধি আর্থাৎ বায়ু, পিত্ত এবং কফ যুগপৎ কুপিত হইয়া ক্ষয় কাস উৎপাদন করে।

অতি ভোজন; প্রমিতাশন অর্থাৎ যে পরিমিত আহারে শরীর পোষণের সম্ভাবনা হয় না, নিয়ত তাদৃশ্য আহার করা; অকালে ভোজন, অহিতাহার, অতিরিক্ত স্ত্রী সেবা এবং মল মূত্রের বেগ ধারণ প্রভৃতি কারণে বায়ু পিত্তকফ যুগপৎ কুপিত হইয়া আদৌ অগ্নিমান্দ্য সংঘটন করে। তজ্জন্য ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ জীর্ণ হয় না। কিয়ৎ পরিমাণে জীর্ণ হইলে যে রস ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহাও যথাযথ ভাবে রক্তে পরিণত হয় না প্রকুপিত দোষ ত্রয় সেই অপক্ক রস লইয়া ফুস ফুসে উপস্থিত হইয়া দেহ ক্ষয় প্রদ ক্ষয়জ কাস উৎপাদন করে।

ক্ষয় কাস উপস্থিত হইলে মুখ মণ্ডল স্নিগ্ধশ্রী ধারণ করে, চক্ষুদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য সংবর্দ্ধিত হয়, গাঢ় কফ নিঃসৃত হইতে থাকে। পীড়া বর্দ্ধিত হইলে রক্ত পূয় মিশ্রিত কফ নির্গত হইতে আরব্ধ হয়। জ্বর, দাহ, অরুচি এবং বলক্ষয় প্রভৃতি ক্ষয় কাসের অন্যান্য লক্ষণ।

কাস চিকিৎসা।

কাস রোগ উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ শ্লেষ্মজ বা বাতানুজ শ্লেষ্মজ কাস প্রকাশ পাইলে সর্ব্বতোভাবে শৈত্য সেবা পরিত্যাগ করিবে। গায়ে শীতল বাতাস লাগাইবে না, শীতল জলে স্নান করিবে না, শীতল জল পান অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে। সুখোষ্ণ জল-পান, কাস রোগে অতি সুপথ্য। সুখোষ্ণ অন্ন ব্যাঞ্জন আহার করিবে। মুগ মসূরের যূষ, বেগুন, কাঁচা কলা, পটোল, মোচা, ডুমুর প্রভৃতি সদ্যঃ প্রস্তুত ব্যাঞ্জন এবং সংবৎসরাতীত শালি ধান্যের টাট্‌কা ভানা চাউলের অন্ন ও ভাল আটা বা ময়দার রুটী অতি সুপথ্য। পুরাতন কাস রোগে দুগ্ধ, গব্য ঘৃত এবং মাংসের যূষ পথ্য দেওয়া যায়। লঘু অথচ পুষ্টি বর্দ্ধন খাদ্য পরিমিত মাত্রায় সেবন করা উচিত। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সর্ব্ব প্রকার কাস রোগে অতি সুপথ্য।

কফজ কাস চিকিৎসা।

(ক)

কুড়, ব্রহ্মযষ্টি—স্থান বিশেষে বামন হাটী, বা'ন যষ্টি এবং ভামট প্রভৃতি নামে পরিচিত ক্ষুপ জাতীয় উদ্ভিদের মূল বা স্থূল শিকড়ের ছাল, কট্‌ ছাল, শুঁঠ এবং পিপুল এই দ্রব্য পঞ্চকের প্রতি দ্রব্য ৫৪ রতি। সমস্ত দ্রব্য এক সঙ্গে কুটিয়া ।৷৹ আধ সের জল সহ পাক করত ৴৫৹ আধ পোয়া জল শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান

করিবে। বয়োভেদে মাত্রা অর্দ্ধ বা সিকি। কিন্তু কষায় পূর্ণ মাত্রায় পাক করিবে।

(খ)

আদার স্বরস ২ তোলা ‡ অর্দ্ধ তোলা মধুর সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে, শ্লেষ্মজ-কাস প্রশমিত হয়। পীড়া উৎকট হইলে সন্ধ্যার সময় ও আর একবার পান করিবে।

(গ)

কট্‌ফল বা কটছাল, গন্ধতৃণ, বামহাটীর মূলের ছাল, মুতা, ধনিয়া, বচ, হরীতকী, কাঁকড়া শৃঙ্গী, ক্ষেত্র পর্পটী, শুঁঠ এবং দেবদারু এই এগার খানি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য ১৫ রতি মাত্রায় গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে। পাকের জল ৴॥০ আধ সের, শেষ ৴৹ আধ পোয়া। পাকাবসানে ছাঁকিয়া লইবে। সেই বস্ত্রপূত ক্বাথে ২।৩ রতি শোধিত মুলতানি হিং গুলিয়া দিয়া এবং ‡ অর্দ্ধ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে হয়।

এই কট্‌ফলাদি ক্বাথ কফজ, বাতকফজ. এবং পার্শ্ব বেদনা প্রভৃতি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। সজ্বর কাস রোগে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

বামন হাটীর সংস্কৃত নাম ব্রহ্মযষ্ঠি। স্থান ভেদে বামন হাটী, বা'ন ষষ্ঠি এবং ভামট প্রভৃতি নামে পরিচিত।

গন্ধতৃণ শরবান এবং লেমন্ গ্রাস্ নামে প্রসিদ্ধ।

(ঘ)

শুঁঠ, পিপুল এবং মরিচ চূর্ণ সম সম ভাগে মিশাইবে, মিশ্রীভূত দ্রব্য ত্রয়ের সম পরিমিত তালের মিছরি চূর্ণ তাহার সহিত মিশাইয়া

শিশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। দুই আনা পরিমিত সেই চূর্ণ মুখে দিয়া চুষিয়া খাইলে উৎকট কফজ কাস প্রশমিত হয়। দিবসে ২।৩ বার ব্যবহার করিবে।

পিত্তজ-কাস চিকিৎসা।

১

বেড়েলার মূল, বৃহতীর মূল, কণ্টকারীর মূল, বাসকের মূলের বা স্থূল শিকড়ের ছাল এবং কিস্ মিচ্ প্রতি দ্রব্য ৩২ রতি। দ্রব্য পঞ্চক এক সঙ্গে কুটিয়া ৵।৹ আধ সের জল সহ পাককরত ৴৵৹ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে ½ অর্দ্ধ তোলা কাশীর চিনি গুলিয়া দিয়া পান করিবে।

২

যষ্ঠিমধু, কিস্মিচ্, বাসকের ছাল, বচ এবং পিপুল প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ রতি। পূর্ব্ববৎ ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। বস্ত্রপূত ক্বাথে ½ অর্দ্ধ তোলা ইক্ষুচিনি মিশাইয়া পান করিবে।

পদ্মফুলের বীজের সূক্ষ্মচূর্ণ।৹ এক সিকি পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিলে পিত্তজ কাস প্রশমিত হয়।

বাতজ-কাস চিকিৎসা।

মধুর, মধুরাম্ল এবং অম্লরস যুক্ত বিশেষ বিশেষ দ্রব্য বাত কাস রোগে অতি সুপথ্য। কিন্তু তত্তদরস যুক্ত যাবতীয় পদার্থ সুপথ্য নহে।

তালের মিছিরি, ইক্ষুরস, ইক্ষুচিনি, আমরুল শাক, কাগ্‌চি লেবু, আনারস শুক্না কুল, ঈষদম্ল-ব্যক্ত মধুর রস দধি এবং সদ্যোজাত তক্র বা ঘোল বাত কাস রোগে সুপথ্য।

কাঁচা তেতুল এবং চিনি দিয়া অম্ল প্রস্তুত করিয়া অন্নের সহিত সেবন

করিলে বাত কাস প্রশমিত হয়। আমরুল শাকের চাট্নি তৈয়ার করিয়া ভাতের সঙ্গে খাইতে হয়।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে অম্ল প্রস্তুত করিয়া, অন্নের সহিত সেবন করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

/৷০ এক পোয়া শুষ্ক অব্যাহত সংবৎসরানতীত কুল এক সের জলের সহিত কোন অধাতব ভাজনে ভিজাইয়া রাখিবে। সিক্ত হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ দিয়া কুল গুলি মর্দ্দন করত তাহার মজ্জা জলে গুলিয়া লইয়া কুলের খোসা এবং আঠী বাদ দিবে। তৎপর সেই অম্লদ্রবে /৶ ছটাক চিনি দিয়া ঘুঁটিয়া লইবে।

১

বৃহৎ পঞ্চমূলের কষায় প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে পিপ্পলী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতকাস প্রশমিত হয়।

বিল্ব, শোণা গণিয়ারী, গাম্ভারী এবং পারুল এই বৃক্ষ পঞ্চকের সমবেত মূলের সংজ্ঞা বৃহৎ বা মহৎ পঞ্চমূল। প্রত্যেক বৃক্ষের মূল বা স্থূল শিকড়ের ছাল ঔষধ কর্ম্মে সুপ্রশস্ত। অগত্যা গাছের ছাল গ্রহণ করিতে হয়। শুষ্ক অথচ টাট্‌কা ছাল গ্রহণ করিবে।

কষায়—উক্ত গণোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ রতি পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একসঙ্গে কুটিয়া লইবে। পাকের জল /৷৷০ আধসের শেষ /৵০ আধপোয়া। ছাঁকিয়া তাহাতে ৩৩ রতি পিপুল চূর্ণ গুলিয়া দিয়া পান করিবে।

২

অমৃতার্ণব রস।

পূর্ব্ব লিখিত বিধি অনুসারে প্রস্তুতীকৃত কজ্জলী ২ ভরি; লৌহ, সোহাগার খৈ, রাস্নাচূর্ণ, বিড়ঙ্গের দানা চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ, আমলকী চূর্ণ,

বহেড়া চূর্ণ, দেবদারু চূর্ণ, শুঁঠ পিপুল মরিচ চূর্ণ, পদ্মকাষ্ঠ চূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ এবং মিঠা বিষ এই দ্রব্য পঞ্চদশকের প্রত্যেক দ্রব্য এক ভরি ওজনে গ্রহণ করিবে।

প্রথমতঃ জল সিক্ত মিঠাবিষ খলে উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার সহিত কজ্জলী প্রভৃতি দ্রব্যগুলি একে একে মিশাইয়া আবশ্যকানুরূপ জলের সহিত বহুক্ষণ মাড়িয়া বড়ী বাঁধিবার উপযোগী করিয়া লইবে। তারপর আর্দ্র ঔষধের ৩ রতি মাত্রায় বড়ী বাঁধিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

প্রাতঃকালে ১ বটী সন্ধ্যার সময় ১ বটী সেবন করিবে। মধুর সহিত সেব্য। অথবা প্রাতঃকালে পূর্ব্বোক্ত কষায় এবং সন্ধ্যার সময় অমৃতার্ণব সেবন করিবে।

৩

কাস কুঠার।

যষ্টিমধু চূর্ণ ১ ভরি, বচচূর্ণ ১ ভরি, কাবাব চিনি চূর্ণ ১ ভরি, আকরকোরা চূর্ণ ১ ভরি এবং পিপুল চূর্ণ ১ ভরি এই চূর্ণ পঞ্চক এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া তাহার সহিত তালের মিছিরির চূর্ণ ৫ ভরি মিশাইয়া কিছুক্ষণ মাড়িয়া লইবে। তাহার পর বাসক পাতার স্বরসের সহিত মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। দ্বিতীয় দিনে পুনর্ব্বার বাসক পত্রের স্বরসের সহিত মাড়িবে ও রৌদ্রে শুকাইবে। এইরূপে ৭ দিনে ৭টী ভাবনা দিতে হইবে। তৎপরে ৫ রতি মাত্রায় বড়ী বাঁধিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া শিশির মধ্যে রাখিয়া উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে।

বাসক পত্রের স্বরস ভূর্গাহ্য। নিম্নলিখিত প্রণালীতে স্বরস গ্রহণ করিতে হয়।

সুধৌত জল শূন্য বাসক পত্র কুটিয়া বাটিয়া তাল বাঁধিতে হইবে।

তৎপর কোমল কদলীপত্রে রাখিয়া সূতা দিয়া বাঁধিয়া ঘন পঙ্কের লেপ দিয়া অমারাসিতে স্থাপন করিতে হইবে। লেপের কাদা শুষ্ক হইলেই উঠাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে ছটাভ্যন্ত হইতে পত্র কঙ্ক বাহির করিয়া নিংড়াইয়া রস গ্রহণ করিবে।

একটা বড়ী মুখে রাখিয়া চুষিয়া খাইলে বাতকাসের এবং অপর সমস্ত কাসের বেগ প্রশমিত হয় পরন্তু ইহার কাশ রোগ প্রশমনী শক্তিও অতি প্রবল। যাবতীয় কাস রোগে প্রয়োগ করা যায়। মুখে রাখিয়া চুষিয়া চুষিয়া খাইতে অপ্রীতিকর হইলে, অল্প দুধের সহিত গুলিয়া লেহন করিবে।

যদি কাস রোগের সঙ্গে জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কাসকুঠার সেবন করত, বাসক মূলের ছাল, কণ্টকারী এবং গুলঞ্চ দ্রব্য ত্রয়ের ক্বাথ সেবন করিবে। প্রতি দ্রব্য ৫৪ রতি লইয়া যথাবিধানে ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে।

"হুপিং কফ্"

অধুনা হুপিংকফ নামে প্রসিদ্ধ কাস রোগ এক প্রকার উৎকট বাত কাস। সচরাচর বালক বালিকারা এই রোগে আক্রান্ত হয়। বয়স্ক নর-নারীদিগকেও কখন কখন হুপিং কফ গ্রস্ত হইতে দেখা যায়। ইহার চিকিৎসা নিম্নে লিখিত হইল।

১

ফিট্‌কারির চূর্ণ হুপিং কাসের খুব ভাল ঔষধ। এক দুই বছরের বালকদিগকে ১॥০ দেড় রতি মাত্রায় ৫।৬ বছরের বালক বালিকাদিগকে ২।৩ রতি মাত্রায় এবং বয়স্ক দিগকে ৫।৬ মাত্রায় ফিট্‌কারির সূক্ষ্ম চূর্ণ জলে গুলিয়া দিবসে ৩ বার প্রয়োগ করিলে ৫।৭ দিনে হুপিংকফ প্রায়শঃ আরোগ্য হয়।

২

তুলসীর মঞ্জরী ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা, যষ্টিমধু ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা, পিপুল ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা, বচ ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা এবং মিছ্রিী ২৷৷০ তোলা একসঙ্গে ৴৷৷০ আধসের জল সহ পাক করিয়া ৴৵০ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া একটু একটু করিয়া বালকদিগকে দিবসে ৫।৬ বার পান করিতে দিবে। বয়স্কেরা একমাত্রাই পান করিবে। কয়েকদিন পান করিলে উৎকট কাস বেগ প্রশমিত হয়।

বাল-চাতুর্ভদ্রাব লেহ।

মুতা, পিপুল, আতইস এবং কাঁকড়া শৃঙ্গী এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের সূক্ষ্মচূর্ণ সমান সমান ভাগে লইয়া একসঙ্গে মিশাইয়া কিছুক্ষণ মাড়িয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। সুপরিষ্কৃত প্রত্যেক দ্রব্য আদৌ পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া লইবে। শিশুদিগের কাস-শ্বাস এবং জ্বরসংযুক্ত কাস-শ্বাসে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়। বয়োভেদে বিবেচনা পূর্ব্বক ১ হইতে ৫।৬ রতি পরিমাণে মধুর সহিত গুলিয়া লেহন করাইতে হয়।

কাস সাধারণের চিকিৎসা।

কাস অতি আশঙ্কা জনক ব্যাধি। শরীরে কাস রোগের আবির্ভাব হইলেই আহার বিহারে নিয়মিত হইয়া যদি ঔষধাদি সেবন করা হয় তাহা হইলে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। উপেক্ষা করিলে পীড়া উৎকট হইয়া উঠে। তজ্জন্য আমরা আশাকরি কেহই, আপনাদের এবং আপন আপন সন্ততিগণের কাস রোগ উপেক্ষা করিবেন না। "রোগাঃসর্ব্বেঽপি মন্দেঽগ্নৌ।" কথাটা স্মরণ করিয়া অবশ্যই হিত পরিমিত সুপথ্য সেবন করিবেন। শৈত্য সেবা সর্ব্বথা পরিহার করিতে

হইবে। উষ্ণজলে স্নান, উষ্ণ উষ্ণ জল দিয়া মুখ প্রক্ষালন এবং উষ্ণ উষ্ণ জল পান কাস রোগে অতি সুপথ্য। আবৃত গাত্রে উন্মুক্ত বায়ু সেবন কাস রোগে বিশেষ হিতকর। কাস রোগ প্রকাশ পাইলেই শরীরের ক্ষয়কর ব্যায়ামও ব্যাবায় অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গ অবশ্যই পরিহার করিবে। এই সকল নিয়ম পালন করিয়া, রোগ নিরূপণ পূর্ব্বক, পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন করিলে কফ-পিত্ত-বাতজ কাস অচিরে প্রশমিত হয়। অতঃপর কাস সাধারণের কতিপয় সিদ্ধফল ঔষধের প্রস্তুতি-বিধি এব প্রয়োগবিধি বলা যাইতেছে।

১

চন্দ্রামৃত রস।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী. আমলকী, বহেড়া, চৈর মূল, ধনিয়া, জীরা এবং সৈন্ধব। এই দশখানি দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ এক তোলা ওজন করিয়া লইয়া একসঙ্গে উপযুক্ত খলে রাখিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। সেই মিশ্রীভূত চূর্ণ ছাগদুগ্ধে গুলিয়া মাড়িতে হইবে। মাড়িতে মাড়িতে পঙ্কবৎ হইলে তাহার সহিত কজ্জলী ৪ তোলা, লৌহভস্ম ২ তোলা, সোহাগার খৈ ৮তোলা এবং মরিচ চূর্ণ ৪তোলা যোগ করিয়া আবশ্যকতার অনুরূপ ছাগদুগ্ধ দিয়া পেষণ করিতে করিতে বড়ী বাঁধিবার উপযোগী করিয়া লইবে। বটীর মাত্রা ৯ রতি। বলাবাহুল্য যে শুকাইলে ৯ রতি পরিমিত থাকে এইরূপ আন্দাজ বড়ী বাঁধিবে।

চন্দ্রামৃত রস, বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপান কল্পনা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ কাস রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাসক মূলের ছাল, গুলঞ্চ, বামন হাটীর মূলের ছাল, মুতা এবং কণ্টকারী এই দ্রব্য পঞ্চকের প্রতিদ্রব্য ৩২ রতি পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একসঙ্গে কুটিয়া ⁄॥০ আধসের জল সহ পাক করত, ⁄৴০ অর্দ্ধ পোয়া

থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। প্রথমতঃ মধু দিয়া একটা উক্ত বটী মাড়িয়া লেহন করত উক্ত ক্কাথ সমস্তই এক মাত্রায় পান করিবে। ১০।১৫ দিন এই নিয়মে চন্দ্রামৃত রস সেবন করিলে অত্যন্ত সুফল পাওয়া যায়। প্রত্যহ প্রাতঃকালেই সেবন করিবে।

রক্তোৎপল, যাহা রক্ত না'ল লাল শাফলা এবং রক্ত কম্বল নামে পরিচিত তাহার মূলের রস এবং মধু যোগে উক্ত ঔষধ সেবন করিলে রক্ত নিষ্ঠীবনের সহিত বিদ্যমান কাস রোগ প্রশমিত হয়।

তালীশাদ্য চূর্ণ।

তালিশপত্র ১ ভরি, মরিচ ২ ভরি, শুঁঠ ৩ ভরি, পিপুল ৪ ভরি এবং বংশ লোচন ৫ ভরি। উক্ত দ্রব্য পঞ্চকের প্রত্যেক দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ উপদিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একসঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। তারপর তাহার সহিত ৩২ তোলা পরিষ্কার ইক্ষু চিনি মিশাইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ১০ রতি। সর্ব্বপ্রকার কাসশান্তির জন্য দিবসে ২।৩ মাত্রা সেবন করিবে।

৩

সর্ব্বতোভদ্র রস।

অভ্রভস্ম ৪ তোলা, হিঙ্গুলোত্থ পারদ ½ অর্দ্ধ তোলা এবং শোধিত আমলাসা গন্ধক ১ তোলা যোগেকৃতকজ্জলী ১½ তোলা, কর্পূর, নাগকেশর ফুলের রেণু চূর্ণ, সুপরিষ্কৃত জটামাংসী তেজপত্র, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, ছোটএলাচের দানা, গজপিপুল, কুড়, তালীশ পত্র, ধাইফুল, দারুচিনি, মুতা, হরীতকী, শুঁঠ, বহেড়া, পিপুল এবং আমলকী এই সমস্ত

উপাদান লইয়া সর্ব্বতোভদ্র প্রস্তুত করিতে হয়। কর্প্র এবং নাগকেশর প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণের মাত্রা ½ অর্দ্ধ তোলা।

প্রথমতঃ অভ্র ও কজ্জলী উত্তমরূপে মিশাইয়া তারপর কর্প্র প্রভৃতি সমস্ত চূর্ণ তাহাতে দিয়া বহুক্ষণ খলে মর্দ্দন করিবে। তৎপর জলের সহিত মাড়িয়া মাড়িয়া বটী বাঁধিবার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বটীর মাত্রা ২ রতি। বলাবাহুল্য যে, শুকাইলে ২ রতি থাকে এরূপ আন্দাজে বড়ী বাঁধিতে হইবে।

কাসরোগের সঙ্গে যদি জ্বরযোগ দেয়, তারপর যদি অরুচি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সর্ব্বতোভদ্র সেবন করিবে। জ্বরসংযুক্ত কাস রোগর সর্ব্বতোভদ্র অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পিপুল চূর্ণ ৫ রতি এবং মধুর সহিত মাড়িয়া প্রাতঃকালে ১বটী এবং সন্ধ্যার সময় ১বটী সেবন করিবে। কাঁচা ক্ষেত্র পর্পটী এবং কাঁচা মুথা পেষণ করিয়া তাহার রস সহ সেবন করিলে জ্বর, কাস এবং অরুচি প্রশমিত হয়। অথবা সেবনান্তর, বাসকমূলের ছাল, কিস্‌মিচ্‌ এবং হরীতকী এই দ্রব্যত্রয়ের ক্বাথ পান করিবে। প্রতি দ্রব্য ৫৪ রতি লইয়া যথা বিধানে ক্বাথ প্রস্তুত করিবে।

অরিষ্ট।

যে বা যে যে রোগ প্রশমনের জন্য অরিষ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, আদৌ তদ্‌ বা তত্তদ্রোগ প্রশমনোপযোগী দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করিয়া যথা বিধানে ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হয়। সেই ক্বাথে, উপদেশানুসারে গুড়, মধু এবং শর্করা প্রভৃতি সুরাযোনি দ্রব্য যোগ করিয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল অপরাপর গুণবদ্‌ দ্রব্য কুটিয়া পিসিয়া তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া উপযুক্ত মৃদ্‌ভাজনে স্থাপন করত, পাত্রের মুখ রোধ করিয়া রাখিলে ক্রমশঃ সেই ক্বাথ মাতিয়া, তাহা হইতে সুরা আসৃত হইয়া দ্রবে সঞ্চিত

হইতে থাকে। সুরা আসুত হইতে আরব্ধ হইলে ক্বাথ ও প্রক্ষেপ দ্রব্য নিষ্ঠ ধর্ম্ম অর্থাৎ রস, গুণ, বীর্য্য, এবং প্রভাব তত্তৎ পদার্থ হইতে উৎসৃষ্ট হইয়া জাত ও জায়মান সুরায় সংক্রমিত এবং আহিত হইতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুরা সঞ্জনন এবং জাত সুরায় দ্রব্যধর্ম্ম সংক্রমণের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া যায়। তখন ভাজন হইতে সুজাত দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইতে হয়। এইরূপে পরিকল্পিত ঔষধের নামই অরিষ্ট।

অরিষ্ট বা আসব প্রভৃতি সন্ধানার্থ অবশ্যই মৃদ্‌ভাণ্ড গ্রহণ করিবে। ঘৃত ভাণ্ড অর্থাৎ যে জালা বা মট্‌কীতে, ঘৃত ব্যবসায়ীরা বিক্রয়ার্থ ঘৃত রাখিয়াছিল, সেরূপ ভাণ্ড অসুলভ নহে, তাহাতেই অরিষ্ট সন্ধান করা উচিত। তাদৃশ ভাণ্ড না পাইলে, অগত্যা নূতন জালা বা মট্‌কীর অভ্যন্তরে এবং বাহিরে ঘৃত লেপন করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। ঘৃত সম্যক্ শোষিত হইলে, ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। বলা-বাহুল্য যে, যেরূপ মৃৎভাণ্ডে উপদিষ্ট ক্বাথাদির স্থান সঙ্কুলন হয়, বরং একটু খালি থাকে সেইরূপ ভাণ্ডই গ্রহণ করিবে।

যে দিন অরিষ্ট সন্ধান করিতে হইবে, সেই দিন ✓।• একপোয়া ঝাড়া-বাছা জটামাংসী আর ✓।• একপোয়া মরিচ কুটিয়া একখানি শরাবে রাখিয়া অঙ্গারাগ্নি সংযোগ করত মট্‌কীর অভ্যন্তরে রাখিয়া দিবে। অগ্নি-সংযোগে তাহা হইতে ধূমোদ্‌গীর্ণ হইয়া ভাণ্ডটী ধূপিত হইবে। তাদৃশ মাংসী মরিচ ধূপিত কুম্ভই সন্ধানার্থ ব্যবহার করা উচিত। না করিলে জাত অরিষ্ট অম্লরসোৎকট হইয়া যাইতে পারে।

৪

দ্রাক্ষারিষ্ট।

দ্রাক্ষার চলিত নাম আঙ্গুর। দ্রাক্ষার ক্বাথে গুড়-গুলিয়া এবং উপদিষ্ট দ্রব্য প্রক্ষেপ দিয়া সন্ধান করত যে ঔষধ পরিকল্পিত হয় তাহারই নাম

দ্রাক্ষারিষ্ট। দ্রাক্ষার পরিবর্ত্তে অনেকে কিচ্‌মিচ্‌ বা মনেক্কা লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমিও উক্ত তিন প্রকার দ্রব্যের অন্যতম দ্রব্য লইয়া অরিষ্ট কল্পনা করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; গুণ বৈষম্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

দ্রাক্ষারিষ্টের প্রস্তুত বিধি—আঙ্গুর বা কিচ্‌মিচ্‌ অথবা মনেক্কা /৬৷৹ ছয় সের একপোয়া ৩/৮ তিন মণ আট সের নির্ম্মল জলের সহিত—কোন উপযুক্ত মৃৎপাত্রে অভাবে কলাই করা তাম্রকটাহে পাক করিবে। ৮২/ বত্রিশ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ॥৫/ পঁচিশ সের সংবৎসর কালাতীত অথচ 'অভ্রষ্ট-বর্ণ-রস-ইক্ষুগুড় গুলিয়া দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ছাঁকার পর দ্রাক্ষা বা কিচ্‌মিচ্‌ অথবা মনেক্কা নিপীড়ন করত রস গ্রহণ করিয়া বস্ত্র পূত ক্বাথের সহিত মিশাইয়া দিবে। তারপর—সেই ক্বাথ পূর্ব্বোক্ত প্রকার মৃৎভাজনে রাখিয়া সেই ক্বাথে—দারুচিনি, ছোট এলাচের দানা, তেজপত্র, নাগকেশর ফুলের কেশর, প্রিয়ঙ্গু, পিপুল, মরিচ, এবং বিড়ঙ্গের চাল এই আট খানি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য /৵৹ অর্দ্ধপো পরিমাণে লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া পিষিয়া, প্রক্ষেপ দিয়া ভাণ্ডের মুখ শরাবের দ্বারা ঢাকা দিয়া শরাব ও কুম্ভমুখের সন্ধিস্থল ঘন পঙ্ক দ্বারা লেপন করত রাখিয়া দিবে। একমাস কাল পূর্ণ হইলে, কুম্ভের মুখ খুলিয়া ধীরে ধীরে উপরিতন স্বচ্ছদ্রব্য উঠাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অধঃপতিত পঙ্কবৎ অংশ পরিত্যাগ করিবে। অতপরঃ বোতলে রাখিয়া বোতলগুলির মুখ ভেলভেট কর্ক দ্বারা দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করত রাখিয়া দিবে। কর্কগুলি যেরূপ ভাবে রোধ করিলে উৎক্ষিপ্ত হইতে না পারে সেইরূপ তার বা সূতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

দ্রাক্ষারিষ্টের মাত্রা ২৷৹ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত। প্রাতঃ-কালে সেবন করিবে।

দ্রাক্ষারিষ্ট সর্ব্বপ্রকার কাস রোগে প্রয়োগ করা যায়। প্রয়োগের ফলও সন্তোষ জনক।

উক্ত পরিমাণে নিয়মিত কালে দ্রাক্ষারিষ্ট কিছুকাল সেবন করিলে, কোষ্ঠশুদ্ধি, মনের স্ফূর্ত্তি, শরীরে বলবর্ণের উপচয় এবং হৃদয়ক্ষেত্রের বলাধান হয়। উক্ত অরিষ্ট রাজ যক্ষ্মা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাসকারিষ্ট।

বাসা বা বাসক সর্ব্বজন পরিচিত ক্ষুপ জাতীয় উদ্ভিদ্। ইহার চলিত নাম বাসক। বাসকের সূক্ষ্ম শিকড় ও স্থূল শিকড়ের ছাল, স্থূল কাণ্ডের ছাল, দণ্ড অর্থাৎ কোমল শাখা, সপত্র পল্লব এবং পুষ্প এই পঞ্চাঙ্গ লইয়া বাসকারিষ্ট পরিকল্পনা করিতে হয়। বাসকের উক্ত পঞ্চাবয়ব কাঁচা লইয়া ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত। বাসকের পুষ্প সকল ঋতুতে পাওয়া যায় না। তজ্জন্য প্রায়শঃ মূলাদি চারিটী অবয়ব লইয়া ঔষধ তৈয়ার কবিতে হয়, করিলেও সুফল পাওয়া যায়।

সুপরিস্কৃত বাসকের মূল প্রভৃতি /৪ সের উত্তমরূপে কুটীয়া ।৬ ষোল সের জল সহ উপযুক্ত মৃৎভাজনে পাক করিবে। /৪ সের অবশেষ থাকিতে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করত স্বতন্ত্র রাখিয়া দিবে। সুকুট্টিত কণ্টকারী /১ সের এবং পিপুল /১ সের কুটিয়া পিশিয়া ।৬ সের জল সহ পাক করত /২ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিবে। অনন্তমূল, কিচ্মিচ্, তেজপত্র এবং যষ্টি মধু এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের প্রত্যেক দ্রব্য এক এক পোয়া গ্রহণ করত /৮ সের জল সহ পাক করিয়া /১ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

তদনন্তর উক্ত ক্বাথ তিনটী এক সঙ্গে মিশাইয়া তাহাতে /৩৵ তিন

সের আধ পোয়া ইক্ষুচিনি গুলিয়া দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। সশর্কর ক্বাথ হইতে ⁄৫ সের ওজন করিয়া লইয়া একখানি মেটে খুলিতে রাখিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করত একটা মাপ রাখিবে। তারপর অবশিষ্ট ক্বাথ দিয়া পাক করিতে হইবে। পাঁচ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া আবার ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে এক বোতল রেক্‌টাফায়েড্ স্পিরিট মিশাইয়া বোতলে রাখিয়া দিবে। বলাবাহুল্য যে বোতলের মুখ উপযুক্ত কর্ক দিয়া রোধ করিতে হইবে।

বাসকারিষ্ট সর্ব্ব-প্রকার সাধ্যকাস রোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তপিত্ত রোগে, কাস বিদ্যমান থাকিলে বাসকারিষ্ট প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। ✠ অর্দ্ধ ছটাক পরিমিত বাসকারিষ্টে ৵০ দুই আনা লাক্ষার অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ গুলিয়া পান করিলে রক্ত নিষ্ঠীবন এবং কাস প্রশমিত হয়। ক্ষত কাসে ও লাক্ষাচূর্ণের সহিত সেবন করিতে দিবে। বালকদিগের সকল প্রকার কাস রোগে বাসকারিষ্ট প্রয়োগ করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ করা যায়। যক্ষ্মা-রোগ প্রশমনের জন্য যত প্রকার ঔষধ চিকিৎসকেরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন তন্মধ্যে বাসকারিষ্ট শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বাসকারিষ্টের মাত্রা ২॥ আড়াই তোলা হইতে ৫ পাঁচ তোলা। বিবেচনা পূর্ব্বক বয়োভেদে মাত্রা স্থির করিবে। পীড়ার বলাবল বুঝিয়া দিবসে এক বা দুইবার পান করিতে দিবে।

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

শ্বাস প্রশ্বাস—শ্বাস রোগ।

"প্রকৃতি জ্ঞানান্তরাদ্বিকৃতি জ্ঞানস্য, প্রথমং তাদবিকৃতস্য শ্বাসস্য স্বরূপ সংক্ষেপঃ"। প্রকৃতির জ্ঞান না থাকিলে বিকৃতি বুঝা যায় না; তজ্জন্য আদৌ অতি সংক্ষেপে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের কথা বলা যা'ক।

হৃদয় ক্ষেত্রে, রক্তাধার বা হৃৎপিণ্ডের বামে ও দক্ষিণে দ্বিধা-বিভক্ত সুবিন্যস্ত সুস্থির রক্তাভ পাণ্ডুস্থির কোষময় যে আশয় আছে, তাহার আয়ুর্ব্বেদিক নাম সুবোধ্য বা সুপ্রচলিত নহে। বাঙ্গলা ভাষায় উহার নাম ফুস্‌ফুস্। আয়ুর্ব্বেদে ফুস্‌ফুস্ বা ফুপ্‌ফুস্ নামে যে অবয়বের কথা বলা হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্র অবয়ব। ফুল্‌কো এবং ফেঁপড়া ফুস্‌ফুসের আর দুইটা চলিত নাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র ফুস্‌ফুস শব্দই ব্যবহার করিব।

নাসাকৃষ্ট বাহিরের নির্ম্মল বায়ু শ্বাস প্রণালী বহিয়া ফুস্‌ফুসের কোষ সমূহে প্রবেশ করত, বিষ্ণুপদামৃত দ্বারা রক্তধাতুকে আপ্যায়ন করিয়া, রক্তগত মল যোগে সমল হইয়া বাহির হইয়া যায়। জীব শরীরে অহোরহ এই ব্যাপার চলিতেছে। ইহারই চলিত নাম শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া।

যদি ফুস্‌ফুসের এবং শ্বাস্ নলিকার শ্বাসবাহি স্রোতঃ এবং কোষ সমূহ রিক্ত থাকে তাহা হইলে অব্যাহত ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে। চারিবার হৃৎস্পন্দন হইলে যদি একবার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবেই চলিতেছে।

পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির প্রতি মিনিটে ৭২ হইতে ৮০ বার হৃৎস্পন্দন এবং ১৮ হইতে ২০ বার শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন হয়। বয়ঃক্রম ভেদে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। বালক বালিকাদিগের হৃৎস্পন্দনের গতি দ্রুততর; শ্বাস প্রশ্বাসের গতিও তদনুরূপ দ্রুততর। দুই বৎসর পূর্ব্বের বালক বালিকাদিগের প্রতি মিনিটে ১৪০ বার হৃদয় স্পন্দিত হইতে থাকে; শ্বাস প্রশ্বাসের গতি প্রায়শঃ ৪০ বার। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই বুঝিতে হইবে যে, শ্বাস যন্ত্র ব্যথিত হইয়াছে। অতঃপর কিরূপে শ্বাস যন্ত্র ব্যাধিত হয় তাহা বলা যাইতেছে।

"বিহায় প্রকৃতিং বায়ুঃ প্রাণোঽথ কফ সংযুতঃ।
শ্বাযূত্যর্দ্ধগো ভূত্বা তং শ্বাসং পরিচক্ষতে॥"

পরন্তু—যদা স্রোতাংসি সংরুদ্ধ্য মারুতঃ কফ পূর্ব্বকঃ।
বিশ্বগ্ ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসান্ করোতি সঃ॥

১ম শ্লোকের অর্থ—কফ সংযুক্ত প্রাণ বায়ু, স্বীয় প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কুপিত হইয়া উর্দ্ধগ হইলে, কণ্ঠে নাসা পথে যাওয়া আসা করে। এইরূপ ব্যাপারে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহার নাম শ্বাস।

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ—কফ পূর্ব্বক অর্থাৎ কফ-সংপৃক্ত বা কফকর্ত্তৃক রুদ্ধ পথ বায়ু, অবাধ শ্বাস-স্রোতঃ রোধ করত, স্বয়ং শ্বাসাশয়ে অবরুদ্ধ হইয়া প্রতি লোম গতিতে যৎকালে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে, তখন সেই প্রকুপিত বায়ু শ্বাস রোগ উৎপাদন করে।

মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, তমক শ্বাস অসাধ্য ব্যাধি। তমক শ্বাস ও কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগ। তবে যদি রোগী দুর্ব্বল না হয়, তাহা হইলে যত্ন পূর্ব্বক অচির জাত তমক শ্বাস আরোগ্য করা যায়। ক্ষুদ্রশ্বাস সুখসাধ্য ব্যাধি।

চিকিৎসা সৌকর্য্যার্থে সাধ্য শ্বাস রোগকে, স্বতন্ত্র, ঔপদ্রবিক এবং লাক্ষণিক এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লইয়া চিকিৎসা করিতে হয়। উক্ত প্রকার সম্প্রাপ্তি বশতঃ যে শ্বাস রোগ জন্মে তাহার নাম স্বতন্ত্র শ্বাস। জ্বরাদি রোগের লক্ষণরূপে লাক্ষণিক এবং উপদ্রবরূপে ঔপদ্রবিক শ্বাস উপস্থিত হয়। নিম্নে স্বতন্ত্র সাধ্য শ্বাসের চিকিৎসা সংক্ষেপে কথিত হইল।

শ্বাস-চিকিৎসা।

শ্বাসরোগ উপস্থিত হইলে সর্ব্ব প্রযত্নে শৈত্য সেবা পরিত্যাগ করিবে। শীতল বায়ু গায়ে লাগাইবে না, শীতল জল পান করিবে না। ঈষদুষ্ণ জল স্নান ও পানার্থ ব্যবহার করিবে। অঙ্গাবরণ প্রত্যহ সাবান দিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। ঋতু অনুসারে উপযুক্ত গাত্রাবরণে আবৃত হইয়া উন্মুক্ত বাতায়ন গৃহে পরিষ্কৃত শয্যায় রাত্রিকালে শয়ন করিবে। যে পরিমিত আহার করিলে অজীর্ণ বা আধ্মান উপস্থিত না হয়, সেইরূপ সুপথ্য সেবন করা উচিত। হৈমন্তিক রক্তশালির অন্ন মুগ মসূরের ডাইল, কাঁচকলা বেগুন তরকারি এবং দুগ্ধ শ্বাসরোগে সুপথ্য। বাত প্রধান শ্বাসে দধি অতি সুপথ্য। রাত্রিকালে অন্নাহার না করিয়া খই দুধ ও চিনি পথ্য করা উচিত। পরিপাক শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিলে সূজী বা আটার রুটীও খাওয়া যাইতে পারে। এই রোগে অতি ব্যায়াম এবং স্ত্রী সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা উচিত।

ঔষধ প্রয়োগ।

১

শ্বাস বা শ্বাসকাসগ্রস্ত নর-নারী প্রত্যহ দুইবেলা আহারের পর, পরিস্কৃত জলসহ এক এক মাত্রা ভাস্কর লবণ অবশ্যই সেবন করিবেন। মাত্রা

৵৹ আনা! উক্ত ঔষধ সেবন করিলে অজীর্ণের আশঙ্কা থাকে না; শ্বাস বেগও মন্দীভূত হয়।

২

বহেড়ার বীজের শাঁস ১২ রতি, পিপুল চূর্ণ ৬ রতি এবং মকরধ্বজ ১ রতি এক সঙ্গে মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে শ্বাস ও শ্বাসকাস প্রশমিত হয়।

আদৌ মকরধ্বজ উত্তমরূপে চূর্ণ করত তাহার সহিত বহেড়ারবীজ চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে মধুর সহিত মাড়িয়া লেহন করিতে হয়।

জ্বরাদিরোগে শ্বাস উপস্থিত হইলে উক্ত যোগ প্রয়োগ করিবে।

৩

ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম ৬রতি, পিপুল চূর্ণ ৩রতি এবং রসসিন্দূর বা মকরধ্বজ ১ রতি মধুর সহিত মাড়িয়া লেহন করিলে শ্বাস বেগ অচিরে প্রশমিত হয়। দিবসে ২ বার প্রয়োজ্য। লাক্ষণিক এবং ঔপদ্রবিক শ্বাসরোগে প্রয়োগ করিলে অপ্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যায়।

৪

উৎকৃষ্ট মনঃশিলা অর্থাৎ মন্‌ছাল ক্ষুদের আকারে পরিণত করিয়া লইয়া, বকফুলের পাতার রসে মগ্ন করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। রস শুকাইয়া গেলে আবার উক্ত রসে মগ্ন করিয়া শুকাইয়া লইবে। এইরূপ সাত বার করা হইলে, পরিষ্কার জলে পুনঃ পুনঃ লইয়া শুকাইয়া কেয়াফুলের অভ্যন্তরের গুঁড়ার ন্যায় চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই বা তিন রতি পরিমাণ, উক্ত প্রকারে শোধিত এবং সুচূর্ণীকৃত মনঃশিলা আদার রসে গুলিয়া পান, করিলে সাধ্য শ্বাস রোগ প্রশমিত হয়, ২।৩ সপ্তাহ কাল সেবন করিলে আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে।

৫

শ্বাসহর যোগ

সুধৌত সুচূর্ণিত পিপুল চূর্ণ ১ ভরি, আকরকোরা চূর্ণ ১ ভরি, যইন চূর্ণ ১ ভরি এবং সৈন্ধব চূর্ণ ১ ভরি। উক্ত পরিমিত, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ এক সঙ্গে মিশাইয়া কিছুকাল মর্দ্দন করিয়া লইতে হইবে।

যে ধুতুরার ফল সুপক্ব হয় নাই, অথচ বেশ পুষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ বড় বড় ফল ১২।১৫টী সংগ্রহ করত, প্রথমতঃ বৃন্তের নিম্নে যে ছত্রাকার আবরণ থাকে তাহার নিম্ন দেশে ছুরিকা দ্বারা ছেদ করিয়া স্বতন্ত্র রাখিয়া দিবে। তৎপর ধুতুরার আবরণ ছিন্ন না হয় এরূপ ভাবে ফলের অভ্যন্তরের বীজপত্র সমেত বীজ অপনয়ন করত অঙ্গুলীদ্বারা ধুতুরার খোল পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক ধুতুরার ফল গর্ভে, উক্ত মিশ্রীভূত চূর্ণের যত টুকুর স্থান হয়, তৎপরিমিত চূর্ণদ্বারা পূরণ করিতে হইবে। চাপিয়া পুরিবেনা। এইরূপে উক্ত চারি ভরি চূর্ণের স্থান সঙ্কুলন হয়, সেই কয়েকটী ফল পূর্ণ করিয়া প্রত্যেকের মুখ কর্ত্তিত রক্ষিত মুখটী দ্বারা আচ্ছাদন করত সূতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ভাল আটাল মাটি জল সহ ছানিয়া তরল না হয় এরূপ ভাবে কাদা প্রস্তুত করিয়া লইবে। সেই কাদা দিয়া প্রত্যেক চূর্ণ গর্ভ ধুতুরার ফলে ২ আঙ্গুল পুরু লেপ দিয়া বলের মত করিয়া রাখিবে। লেপ রৌদ্রে শুকাইবে না।

কোন উপযুক্ত আধারে বা ভূমি তলে চারি আঙ্গুল পুরু ঘুঁটে বিছাইয়া তদুপরি ৪।৬ আঙ্গুল ব্যবধানে, উক্ত লিপ্ত ধুতুরাগুলি সাজাইয়া রাখিবে। তৎপর স্থানে স্থানে অগ্নিসংযোগ করত ঘুটে দিয়া বল গুলি ঢাকিয়া দিবে। আর্দ্র লেপ যেই মাত্র শুষ্ক হইবে তখনই উঠাইয়া রাখিতে হইবে। শীতল হইলে ফলাভ্যন্তরের ধুস্তুর রস সিক্ত ঔষধ

বাহির করত মর্দ্দন করিয়া ৫।৬ রতি পরিমাণে বটী বাঁধিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিবে।

প্রতিদিন উক্ত ঔষধের তিন বটী সেবন করিলে অচিরে শ্বাসবেগ মন্দীভূত হইয়া আইসে। কিছুদিন সেবন করিলে অচির জাত শ্বাস রোগ প্রশমিত হয়। শ্বাসরোগের প্রথমাবস্থা প্রকাশ পাইলে যিনি এই ঔষধ সেবন করিবেন তিনি অবশ্যই সুফল লাভ করিবেন।

বালক বালিকাদিগের জ্বর রোগে যদি উদরের গুরুতা এবং সেই সঙ্গে শ্বাস কৃচ্ছ্রতা বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। বয়স্কদিগের পক্ষেও তাদৃশ অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিবেচনা পূর্ব্বক মাত্রা স্থির করিতে হইবে। তপ্তজলে গুলিয়া সেবন করা যাইতে পারে। চুষিয়া চুষিয়া খাইলেই বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

শৃঙ্গাদি চূর্ণ

কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কণ্টকারীর মূল, বামনহাটীর মূলের ছাল, কুড়,—জটামাংসী, সচল লবণ, শাম্ভর লবণ, বিট্ লবণ, সৈন্ধব লবণ, এবং কর্কচ্ লবণ। উক্ত দ্রব্য ষোড়শকের সূক্ষ্ম চূর্ণ যোগে শৃঙ্গাদির চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়।

যে কাঁকড়াশৃঙ্গীর বর্ণ অবিকৃত রহিয়াছে, কালো হইয়া যায় নাই, তাহাই গ্রহণ করিবে। জটামাংসী ঝাড়িয়া বাছিয়া ধূলি গুঁড়ি শূন্য করিয়া লইতে হইবে। অপরাপর উদ্ভিজ্জ দ্রব্য শুষ্ক অথচ টাটকা গ্রহণ করিবে।

প্রত্যেক দ্রব্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চূর্ণ করত কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

তারপর তুল্য পরিমাণে প্রত্যেক দ্রব্য লইয়া এক সঙ্গে মিশাইয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া উপযুক্ত আবৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে।

শৃঙ্গাদি চূর্ণ শ্বাস রোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ। মাত্রা ৬ হইতে ১২ রতি তপ্তজল সহ সেব্য। দিবসে ২ বার সেবন করিলে অচিরে শ্বাসবেগ প্রশমিত হয়।

কনক শার্করীয়।

৭

মূল, কাণ্ড, দণ্ড, পুষ্প এবং ফল সমন্বিত ধুতুরা গাছ খণ্ডশঃ বিভাগ করিয়া শুকাইয়া লইবে। সেইরূপ দ্রব্য ।০ এক পোয়া ওজন করিয়া লইয়া উত্তমরূপে কুটিতে হইবে। সুকুট্টিত তাদৃশ গাছ ২ দুই সের জল সহ মেটে পাত্রে পাক করিবে। ।০ এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই দ্রবে ।০ এক পোয়া মিছিরি প্রক্ষেপ দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। মিছিরি গুলিয়া গেলে পুনঃ পুনঃ ছাঁকিয়া তাহাতে ।০ এক ছটাক রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট দিয়া আলোড়ন করত বোতলে রাখিয়া কর্ক দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে।

কনক শার্করীয় শ্বাসবেগ প্রশমনের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ৫ হইতে ত্রিশ বিন্দু। বালক বালিকাদিগকে ২।১ বিন্দু পরিমাণে দিতে হয়। উষ্ণ দুগ্ধের সহিত অথবা পূর্ব্বোক্ত বাসারিষ্টের সহিত যোগ করিয়া পান করিতে দিবে।

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

অম্ল পিত্ত।

অম্লপিত্ত, বিকৃত পিত্তজ ব্যাধি। অবিকৃত পিত্তের স্বরূপ জানা না থাকিলে বিকৃত পিত্তের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। তজ্জন্য প্রথমতঃ অবিকৃত পিত্তের স্বরূপ ও গুণ কর্ম্ম সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

ইন্দ্রিয় ব্যক্ত এবং অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত ভেদে পিত্ত দ্বিবিধ। ইন্দ্রিয় ব্যক্ত পিত্তকে মল ভূত এবং অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত পিত্ত প্রসাদভূত পিত্ত ও বলে।

পরন্তু, স্থান ও কর্ম্মভেদে পিত্ত পাঁচ প্রকার— পাচক, রঞ্জক, ভ্রাজক, সাধক এবং আলোচক। পিত্ত পঞ্চকের মধ্যে পাচক ও রঞ্জক এই দুই প্রকার পিত্ত ইন্দ্রিয় ব্যক্ত পিত্ত, ভ্রাজক, সাধক ও আলোচক এই ত্রিবিধ পিত্ত অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত পিত্ত।

পিত্ত পঞ্চকের মধ্যে পাচক ও রঞ্জক পিত্ত রূপ-রস-গন্ধে সমন্বিত। তজ্জন্য দেখিয়া, আস্বাদন লইয়া এবং গন্ধ গ্রহণ করিয়া উক্ত দ্বিবিধ পিত্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। ভ্রাজক, সাধক এবং আলোচক পিত্ত রূপ-রস-গন্ধ বিবর্জ্জিত। তজ্জন্য নয়ন-রসন-ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। প্রত্যক্ষ না হইলেও তত্তৎপিত্ত অনুমান সিদ্ধ। গুণ ও কর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া উক্ত পিত্তত্রয়ের সূক্ষ্ম-সত্ত্বা অনুমিত হয়!

পাচক পিত্তের স্থান আমাশয়, রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ দেশে স্বীয় কোষে সুস্থিত। উভয় প্রকার পিত্ত যথাক্রমে অন্ন পচন এবং রসরঞ্জন কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়া জীব শরীরের স্বাভাবিক তাপ রক্ষা করে।

ভ্রাজক, সাধক এবং আলোচক পিত্ত যথাক্রমে ত্বগ্‌দেশে, হৃদয় ক্ষেত্রে এবং নয়ন যুগলে অবস্থিত। গাত্রে প্রলেপ যোজনা করিলে, প্রলেপনিষ্ঠ দ্রব পদার্থ-ভ্রাজক পিত্ত কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া রস রক্তগত হয়, তৎপর সর্ব্বশরীরে প্রসর্পিত হইয়া যায়। তৈলাদি মাখিলে তাহাও তদ্দ্বারা ঐরূপে শোষিত ও প্রসর্পিত হয়। সাধক পিত্ত মেধা প্রজ্ঞাকর, আলোচক পিত্তরূপ দর্শনের বিশিষ্ট হেতু।

অতঃপর ইন্দ্রিয়ব্যক্ত পিত্তের স্বরূপ বলা যাইতেছে।

সস্নেহ মুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ দ্রব মম্লং সরং কটু।

চরক সংহিতা।

পিত্তং তীক্ষ্ণং দ্রবং পূতি নীলং পীতং তথৈবচ।
উষ্ণ কটুরসঞ্চৈব * * * *।

সুশ্রুত সংহিতা।

পিত্তং সস্নেহতীক্ষ্ণোষ্ণং লঘু বিস্রং সরং দ্রবং।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়।

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীত নীলং সত্বগুণোত্তরং
কটু তিক্ত রসং জ্ঞেয়ং বিদগ্ধং চাম্লতাং ব্রজেৎ।

শার্ঙ্গধর সংহিতা।

উদ্ধৃত শ্লোক চতুষ্টয়ের ভাষা সুখবোধ্য, অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা নাই।

* যৎপিত্তং হৃদয়ে—চেতনা স্থানেঽস্তি, তন্মেধা প্রজ্ঞাকরং বোদ্ধব্যং। কস্মাৎ? হৃদয়স্থ-কফ তমোঽপনোদন বিস্পষ্টীকৃত ত্বাৎ। আঢ়মল্লকৃতথাং শার্ঙ্গধর টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ। বস্তুতঃ সাধক-পিত্ত মেধা প্রজ্ঞাকর নহে, মেধা প্রজ্ঞাবিস্পষ্টীকরণের হেতু। মেধাপ্রজ্ঞা সহজ চিত্তবৃত্তি।

সুশ্রুতের মতে পিত্তের রস কটু, শার্ঙ্গধরের মতে পিত্ত কটু তিক্ত-রস। কিন্তু চরকের মতে পিত্তের অম্লরস স্বাভাবিক। অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে পিত্তের রসের উল্লেখ নাই। সুশ্রুত ও শার্ঙ্গধরের মতে পিত্ত বিদগ্ধ হইলে অম্লরস হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন পিত্তের অম্লত্ব আছে, কিন্তু অম্লত্ব অভিব্যক্ত নহে, কটুতিক্ত রসাভিভূত।

পিত্ত বৃদ্ধিকর অহিতাহার বিহার নিষেবণে পিত্তের দ্রবত্ব, উষ্ণত্ব, তীক্ষ্ণত্ব, এবং তিক্তত্ব ও অম্লত্ব সংবর্দ্ধিত হইলে অম্লপিত্তাখ্য রোগ জন্মে।

অপরিপাক, অরুচি, বমন, তিক্তাম্লোদ্গার, উদরের গুরুতা, হৃৎকণ্ঠদাহ এবং অরুচি এই গুলি অম্লপিত্ত রোগের লক্ষণ।

অম্লপিত্ত রোগ সংবর্দ্ধিত হইলে অম্লগন্ধি নীল পীতচ্ছবি ভিন্নমল নিঃসৃত হইতে থাকে।

অম্ল-পিত্ত চিকিৎসা।

অম্লপিত্ত রোগ প্রকাশ পাইলেই আহারে বিহারে অবশ্যই নিয়মিত হইতে হইবে। পটোল পত্র অর্থাৎ পলতা, বেত্রাগ্র—বেতাগ্, হেলেঞ্চা এবং ব্রাহ্মীশাক এই তিক্তশাক চতুষ্টয়ের অন্যতম শাক এবং বেগুন ও কাঁচকলা যোগে তিক্ত ভূয়িষ্ট ব্যঞ্জন কল্পনা করিয়া শালি তণ্ডুলের অন্নসহ প্রথমতঃ ভক্ষণ করিবে। মৎস্য-সাত্ম্য নর-নারীগণ মাগুর ও টাট্কা রুই মাছ এবং পটোল দিয়া ব্যঞ্জন কল্পনা করত, তদনন্তর অন্নভক্ষণ করিবেন। অম্লের মধ্যে মাত্র নেবুর রস সেবন করা যায়। ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি যোগে দুগ্ধান্ন, দুগ্ধ পানাভ্যস্ত ব্যক্তি সেবন করিলে বিশেষ কুপথ্য হয় না। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দুগ্ধের মাত্রা স্থির করা উচিত। কারণ উক্ত রোগে সকলের পক্ষে দুগ্ধ হিতকর হয় না। ভোজনের, অন্ততঃ ২ ঘণ্টা পরে সুশীতল জল পান করিবে।

ডাবের জল বিশেষতঃ রক্তাভ ডাবের জল অম্লপিত্ত রোগগ্রস্তের পক্ষে প্রশস্ত পানীয়। রৌদ্র ও অগ্নি-সন্তাপ সর্ব্ব প্রযত্নে পরিহার করিবে। শীতল জলে স্নান এই রোগে সুপথ্য। রাত্রিকালে খইয়ের ছাতু কিঞ্চিৎ চিনি ও মধু যোগে ভক্ষণ করিবে। নিয়মিত ব্যায়াম পরায়ণ হইয়া উক্ত প্রকার অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিমিত মাত্রায় সেবন করিলে অচির জাত অম্লপিত্ত রোগ বিনা ঔষধে প্রশমিত হয়।

ঔষধ।

১

অম্লপিত্ত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে অথচ কোষ্ঠ-শুদ্ধি হইতেছে না, এরূপ অবস্থায় অবশ্যই অবিপত্তিকর চূর্ণ সেবন করিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে কোষ্ঠ শুদ্ধি করিয়া লইবে।

২

কোষ্ঠ শুদ্ধির পরদিন হইতে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিম্নলিখিত ক্বাথ সেবন করিবে। ক্বাথ—পরিষ্কার করা শুঁঠ ১ ভরি এবং পটোল পত্র ১ ভরি এক সঙ্গে কুটিয়া ⁄॥০ আধ সের জল সহ পাক করত ⁄৵ আধ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে পান করিতে হয়।

৩

রোগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যদি উদর দেশে শূলানুভূত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ক্বাথ পান করা উচিত।

ক্বাথ—পটোলপত্র, শুঁট, গুলঞ্চ এবং কট্‌কী এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের প্রত্যেক দ্রব্য ½ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করত এক সঙ্গে কুটিয়া ⁄॥০ সের জল সহ পাক করিবে। শেষ ⁄৵০ অর্দ্ধ পোয়া। শীতল হইলে পান করিতে হয়।

৪

দশাঙ্গ কষায়।

বাসক, গুলঞ্চ, ক্ষেত্র পর্পটী, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, হরীতকী আমলকী, বহেড়া এবং পটোল পত্র এই দ্রব্য দশকের প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ রতি পরিমাণে ওজন করিয়া লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া পিশিয়া লইতে হইবে। পাকের জল ৵৷৹ আধ সের। ৴৶৹ আধ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সুশীতল হইলে তাহাতে ½ আধ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

বাকসের মূলের এবং স্থূল কাণ্ডের বল্কল লইয়া কষায়াদি প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু মিলিত পঞ্চাঙ্গ ঔষধ কল্পনার জন্য গ্রহণ করাই সুপ্রশস্ত। সদ্য আহৃত বাসক ও গুড়ূচী ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহার করিতে হয়। অগত্যা শুষ্ক অথচ টাট্‌কা বাসক লইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিলে একান্ত নির্গুণ হয় না। নিমছালও কাঁচা লইতে হয়।

ক্ষেত্র পর্পটীর চলিত নাম ক্ষেত পাপ্‌ড়া, জ্বর পাপড়া প্রভৃতি, শুষ্ক ও আর্দ্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। সকল ঋতুতে কাঁচা ক্ষেত পাপড়া পাওয়া যায় না, তজ্জন্য কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত পাপড়া সংগ্রহ করত উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া রাখা উচিত। খড় বা বিচালির আস্তরণের উপর ক্ষেত্র পর্পটী বিছাইয়া বিচালি বা খড়ের দ্বারা আচ্ছাদন করত রৌদ্রে রাখিয়া শুকাইয়া লইলে ক্ষেত পাপড়ায় রস গুণ বীর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে। শাল পান ও চাকুলে প্রভৃতিও ঐরূপে শুকাইয়া লওয়া উচিত।

প্রশস্ত দ্রব্য যোগে সুকল্পিত দশাঙ্গ কষায়, অম্ল পিত্ত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগ প্রকাশ পাইলেই যে কেহ এই কষায় কিছুদিন সেবন করিবেন তিনি অবশ্যই রোগ মুক্ত হইবেন। রোগ পুরাতন হইলেও ইহা সেবন করিলে সুফল পাওয়া যায়।

৫

মকরধ্বজ ৬ রতি, শঙ্খভস্ম ।।৶০ দশ আনি এবং ।০ এক সিকি শুঁঠচূর্ণ একসঙ্গে মিশাইয়া ১৪ চৌদ্দটী পুরিয়া বাধিয়া রাখিবে যদি অম্লপিত্ত রোগে শূল উপস্থিত হয় তাহা হইলে প্রাতঃকালে উক্ত দশাঙ্গ কষায়ের কিয়দংশ দিয়া একটী পুরিয়া গুলিয়া খাইয়া অবশিষ্ট কষায় পান করিবে। অপরাহ্ণে ও আর একটী পুরিয়া জল সহ সেবন করিবে।

প্রথমতঃ মকরধ্বজ উত্তমরূপে চূর্ণ করত তারপর তৎসঙ্গে শঙ্খভস্ম ও শুঁঠচূর্ণ মিশাইয়া ঔষধ কল্পনা করিতে হয়।

৬

চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ।

উৎকৃষ্ট রস সিন্দূর ২ ভরি উত্তমরূপে স্বতন্ত্র চূর্ণ করত, তাহার সহিত লৌহ ভস্ম ১ ভরি, অভ্রভস্ম ১ ভরি এবং স্বর্ণ ভস্ম ½ আধ ভরি মিশাইয়া ঘৃত কুমারীর স্বরসের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একটী গোলক বাঁধিতে হইবে। সেই গোলকটী এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টন করত সূতা দিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া লইবে। তৎপর ধান্য রাশির মধ্যে গোলকটী তিন দিন রাখিতে হইবে। চতুর্থ দিনে গোলটী ধান্য রাশি হইতে উঠাইয়া আবশ্যকতার অনুরূপ ঘৃত কুমারীর রসের সহিত মাড়িয়া বড়ী বাঁধিবার উপযোগী করিয়া লইবে। বটীর পরিমাণ ২ রতি।

চিকিৎসকেরা নানা প্রকার বায়ু রোগে চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পুরাতন অম্লপিত্ত রোগে এই ঔষধের আরোগ্যাপযোগিতা বহু স্থলে উপলব্ধি করা গিয়াছে। প্রাতঃকালে ১ বটী কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনির সহিত মাড়িয়া ২।।০ ভরি হেলেঞ্চাশাকের স্বরস এবং ২।।০ ভরি জ্বাল দেওয়া দুধে গুলিয়া পান করিলে ক্রমশঃ পিত্তের উৎকট অম্লত্ব প্রশমিত হয়, উদর্য্য বায়ুর প্রকোপ কমিয়া যায় এবং মল কাঠিন্য দুর হয়।

৭

অন্ন বিদাহ কালে যাঁহার বমন হয়, তাঁহাকে, হরীতকী চূর্ণ এবং ভৃঙ্গ-রাজের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া এক বৎসরের পুরাতন গুড়ের সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ বৈকালে একবার সেবন করাইলে সুফল পাওয়া যায়।

হরীতকী ✓✓০ এক ছটাক এবং ভৃঙ্গরাজের চূর্ণ ⅟২ অর্দ্ধ ছটাক এক সঙ্গে মিশাইয়া আবৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। সেবন কালে।৵০ ছয় আনা মাত্রায় ওজন করিয়া লইয়া তাহার সহিত ১ তোলা গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

৮

অম্লপিত্ত রোগের সহিত জ্বর বিগুমান থাকিলে অবশ্যই নিম্নলিখিত কষায় পান করিতে দিবে।

কষায়—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোল পত্র এবং কটুকী প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ রতি। যথা বিধানে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে যষ্টিমধু চূর্ণ ৵০ দুই আনা, চিনি ।০ এক সিকি এবং মধু ॥০ আধ তোলা গুলিয়া দিয়া পান করিবে। এই কষায় জ্বর ও ছর্দ্দিযুক্ত অম্লপিত্ত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৯

শূল রোগ চিকিৎসা প্রকরণে যে খণ্ডামলকের প্রস্তুতি-বিধি এবং প্রয়োগ প্রণালী বলা হইয়াছে সেই ঔষধ, পথ্য সেবী হইয়া নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও অম্লশূল প্রশমিত হয়। ২২১—২২২ পৃষ্ঠা দেখ।

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়।

রাজযক্ষ্মা।

রাজযক্ষ্মা শোষ পূর্ব্বক ব্যাধি। বিবিধ কারণে আদৌ রসাদি ধাতু সপ্তক শোষ গ্রস্থ হইতে থাকে। তারপর ক্ষীয়মাণ ধাতু-নরনারীর শরীর-ক্ষীণ হইতে আরব্ধ হয়। তদনন্তর ক্ষীণ দেহে রাজযক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে। সেই সময় যদি অনাগত-রোগ-প্রতিষেধের বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন না করা হয়, তাহা হইলে অচিরে রাজযক্ষ্মা ব্যক্ত লক্ষণ হইয়া অনর্থ সংঘটন করে। রাজযক্ষ্মার অপর তিনটী প্রসিদ্ধ নাম—যক্ষ্মা, ক্ষয়, এবং শোষ।

উপবাস, অল্পভোজন, প্রমিতাশন,* কদর্য্যাহার, ভূরিভোজন, অকাল ভোজন, অযথা বলাবন্ত অর্থাৎ শরীরের সামর্থ্যে যাহা কুলায় না, সেইরূপ ব্যায়াম, পথ পর্য্যটন, ভার বহন, সন্তরন, বলবত্তর জন বা জন্তুর সহিত বিগ্রহ, মল মূত্র ও অধঃপ্রবৃত্ত বা উর্দ্ধ প্রবৃত্ত বায়ুর বেগ বিধারণ, বাতরুদ্ধ ও জন সঙ্কুল গৃহে বাস ইত্যাদি কারণে নর-নারীর শরীরে বায়ুর প্রকোপ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ বায়ুর স্বাভাবিক রজোগুণ সংবর্দ্ধিত হয় এবং রুক্ষগুণ উৎকট হইয়া উঠে। উপবাসাদিক্লিষ্ট সুতরাং রোগ-প্রবণ দেহে প্রদুষ্ট বায়ু কফসঙ্গত হইয়া, যদি আহারজ-রসবাহি-সূক্ষ্ম স্রোতোজাল অবরোধ করে, তাহা হইলে আহারজ রস সম্যক্ সংক্রমণ করিয়া, ধাতুভূত রসকে যথাযথ ভাবে পোষণ করিতে পারে না।

* যে সকল খাদ্যে শরীর পোষণোপযোগী উপাদান অল্প থাকে বা না থাকে, তাদৃশ খাদ্য খাওয়ার নাম প্রমিতাশন।

কারণ ভূত রসক্ষয়ে কার্য্যভূত রক্ত-মাংস প্রভৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে। এইরূপ তম পরম্পরায় দেহে যে ধাতুশোষ উপস্থিত হয় তাহার নাম অনুলোম ক্ষয়।

অত্যর্থ স্ত্রী সঙ্গম, বিশেষতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ স্ত্রীতে অত্যন্ত আশক্তি এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক অকর্ম্ম দ্বারা শুক্র ক্ষয় ঘটিলে দেহে বায়ুর প্রকোপ উপস্থিত হয়। রুক্ষ গুনোৎকট প্রদুষ্ট বায়ু যদি অন্তরা ধাতুগণকে অর্থাৎ মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস রক্ত এবং রস ধাতুকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করে, তাহা হইলেও দেহে শোষ উপস্থিত হয়। এইরূপে শোষ প্রাপ্তিকে বিলোম ক্ষয় বলে। বলা বাহুল্য যে স্ব-নিদান কুপিত বায়ুই ধাতুশোষ ঘটাইয়া দেহে রাজ যক্ষ্মার সৃষ্টি করে। বস্তুত :—

"শাখাগতাঃ কোষ্ঠগতাশ্চ রোগা
মর্ম্মোর্দ্ধ সর্ব্বাবয়বাঙ্গজাশ্চ।
যে সন্তি তেষাং নতু কশ্চিদান্যো
বায়োঃপরং জন্মনি হেতু রস্তি॥"

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ম্।

বীজ দোষ এবং ক্ষয়ারম্ভক দোষ বীজের সংক্রমণ রাজ যক্ষ্মার অপর দুইটী প্রত্যক্ষ হেতু। যেহেতু ক্ষয়রোগগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানদিগকে প্রায়শঃ ক্ষয় রোগগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। একের শরীর হইতে অপরের শরীরে রোগের বীজ সংক্রমিত হইয়া ক্ষয় রোগ উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন রক্তপিত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যাধিও রাজ যক্ষ্মার অন্যতম হেতু।

রাজ যক্ষ্মার যে সকল কারণ কথিত হইল, বোধ সৌকার্য্যার্থে সেই সকল কারণকে, বেগ রোধ, ক্ষয়, সাহস বিষমাশন, বীজদুষ্টি, সংক্রমণ এবং নিদানার্থ কর বিশিষ্ট রোগ এই সাত শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া

লওয়া যাইতে পারে। এই শ্রেণী সপ্তকের মধ্যে যে কোন শ্রেণীর হেতু ব্যস্ত সমস্ত ক্রমে নিষেবিত বা সংক্রমিত হইলে শরীরে যক্ষ্মা রোগ প্রবল হইয়া উঠে। তখন প্রদুষ্ট বায়ু, দুষ্ট পিত্ত শ্লেষ্মার সহিত সঙ্গত হইয়া উর্দ্ধাধস্তির্য্যগ গতি অনুসরণ করিয়া সমস্ত দেহে সঞ্চরণ করত শাখা, সন্ধি, কোষ্ঠ ও মর্ম্ম প্রভৃতি অবয়বে নানা প্রকার বিকৃতি সংঘটন করিতে ব্যাপৃত হইলে রাজ যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়।

শরীরের কৃশতা, বলহানি, ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অনিচ্ছা অথচ মাংস ভোজনে স্পৃহা, অসামর্থ্য সত্ত্বেও স্ত্রী সঙ্গমে বলবতী স্পৃহা, চিত্তের বিষন্নতা দৈহিক অবসন্নতা, শ্বাস কষ্ট, শ্বাস প্রণালীতে শ্লেষ্ম সঞ্চয় তজ্জন্য অনবরত কফ মোচনেচ্ছা ও প্রবৃত্তি, বক্ষঃস্থলে অশান্তি বোধ, ফুস্‌ফুস্‌ কোষ্ঠে শ্লেষ্ম সঞ্চয় তজ্জন্য কাস প্রবৃত্তি, স্বজ্বরভাব, মুখ বৈরস্য, কোষ্ঠশুদ্ধির অভাব, নিদ্রাল্পতা এবং নিদ্রাবস্থায় নানা প্রকার স্বপ্ন দর্শন প্রভৃতি রাজ যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপ।

অবিচ্ছেদি-জ্বর, প্রায়শঃ পূর্ব্বাহ্নে জ্বর সন্তাপের বিবৃদ্ধি, অরুচি, কর পাদতলের সন্তাপ ও দাহ, নিশাঘর্ম্ম, রক্ত নিষ্ঠীবন, কাস সপূয কফ বিনির্গম, মস্তকের গুরুত্ব, স্বরবিপর্য্যয়, এবং অতীসার প্রভৃতি রাজ যক্ষ্মার লক্ষণ। পরন্তু প্রদুষ্ট বায়ু কফপিত্তের সহিত সঙ্গত হইয়া রক্তরূপে অপরিনত অন্নরস লইয়া, যখন উরঃস্থলে উপস্থিত হয়, তখন উদ্ধত বায়ু তত্রস্থ চিত ও চয়মান শ্লেষ্মা ও আগন্তু রস বিমোক্ষণে ব্যাপৃত হইলে কাস বেগ অত্যর্থ সংবৰ্দ্ধিত হয়। কাস বেগ বশতঃ উরঃস্থ শ্লেষ্মাশয়ের অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের সিরাধমনী জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়, তজ্জন্য রক্ত প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং স্থানে স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হয় সুতরাং দুর্গন্ধি সপূয কাস নির্গত হইতে থাকে। পার্শ্বশূল এবং হৃদ্ব্যথা প্রভৃতি উক্ত রোগের অপরাপর লক্ষণ।

রাজযক্ষ্মার চিকিৎসা।

(১)

অনাগত ক্ষয় প্রতিষেধ।

সম্প্রতি এদেশের অনেক নর-নারীকে বিশেষতঃ যুবক যুবতীকে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া রোগ ভোগ করিতে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যাইতেছে; বহু বালক বালিকাও উক্ত রোগে আক্রান্ত হইতেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ক্ষয়রোগের তাদৃশঃ প্রভাব ছিল না। আমি বহুকাল যাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছি যে, আধুনিক যক্ষ্মা প্রায়শঃ রোগান্তর জাত এবং সংক্রম সম্ভূত।

জ্বর রোগের অযথা চিকিৎসার প্রবর্ত্তন কাল হইতে, সম্ভবতঃ ক্ষয়রোগের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। লঙ্ঘন, লঘুভোজন, সংশোধন এবং পাচন ঔষধ দ্বারা জ্বরারম্ভক দোষের সামত্ব পরিহার করিয়া লইয়া যদি সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করত জ্বরচিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে জ্বরারম্ভক দোষ সম্যক্ সংশমিত হয় এবং জ্বরও নিঃশেষে পরিত্যাগ পাইয়া যায়; জ্বরের পুনরাবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে না। তাহা না করিয়া যে কোন উপায়ে জ্বরের বেগ কমাইয়া, জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করত জ্বর বন্ধ করা হইলে প্রায়শঃ জ্বর অন্তর্লীন হইয়া যায়। কিন্তু দোষের সম্যক্ শুদ্ধি হয় না তজ্জন্য শরীরের গ্লানি ও দৌর্ব্বল্য নিঃশেষ হয় না। সেই অন্তর্লীন জ্বর, অহিতার বিহার দ্বারা, পুনরুদ্ভূত হইয়া কদাচিৎ বিষম জ্বর উৎপাদন করে, কদাচিদ্ বা অনভিব্যক্তাবস্থায় রহিয়া ধাতুশোষ সংঘটন করে। ক্রমশঃ শরীরে যক্ষ্মার সৃষ্টি হয়

তার পর যক্ষ্মা রোগের বহুব্যাপকতা নিবন্ধন যক্ষ্মারম্ভক দোষ বীজ একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রমিত হওয়া বিচিত্র নহে।

রাজ যক্ষ্মার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত রাজ যক্ষ্মার সমস্ত নিদান পরিবর্জ্জন করিতে হইবে; আয়ূর্ব্বেদোক্ত জ্বর চিকিৎসার ক্রম পরম্পরা অবলম্বন করিয়া জ্বর চিকিৎসার ব্যবস্থা যাহাতে হয় তাহা করা উচিত এবং যক্ষ্মরোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রসঙ্গ, গাত্র সংস্পর্শ, প্রশ্বাস বায়ূ নিষেবণ, এক সঙ্গে শয়ন ও ভোজন প্রভৃতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

(২)

চিকিৎসা।

রাজ-যক্ষ্মা অতি উৎকট ব্যাধি। রোগ ব্যক্ত লক্ষণ হইলে দুরারোগ্য হয়, তখন সকল প্রকার চিকিৎসা প্রায়শঃ নিস্ফল হইয়া যায়। তজ্জন্য রোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে কিংবা রোগলক্ষণের সূচনা জানিতে পারিলে সংযত হইয়া নিদান পারবর্জ্জন এবং সুপথ্য পরায়ণ হইয়া চিকিৎসিত হইলে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে। আরোগ্যের পর অন্ততঃ পক্ষে একবৎসর কাল যাবৎ সংযত ও সুপথ্য পরায়ণ হইয়া থাকিবে।

(ক)

অগ্নিমান্দ্য রাজযক্ষ্মার অন্যতম পূর্ব্বরূপ। মন্দানলগ্রস্ত নর-নারী সুপথ্যও জীর্ণ করিতে পারে না; সেব্যমান ঔষধও সম্যক্ পরিপাক পায় না। তজ্জন্য সেব্যমান সুপথ্য ও উপযুক্ত ঔষধের সুফল পাওয়া যায় না। রাজযক্ষ্মার রূপাবস্থায় ও অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান রহিয়া মলভেদাত্মক উদরাময়ের সৃষ্টি করে। তজ্জন্য ক্ষয়রোগ চিকিৎসায়

প্রবৃত্ত হইয়াই, যেরূপ পথ্য ও ঔষধ প্রয়োগ করিলে অগ্নির বল সংবর্দ্ধিত হয় এবং উদরাময়ের শান্তি হয় তাহাই করা উচিত।

দিবসে দুই মাত্রা অগ্নিমুখ চূর্ণ সেবন করিলে নষ্টাগ্নি সন্ধুক্ষিত হয় এবং উদরাময় প্রশমিত হয়। মাত্রা ১২ রতি। উষ্ণজলে গুলিয়া পান করা উচিত।

পথ্য—তরুণ ছাগের সুকোমল মাংস ।✓০ আধ পোয়া, যবের চাউল ।।০ একছটাক, কুলত্থ কলায় ।।০ একছটাক, শুষ্ক অথচ টাট্‌কা আমলকী ।।০ একছটাক, সরস সুপক্ব দাড়িম বীজ ।✓০ আধ পোয়া, পিপুল ।।০ একছটাক এবং শুঁঠ ৴১০ আধ ছটাক। এই দ্রব্য সপ্তক ।৩✓০ তিন সের আধ পোয়া নির্ম্মল জল সহ মেটে হাঁড়ীতে ধীরে ধীরে পাক করত ।৷০ আধসের শেষ থাকিতে নামাইয়া পরিষ্কার পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর ১ তোলা পক্ব ঘৃতে জীরা ফোঁড়ন দিয়া সঞ্চালন করিয়া লইতে হইবে। এই যূষ প্রত্যহ অপরাহ্ণকালে সেবন করিলে অগ্নি সন্ধুক্ষিত হয়, উদরাময়ের শান্তি হয়, এবং ক্ষীয়মাণ শরীর পুষ্ট হইতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বাহ্নে সুপথ্য সেবন করিবে। নৈশ ভোজন পরিত্যাগ করা উচিত।

ছাগমাংস ও ছাগদুগ্ধ যক্ষ্ম-রোগে অতি সুপথ্য। বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধও উচিত পরিমাণে সেবন করা যায়। শাল্যন্ন, মুগ বা মসূরের যূষ; পটোল, ডুমুর, কাচকলা এবং বেগুন তরকারি যোগে সুকল্পিত ঘৃত সন্তোলিত ব্যঞ্জন এই রোগে পথ্য দেওয়া যায়। যাঁহারা মৎস্যাশী তাঁহারা টাট্‌কা ধরা মাগুর এবং রোহিত্‌জাতীয় মাছের ঝোল সেবন করিবেন। আঙ্গুর ও খেজুর পথ্য দেওয়া যায়।

(খ)

অগ্নিসন্ধুক্ষণ, উদরাময় প্রশমন এবং ক্ষয় পূরণের জন্য অগ্নিমুখ চূর্ণ

মাংসাদি সপ্তাঙ্গের যূষ এবং হিত পরিমিত সুপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া, ঔষধ পথ্য সুজীর্ণ হইতেছে কি না, তাহা অনুদিন পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধের মাত্রা পথ্যের পরিমাণ ন্যূনাধিক করিবে।

জর, রাজযক্ষ্মার আর একটী উৎকট লক্ষণ। ক্ষীয়মাণ শরীর জ্বরসন্তাপে নিয়ত দগ্ধ হইতে থাকিলে রোগারোগ্যের আশা সুদূর পরাহত হয়। তজ্জন্য জ্বরবেগ সংশমনের উপায়াবলম্বন করা উচিত। নিম্নলিখিত অশ্বগন্ধাদি কষায় পান করিলে জ্বরবেগ মন্দীভূত হইয়া আইসে এবং ক্ষীণ দেহ পুষ্টি লাভ করে।

অশ্বগন্ধাদি কষায়—অশ্বগন্ধার মূল অভাবে সর্ব্বাবয়ব, গুলঞ্চ, শতমূল, বেড়েলার মূল, বাসকমূলের ছাল, কুড়, আতইচ, বিল্ব শোনা-গণিয়ারি-গাম্ভারী-পারুল এই বৃক্ষ পঞ্চকের মূলের বা স্থূল শিকড়ের ছাল, শাল পান, চাকুলে বৃহতী কণ্টকারী এবং গোক্ষুরের মূল। এই সতর প্রকার দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য ১১ রতি পরিমাণে ওজন করিয়া লইয়া, এক সঙ্গে পেষণ করত যথা বিধানে কষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে।

তীব্র জ্বর সংশমনের জন্য কিংবা যদি দিবসে জ্বর দুইবার সবেগে প্রবর্ত্তিত হয় সেই জ্বর প্রশমনের নিমিত্ত নিম্ন লিখিত যোগ প্রয়োগ করিবে। যোগটীর নাম মৌক্তিক যোগ।

মৌক্তিক যোগ—মুক্তাভস্ম, অভ্রভস্ম, রসসিন্দূর এবং হিঙ্গুলেশ্বর নামক ঔষধ এই দ্রব্য চতুষ্টয় যোগে মৌক্তিক যোগ কল্পনা করিতে হয়।

প্রথম ৬ রতি রসসিন্দূর উপযুক্ত খলে রাখিয়া উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া লইবে। তার পর তাহার সহিত ৭ বটী হিঙ্গুলেশ্বর মিশাইয়া

উত্তমরূপে চূর্ণ করত অভ্রভস্ম ১৪ রতি এবং মুক্তাভস্ম ২১ রতি মিশাইয়া লইবে। তৎপর ৮টী পুরিয়া বাঁধিয়া প্রত্যহ দুই পুরিয়া মধু দিয়া গুলিয়া সেবন করিতে দিবে। মুক্তাভস্ম প্রভৃতির পরিমাণ ঠিক রাখিয়া, এক সঙ্গে বেশী করিয়া রাখিবে।

স্বল্প কস্তুরী ভৈরব ও তীব্র জ্বর সন্তাপ প্রশমনের জন্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উভয় প্রকার ঔষধের প্রস্তুতি বিধি জ্বরাধিকারে দ্রষ্টব্য।

(গ)

ছাগলাদ্য ঘৃত।

বিশুদ্ধ নূতন গব্য ঘৃত ⁄৪ চারিসের মৃৎকটাহে রাখিয়া মৃদু সন্তাপে নিষ্ফেন-নিশ্চল এবং নিঃশব্দ করিয়া নামাইয়া রাখিবে। কিঞ্চিৎ শীতল হইলে তাহাতে ৮ তোলা হলুদের রস দিয়া মূর্চ্ছনা দিবে।

সেই মূর্চ্ছিত ঘৃতে নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্য কুটিয়া পিশিয়া প্রক্ষেপ দিয়া ⁄৪ সের জল সহ পাক করত, জলীয়াংশ যৎকিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে নামাইয়া মেটে হাঁড়ীতে ২।৩ দিন রাখিয়া দিবে।

কল্ক দ্রব্য যথা—বেড়েলার মূল, গোরক্ষ চাকুলের মূলের ছাল, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী এবং ক্ষীর কাকোলী এই দ্রব্যাষ্টকের প্রত্যেক দ্রব্য ১০ তোলা।

তৃতীয় কি চতুর্থ দিবসে, ছাগ মাংস ।২॥• সাড়ে বার সের ১।॥৪ একমণ চব্বিশ সের জলের সহিত পাক করিয়া ।৬ ষোল সের জল শেষ থাকিতে নামাইয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। সেই বস্ত্রপূত ক্বাথ সকল্ক ঘৃতের সহিত পাক করত সত্ত্বঃই পাক শেষ করিবে। পাক বিধি ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। তৎপর পক্কঘৃত কা'ট হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখিবে। শীতল

হইলে তাহাতে ৬৪ তোলা পরিষ্কার ইক্ষুচিনি এবং মধু ⁄।॰ আধ সের দিয়া ঘুঁটিয়া রাখিয়া দিবে।

শাল্যান্নের সহিত এই ঘৃত প্রত্যহ ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে অচিরে ক্ষীয়মাণ শরীর পরিপুষ্ট হইতে আরব্ধ হয়। জ্বর স্বত্ত্বেও এই ঘৃত পান করিবার বাধা নাই। ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগেও এই ঘৃত পান করিলে সুফল পাওয়া যায়।

(ঘ)

উৎকট কাস রোগ প্রশমনের জন্য তালীশাদ্য চূর্ণ প্রয়োগ করাই প্রশস্ত কল্প। যষ্ঠিমধুর ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথের কিয়দংশের সহিত ১২ রতি পরিমিত উক্ত ঔষধ গুলিয়া লেহন করিলে কাস বেগ প্রশমিত হয়। এলাদিগুড়িকা মুখে রাখিয়া চুষিয়া চুষিয়া খাইলেও কাসবেগ প্রশমিত হয়।

পীড়া প্রকাশ পাইলেই সংযত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কুপথ্য পরিহার করত সুপথ্যাশী হইয়া, অগ্নিসন্দীপন, ক্ষয় প্রশমন, জ্বর সংশমন এবং কাস রোগ মন্দীকরণের জন্য পূর্ব্বোক্ত ঔষধ গুলি ক্রমাবলম্বন পূর্ব্বক সেবন করিলে রোগ বিজয়ে প্রায়শঃ ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয় না।

ক্রম এইরূপ—প্রতিদিন প্রাতঃকালে অশ্বগন্ধাদি কষায় পান, এক প্রহর বেলার সময় ১ পুরিয়া মৌক্তিক যোগ, তৎপর মধ্যাহ্নাহার কালে ২ তোলা ছাগলাদ্য ঘৃত সেবন, অপরাহ্নে অগ্নিমুখ চূর্ণ সেবন করত সপ্তাঙ্গ যূষ পান এবং রাত্রিকালে তালীশাদ্য চূর্ণ সেবনান্তর নৈশ পথ্য সেবন। রাত্রিকালে ক্ষুধা বুঝিয়া সুজীর রুটী প্রভৃতি পথ্য দিতে হইবে।

তালীশাদ্য চূর্ণ প্রয়োগ করিয়া যদি আশানুরূপ ফল পাইতে বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে বাসারিষ্ট প্রয়োগ করিবে। দ্রাক্ষারিষ্টও

প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ পথ্য সুজীর্ণ হইতেছে কিনা তাহা অনুদিন পর্য্যবেক্ষণ করত ঔষধাদি প্রয়োগের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(চ)

হৃদ্‌ব্যথা পার্শ্ব-বেদনা এবং হৃৎপার্শ্বশূল প্রশমনের জন্য এবং ফুস্‌ফুসের বলাধানের নিমিত্ত বক্ষঃস্থলে পার্শ্বদ্বয়ে এবং পৃষ্ঠদেশে ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে বাসা চন্দনাদি তৈল মালিশ করিবে।

বাসাচন্দনাদি তৈল।

মূর্চ্ছিত বস্ত্রপূত তৈল ।৬ ষোল সের। কল্কদ্রব্য—শ্বেতচন্দন, রেণুকা, খটাশী, অশ্বগন্ধার মূল, প্রসারণী অর্থাৎ গাঁদালের মূল, দারুচিনি, ছোট এলাচের দানা, তেজপত্র, পিপুলের মূল, নাগকেশর ফুলের কেশর, অশ্বগন্ধা. অনন্তমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শটী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু এবং বহেড়া, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া পিশিয়া কাপড়ে ছাঁকা মূর্চ্ছিত তৈলে প্রক্ষেপ দিবে। তারপর নিম্নে লিখিত দ্রব চতুষ্টয়ের সহিত পাক করিতে হইবে। প্রথম দিবসে বাসকের ক্বাথের সহিত সকল্ক তৈল পাক করিবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে সে দিন নামাইয়া রাখিবে।

বাকসের পঞ্চাঙ্গ ।২৷৷০ সাড়ে বার সের উত্তমরূপে কুটিয়া ১৷৷৪ একমণ চব্বিশ সের জল সহ পাক করত ।৬ ষোল সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

তৃতীয় দিবসে বক্ষ্যমান ক্বাথের সহিত পাক করিতে হইবে।

ক্বাথ্য—রক্তচন্দন, গুড়ূচী, বামন হাটীর মূলের ছাল, কণ্টকারী এই চারি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য /২ দুই সের, দশমূল গণোক্ত দ্রব্য দশকের প্রতি দ্রব্য ১৬ ভরি। এই চৌদ্দখানি দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া

১॥৪ একমণ চব্বিশ সের জল সহ পাক করিবে। ।৬ ষোল সের শেষ থাকিতে নিপীড়ন করিয়া রস গ্রহণ করত তৈলের সঙ্গে পাক করিতে হইবে। জলীয়াংশ কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে নামাইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে।

তৃতীয় দ্রব লাক্ষার ।৬ ষোল সের দ্বিতীয় ক্কাথ পাকের ২।১ দিন পরে লাক্ষা রসের সহিত পাক করিবে।

চতুর্থ দ্রব দধিমস্তু অর্থাৎ সুজাত দধি হইতে যে জল বিযুক্ত হইয়া যায় সেই জল ।৬ ষোল সেরের সহিত চতুর্থ পাক সমাধা করিয়া, তৎপর কল্কদ্রব্য ছাঁকিয়া পরিত্যাগ করত পাক শেষ করিবে। ঘৃত তৈলের পাক সিদ্ধির পরীক্ষা ৪১ এবং ১৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় বিশদ ভাবে কথিত হইয়াছে।

লাক্ষারস—লাক্ষাচূর্ণ /৩ তিন সের ।৮ আঠার সের জলে গুলিয়া এক বিংশতি বার পরিস্রাব করিয়া লইবে। পরিস্রুত লাক্ষারস ।৬ সের গ্রহণ করিবে। পরিস্রাব প্রণালীর ন্যায়। ১৭০ পৃষ্ঠায় দেখ।

খাটাশী—খাটাশ নামক প্রসিদ্ধ পশুর অণ্ডকোষকে খাটাশী বলে। ইহার সংস্কৃত নাম পূতি। পাটনা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রভূত পরিমাণে সলোম কোষ কলিকাতার বাজারে আমদানি হয়। পশারির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। যথা বিধানে কোষ গুলিকে নিলোম এবং শোধন করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট গন্ধ দ্রব্যে পরিণত হয়। তাদৃশ শোধিত খাটাশী ঔষধ কর্ম্মের সম্যক্ উপযোগী—

খাটাশী শুদ্ধি—অপামার্গের অর্থাৎ আপাঙ্গের মূল সমেত গাছ শুষ্ক করত পোড়াইয়া ছাই প্রস্তুত করিয়া লইবে; সেই ছাই অল্প জলের সহিত গুলিয়া পঙ্কবৎ করিয়া প্রয়োজনানুরূপ খাটাশীর প্রত্যেকটীতে লেপ দিবে। একটী হাঁড়ীর অর্দ্ধোদর জল পূর্ণ করিয়া তদুপরি একটী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু ছিদ্রযুক্ত শরাব রাখিয়া শরাবের ও স্থালীর সন্ধিস্থল আটাল মাটির কাদা

দিয়া লেপিয়া দিবে। সচ্ছিদ্র শরাবে উক্ত ক্ষার লিপ্ত কোষগুলি রাখিয়া একটী অচ্ছিদ্র শরাব দ্বারা আচ্ছাদন করত স্থালীর অধোভাগে জ্বাল দিবে। কোষ গুলি বাস্পস্বেদে স্বিন্ন হইলে উঠাইয়া কোষের লোম অপনয়ন করিতে হইবে।

তৎপর আম, জাম, কয়েত বেল, টাবালেবু এবং বিল্ব বৃক্ষের পত্র সম সম ভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেক পত্র ।৴০ আধ পোয়া করিয়া লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া ৴৫ সের জল সহ পাক করিয়া ৴২॥০ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্বাথ একটা উপযুক্ত স্থালীতে রাখিয়া, হাঁড়ীর মুখে একটা লোহার বা বাঁশের শলাকা স্থাপন করিতে হইবে। তৎপর নির্লোম কোষ গুলি একখানি বস্ত্র খণ্ডে বাধিয়া সেই শলাকায় সূত্র দ্বারা ঝুলাইয়া দিয়া, ক্বাথের মধ্যে মগ্ন করিয়া দিবে। তৎপর কিয়ৎক্ষণ পাক করিবে। পাকান্তর পোট্‌লি হইতে কোষগুলি লইয়া নিংড়াইয়া রস পরিত্যাগ করিবে।

তাদৃশ নীরস কোষগুলি প্রথমতঃ ছাগ মূত্রে তারপর শজিনার ছালের রসে সাত সাতটী ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। তৎপর কেয়াফুলের পাতা দ্বারা বেষ্টন করত সুতা দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ২ আঙ্গুল পুরু কাদার লেপ দিয়া শুকাইয়া লইবে। তদন্তর ঘুঁটের আগুণে সেই লিপ্ত শুষ্ক গোলক পাক করিতে হইবে। লেপ ঈষৎ রক্ত বর্ণ হইলেই উঠাইয়া লইবে। শীতল হইলে অভ্যন্তরস্থ পদার্থ বাহির করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে পুরিত খাটাশী ঔষধ কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়।

. উক্ত প্রকারে প্রস্তুত ৮ তোলা খটাশী ৪০৲ টাকায় ন্যূনে প্রস্তুত হয় না॥

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

পঞ্চ-বিংশতি অধ্যায়।

শিরোগত রোগ।

ভ্রমরোগ।

ঘূর্ণি, মাথাঘোরা, গা ঘোরা, চাংড়া দেওয়া এবং চক্র দেওয়া প্রভৃতি, দেশ ভেদে, ভ্রম রোগের চলিত নাম।

ভ্রম অন্যতম শিরোগত ব্যাধি। করোটি সংজ্ঞক অস্থি-সংঘাত দ্বারা সুরক্ষিত এবং ঘৃতিকাচ্ছদ নামক জরায়ু দ্বারা অর্থাৎ পাতলা চামড়ার পর্দ্দা দিয়া সুসংশ্লিষ্ট, মস্তকাভ্যন্তরে যে স্নিগ্ধ কোমল আলোহিত ধূসরচ্ছবি অবয়ব ভাগে ভাগে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে তাহার নাম মস্তিষ্ক। মস্তুলুঙ্গ এবং ঘৃতিকা মস্তিষ্কের অপর দুইটী নাম। ইহার চলিত নাম ঘিলু এবং মগজ।

মস্তিষ্ক মনোভূমি—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধবহ নাড়ীগণের কেন্দ্রস্থল।

শরীর দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ু এবং পিত্ত, মানস দোষদ্বয়ের মধ্যে রজোগুণ যুগ-পৎ প্রদুষ্ট হইয়া মনোভূমি আশ্রয় করত যে রোগ উৎপাদন করে তাহার নাম ভ্রম রোগ।

প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং, যত্র শ্রিতাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ। যদুত্তমাঙ্গ মঙ্গানাং শিরস্তদভি-ধীয়তে। চরক সংহিতা।

মস্তিস্ক স্নেহভূয়িষ্ঠ অবয়ব। এই অবয়ের স্নিগ্ধতা এবং পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ রহিলে শিরোগত স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত ঘটে না, মনঃ ও সুস্থির থাকে; ধী-ধৃতি স্মৃতি-মেধা-শক্তিও ক্ষুণ্ণ হয় না।

ঘৃত, তৈল, বসা এবং মজ্জা এই চারিটী দ্রব্যের সাধারণ নাম স্নেহ। মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ এবং যে সকল ফল-মূলে স্নেহ থাকে তাহাদের নাম স্নিগ্ধ দ্রব্য। নিরন্তর স্নেহ এবং স্নিগ্ধ দ্রব্য পরিবর্জ্জন করত রুক্ষ অন্ন পানীয় নিষেবনে রত রহিলে এবং অযথোচিত ব্যায়াম, ধাতুক্ষয়, অত্যধিক পরিমাণে উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ, পরন্তু অগ্নি ও রৌদ্রসন্তাপে সন্তপ্ত হইলে বায়ু-পিত্ত-রজোগুণ- যুগপৎ প্রদুষ্ট হয়। প্রদুষ্ট দোষত্রয় মস্তিষ্ক আশ্রয় করিলে, বায়ুর রুক্ষতা, পিত্তের সন্তাপ এবং প্রদুষ্ট রজোগুণের সংবর্দ্ধিত চাঞ্চল্য বশতঃ মস্তুলুঙ্গের স্নিগ্ধতা ও সুস্থিরতা হ্রাস হইয়া আইসে এবং তদ্‌গত শ্লেষণ-ধাতু ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সংপ্রাপ্তি ঘটিলে, যে পর্দ্দার আবরণে ঘ্রতিকা সুসংবৃত এব সুস্থিত থাকে সেই পর্দ্দা— ঘ্রতিকাচ্ছদ, ঘ্রতিকা হইতে অত্যল্প পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য ঘ্রতিকাচ্ছদ মস্তিষ্ককে সম্যক্ চাপিয়া সংযত রাখে না। যখনই এইরূপ ঘটে তখনই ভ্রমরোগ উপস্থিত হয়।

বিষণ্ণতা, বুদ্ধির অস্থিরতা, জনতাবিদ্বেষ, দ্রুতগামি-যানাদির প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপে কষ্টানুভূতি, আহারে অনিচ্ছা, নিদ্রাল্পতা বা নিদ্রাভাব এবং গমনকালে পদস্খলন প্রভৃতি ভ্রমরোগের পূর্ব্বরূপ।

পীড়া প্রকাশ পাইলে উক্ত লক্ষণ সমস্ত সুব্যক্ত হয় এবং মাথা ঘোরা; গা টলা, গমনে অসামর্থ্য, আহারে অনিচ্ছা, হৃৎস্পন্দন, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং মূত্রাল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভ্রম-রোগ-গ্রস্ত-রোগীকে নিরন্তর অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে হয়, আরোগ্যকাল যাবৎ কিছুক্ষণের জন্যও সে অস্বাচ্ছন্দ্যের বিরতি হয় না।

করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা কপালের একপার্শ্ব চাপিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ সোয়াস্তি বোধ হয় কিন্তু পাশ ফিরিবার সময় প্রলয় উপস্থিত হয়; বোধহয় যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চাকায় তুলিয়া ঘুরাইতেছে।

ভ্রমরোগ চিকিৎসা।

ভ্রমরোগ প্রকাশ পাইলেই সর্ব্বপ্রযত্নে কোষ্ঠ-শুদ্ধির এবং কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু-সংশমনের ব্যবস্থা করা উচিত। হরীতকী সেবন করাইয়া কোষ্ঠ-শুদ্ধি করিয়া লওয়াই প্রশস্ত কল্প। বড় হরীতকীর আটী বাদ দিয়া জলের সহিত শিলাতলে পেষণ করত জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে; ৩।৪ টা এবং যাহার কোষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুর তাহাকে ৫।৬টা হরীতকী সেবন করাইবে।

কোষ্ঠস্থ বায়ূর প্রকোপ সংশমনের জন্য নিম্নলিখিত পানীয় পান করিতে দিবে।

মৌরী ২ ভরি কুটিয়া লইয়া /১ এক সের জল সহ পাক করত /০ এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। গরম থাকিতে থাকিতে তাহাতে ২টা কাগ্‌জি বা পাতি নেবুর রস দিয়া পান করিবে। মধ্যাহ্নের আহার জীর্ণ হইয়া আসিবার সময় পান করা উচিত।

ভ্রম-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুশীতল জলে স্নান করাইবে। স্নানের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ সর্ষপ তৈলের নস্য লইবে এবং মস্তক ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গে সর্ষপ তৈল মাখিবে। এই রোগে এবং বক্ষ্যমাণ শিরোরোগে মাথায় তৈল মাখিবে না।

ভ্রম-রোগের ঔষধ।

(ক)

শুষ্ক অথচ টাট্‌কা তুরালভা দুইভরি, উত্তমরূপে, হামান দিস্তায় কুটিয়া আধসের জলসহ মেটে পাত্রে কাষ্ঠের জ্বালে ধীরে ধীরে পাক করিবে। আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পরিষ্কার পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহাতে ½ আধতোলা পুরাতন গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিবে, ঘৃত গুলিয়া গেলে পান করিবে। পুরাতন ঘৃতের অভাব হইলে টাট্‌কা গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও উপকার লাভ হয়।

(খ)

শ্বেত বেড়েলার মূল ১ ভরি, শ্বেত বেড়েলা না পাইলে পীত বেড়েলা মূল ১ ভরি, কিচ্‌মিচ্‌ ১ ভরি এবং শতমূল ১ ভরি এই তিন খানি দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া লইতে হইবে। তৎপর সেই কুট্টিত কল্ক একটা উপযুক্ত মেটে হাঁড়ীতে রাখিয়া, ।০ এক পোয়া গোদুগ্ধ তাহাতে দিয়া, স্থালীটী চুল্লীর উপর স্থাপন করত তাহার মাপ রাখিবে। তৎপর তাহাতে ১। পাঁচ পোয়া নির্ম্মল জল দিয়া ধীরে ধীরে কাঠের জ্বালে পাক করিতে হইবে। ।০ একপোয়া অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া পান করিবে।

প্রাতঃকালে 'ক' চিহ্নিত কষায় এবং অপরাহ্ণে 'খ' চিহ্নিত পক্কক্ষীর পান করিলে প্রায়শঃ ভ্রমরোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। পীড়া উৎকট হইলে সন্ধ্যার পর লঘ্বানন্দ রসও সেবন করিতে দিবে।

(গ)

লঘ্বানন্দ রস।

আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডারে ঔষধরত্নের অসদ্‌ভাব নাই। সেই রত্নরাজি অসংখ্যকল্প—কেহ বলিতে পারে না কত? যদ্যপি উপযুক্ত জহরি সেই

রত্নরাজি হইতে সাচ্চা রত্ন আহরণ করিয়া প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ব্যাধিগ্রস্ত জনসমাজের নরনারীগণ পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারেন। লঘ্বানন্দ রস বৈদ্যক-ঔষধ ভাণ্ডারের অন্যতম শ্রেষ্ঠরত্ন।

লঘ্বানন্দ রস ভ্রম রোগের সিদ্ধযোগ এবং উন্মাদ প্রভৃতি অপরাপর শিরোবিকারের পরমৌষধ।

কজ্জলী ২ ভরি, লৌহ ১ ভরি, অভ্র ১ ভরি, শোধিত মিঠাবিষ ১ ভরি, মরিচ চূর্ণ ৮ ভরি, সোহাগার খৈ ৪ ভরি এবং প্রয়োজনানুরূপ ভৃঙ্গরাজের ও অম্ল দাড়িমের রস এইগুলি লঘ্বানন্দ রসের উপাদান।

প্রস্তুতি-বিধি—ছয়গুণ গন্ধক চূর্ণ যোগে হিঙ্গুলোত্থ পারদ ধাতু যথা বিধানে শোধন করিয়া লইবে। (২০১) পৃষ্ঠা দেখ। তাহার সহিত শোধিত আমলাসা গন্ধক (১০৪ পৃষ্ঠা দেখ) ১ ভরি মিশাইয়া মাড়িয়া মাড়িয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। সুকজ্জল কজ্জলীর সহিত ভৃঙ্গরাজ রসসিক্ত মিঠাবিষ কিঞ্চিৎ ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মাড়িয়া মাড়িয়া ফেনবৎ করিয়া লইবে। বলা বাহুল্য যে, ঔষধ মিশাইবার অন্ততঃ একপ্রহর পূর্ব্বে ১ ভরি মিটা আবশ্যকতার অনুরূপ ভৃঙ্গরাজের রসে ভিজাইয়া রাখিবে। সুপিষ্ট কজ্জলী ও মিঠা বিষের সহিত লৌহ প্রভৃতি উক্ত পরিমিত দ্রব্য চতুষ্টয় যোগ করিয়া, মাড়িলে পঙ্কবৎ হয়, এইরূপ পরিমাণে ভৃঙ্গরাজের স্বরস দিয়া কিছুক্ষণ মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। শুষ্কীভূত ঔষধ চূর্ণ করত সাবধানে রাখিয়া দিবে। পরদিন আবার টাট্‌কা ভৃঙ্গরাজের রস দিয়া মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরদিন আবার ভৃঙ্গরাজের রসে আপ্লুত করত শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। এইরূপ ক্রমকে ভাবনা দেওয়া বলে। পাঁচদিনে ভৃঙ্গরাজরসের ভাবনা দেওয়া হইলে, ষষ্ঠদিন হইতে প্রতিদিন এক একটী করিয়া সুপক্ক অম্ল দাড়িমের রস দিয়া ভবনা দিবে। ভৃঙ্গরাজের রসে ৫টী এবং দাড়িমের

রসদিয়া ৫টী ভাবনা দেওয়া হইলে বটী বাঁধিবার উপযোগী করিয়া লইয়া ৩ রতি মাত্রায় বড়ী বাঁধিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, শুকাইলে ৩ রতি ওজনের প্রত্যেক বটী রহিয়া যায় এইরূপ আন্দাজ করিয়া বড়ী বাঁধিতে হইবে। অম্ল দাড়িমের অভাবে সুপক্ক মিষ্ট দাড়িমের রসে ভাবনা দিলেও ঔষধ গুণ হীন হয় না।

লঘ্বানন্দ রস ভ্রমরোগের পরমৌষধ। প্রাতঃকালে ২ ভরি ঝাড়া বাছা এবং সুকুট্টিত জটামাংসী ।৵০ অর্দ্ধপোয়া উত্তপ্ত জলের সহিত ভিজাইয়া রাখিবে। অপরাহ্ণকালে পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া যতটুকু পাওয়া যাইবে, তাহার কিছু অংশ দিয়া একটী বটী গুলিয়া খাইয়া অবশিষ্ট অংশ পান করিতে হইবে।

শিরোরোগ।

শিরোরোগের বা শিরঃশূলের চলিত নাম মাথাধরা এবং মাথার ব্যায়রাম। সকলেই অবগত আছেন যে জীব-শরীরে নিরন্তর রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। হৃৎকোষ্ঠ হইতে মূর্দ্ধ-গামি-ধমনী পথে যে পরিমিত বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হইয়া উত্তমাঙ্গ পরিপোষণ করত হৃত সার হইয়া শিরাপথ দিয়া ফিরিয়া, হৃৎপিণ্ডের অবিশুদ্ধ-রক্ত-কোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। যদি এইরূপ স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চলনের ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, গুণ-ত্রয়ের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের অসামঞ্জস্য না ঘটে, পীড়া-বিশেষে অথবা অন্য কোন আগন্তুক কারণে মস্তক ব্যাহত না হয়, তাহা হইলে উত্তমাঙ্গ স্বস্থ থাকে, শিরোগত কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হয় না।

উক্ত প্রকার রক্ত সঞ্চলনের ব্যাঘাত ঘটিলে, রাত্রি জাগরণে এবং

দুশ্চিন্তা শোক-ক্রোধ প্রভৃতি মনঃক্ষোভ কর কারণে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইলে, আঘাত দ্বারা মস্তক বা মস্তকৈকদেশ আহত হইলে পরন্তু নেত্র রোগ বিশেষ বা অপর কোন পীড়া বশতঃ উক্তমাঙ্গ উত্তেজিত হইলে নানা প্রকার শিরোবিকার উপস্থিত হয়। সেই সমস্ত শিরোরোগের মধ্যে শিরোরোগ বা শিরঃশূল নামে প্রসিদ্ধ রোগ অন্যতম ব্যাধি।

সমুত্থান ভেদে শিরোরোগ তিন প্রকার—দোষজ, আগন্তু এবং রোগান্তর সম্ভব।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে, বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ, ক্ষয়জ, ক্রিমিজ, সূর্য্যাবর্ত্ত' অনন্তবাত, শঙ্খক, এবং অর্দ্ধাবভেদক ভেদে শিরোরোগ এগার প্রকার। এই সকল শিরোরোগের মধ্যে ক্ষয়জ এবং ক্রিমিজ শিরোরোগদ্বয়কে রোগান্তর সম্ভব শিরোরোগের মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অপর কোন প্রকার রোগান্তর সম্ভব বা আগন্তু শিরোরোগের নিদানাদি তত্ত্ব শিরোরোগাধিকারে সংগৃহীত হয় নাই। কিন্তু নানা প্রকার আগন্তুক এবং রোগান্তর সম্ভব শিরোরোগে অনেককেই আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

বাতজ শিরোরোগ।

বায়ুবৃদ্ধিকর আহারাদি কায়বাঙ্মনোব্যাপারে বায়ু প্রকুপিত হইয়া যদি উত্তমাঙ্গ আশ্রয় করে তাহা হইলে তৎপ্রদেশস্থ সিরাধমনী এবং সংজ্ঞাবহ নাড়ী সকল বাতাকুল হইয়া উঠে। তজ্জন্য ধমনী ও সিরাপথে রক্তস্রোতঃ অবাধে সঞ্চলিত হইতে পারে না। বাধাপ্রাপ্ত রক্তস্রোতের তাড়না এবং নাড়ী সকলের উত্তেজনা বশতঃ যে শিরঃশূল উপস্থিত হয় তাহার নাম বাতজ শিরোরোগ বা শিরঃশূল।

বাতজ শিরোরোগের পূর্ব্বরূপ অনুভূত হয় না; হঠাৎ শিরঃশূল উপস্থিত হয়। রাত্রিকালে বৃদ্ধি পাওয়া বাতজ শিরোরোগের বিশিষ্ট লক্ষণ।

পিত্তজ শিরোরোগ।

কুপিত পিত্ত প্রসর্পিত হইয়া উত্তমাঙ্গ আশ্রয় করিলে পিত্তজ শিরোরোগ উপস্থিত হয়। পিত্তজ শিরোরোগ অতি কষ্টপ্রদ ব্যাধি। এই রোগে আক্রান্ত হইলে বোধ হয় যেন সমস্ত মস্তক প্রদীপ্ত অঙ্গার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; মুখ চোখ যেন পুড়িয়া যাইতেছে। শীত ক্রিয়া দ্বারা এই রোগের যন্ত্রনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়; রাত্রিকালে পীড়ার প্রকোপ থাকে না।

কফজ শিরোরোগ।

বর্দ্ধিত-বিকৃত শ্লেষ্মা শিরোদেশে সংশ্রিত হইলে যে শিরোরোগ উৎপন্ন হয় তাহারই নাম কফজ বা শ্লেষ্মজ শিরোরোগ। কফোপদিগ্ধ উত্তমাঙ্গে রক্তস্রোত বাধা পাইয়া এই রোগ উৎপাদন করে।

মস্তকের গুরুতা, শীতততা এবং প্রতিষ্টব্ধতা, অক্ষিকূটে শোথ, গণ্ডস্থলের স্ফীততা প্রভৃতি শিরঃশূলের লক্ষণ।

ত্রিদোষজ শিরোরোগ।

যে শিরোরোগে বাতজ-পিত্তজ-শ্লেষ্মজ শিরোরোগের লক্ষণ সকল ব্যস্ত সমস্ত ভাবে প্রকাশ পায় তাহার নাম ত্রিদোষজ শিরোরোগ। এই রোগ অতি কষ্টপ্রদ এবং দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি।

রক্তজ শিরোরোগ।

দুষ্টপিত্তকর্ত্তৃক রক্ত প্রদুষ্ট হইয়া যদি উত্তমাঙ্গের রক্তধরা কলায় এবং

স্থূল-সূক্ষ্ম সিরা-ধমনী বিতানে সংশ্রিত হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিক রক্ত প্রবাহ বাধা পাইয়া যে শিরোরোগ উৎপাদন করে তাহার নাম রক্তজ-শিরোরোগ। দুষ্ট-পিত্ত কর্ত্তৃক রক্ত প্রদুষ্ট হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। তজ্জন্য এই রোগে পিত্তজ-শিরোরোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। অধিকন্তু নেত্রযুগল ঈষল্লোহিত শ্রীধারণ করে।

ক্ষয়জ শিরোরোগ।

স্নেহন-সজ্ঞক যে শ্লেষ্ম-ধাতু উত্তমাঙ্গের শ্লেষ্ম-ধরা কলা জালে সঞ্চিত রহিয়া মস্তিষ্কের আপ্যায়ন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, কোন কারণ বশতঃ যদি সেই শ্লেষ্মা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, এবং বসা সংজ্ঞক যে স্নেহ মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখে যদি সেই বসা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আর শিরোদেশে রক্ত সঞ্চালনের অল্পতা ঘটে তাহা হইলে ক্ষয়জ শিরোরোগ জন্মে।

গাত্র ঘূর্ণন, গাত্রে সূচী বেধনবৎ পীড়ানুভূতি, মস্তকের ও নেত্রের বিভ্রান্ততা, মূর্চ্ছা এবং সার্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা প্রভৃতি ক্ষয়জ শিরোরোগের লক্ষণ। তাপদিলে, তীক্ষ্নস্য গ্রহণ করিলে এবং রক্তমোক্ষন করিলে ক্ষয়জ শিরোরোগ সংবর্দ্ধিত হয়। এই রোগ অতি কষ্টকর ব্যাধি।

ক্রিমিজ শিরোরোগ।

ক্রিমি শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র জন্তু বা জীবাণু। পৃথিবী আশ্রয় করিয়া বহু বহু ক্ষুদ্র জন্তু বিচরণ করে; জলে নভোমণ্ডলে গাছে ফলে ফুলেও জীবাণুর অসদ্ভাব নাই। সেই সকল জীবাণুর মধ্যে কতকগুলি চখে দেখা যায়; চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র জন্তুও অসংখ্য কল্প কথিত আছে——
"চংক্রমমানা বহবো জীবা ধরণী সংশ্রিতাঃ। কেচিৎ চক্ষুষা গৃহ্যন্তে কেচিৎ চক্ষুরগোচরাঃ। জীবৈর্গ্রস্ত মিদং সর্ব্বং আকাশং পৃথিবী তথা; জীবাহি বহবো ব্রহ্মন্ বৃক্ষেষুচ ফলেষু চ। উদকে বহবশ্চাপি।"

কোন কোন জাতীয় জীবাণু আকৃষ্ট নিশ্বাস যোগে নাসা পথে প্রবেশ করিয়া নাসারন্ধ্রের উর্দ্ধতন প্রদেশে বিন্যস্ত শ্লেষ্ম-ধরা কলা আশ্রয় করত সংবর্দ্ধিত হয় এবং বিস্তার করে। ক্রমশঃ, জীবসঙ্কুলদ্বারা তৎপ্রদেশ বিধ্বস্ত হয় এবং দারুণ শিরঃশূল উপস্থিত হয়।

নাসা পথে সপূয়ঃ রক্ত নিঃসরণ, কদাচিদ্ বা তৎসহ ক্রিমি নির্গম, ক্রিমি সঞ্চার জন্য শিরোদেশে নানা প্রকার যন্ত্রণানুভূতি প্রভৃতি ক্রিমিজ শিরোরোগের লক্ষণ।

সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোরোগ।

সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোরোগ ত্রিদোষজব্যাধি। সম্প্রাপ্তির বৈচিত্র্যবশতঃ এই রোগে কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়, তজ্জন্য এবং স্বতন্ত্র চিকিৎসা সাধ্য বলিয়া এই রোগ, ত্রিদোষজ শিরোরোগ হইতে পৃথক্ শিরঃশূল রূপে পরিগণিত হইয়াছে।

এই রোগ উপস্থিত হইলে, চক্ষুঃ ও ভ্রূপ্রদেশে অল্প অল্প বেদনা অনুভূত হইতে থাকে, বেলাধিক্যে সেই বেদনা এবং শিরঃশূল সংবর্দ্ধিত হয়, মধ্যাহ্নকালে অত্যন্ত প্রবল হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করে। সূর্য্য মণ্ডল পশ্চিমাকাশে যতই নামিতে থাকে বেদনাও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকে। সূর্য্যাস্তের পর আর বেদনানুভূত হয় না; রাত্রিকাল স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। এই রোগ কৃচ্ছ সাধ্য ব্যাধি।

অনন্ত বাত শিরোরোগ।

অনন্ত বাত নামক শিরোরোগও ত্রিদোষজ ব্যাধি। সম্প্রাপ্তির বৈচিত্র্যবশতঃ এই রোগে বিশিষ্ট বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়, তজ্জন্য অন্যপ্রকার ত্রিদোষজ শিরোরোগের লক্ষণ সকলের সহিত অনন্তবাতের লক্ষণ সমুচ্চয়ের ঐক্য হয় না।

গ্রীবাদেশে অঙ্গুষ্ঠমাত্র ব্যবধানে যে দুইটী শিরোধরা কণ্ডরা আছে, তদ্দ্বয়ের সাধারণ নাম মন্যা। দোষত্রয় যুগপৎ কুপিত হইয়া মন্যাদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া, তৎপ্রদেশে আক্ষেপ, দাহ এবং গুরুত্ব প্রভৃতি স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ পূর্ব্বক যে শিরোরোগ উৎপাদন করে, তাহার নাম অনন্ত বাত।

তীব্র শূল, হনুগ্রহ, গণ্ডস্থলে কম্পন এবং চক্ষুর পীড়া প্রভৃতি অনন্ত বাতের লক্ষণ।

অৰ্দ্ধাভেদক শিরোরোগ

প্রকুপিত বায়ু স্বয়ং অথবা কফানুগ হইয়া মস্তকের অর্দ্ধাংশে সংশ্রিত হইয়া যে শিরোরোগ উৎপাদন করে, তাহার নাম অৰ্দ্ধাভেদক। মন্যা, ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, নেত্র, এবং ললাটদেশে তীব্র বেদনা এই রোগের লক্ষণ। ইহার চলিত নাম আধকাপালে মাথা ব্যথা।

শঙ্খক শিরোরোগ।

পিত্ত রক্ত এবং বায়ু যুগপৎ প্রকুপিত হইয়া শঙ্খদেশ আশ্রয় করিলে তৎপ্রদেশে দারুণ বেদনান্বিত সদাহ রক্তবর্ণ শোথের উদয় হয়। সেই শোথ তীব্র-বিষবদ্ বেগে সমস্ত মস্তকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং গলদেশে অবতীর্ণ হইয়া কণ্ঠস্রোতঃ রোধ করে তজ্জন্য রোগী দুই তিন দিন মধ্যেই মরিয়া যায়। কদাচিৎ সুচিকিৎসার দ্বারা বাঁচিতে দেখা যায়।

শিরোরোগ চিকিৎসা।

সাধারণ বিধি।

শিরোরোগ প্রকাশ পাইলেই সর্ব্ব প্রযত্নে কোষ্ঠশুদ্ধির ব্যবস্থা করিবে। কোষ্ঠে মল সঞ্চিত রহিলে উপস্থিত শিরঃশূল সংবর্দ্ধিত হয়।

ঔষধ প্রয়োগেও আশানুরূপ সুফল লাভ করা যায় না, বিশেষতঃ পিত্তাত্মক শিরোরোগে বিরেচনের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগে অবিপত্তিকর চূর্ণ প্রয়োগ করিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধি করিয়া লওয়াই প্রশস্ত কল্প। মাত্রা ½ অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ এক তোলা পর্য্যন্ত। ডাবের জলের সহিত গুলিয়া পান করিবে। (২১৬ পৃষ্ঠা দেখ)

এরণ্ড তৈল পান করিলেও নির্ব্বিঘ্নে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। মাত্রা ২½ আড়াই তোলা হইতে পাঁচতোলা পর্য্যন্ত। এরণ্ড তৈল (ক্যাষ্টর অইল) গরম গরম জলের সহিত পান করিবে।

কিচ্‌মিচ্ ৫ তোলা আধসের জলের সহিত পাক করিয়া একছটাক শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ২½ আড়াই তোলা ইক্ষুরস এবং লাল তেউড়িয়া লতার মূল চূর্ণ ¼ শিকি তোলা দিয়া পিত্তজ শিরোরোগ গ্রস্ত রোগীকে পান করাইয়া কোষ্ঠ শুদ্ধি করাইয়া লইবে।

বিরেচনান্তে পাকে লঘু অথচ পুষ্টি তুষ্টি বর্দ্ধন অন্ন পানীয় নিষেবণ করা উচিত। কফজ শিরোরোগ ভিন্ন অপর শিরোরোগে উচিত মাত্রায় গব্যঘৃত ও দুগ্ধ, মাখন, মাংস, ও মুগ মসূরের যূষ অতি সুপথ্য।

কফজ শিরঃশূলী অন্নের সহিত মুগমুসূরের যূষ পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। তবে কফক্ষয়ের নিমিত্ত দুই একদিন উপবাস বা লঘু ভোজনের ব্যবস্থা করা উচিত।

কোষ্ঠে বায়ুসঞ্চয় প্রশমনের জন্য প্রত্যহ ।৵০ একপোয়া গরম জলের সহিত ২।১টা গোঁড়া কি কাগচি অথবা পাতিনেবুর রস সেবন করিবে।

সর্ব্বপ্রকার শিরঃশূলে নাসারন্ধ্র পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা করা উচিত। যে যে উপায় অবলম্বন করিলে নাসাপথে অবাধে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে পারে সর্ব্ব প্রযত্নে সেই সেই উপায় অবলম্বন করা বিহিত।

দিবসে তিন চারিবার খাটি সরিষার তৈলের নস্য লইলে, নাসাপথ বেশ পরিষ্কার থাকে এবং শিরঃশূলও প্রশমিত হয়।

নাসাপথ দিয়া কাগজের ধূমপান করা, নাসাপথ পরিষ্কার রাখার প্রশস্ত প্রক্রিয়া, সহসা শিরঃশূল প্রশমনেরও উৎকৃষ্ট উপায়।

১২ বার কি চৌদ্দ আঙ্গুল দীর্ঘ, ১০।১২ আঙ্গুল প্রস্থ একখণ্ড পুরাতন কাগজ অভাবে নূতন কাগজ বটিয়া চুরুটের আকারে পরিণত করিয়া লইবে। তাহার এক প্রান্ত প্রদীপের শিখায় জ্বালিয়া লইয়া অপর প্রান্ত নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া জোরে ধূম টানিয়া লইবে। পর্য্যায়ক্রমে উভয় নাসারন্ধ্র দিয়া ধূম গ্রহণ করিলে সহসা শিরঃশূল প্রশমিত হয় এবং নাসাপথ পরিষ্কার থাকে।

শিরঃশূলগ্রস্ত রোগীর সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিবার বাধা নাই কিন্তু মাথায় তৈল মাখা উচিত নহে। মাথায় তৈল মাখা ত্যাগ করিয়া রুক্ষস্নান অভ্যাস করিলে অনেক প্রকার শিরোরোগের হাত হইতে প্রায়শঃ নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। মাথায় তৈল মাখিলে, চুলের গোড়া স্নেহদিগ্ধ থাকে, তজ্জন্য মাথার তাপ অবাধে নির্গত হইতে পারে না।

শিরোরোগগ্রস্ত নর-নারী সর্ব্বপ্রযত্নে স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ ত্যাগ করিবে।

শিরঃশূল চিকিৎসা।

বাতজ শিরঃশূল

(ক)

কুড় এক প্রকার বণিক্‌দ্রব্য, পশারির দোকানে বিক্রীত হয়। ইহার সংস্কৃত নাম কুষ্ঠ। শুষ্ক অথচ অভিনব—যাহা ভ্রষ্টবর্ণ, গতরস এবং নষ্ট গন্ধ হয় নাই। তাহার একখণ্ড কাষ্ঠ পরিষ্কার শিলায় কি পাথরে ঘসিয়া

ঘষিয়া ঘৃষ্ট চন্দনের ন্যায় করিয়া কপাল জুড়িয়া প্রলেপ লাগাইলে বাতজ শিরঃশূল প্রশমিত হয়। কফজ শিরঃশূলেও প্রয়োগ করিবে।

(খ)

দারুচিনি উত্তমরূপে জলের সহিত পেষণ করিয়া কপাল জুড়িয়া প্রলেপ দিবে। সকল প্রকার প্রলেপ শুকাইতে আরম্ভ করিলে তাহা উঠাইয়া নূতন প্রলেপ যোজনা করিতে হয়।

(গ)

এরণ্ড সুপরিচিত এবং সর্ব্বত্র সুলভ উদ্ভিদ্। স্থানভেদে এই বৃক্ষ, রেঢ়ী, ভেরেণ্ডা, ভেন্না, ভেরন্, জড়া এবং গাব্ প্রভৃতি নামে পরিচিত।

এরণ্ডমূলের বা স্থূল কাষ্ঠগর্ভ শিকড়ের ছাল কিংবা কোমল শিকড় আর কুড় এই উভয় দ্রব্য সমান সমান পরিমাণে লইয়া প্রথমতঃ হামান-দিস্তায় কুটিয়া লইবে। পরে কাঁজির সহিত শিলাতলে পেষণ করত প্রলেপ দিবার উপযোগী করিয়া লইবে। মস্তক কেশশূন্য করিযা, মাথা এবং কপাল ছাড়িয়া অর্দ্ধ অঙ্গুলি পুরু প্রলেপ লাগাইতে হইবে। প্রলেপটী শুকাইয়া আসিয়া তাহা উঠাইয়া নূতন বাটা প্রলেপ যোজনা করিবে। দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে দুই তিন দিবসে বাতজ শিরঃশূল এবং বাতানুবন্ধ কফজ-শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

(ঘ)

মুচ্কুন্দ ফুল কাঁজি দিয়া বাটিয়া প্রলেপ লাগাইলেও বাতজ শিরঃশূল প্রশমিত হয়। উক্ত উভয় যোগ, কাঁজির অভাবে জল দিয়া বাটিয়া লাগাইলে একান্ত নিষ্ফল হয় না।

(ঙ)

নস্য প্রয়োগ।

যষ্টিমধু চুর্ণ করত কাপড়ে ছাকিয়া লইবে। শোধিত মিঠা (৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা

দেখ) গুঁড়া করিয়া পরিষ্কার পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। যষ্টি-মধু চূর্ণ ১ ভরি এবং মিঠাচূর্ণ।০ এক সিকি, একখানি উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া শিশির মধ্যে রাখিবে। ইহার নস্য লইলে, পিত্তজ, রক্তজ, ক্রিমিজ এবং শঙ্খক শিরঃশূল ভিন্ন আর সমস্ত শিরঃশূল অচিরে ২।৩ দিনে প্রশমিত হয়।

নস্য গ্রহণের বিধি—কাঁচিলা ঘাসের একটী দণ্ড বা ডাঁটা কিংবা একগাছি মোটা খড়িকা অথবা তাদৃশ কোন প্রকার কাষ্ঠিকা লইয়া তাহার একপ্রান্ত কূর্চ্চাকার অর্থাৎ কুঁচির ন্যায় করিয়া লইবে। একটু নস্য একখানি কাগজে কি অন্য কোন আধারে রাখিয়া, কাষ্ঠিকার কূর্চ্চিকাকৃত প্রান্ত জলসিক্ত করিয়া তাহা দিয়া উক্ত চূর্ণ গ্রহণ করত পর্য্যায়ক্রমে উভয় নাসারন্ধ্রে তিন তিন বার ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লাগাইয়া দিবে। দিবসে ২।৩ বার ঐরূপ ভাবে প্রয়োগ করিলে সর্ব্ব প্রকার শিরঃশূল প্রশমিত হয়। ইহা বহু পরীক্ষিত ঔষধ।

(চ)

শিরোবস্তি

শিরোরোগ উৎকট হইলে শিরোবস্তি প্রয়োগ করা উচিত। কি প্রকারে শিরোবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়, সর্ব্বাদৌ তাহাই বলা যাইতেছে।

কর্ণপালির অর্থাৎ কাণের পাতার উপরিতন ভাগ করাঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিলে মাথার যে স্থানে সংলগ্ন হয়, সেইস্থানে একগাছি ফিতা বা একগাছি সূত্রের এক প্রান্ত স্থাপন করত বামহাতের অঙ্গুষ্ঠ প্রান্ত দিয়া সূত্রপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ করের অঙ্গুলি দ্বারা সূত্র বা ফিতাটী ধরিয়া ঘুরাইয়া শিরোগোলকের অধোদেশের মাপ লইবে। মাপ লইলে সূত্রটী যে পরিমিত দীর্ঘ হয়, তদপেক্ষা দুই আঙ্গুল লম্বা রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ

ছাটিয়া ফেলিবে। তারপর কসা মাজা অর্থাৎ ট্যান্‌করা আট দশ অঙ্গুলি প্রস্থ এবং যে ফিতা বা সূতা দিয়া মাথার মাপ লওয়া হইয়াছে তৎসদৃশ দীর্ঘ একখণ্ড পুরু চামড়া কাটিয়া লইয়া তাহার উভয় প্রান্ত উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া সেলাই করিয়া একটী চর্ম্মচক্র প্রস্তুত করিয়া লইবে। চামড়ার দুই প্রান্ত জুড়িয়া যে স্থানে সেলাই করা হইয়াছে, সেই স্থানে মোম ঘসিয়া শিলাইয়ের ছিদ্র রোধ করিয়া দিবে।

চর্ম্মচক্র মস্তকে, কাণের গোড়া পর্য্যন্ত বসাইয়া দিয়া, চর্ম্মচক্রের অভ্যন্তরে মস্তক ও চর্ম্মের সন্ধিস্থলে জলসিক্ত মাষকলায় বাটিয়া এরূপভাবে লেপ দিবে যেন, চর্ম্মচক্রাভ্যন্তরে তৈল বা কোন তরল ক্বাথ পূরণ করিয়া দিলে চোয়াইয়া না পড়ে। তদন্তর বিশেষ বিশেষ শিরোরোগে তত্তৎ রোগ প্রশমনের উপযোগী তৈলাদি পূরণ করিয়া নিশ্চলভাবে নিয়মিত স্থিরভাবে বসিয়া রহিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া শিরোবস্তি নামে অভিহিত।

১। বাতজ শিরোরোগে তিল তৈলের শিরোবস্তি দিয়া চারিদণ্ডকাল স্থিরভাবে বসিয়া রহিবে। তৎপর তৈল উঠাইয়া চর্ম্মচক্র মোচন করিয়া লইবে। ২। তিল তৈল, দশমূলের ক্বাথ ও কল্কদ্বারা পাক করিয়া সেই তৈল দ্বারা শিরোবস্তি দিলে বাতজ শিরঃশূল অচিরে প্রশমিত হয়।

পিত্তজ শিরঃশূল চিকিৎসা।

(ক)

মস্তক কেশ শূন্য করিয়া শতধৌত পুরাতন ঘৃত মাথা জুড়িয়া লেপন করিবে। দিবসে তিন চারিবার লেপন করিলে ৩।৪দিনেই পিত্তজ শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

দশবছরের বা তদধিক কালের পুরাতন গব্যঘৃত একখানি পাথরের বা এনামেলের থালায় রাখিয়া কিঞ্চিৎ জল দিয়া সাঙ্গুল করতল দিয়া

উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, সেই মর্দ্দিত বা মথিত ঘৃত জল দিয়া আপ্লুত করত, অঙ্গুলি দ্বারা ঘৃত একীভূত করিয়া জল ঝাড়িয়া ফেলিবে। এইরূপে এক শত বার ধাবন করা হইলে ঘৃত নবনীতের শ্রীধারণ করিবে। ইহারই নাম শত ধৌত ঘৃত।

(খ)

খোসা ছাড়ান কৃষ্ণতিল ৪ তোলা ইক্ষুচিনি ১ তোলা একত্র ছাগ দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করত, আবশ্যকতার অনুরূপ ছাগদুগ্ধ দিয়া প্রলেপোচিত করিয়া লইয়া কেশশূন্য মস্তক জুড়িয়া, প্রলেপ দিবসে ৩।৪ বার লাগাইলে, পিত্তজশিরঃশূলের জ্বালা প্রশমিত হয়। ২।৪ দিন ব্যবহার করিলে আরোগ্য লাভ করা যায়।

(গ)

শুষ্ক অথচ টাট্‌কা আমলকী গব্য ঘৃতে অল্প ভাজিয়া কাঁজি দিয়া বাটিয়া মাথার তালুতে প্রলেপ লাগাইলে পিত্তজ শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

(ঘ)

দূর্ব্বা, নলের শিকড়, যষ্টি মধু এবং রক্ত চন্দনের গুঁড়া সমান সমান ভাগে লইয়া এক সঙ্গে শীতল জল দিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া মাথা জুড়িয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিলে পিত্তজ শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

(ঙ)

পিত্তজ শিরোরোগ উৎকট হইলে, দূর্ব্বা অনন্তমূল, যষ্টিমধু এবং রক্তচন্দনের কল্কদ্বারা ঘৃত পাক করত সেই ঘৃত যোগে শিরোবস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।

ঘৃত প্রস্তুতি বিধি—প্রথমতঃ /৪ চারিসের গব্যঘৃত একখানি মেটে খুলিতে অথবা কলাই করা তামার কড়াইতে রাখিয়া মৃদু মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিবে। ঘৃত নিশ্চল ও নিষ্ফেন হইলে নামাইয়া

কিছুক্ষণ রাখিতে হইবে। তৎপর তাহাতে ৪ তোলা হলুদের রস নিঃক্ষেপ করিবে। ঘৃত শীতল হইলে দূর্ব্বাদি উক্ত চারি প্রকার দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য ⁄।০ একপোয়া ওজন করিয়া একসঙ্গে কুটিয়া পিশিয়া সেই ঘৃতে প্রক্ষেপ দিবে। তদনন্তর।৬ যোল সের জলের সহিত ঘৃত ধীরে ধীরে পাক করিবে। ২।৩ সের জল অবশেষ থাকিতে সেদিন উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে। ২।১ দিন পরে পুনর্ব্বার সেই ঘৃত পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে যে, জল নিঃশেষ প্রায় হইয়াছে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিতে হইবে। সেই বস্ত্রপূত ঘৃত পুনর্ব্বার কটাহে রাখিয়া অতি সাবধানে ধীরে ধীরে পাক করিবে। যখন দেখিবে ঘৃতের নিম্নদেশে কা'ট পড়িয়াছে এবং সেই কা'ট আগুণে দিলে চট্ চট্ শব্দ করিতেছেনা অথচ সেই কা'ট বেশ কোমল আছে, অঙ্গুলীদ্বারা পাক দিলে কা'ট বর্ত্তিকাকার হয়, তখন বুঝিবে যে ঘৃতের পাক সিদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধ ঘৃত বস্ত্রপূত করিয়া কা'ট বাদ দিয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে।

কফজ শিরঃশূল চিকিৎসা।

(ক)

পিপুল চূর্ণ ১ভরি, শুঁট চূর্ণ ১ভরি, যষ্টিমধুর গুঁড়া ১ভরি, শলুফা চূর্ণ ১ভরি, সুঁদিনা'লের মূল ১ভরি এবং কুড় চূর্ণ ১ভরি একত্র জল যোগে পেষণ করত মাথা জুড়িয়া প্রলেপ দিলে কফজ শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

শ্লেষ্মানুবন্ধ বাতজ শিরোরোগে এই প্রলেপ যোজনা করিলে সুফল পাওয়া যায়।

(খ)

বাতজ শিরোরোগাধিকারোক্ত (ঙ) চিহ্নিত নস্য কফজ শিরোরোগের অব্যর্থ ঔষধ।

(গ)

উক্ত নস্য দুই তিন দিন, দিবসে ৩।৪ বার প্রয়োগ করিলে শিরঃশূল প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রূর কফ সরল হইয়া আইসে। যদি নির্গমোন্মুখ শ্লেষ্মা বহিষ্করণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কটুছাল চূর্ণ করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিবে। নস্য গ্রহণের অনতি বিলম্বে হাঁচি, উপর্য্যুপরি প্রবর্ত্তিত হয় এবং কফ নিঃসৃত হইতে থাকে।

ভূতরাজের পাতা চূর্ণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলেও হাঁচির সহিত কফ প্রবর্ত্তিত হয়।

ত্রিদোষ-শিরোরোগ।

ত্রিদোষজ শিরোরোগ দুশ্চিকিৎস্য হইলেও একান্ত অচিকিৎস্য নহে। এই রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, দোষত্রয়ের মধ্যে কোন দোষের লক্ষণ বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ত্রিদোষের মধ্যে যে দোষের প্রবলতা পরিলক্ষিত হইবে সেই দোষের শান্তির জন্য প্রলেপাদি প্রয়োগ করিতে হইবে।

(ক)

শিরোবস্তি।

বক্ষ্যমাণ প্রণালী অনুসারে শিরোবস্তি ধারণ করিলে ত্রিদোষজ শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

দশমূলগণের প্রতিদ্রব্য ২ ভরি, যষ্টিমধু ১০ ভরি এবং নিশিন্দার মূলের ছাল বা পত্র ১০ ভরি এক সঙ্গে কুটিয়া পিশিয়া /৪ সের জল সহ মাটীর হাড়িতে পাক করিবে। /১ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শিরোবস্তি ধারণ করিতে হইবে।

বস্তি প্রদানের অসুবিধা হইলে, উক্তকাথের মাথায় ধারা দিবে। দশমূলগণের বিশেষ বিবরণ (২৬) পৃষ্ঠায় দেখ। বাতজ শিরোরোগ চিকিৎসা প্রকরণে (ঙ) চিহ্নিত নস্য গ্রহণ করিলে সুফল লাভ করা যায়।

(খ)

ষড়্‌বিন্দু তৈল।

ষড়্‌বিন্দু তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে যাবতীয় শিরঃশূল প্রশমিত হয়। নিম্নে ষড়্‌বিন্দু তৈলের প্রস্তুতি বিধি এবং নস্য গ্রহণের নিয়ম কথিত হইল।

কৃষ্ণতিল তৈল ৴৷৹ আধ সের. একখানি মেটে খুলিতে বা কলাই করা তামার কড়াইতে অভাবে একখানি এনামেলের কড়াইতে রাখিয়া কাঠের জ্বালে ধীরে ধীরে পাক করিবে। তৈল নিস্ফেন এবং নিশ্চল হইলে, নামাইয়া রাখিতে হইবে। জুড়াইয়া আসিলে—কিঞ্চিৎ গরম থাকিতে তাহাতে ২ তোলা হলুদের রস প্রক্ষেপ দিবে। তদনন্তর নিম্ন-লিখিত দ্রব্যগুলি একসঙ্গে হামান দিস্তায় কুটিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত পেশণ করতঃ উক্ত মূর্চ্ছিত তৈলে প্রক্ষেপ দিতে হইবে। কুটিত সুপিষ্ট যে যে দ্রব্য তৈলে দিয়া পাক করিতে হয়, তাহার নাম প্রক্ষেপ দ্রব্য।

প্রক্ষেপের দ্রব্য সমূহঃ—এরণ্ডমূলের বা স্থূল শিকড়ের ছাল ১ ভরি, পিণ্ডতগর অর্থাৎ যে তগরফুলে অনেকগুলি দল বা পাপড়ি হয় তাহার মূলের বা স্থূল শিকড়ের ছাল ১ ভরি, শলুফা ১ ভরি, রাস্না ১ ভরি, সৈন্ধব ১ ভরি, দারুচিনি ১ ভরি, বিড়ঙ্গের দানা ১ ভরি, যষ্টিমধু ১ ভরি এবং শুঁঠ ১ ভরি। বলা বাহুল্য যে এই কয়েক খানি দ্রব্য কুটিয়া তৈলে প্রক্ষেপ দিতে হইবে।

তৈলে প্রক্ষেপ দেওয়া হইলে তাহাতে ৴২ দুইসের জল দিয়া পাক করত কিঞ্চিৎ জল অবশেষ থাকিতে নামাইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া

দিবে। তৎপর দিন /২॥০ সের ছাগদুগ্ধ ঐ তৈলে দিয়া মৃদুজ্বালে পাক করত কিঞ্চিৎ জলীয়াংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া সেদিনও রাখিয়া দিবে। তারপর দিন /২ সের ভৃঙ্গরাজের স্বরস দিয়া পাক করিবে। সে দিনও কিঞ্চিৎ দ্রবাংশ থাকিতে রাখিয়া দিবে।

তাহার দুই একদিন পরে তৈল কাপড়ে ছাঁকিয়া কল্ক বাদ দিতে হইবে। সেই বস্ত্রপূত তৈল ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাক কালে খুন্তিদিয়া অনবরত নাড়িতে হইবে, যেন কড়াইর তল দেশে কা'ট লাগিয়া ধরা না করে।

যখন দেখিবে যে তৈল নির্ম্মল হইয়াছে, তৈল হইতে কিট্ট বা কা'ট বিযুক্ত হইয়া তৈলের তল দেশে পড়িয়া সংযত হইয়াছে, তখন সেই কা'ট্ লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। কা'ট্ পরিষ্কার শুষ্ক কাপড়ের বর্ত্তিতে মাখাইয়া প্রদীপের শিখায় ধরিলে চিট্‌মিট্ শব্দ না করে এবং কা'ট্ দুইটি অঙ্গুলির মধ্যে রাখিয়া পাক দিলে বর্ত্তির আকারে পরিণত হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে পাক সিদ্ধ হইয়াছে।

শিরোরোগী উত্তান ভাবে অর্থাৎ চিৎ হইয়া রহিবে। একখানি ছোট ঝিনুকে কি চামচে কিঞ্চিৎ তৈল লইয়া তাহার উভয় নাসা রন্ধ্রে ছয় ছয় ফোটা তৈল দিয়া টানিয়া লইতে বলিবে। অথবা রোগী স্বয়ং বাম করতলে তৈল রাখিয়া, দক্ষিণকরের তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা তৈল গ্রহণ করত উভয় নাসা পথে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া বল পূর্ব্বক টানিয়া লইবে।

রক্তজ শিরোরোগ চিকিৎসা।

(ক)

রক্তজ শিরোরোগে জোঁক লাগাইয়া অথবা অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষন করিতে পারিলে পরমোপকার লাভ করা যায়। দুই রগে

দুইটী এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে গ্রীবা ধরা কণ্ডরার উভয় পার্শ্বে দুইটী জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণ করিয়া লইবে। (৭) পৃষ্ঠা দেখ

(খ)

পিত্তজ শিরোরোগে লিখিত প্রলেপ ও বস্তি প্রদান করিলে রক্ত শিরঃশূল আরোগ্য হয়।

সূর্য্যাবর্ত্ত শিরঃশূল চিকিৎসা।

(ক)

ভৃঙ্গরাজ অর্থাৎ ভীমরাজের রস ২ ভরি এবং ছাগদুগ্ধ ২ ভরি এক সঙ্গে একটী পাথরের বাটীতে রাখিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। তার পর সেই বাটী প্রখর রৌদ্রে রাখিয়া তপ্ত করিবে। তদনন্তর আঙ্গুল দিয়া ঘুঁটিয়া লইবে। এই মিশ্রণের নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত শিরঃশূল প্রশমিত হয়। দিবসে ৩।৪ বার নস্য লইতে হইবে।

(খ)

একখানি মাজা ঘসা লোহার হাতায় ৪ তোলা গব্য ঘৃত রাখিয়া মৃদু মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিবে। ঘৃত নিশ্চল ও নিষ্ফেন হইলে তাহাতে নিষ্কৃত্রিম কুঙ্কুম ॥• আধ ভরি এবং পরিষ্কার ইক্ষু চিনি ॥• ভরি দিয়া কিছুক্ষণ মৃদুজ্বালে পাক করিবে। যখন কুঙ্কুম অর্থাৎ জাফ্রান্ গুলি ভাজা ভাজা হইবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। দিবসে ৩।৪ বার এই ঘৃতের নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

(গ)

তিল তৈলের শিরোবস্তি ধারণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্তশিরঃশূল প্রশমিত হয়।

অর্দ্ধাব ভেদক শিরঃশূল চিকিৎসা।

(ক)

বুড়ি পান নামে প্রসিদ্ধ ভূসঞ্চারিনী লতা জাতীয় উদ্ভিদ্, সংগ্রহ

করিয়া ধুইয়া তার পর জল শূন্য করিয়া লইবে। কতকগুলি সপত্র লতা পরিষ্কৃত করতলে লগ্ড়াইয়া, একটুকুড়া পরিষ্কার কাপড়ের টুকুরায় রাখিয়া পোট্টনি রচনা করত, যে পার্শ্বে শিরঃশূল উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বিপরীত দিকের চক্ষে পোট্টালি নিপীড়ন করিয়া চোখ পুরিয়া রস দিলে তৎক্ষণাৎ শিরঃশূল নিবৃত্ত হয়।

(খ)

নাইল বা সাপ্লা প্রভৃতি নামে পরিচিত জলজ পুষ্প, পুষ্পের অভাবে না'ল গাছের মূল অর্থাৎ শালুক, অনন্তমূল চূর্ণ, কুড় চূর্ণ এবং যষ্টিমধু চূর্ণ সমান সমান ভাগে লইয়া কাঁজি দিয়া বাটীয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পুরাতন ঘৃত এবং কৃষ্ণ তিল তৈল মিশাইয়া ললাট জুড়িয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ লাগাইলে আধ কপালে মাথা ধরা আরোগ্য হয়।

(গ)

ষড়বিন্দু তৈলের নস্য গ্রহণ করিবে।

উন্মাদ

যে রোগে মনঃ, বুদ্ধি, সংজ্ঞা, জ্ঞান, স্মৃতি, শীল, চেষ্টা এবং আহারের বিভ্রম ঘটে তাহার নাম উন্মাদ *।

উন্মাদ রোগ-গ্রস্ত নর-নারীকে সচরাচর লোকে পাগল ও পাগ্লী বলিয়া থাকে। অনেকে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত নর-নারীকে উন্মাদ ও উন্মাদিনী বলিয়া থাকেন।

উন্মাদ মানস-ব্যাধি। গুণত্রয় অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ সুসামঞ্জস্য ভাবে মনঃক্ষেত্রে সুস্থিত রহিলে মনঃও প্রকৃতিস্থ থাকে। চিন্তা, ধ্যান, ধারণা এবং সঙ্কল্প প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার স্বচ্ছন্দে চলিতে থাকে। উৎকট চিন্তা, কাম-ক্রোধ-ভয় প্রভৃতি কারণে মানস দোষ—রজঃ এবং তমঃ সংবর্দ্ধিত হয়। সংবর্দ্ধিত রজস্তমঃ কর্ত্তৃক সত্ত্ব অর্থাৎ মনঃ উপক্লিষ্ট

হইলে অর্থাৎ ব্যাহত হইলে নর-নারীর হৃদয় * উন্মাদ রোগ প্রবণ হয়; উন্মাদ-রোগ-প্রবণ হৃদয় ব্যক্তি অনুচিত আহার-বিহার পরায়ণ হইলে তাহার শারীর দোষ—বায়ু-পিত্ত-কফ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কুপিত হইয়া ঊর্দ্ধস্রোতঃ পথে গমন করত মনোভূমি আশ্রয় করিলে মনের বিভ্রম উপস্থিত হয়। তরুণ এবং অপ্রবৃদ্ধ মদের নাম উন্মাদ।

ধীবিভ্রম, সত্ত্বপরিপ্লব অর্থাৎ মনের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা, পর্য্যাকুলা-দৃষ্টি, অসম্বদ্ধ বাগ্‌বিন্যাস, অধীরতা এবং উদাস ভাব সমস্ত উন্মাদের সামান্য লক্ষণ।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে উন্মাদ রোগ ছয় প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, বিষজ এবং মনোদুঃখ-সম্ভব।

যে উন্মাদ রোগে রোগী অনুপযুক্ত স্থলে হাস্য, ঈষদ্‌হাস্য, নৃত্য, গীত, অঙ্গবিক্ষেপ, বাগ্‌বিন্যাস এবং রোদন করে; তাহার শরীর রুক্ষ ও কৃশ হয় এবং অরুণ শ্রী ধারণ করে তাহার সেই রোগের নাম বাতজোন্মাদ। রোগীর ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে এই রোগ বৃদ্ধি পায়। অনিদ্রতা বা অল্পনিদ্রতা প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ।

পিত্তজোন্মাদ রোগে অসহিষ্ণুতা, সংরম্ভ অর্থাৎ আড়ম্বর, বিবস্ত্রতা, সন্তর্জন অর্থাৎ অপরকে ভয় দেখান, দ্রুত পলায়ন, গাত্রদাহ, ক্রোধ প্রকাশ, শীতল ছায়া সেবনে অভিলাষ এবং শীতল পান ভোজনে প্রবৃত্তি জন্মে তাহার নাম পিত্তজোন্মাদ। পিত্তজ উন্মাদ গ্রস্ত রোগীর শরীর পীত শ্রী ধারণ করে।

শ্লৈষ্মিকোন্মাদে নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায়। রোগী অল্প কথা বলে অথবা এককালেই কথা বলে না। অন্নে অরুচি উপস্থিত হয়, কেহ কেহ অন্ন গ্রহণ করে না। নারী প্রিয়তা, বিজন প্রিয়তা, নিদ্রাধিক্য, বমন এবং লালাস্রাব প্রভৃতি এই রোগের অপরাপর লক্ষণ।

কফজোন্মাদ গ্রস্ত রোগীর ত্বক্, মূত্র এবং নয়ন শুক্লাভ হইয়া থাকে। আহারান্তে এই রোগ বৃদ্ধিপায়।

যুগপৎ প্রকুপিত বায়ু-পিত্ত-কফ প্রদুষ্ট রজঃ এবং তমোগুণের সহিত মিলিত হইয়া যে উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে তাহার নাম ত্রিদোষজ উন্মাদ। এই রোগে পূর্ব্বোক্ত বাতপিত্তকফজ উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ত্রিদোষ উন্মাদ অসাধ্য ব্যাধি।

অত্যন্ত ত্রাস বশতঃ, অথবা ধনক্ষয়, বন্ধুনাশ এবং অভিলষিত কামিনীর অপ্রাপ্তি হেতু উৎকট মনঃক্ষোভ উপস্থিত হইলে যে উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয় তাহার নাম মনোদুঃখ-সম্ভব উন্মাদ।

এই উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইলে নর নারী জ্ঞান হারা হয়, গোপনীয় মনের ভাব প্রকাশ করে এবং কখন গান করে, কখনও হাসে, কখনও বা কাঁদিতে থাকে।

কোন কোন দুষ্টাস্ত্রী ধীবিভ্রম ঘটাইয়া, স্ব স্ব অভিমত পুরুষকে স্ববশে রাখিবার অভিপ্রায়ে ঔদ্ভিজ্জ বিষ বিশেষ প্রায়শঃ পানের সহিত প্রয়োগ করে। দুষ্ট প্রকৃতি পুরুষও নারী বিশেষকে স্ববশে রাখিবার জন্য তথাবিধ অপকর্ম্ম কদাচিৎ করিয়া থাকে। এরূপ ঘটনা ঘটিলে অথবা ভক্ষ্যাদির সহিত বিষ বিশেষ উদরস্থ হইলে বিষজ উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয়।

বিষজ উন্মাদ রোগী রক্তলোচন, শ্যাবানন এবং দৈন্যভাবাপন্ন হয়। বলভ্রংশ বা, কান্তিহীনতা এবং ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য এই রোগের অপর তিনটী লক্ষণ।

উন্মাদ চিকিৎসা।

সংমূর্চ্ছিত দোষ-দূষ্যের সংখ্যা বিকল্প, বল, অবল, এবং কাল অবধারণ করিয়া রোগ সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই উচিত কাজ। সেরূপ

কাজ সুনিপুণ চিকিৎসকগণেরই আয়ত্ত—স্বায়ত্ত নহে। কিন্তু এরূপ কতকগুলি যোগযুক্তিও আছে, যাহা প্রয়োগ করিলে বিশেষ বিশেষ রোগের উপশম হইতে পারে। সেই সমস্ত সিদ্ধযোগ প্রয়োগ করিতে সম্প্রাপ্তিগত ভেদ কল্পনা করিতে হয় না। উন্মাদ রোগের কতিপয় সিদ্ধযোগ নিম্নে লিখিত হইল; রোগের সম্প্রাপ্তিগত ভেদ বিচার না করিয়া সেগুলি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করিলে উন্মত্তকে রোগমুক্ত করা যাইতে পারে। তবে "সাধনং নত্বাসাধ্যনাং" অর্থাৎ অসাধ্য রোগ আরোগ্য করা যায় না।

পীড়ার পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে, যে রোগের পূর্ব্বরূপে যাহা করা বিধি সঙ্গত, তাহা অবশ্যই করিতে হয়; রোগ প্রকাশ পাইলে কাল বিলম্ব না করিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং অল্প প্রযত্নে রোগ প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু আলস্য, ঔদাস্য, দেখা যা'ক কিরূপ হয় এরূপ অবিমৃষ্যকারিতা, সুচিকিৎসকের অভাব এবং সুচিকিৎসক ডাকিবার শক্তিহীনতা প্রভৃতি কারণে অনেকে রোগ বাড়াইয়া বিপন্ন হইয়া পড়েন। শেষে বহু যত্নেও হয় তো রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।

পর্য্যাকুলা দৃষ্টি অর্থাৎ চাউনির বেভাব, অসম্বদ্ধ বাগ্‌বিন্যাস অর্থাৎ এলোমেলো কথা বলা, নিদ্রাল্পতা বা নিদ্রানাশ, মুখের অপ্রসন্নতা এবং চিত্তের অস্থিরতা প্রকাশ পাইলেই বুঝিবে যে তাহার চিত্ত উন্মাদ-রোগ প্রবণ হইয়াছে। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে সর্ব্বাদৌ কোষ্ঠশুদ্ধির ব্যবস্থা করিবে। উচিত পরিমিত কাষ্টর্ অইল্ সেবন করাইয়া কোষ্ঠ-শুদ্ধি করিয়া লওয়াই উচিত। কোষ্ঠশুদ্ধির পর লঘু ভোজনের ব্যবস্থা করিবে। রোগীকে জনতার মধ্যে রাখিবে না। যাহার যে কাজ প্রিয় সেই কাজ করিতে দিবে। যাহাতে রোগী স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারে

তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। ব্রাহ্মীশাক বেগুন কাঁচা কলা যোগে শুক্ত অর্থাৎ তিক্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ভোজনাদিতে অন্নের সহিত খাইতে দিবে। গব্যঘৃত, দুগ্ধ এবং মহিষীর দুধের দই এই অবস্থায় ও প্রবৃদ্ধ উন্মাদাবস্থায় অতি সুপথ্য। প্রতিদিন অপরাহ্ণে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত লেবুর রস পান করাইবে। পীড়া প্রকাশ পাইলে—

১

ব্রাহ্মীশাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ।০ চারি আনা এবং মধু ১ তোলা মিশাইয়া প্রাতঃকালে পান করাইবে। বয়োভেদে বিবেচনা পূর্ব্বক মাত্রার ন্যূনাতিরেক করিতে হয়।

২

যাহ. চালকুমুড়া বা ছাঁচিকুমুড়া নামে প্রসিদ্ধ সুপক্ক কুষ্মাণ্ডের বীজের শাঁস চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা কুড়কাষ্ঠ চূর্ণ।০ এক সিকি উত্তমরূপে মিশাইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া স্বায়ংকালে লেহন করিতে দিবে। অথবা—

৩

বচচূর্ণ।০ চারি আনা এবং কুড়কাষ্ঠ চূর্ণ ৵০ দুই আনা এক সঙ্গে মধুযোগে লেহন করিতে দিবে।

৪

চারা তাল গাছের শাথার রস, উন্মাদ রোগে, মধুর সহিত মিশাইয়া পান করাইলে উন্মত্ততা প্রশমিত হয়, অনিদ্রা বা অল্প নিদ্রাও প্রশমিত হয়। রসের মাত্রা ৪ তোলা, মধুর পরিমাণ ১ তোলা। প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে পান করাইবে। সন্নিপাত জ্বরের উৎকট অস্থিরতা দুর করিবার জন্য, চিকিৎসকেরা উপযুক্ত ঔষধের সহিত তাল শাথার রস ব্যবহার করিয়া থাকেন।

তাল শাখার রস গ্রহণ প্রণালী—তাল শাখার চলিত নাম তালের বেগো বা বাগ্‌ড়ো। ইহাকে তালবৃন্তও বলে। চারা তাল গাছের ৮।১০ খানি শাখা ছেদ করিয়া আনিয়া তাহার পাতা ছাটিয়া ফেলিবে। এক কি দেড় হাত দীর্ঘ শাখার উভয় প্রান্তের কাঁটা চাঁচিয়া ফেলিবে। তারপর একটী মালসাতে কাঠ কয়লার জ্বলদঙ্গার রাখিয়া তদুপরি শাখাগুলি সাজাইয়া রাখিতে হইবে। যখন দেখিবে যে উত্তপ্ত শাখা হইতে অল্প অল্প ধূমোদ্গীর্ণ হইতেছে, তখন প্রত্যেক কণ্টকহীন উভয় প্রান্ত দুই হাতের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে রাখিয়া মোড়দিলে রস নির্গত হইবে। সেই রস উপযুক্ত আধারে গ্রহণ করিবে। ৮।১০ খানি শাখা হইতে চারি তোলা পরিমিত রস পাওয়া যাইতে পারে। প্রতিদিন সদ্যঃ আহৃত শাখা হইতে রস গ্রহণ করত ৫।৭ দিন সেবন করাইতে হইবে।

৫

ধুস্তুর বা ধুতুরার গাছ সকলেরই সুপরিচিত উদ্ভিদ। যে ধুতুরা গাছের ফুল শ্বেতবর্ণ তাহাকে শ্বেত ধুস্তুর বলে। শ্বেত ধুস্তুরের উত্তরদিকে প্রসর্পিত কতকগুলি শিকড় উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইবে। জলশূন্য হইলে তাহা হইতে চারি তোলা শিকড় ওজন করিয়া, শিলাতলে রাখিয়া নোড়াদিয়া ছেঁচিয়া লইবে—পেষণ করিবে না।

আতপ চা'ল ১/০ এক ছটাক, গোদুগ্ধ ।০ এক পোয়া এবং ।৷০ আধসের জলের সহিত উক্ত প্রকারে প্রস্তুতীকৃত ধুতুরার শিকড় ৪ তোলা এবং কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড় বা ইক্ষুচিনি দিয়া ধীরে ধীরে জ্বাল দিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। পায়স প্রস্তুত হইলে ধুঁতুরা শিকড় গুলি উঠাইয়া ফেলিবে। রোগী যেন জানিতে না পারে যে পায়সে শিকড় দেওয়া হইয়াছে। এই পায়স রোগীকে খাওয়াইতে হইবে।

পায়স খাইবার কিছুক্ষণ পরে, রোগীর উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাইবে। তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। বন্ধন বা অন্য উপায়ে রোগীকে সংযত রাখিলে ক্রমশঃ রোগী সুস্থির হইয়া নিদ্রাভিভূত হইবে। এই প্রণালীতে প্রত্যহ বা একদিন অন্তর উন্মাদ রোগগ্রস্ত রোগীকে ৫।৭ দিন ভোজন করাইতে হইবে।

৬

উন্মাদ রোগে ছোট চাঁদড়।

"হ্রস্বশাখ-শিফঃক্ষুপঃ।" অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের শাখা এবং মূল শিকড় হ্রস্ব তাহাদিগের নাম ক্ষুপ। ছোট চাঁদড় ক্ষুপ জাতীয় উদ্ভিদ্। বিনা যত্নে এই গাছ বঙ্গদেশের নানা স্থানে জন্মিয়া থাকে। এই গাছের দণ্ডের অর্থাৎ ডাঁটার পরিণাহ প্রায়শঃ মধ্যমাঙ্গুলির স্থূলতার ন্যায়। গাছের উচ্চতা ২।৩ হাত। পত্রের দৈর্ঘ্য ৩।৪ অঙ্গুলি পরিমিত; প্রস্থ প্রায়শ ১॥০ আঙ্গুল। পাতার বর্ণ গাঢ় সবুজ। গাছের শীর্ষদেশ প্রায়শঃ সবুজ বর্ণের ফলস্তবকে শোভিত থাকে।

ইহার মূল ভঙ্গ প্রবণ—নোয়াইলে ভাঙ্গিয়া যায়। মূল ভাঙ্গিয়া ঘ্রাণ লইলে আম আদার ন্যায় গন্ধানুভূত হয়। এই গন্ধই ছোট চাঁদড় চিনিবার প্রশস্ত উপায়। ছোট চাঁদড়ের মূল উত্তমরূপে ধুইয়া খণ্ড খণ্ড করত প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। শুষ্কমূল চূর্ণ করত পুরুকাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই চূর্ণ উন্মাদ রোগের অতি প্রশস্ত ঔষধ। শৈব রসায়ন প্রভৃতি নাম দিয়া কবিরাজ মহাশয়েরা এই ঔষধ উন্মাদ ও অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চূর্ণের মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে।০ চারি আনা পর্য্যন্ত। ১২ রতি বিশুদ্ধ রসসিন্দুর উত্তম চূর্ণ করত সিঁন্দূরের ন্যায় করিয়া লইয়া তাহার সহিত ২॥০ আড়াই ভরি ছোট চাঁদড়ের মূল চূর্ণ উত্তমরূপে মিশাইয়া ১৬টী

পুরিয়া বাঁধিবে। প্রাতঃকালে ১ পুরিয়া এবং সন্ধ্যার সময় ১ পুরিয়া শীতল জল সহ পান করিতে দিবে। সপ্তাহের মধ্যেই উন্মাদের প্রখরতা কমিয়া আইসে এবং রোগীর ঘুম ভাল হয়। তিন সপ্তাহেই রোগী প্রকৃতিস্থ হইতে পারে।

রোগ উৎকট হইলে প্রতিদিন বৈকালে ১ বটী লঘ্বানন্দরস জটামাংসী ভিজান জল সহ সেবন করাইবে। পৃষ্ঠা দেখ।

৭

উন্মাদ রোগে পুরাতন ঘৃত।

পুরাতন গব্যঘৃত উন্মাদ রোগের এবং অপস্মার প্রভৃতি অপর অনেক প্রকার রোগের অত্যুপাদেয় ঔষধ। বিশুদ্ধ মৃৎপাত্রে সুরক্ষিত গব্যঘৃত দশ বৎসর অতিক্রম করিলেই পুরাতন হয়। তাদৃশ ঘৃত কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া উষ্ণদুধে গুলিয়া উন্মাদ রোগ-গ্রস্ত ব্যাক্তিকে পান করাইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত। পুরাতন ঘৃত একশতবার নির্ম্মল শীতল জলে ধুইয়া, উন্মত্তের মাথায় প্রয়োগ করিবে। দিবসে একবার পান করিতে দিবে। ৩।৪ বার মাথায় প্রয়োগ করিতে হয়।

দশমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত পুরাতন ঘৃত মিশাইয়া পান করাইলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। জ্বরাধিকারে দশমূলের পরিচয় দেখ।

৮

উন্মাদে

অদ্রব্য ভূত ঔষধ।

মনঃ বুদ্ধি এবং স্মৃতির ভাবান্তর উৎপাদনের নিমিত্ত তাড়ন, তর্জ্জন, ত্রাসন, দান, বন্ধন, সান্ত্বনা, হর্ষণ, ভয় প্রদর্শন এবং বিস্ময় জনক ক্রিয়া

করিবে। ঐ সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা মনঃ বিক্ষুব্ধ হয়, বিক্ষোভান্তে মনঃ সুস্থির হইবার আশা করা যায়।

৯

অঞ্জন।

শুঁট চূর্ণ ১২ রতি, পিপুল চূর্ণ ১২ রতি, মরিচ চূর্ণ ১২ রতি, বিশুদ্ধ হিং ১২ রতি, সৈন্ধব চূর্ণ ১২ রতি, বচ চূর্ণ ১২ রতি, কটকীর গুঁড়া ১২ রতি, শিরীষের বীজের গুঁড়া ১২ রতি, ডহর করঞ্জার বীজ চূর্ণ ১২ রতি, শাদা সরিষার গুঁড়া ১২ রতি। উক্ত চূর্ণগুলি একসঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া কিছুক্ষণ উত্তমরূপে মাড়িয়া লইবে। মিশ্রীভূত চূর্ণে কিঞ্চিৎ টাট্‌কা গোমূত্র দিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। সুমর্দ্দিত হইলে গুলি পাকাইয়া শুকাইয়া লইবে। সেই শুষ্ক গোলক জলের সহিত ঘসিয়া দুই চ'খে অঞ্জন দিবসে ৩ বার প্রয়োগ করিবে।

যে সকল গৃহিণীরা ছেলে মেয়ের চ'খে কাজল দিতে দিতে সিদ্ধ হস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা অঞ্জন দিয়া লওয়া উচিত। অনভ্যস্ত হস্তে অঞ্জন দিলে চক্ষু পীড়ার আশঙ্কা আছে।

কোন কোন উন্মত্ত ঔষধ সেবনে আপত্তি করে না; যথা কালে স্নান করে, ক্ষুধা পাইলে আহারও করে, কোন কোন উন্মত্তকে কষ্টে, কাহাকে কাহাকেও বা অতিকষ্টে ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে, স্নানাহারও অতিকষ্টে করাইতে হয়। এরূপও উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয়, যে রোগে আক্রান্ত হইলে রোগী স্নান-পানাহার ত্যাগ করে, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ঔষধ সেবন করান যায় না। এরূপ শঙ্কট স্থলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিবে।

(ক)

নিশিন্দার পাতা আধ সের /৪ চারি সের জলের সহিত পাক করিয়া

/২ দুই সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই জল ভৃঙ্গারে —গাড়ুতে কি বদনায় পুরিয়া সূক্ষ্মধারে রোগীর কেশশূন্য মস্তকে সেচন করিবে। ঈষদুষ্ণ জলই সেচন করিতে হয়। রোগীকে ধরিয়া কি বাঁধিয়া অথবা উত্তান ভাবে শয়ন করাইয়া জলের ধারা দিতে হয়। দিবসে ৩।৪ বার ধারা দেওয়া উচিত। প্রত্যেকবারে উক্ত পরিমিত কাঁচা নিশিন্দার পাতা ও জল দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে।

(খ)

সুপক্ক বকুল ফুলের বীজের শাঁস ./০ এক ছটাক কাঁজী দিয়া শিলাতলে পেষণ করিয়া লইবে। তাহাতে ৵০ কি ।৵০ ছটাক তিল তৈল দিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। রোগীর মস্তক কেশ শূন্য করিয়া উক্ত মন্থন রোগীর মাথায় পুরু করিয়া লেপ দিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবসে ৩।৪ বার প্রয়োগ করিতে হয়।

/১ এক সের বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিলের তৈল, একখানি মেটে খুলিতে রাখিয়া মৃদু মৃদু কাঠের জ্বালে পাক করিবে। তৈল নির্জ্জল, নিষ্ফেন এবং স্থির হইলে নামাইয়া তাহাতে ২ তোলা কাঁচা হলুদের রস প্রক্ষেপ দিতে হইবে। তদনন্তর সেই তৈলে চারি সের বরুণ পাতার স্বরস দিয়া মৃদু জ্বালে ধীরে ধীরে পাক করিবে। আধ সের আন্দাজ জল শেষ থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। ২।৩ দিনের পর পুনর্ব্বার পাক করত পাক শেষ করিতে হইবে। পাক শেষের লক্ষণ (*) পৃষ্ঠায় দেখ। এই তৈল মস্তকে ধারণ করিলে যাবতীয় উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ যাহারা ঔষধান্ন গ্রহণ বিমুখ, কিছুদিন ব্যবহার করিলে তাহারা অন্ন গ্রহণ করে এবং ঔষধ সেবনে আপত্তি করে না।

উন্মাদ রোগে ঔষধ প্রয়োগের ক্রম।

উন্মাদ রোগাধিকারে বহুশঃ অনুভূত যে সমস্ত সিদ্ধযোগ একাদি সংখ্যা-ক্রমে সংগৃহীত হইয়াছে ক্রমাবলম্বন পূর্ব্বক সেই সকল পরীক্ষিত যোগ প্রয়োগ করিলে সাধ্য উন্মাদ রোগগ্রস্তকে প্রকৃতিস্থ করা যাইতে পারে।

অপ্রবৃদ্ধ তরুণোন্মাদে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ১ সংখ্যক, অপরাহ্ণে ২ সংখ্যক অথবা ৩ সংখ্যক যোগ প্রয়োগ করিবে। ১ সংখ্যক যোগের সহিত ১ বটী লঘ্বানন্দ রস প্রয়োগ করিলে অচিরে সুফল লাভ করা যায়।

পীড়া প্রকাশের পর উপেক্ষা করিয়া কাল হরণ করিলে পীড়া সংবর্দ্ধিত হইবার বাধা ঘটে না। পীড়া বৃদ্ধি পাইলে কাল বিলম্ব না করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে ৪ সংখ্যক যোগ এবং অপরাহ্ণে ১ সংখ্যক যোগের সহিত ১ বটী লঘ্বানন্দরস প্রয়োগ করিবে। লঘ্বানন্দরসের অপ্রাপ্তি ঘটিলে দুইবেলাই ৪ সংখ্যক যোগ এবং ৬ সংখ্যক অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হইবে।

পীড়া উৎকট হইলে ৬ সংখ্যক সিদ্ধযোগ দিবসে ২ বার প্রয়োগ করিতে ইতঃস্ততঃ করিবে না। রাত্রিকালে ১ বটী লঘ্বানন্দ রস প্রয়োগ করিলে আরও ভাল হয়।

যে উন্মত্তকে বাঁধিয়া না রাখিলে সংযত রাখা সম্ভব পর হয় না, তাহাকে ৫ সংখ্যক পায়স যে কোন উপায়ে সেবন করাইবে।

উন্মত্তের শরীরে রুক্ষতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে স্নিগ্ধ করিতে হয়। স্নেহনার্থ ৭ম সংখ্যক যোগ যোগ্য মাত্রায় দুগ্ধ ও চিনি যোগে পান করাইবে। পুরাতনঘৃত শতবার ধুইয়া লইয়া মস্তকে ধারণ করাইবে; গায়ে মাখাইলেও রোগী সিদ্ধ হয়।

বৈদ্যকগ্রন্থে উন্মাদরোগাধিকারে নানাপ্রকার ঘৃত, তৈল এবং বটিকা প্রভৃতি প্রয়োগ করিবার উপদেশ আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি সিদ্ধফল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু তত্তাবতের বিশুদ্ধ উপাদান সুদুর্লভ, ও ব্যয়সাধ্য। নির্ম্মাণ পটু লোকও সুলভ নহে; তজ্জন্য স্বায়ত্ত-চিকিৎসা গ্রন্থে সেই অমৃত কল্প যোগ সকল উদ্ধৃত হইল না। আশাকরি, উন্মাদরোগ চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত অনায়াস লভ্য যোগ যুক্তির কথা বলা হইল, বিবেচনাপূর্ব্বক তৎসমুদয় প্রয়োগ করিলে অনেক উন্মাদ রোগগ্রস্ত নর নারী রোগমুক্ত হইবেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সিদ্ধযোগ সমূহের অন্যতম সিদ্ধযোগ-চৈতস ঘৃত। বিশুদ্ধ উপাদান লইয়া সুনিপুণ হস্তে উক্ত ঘৃত প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়। তজ্জন্য নিম্নে চৈতস ঘৃতের প্রস্তুতি বিধি লিখিত হইল।

চৈতস ঘৃত

মৃৎপাত্রে সুরক্ষিত দশবর্ষস্থিত গব্য ঘৃত ঔষধ কর্ম্মে সুপ্রশস্ত। তদূর্দ্ধকালের ঘৃতও অপ্রস্ত নহে। কিন্তু বহুকালের পুরাতন ঘৃত পাক কর্ম্মে প্রশস্ত নহে।

পুরাতন গব্যঘৃত /৪ চারি সের একখানি উপযুক্ত সুদৃঢ় মৃৎকটাহে রাখিয়া মৃদু অগ্নির সন্তাপে দ্রবকরত পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। তারপর নিম্ন লিখিত ২৮ খানি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা পরিমাণে লইয়া, সমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে কুটিয়া পিশিয়া লইবে। এইরূপ কুট্টিত পিষ্ট দ্রব্যের নাম প্রক্ষেপ বা কল্ক।

কল্ক দ্রব্য

রাখাল শঁসার মূল, আঠীবাদ হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়া রেণুকা, দেবদারু, এলবালুক, শালপানের মূল, তগর পাদুকা, হরিদ্রা,

দারুহরিদ্রার মূলের বা গাছের ছাল অভাবে কাষ্ঠ, অনন্ত মূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলসুঁদীর মূল, ছোট এলাচের দানা, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী মূলের ছাল, দাড়িমের বীজ, নাগকেশর ফুলের রেণু, তালীশ পত্র, বৃহতীর মূল, নূতন মালতী ফুল, বিড়ঙ্গের দানা, চাকুলে, কুড়, রক্ত চন্দন এবং পদ্ম কাষ্ঠ।

বস্ত্রপূত ঘৃত পুনর্ব্বার খুলিতে রাখিয়া পিষ্টকল্ক তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া ৴৪ চারিসের জল সহ পাক করত সেদিন রাখিয়া দিবে। পরদিন নিম্নলিখিত ক্বাথ্য যোগে ক্বাথ প্রস্তুত করিবে।

ক্বাথ্য—ক্বাথ

বিল্ব, শোণা, গণিয়ারি এবং পারুল এই চারিপ্রকার বৃক্ষের মূলের বা স্থূল শিকড়ের ছাল অভাবে গাছের ছাল, রাস্না, এরণ্ড মূলের ছাল, লাল তেউড়িয়া লতার মূল ও শিকড়, বেড়েলার মূল, মূর্ব্বা অর্থাৎ সূচমুখীর মূল ও কাণ্ড, শতমূল, শালপানের মূল, চাকুলে, বৃহতীর মূল, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর এই কয়েকখানি ক্বাথ্য দ্রব্য। প্রত্যেক দ্রব্যই ১৬ তোলা পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। তার পর একসঙ্গে উদূখলে অথবা ঢেঁকিতে উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে। সুকুট্টিত ক্বাথ্য ১৷৷৪ একমণ চব্বিশসের জল সহ উপযুক্ত কটাহে ধীরে ধীরে পাক করিতে হইবে। ।৬ ষোলসের শেষ থাকিতে নামাইয়া নিঃশেষে জলীয়াংশ ছাঁকিয়া লইতে হইবে। বস্ত্রপূত করিয়া সেই ক্বাথ সহ সকল্ক ঘৃত মৃদুজ্বালে পাক করত দুই এক সের জল শেষ থাকিতে নামাইয়া উপযুক্ত ভাজনে সাবধানে রাখিয়া দিবে। ৩।৪ দিন পরে, পুনর্ব্বার কটাহে রাখিয়া মৃদুজ্বালে কিছুক্ষণ পাক করিবে। ঘৃত দ্রব হইলে কাপড়ে ছাঁকিয়া কল্ক ও ঘৃত পৃথক করত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাজনে রাখিতে হইবে। তার পর যে পাত্রে কল্ক বা শিটে রাখা হইয়াছে, সেই পাত্রে গরম জল দিয়া আলোড়ন করিয়া

রাখিয়া দিবে। যখন দেখিবে যে কল্কদ্রব্যের সহিত যে ঘৃত জড়াইয়াছিল তাহা ভাসিয়া জলের উপর জমাট বাঁধিয়াছে, তখন করতল দিয়া সেই ঘি নিঃশেষে উঠাইয়া ছাঁকা ঘির সহিত মিশাইয়া, কটাহে অতিধীরে মৃদু জ্বালে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে কিট্ট অর্থাৎ কা'ট বাদ দিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। পৃষ্ঠা দেখ।

স্ত্রী-রোগ

(১)

প্রদর।

আমাদের দেশের কুমারীগণকে প্রায়শঃ দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ঋতুমতী হইতে দেখা যায়; ক্বচিৎ তাহার ব্যতিক্রমও ঘটে। সুস্থশরীর পরিপুষ্টাবয়ব কুমারী সকলের মধ্যে অনেকে একাদশ বর্ষেও রজোদর্শন করে। কৃশ-দুর্ব্বল এবং ব্যাধি বা অল্পাহার ক্লিষ্ট কুমারীগণের মধ্যে কেহ তের বছরে কেহ বা চৌদ্দ পনর বছরে, ক্বচিৎ কেহ তদূর্দ্ধকালে ঋতুমতী হইয়া থাকে। প্রথম রজোদর্শনের কাল হইতে রমণীগণ প্রায়শঃ পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকাল যাবৎ প্রতি মাসে ঋতুমতী হয়।

রজঃ অর্থাৎ ঋতুশোণিত বিশুদ্ধ ধাতুভূত রক্ত নহে; ইহা অন্যতম উপধাতু। কেহ কেহ বলেন রজঃ রক্তের উপধাতু, কেহ বলেন রসধাতুর উপধাতু।

শরীর-নিঃস্রুত রক্ত বাহিরের বাতাসে রাখিলে তাহার কিয়দংশ জমাট বাঁধে, কিছু অংশ, সংযত অংশ হইতে বিমুক্ত হইয়া গড়াইয়া যায়।

আর্ত্তব-শোণিত সেরূপ হয় না, আর্ত্তবের সমস্ত উপাদানই একীভূত হইয়া অবস্থিতি করে।

উভয়ের উপাদানগত পার্থক্যও আছে। শোণিকা, প্রতিবিম্বা এবং লসীকা রক্ত ধাতুর বিশিষ্ট উপাদান; আর্ত্তব রক্তে অধিকন্তু গর্ভাশয়ের গাত্রভ্রষ্ট কোষ; তন্তুকী এবং কিছু চূণের অংশ বিদ্যমান থাকে। চূণের অংশ আছে বলিয়া আর্ত্তবে ঈষৎ ক্ষার গন্ধ অনুভূত হয়।

কুমারীদিগের যখন যৌবন লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন তাহাদের স্ব স্ব মুষ্টিমেয় গর্ভশয্যার অভ্যন্তর গাত্রে পত্র রেখাপ্রতা এবং ধমনীজালে আর্ত্তব রক্ত উপচিত হইতে থাকে। সম্যক্ উপচিত হইলে সেই উপচিত রক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনী বিতান ভেদ করিয়া গর্ভশয্যায় উপস্থিত হইয়া যোনিপথ দিয়া নিঃসৃত হইতে থাকে। তিন দিবস কাল যাবৎ উচিত মাত্রায় অর্থাৎ নাত্যল্পবহুল পরিমাণে আর্ত্তবরক্ত নির্গত হয়; চতুর্থ দিনে নিঃসৃত রক্তের পরিমাণ কমিয়া আইসে, পঞ্চম দিবসে রক্তস্রাব রুদ্ধ হইয়া যায়।

ঋতুকালে গর্ভাশয়ের অধোমুখ সম্যক্ উন্মুক্ত থাকে; পাঁচদিনের পর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে হইতে ষোড়শ দিবসে রুদ্ধ হইয়া যায়। পাঁচদিনের পর গর্ভশয্যা ঋতুশোণিত পরিহীন এবং অপত্যপথ ক্লেদ বিমুক্ত হয় বটে, কিন্তু যে স্ত্রী-বীজ শুক্রধাতুর সহিত যথাযথভাবে সম্মিলিত হইলে গর্ভের সৃষ্টি হয় সেই আর্ত্তব বীজ ষোলদিন কাল যাবৎ গর্ভশয্যায় অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকে, তারপর শুকাইয়া যায়। পর ঋতুকালে বীজাধার বিদারণ করিয়া স্ত্রী বীজ, বীজবাহিনী প্রণালী দিয়া পুনর্ব্বার গর্ভাশয়ে উপস্থিত হয়। যে ঋতুশোণিত প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে নাত্যল্প নাতিবহুল পরিমাণে পাঁচদিন কাল যাবৎ প্রবর্ত্তিত হয়; যাহার বর্ণ ইন্দ্রগোপ কীটের, শশক-রক্তের বা তরল আলতার ন্যায়; যে রক্ত অপিচ্ছিল এবং রক্তস্রুতির সহিত দাহাদি বিদ্যমান থাকে না তাহাই বিশুদ্ধ আর্ত্তব।

রজঃ প্রবর্ত্তন কালের, প্রবর্ত্তমান রক্তের পরিমাণের এবং গন্ধবর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিলেই বুঝিতে হইবে যে স্ত্রী-শরীরে রজোদোষ ঘটিয়াছে।

রজোদোষ ঘটিলে দুইপ্রকার স্বতন্ত্র ব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে। এক প্রকারকে অসৃগ্দর বা রক্তপ্রদর বলে, অপর প্রকারের নাম রজঃকৃচ্ছ্রতা। যে যুবতী লবণাম্লকটুরস বহুল এবং স্নিগ্ধ দ্রব্য বহুল পরিমাণে নিষেবণ করে এবং প্রবিচার শূন্য হইয়া কৃশরা (তিল পায়স), পায়স, দধি, শুক্ত, মস্তু, সুরা এবং কূপোদক প্রভৃতি অত্যধিক পরিমাণে পান করে, তাহাদের রক্তধাতু স্বপ্রমাণাধিক হইয়া উঠে পরন্তু শরীরে বায়ুপিত্ত প্রকুপিত হয়। সপিত্ত প্রদুষ্ট বায়ু যদি সেই বর্দ্ধমান রক্ত লইয়া গর্ভাশয়গতা রজোঃবহা ধমনী আশ্রয় করে, তাহা হইলে স্বভাবতঃ চীয়মান আর্ত্তবশোণিত আগন্তুরক্ত সম্পর্কে বর্দ্ধিত হইয়া রক্তপ্রদরের সৃষ্টি করে। আর্ত্তবধরা ধমনীজাল বিদীর্ণ করিয়া রক্ত প্রবর্ত্তিত হয় তজ্জন্য এই রোগের অপর নাম অসৃগ্দর। সমস্ত অসৃগদরেই অঙ্গমর্দ্দ এবং স্থানিক বিশিষ্ট বেদনা বিদ্যমান থাকে।

হেতু ও দোষভেদে নারীদেহে চারি প্রকার রক্তপ্রদর উৎপন্ন হইতে পারে।

(ক)

অসৃগ্দরারম্ভক দোষগণের মধ্যে, রুক্ষাদি সেবা বশতঃ যদি বায়ুর প্রকোপ অধিক হয় এবং সেই প্রকুপিত বায়ু পূর্ব্বোক্ত ক্রম অবলম্বন করিয়া যে প্রদর রোগ উৎপাদন করে তাহার নাম বাতজ অসৃগ্দর।

বাতজ প্রদর রোগে যে আস্রাব নিঃসৃত হয় তাহা তনু অর্থাৎ তরল, ফেনযুক্ত এবং নিঃস্নেহ। আস্রাবের বর্ণ সদ্যঃস্রুত তরল পলাশ নির্য্যাসের ন্যায় আলোহিত অথবা শ্যাব বা হরিতচ্ছবি। আস্রাব-নিঃসরণ কালে কখন বেদনা বিশেষ অনুভব করে কখন বা করে না। কিন্তু প্রদুষ্ট বায়ু

কটীদেশ, বঙ্ক্ষণ, হৃদয় এবং পার্শ্বদ্বয় আশ্রয় করিয়া তোদ অর্থাৎ অনবস্থিত বেদনা উৎপাদন করে।

(খ)

অত্যধিক পরিমাণে অম্ল-লবণরস বহুল, উষ্ণস্পর্শ বা উষ্ণবীর্য এবং সক্ষার অন্নপানীয় নিয়ত নিষেবণ করিলে পিত্ত প্রদুষ্ট হইয়া কুপিত বায়ুর সহিত যোগ দিয়া পূর্ব্ব ক্রমানুসারে নারী-শরীরে পৈত্তিক প্রদর রোগ উৎপাদন করে।

এই রোগে নিঃস্রব নিঃসরণকালে রোগিণী জ্বালা অনুভব করে। দ্রুত আস্রাবের বর্ণ নীল পীতাভ বা অত্যন্ত লোহিতচ্ছবি। গাত্রদাহ, পিপাসা, জ্বর, মোহ ভ্রম প্রভৃতি পৈত্তিক অসৃগ্‌দরের অপরাপর লক্ষণ।

(গ)

শ্লৈষ্মিক প্রদরে পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ এবং শীতল সরক্তাস্রাব নিঃসৃত হয়। স্রাবকালে রোগিণী কোন কষ্ট অনুভব করে না অথবা অত্যল্প পরিমাণে অনুভব করে। ছর্দ্দি, কাস, এবং অরুচি ও আস্যবৈরস্য প্রভৃতি এই রোগের অপরাপর লক্ষণ।

(ঘ)

সান্নিপাতিক প্রদর অতি কষ্টদায়ক এবং দুঃসাধ্য ব্যাধি। এই রোগে অপত্যপথে নীল-পীতাদি নানাবর্ণের, বহুপরিমিত, দুর্গন্ধযুক্ত মেদোমজ্জকফ বিমিশ্রিত আস্রাব নিঃসৃত হয়। রোগিণী অত্যর্থ ক্ষীণরক্ত ও দুর্ব্বল হইয়া যায়।

প্রদর চিকিৎসা।

অশোক নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষের মূলের বা স্থূল শিকড়ের ছাল অভাবে গাছের ছাল প্রদর-রোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অশোক

বল্কল লইয়া ক্বাথ, অরিষ্ট, ক্ষীর এবং ঘৃত প্রভৃতি কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিলে প্রদর রোগ প্রশমিত হয়। নিম্নে অনায়াস সাধ্য কতিপয় যোগ কথিত হইল।

১

সদ্যঃ আহৃত অথবা অভিনব যত্নে রক্ষিত শুষ্ক অশোক ত্বক্ ২ ভরি উত্তমরূপে কুটিয়া ৵৷৹ আধ সের জল সহ মৃৎপাত্রে ধীরে ধীরে পাক করিবে। ৵৵৹ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে পরিষ্কার পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহাতে ১২ রতি পরিমিত রসাঞ্জন অর্থাৎ রসোত গুলিয়া দিয়া পান করিতে দিবে। সপ্তাহ কাল পান করিলে প্রদর রোগ প্রশমিত হয়।

রসাঞ্জন—দারু হরিদ্রা গাছের মূলের অথবা বৃক্ষের ছাল ৵১ এক সের উত্তমরূপে কুটিয়া লইয়া ৵৮ আট সের জল সহ মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে ধীরে ধীরে পাক করিবে। একসের শেষ থাকিতে নামাইয়া পুরু পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। তারপর সেই ক্বাথের সহিত ৵২ দুই সের ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। পাক কালে অনবরত খুন্তীদ্বারা নাড়িবে, যেন খুলীর তল কি পার্শ্ব দেশ ধরা না করে। যখন পিণ্ডীভূত হইবার উপযোগী হইবে, তখন তাল বাঁধিয়া আবৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহারই নাম রসাঞ্জন চলিত কথায় ইহাকে রসোত বলে। স্রোতাঞ্জন, নীলাঞ্জন এবং সৌবীরাঞ্জন নামে বিখ্যাত দ্রব্যগুলিও সামান্যতঃ রসাঞ্জন নামে পরিচিত। সম্প্রতি পশারির দোকানে রসাঞ্জন নামে যে দ্রব্য বিক্রীত হয় তাহা এক প্রকার উপধাতু। রসোতের অসদ্ভাব হইলে তাদৃশ রসাঞ্জন উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ৩ রতি মাত্রায়, অশোকের ক্বাথে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। উভয় প্রকারের অসদ্ভাব

হইলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অশোকের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলেও উপকার পাওয়া যায়।

২

সুকুট্টিত অশোক ছাল ৮ আট ভরি /২ দুই সের জলের সহিত মৃৎপাত্রে ধীরে ধীরে পাক করিবে। /।০ এক পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে পরিষ্কার সুদৃঢ় পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করত এক পোয়া গোদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে মৃৎপাত্রে পাক করিবে। এক পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিলে অচিরে প্রদর রোগ প্রশমিত হয়। দুর্ব্বল কোষ্ঠ রোগিণীকে একবার অর্দ্ধাংশ এক প্রহর কালের পর অপরার্দ্ধাংশ পান করাইবে।

৩

অশোক ছাল ১ ভরি এবং কাঁটা নটের মূল ১ ভরি একসঙ্গে কুটিয়া ১৬ তোলা ছাগদুগ্ধের এবং ৬৪ তোলা জলের সহিত পাক করিবে। ১৬ তোলা শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া পান করিলে পিত্তজ প্রদর রোগ প্রশমিত হয়।

৪

দারু হরিদ্রা গাছের মূলের বা গাছের ছাল অভাবে কাষ্ঠ, রসাঞ্জন অর্থাৎ রসোত, বাসকের মূলের ছাল, মূতা, চিরতা, ভেলার মুটী, নীলবর্ণ শুঁদীর ফুল এবং বেলশুঁট। এই আট খানি দ্রব্যের প্রতি দ্রব্য ।০ এক সিকি পরিমাণে লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া /॥০ আধ সের জল সহ পাক করত /৵০ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে প্রদর প্রশমিত হয়।

রজঃকৃচ্ছ্রতা—রজোরোধ।

রজঃকৃচ্ছ্রতা এবং রজোরোধ বাতজ ব্যাধি। বায়ু কুপিত হইয়া গর্ভাশয় আশ্রয় করত রজঃকৃচ্ছ্রতা এবং রজোরোধ নামক ব্যাধিদ্বয় উৎপাদন করে। কথাটা একটু বিস্তার করিয়া বলা যাইতেছে।

বায়ু রজোগুণময়। রুক্ষত্ব, সূক্ষ্মত্ব, লঘুত্ব, শীততা, চলত্ব, খরত্ব, এবং বৈশদ্য এই সাতটী বায়ুর স্ব-ভাব। স্বভাবে এবং স্বস্থানে সুস্থিত বায়ু শরীরের যাবতীয় ক্রিয়া প্রবর্ত্তনের এক মাত্র হেতু। নানা কারণে বায় স্বভাব বিভ্রষ্ট হইলে অর্থাৎ বায়ুর লঘুত্ব এবং রুক্ষত্ব প্রভৃতি ভাবের হীনতা বা আধিক্য ঘটিলে বায়ু প্রকুপিত হয়। প্রদুষ্ট বায়ু নর-নারী শরীরে নানা প্রকার শাখামর্ম্মকোষ্ঠাশ্রিত রোগ উৎপাদন করে।

হেতু বিশেষে বায়ুর ভাব বিশেষ বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। যেমন অতি ব্যায়ামে বায়ুর চলগুণ সংবর্দ্ধিত হয়, রুক্ষদ্রব্য নিষেবনে বায়ুর রুক্ষগুণ বৃদ্ধি পায়। এইরূপ হেতুবৈচিত্র্য বশতঃ বায়ুর প্রকোপ বৈচিত্র্য ঘটে অর্থাৎ বায়ুর এক, দুই বা তদধিক গুণ সংবর্দ্ধিত হয়। যদি রুক্ষ-সূক্ষ্ম-লঘু-শীত-চল-খর-বিশদ গুণ সপ্তকের সংবর্দ্ধক হেতু নিচয় যুগপৎ নিষেবিত হয়, তাহা হইলে বায়ুর সমস্ত ভাব গুলি সংবর্দ্ধিত হয়। তথাবিধ প্রদুষ্ট বায়ু নর-নারী-শরীরে অতি উৎকট ব্যাধি সৃষ্টি করে।

ঘৃত, তৈল, বসা, এবং মজ্জা—এই চারি প্রকার পদার্থের সাধারণ নাম স্নেহ। মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ এবং আর যে সকল দ্রব্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে স্নেহের অংশ বিদ্যমান থাকে তৎসমস্তকে স্নিগ্ধ দ্রব্য বলে। স্নেহহীন পদার্থের নাম রুক্ষ দ্রব্য।

যে সকল রমণী নিরন্তর রুক্ষদ্রব্য ভক্ষণ করে, স্নেহ পান বা স্নিগ্ধদ্রব্য

যাহাদের অদৃষ্টে জুটে না, যাহাদিগকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিতে হয়, যাহারা সম্যক্ পুষ্টিকর খাদ্য উচিত পরিমাণে খাইতে পায় না, কটু-তিক্ত-কষায় রস বহুল দ্রব্য যাহাদিগকে খাইতে হয়, যাহারা রাত্রি জাগরণ করে, অথবা অল্পকালই ঘুমায়; বিশেষতঃ রজোদর্শনের পূর্ব্বেই যে অভাগিনীদিগকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সভয়ে পুরুষ সংসর্গে বাধ্য হইতে হয়, তাহাদের শরীরে বায়ুর প্রকোপ উপস্থিত হয়। প্রকুপিত বায়ু গর্ভাশয়ে সংশ্রিত হইয়া রজঃকৃচ্ছ্রতা এবং রজোরোধ সংঘটন করে।

দ্বাদশ বৎসর, বয়ঃক্রম কালাবধি পঞ্চাশৎ বয়ঃক্রম কাল যাবৎ রমণীগণের গর্ভাশয়-বৃতি বিন্যস্ত ধমনী জালে ঋতু শোণিতের উপচয় এবং মাসান্তে উপচিত আর্ত্তব শোণিত নিঃসরণ স্বাভাবিক নারী ধর্ম্ম। প্রকুপিত বায়ু গর্ভাশয়-বৃতি-বিন্যস্ত ধমনী বিতান আশ্রয় করিয়া সেই ধমনী জালের সঙ্কোচ সংঘটন করিলে ঋতু শোণিত সম্যক্ উপচিত হইতে পারে না। যাহা কিছু উপচিত হয়, তাহা অল্পে অল্পে অতিকষ্টে যথাকালে নিঃসৃত হয়। চীয়মান ঋতু শোণিত স্বস্থানে অবকাশ না পাইয়া শোষিত হইয়া শরীরে সংক্রমণ করত নারীদেহে নানা প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করে।

যদি রজোধরা ধমনী জাল বায়ুর অত্যর্থ প্রকোপ বশতঃ নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায় তাহা হইলে নারীগণের রজোরোধ ঘটে।

শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্যভাব রজঃকৃচ্ছ্রতার একটী বিশিষ্ট লক্ষণ! যে অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়তই কৃচ্ছ্ররজস্কার শরীরে অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, ঋতুকালে সংবর্দ্ধিত হয়। সে যে কিরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য তাহা রোগিণী ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না; জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"গা কেমন করে।"

ঋতুকালে সকষ্টে অত্যল্প শোণিত নির্গম, নির্গত শোণিত প্রায়শঃ কৃষ্ণ, লোহিত, বস্তিশূল, মুখের অপ্রসন্নতা, মুখদৌর্গন্ধ্য আহারে অনিচ্ছা

রক্ত নিষ্ঠীবন আলস্য এবং অম্লরসে বলবতী স্পৃহা প্রভৃতি রজঃকৃচ্ছ্রতা পীড়ার অন্যান্য লক্ষণ।

এই রোগে বস্তিদেশে যে শূল উপস্থিত হয়, তাহার চলিত নাম বাধক বেদনা।

রজঃকৃচ্ছ্রতা এবং রজোরধ চিকিৎসা

রজঃকৃচ্ছ্র রোগে আদৌ রক্ত প্রবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। করিলে সুফল পাওয়া যায় না; অনিষ্ট সংঘটনই হইয়া থাকে। তজ্জন্য প্রথমতঃ বায়ুর প্রকোপ প্রশমন করিতে হইবে। বায়ু প্রশমিত হইলে এবং রোগিণীর শরীর সুস্নিগ্ধ ও সবল হইলে যথাকালে রক্তপ্রবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

সকল প্রকার রোগের বিশেষতঃ রজঃকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসাকালে চিকিৎসকের স্মরণ করা উচিত—

> "শাখাগতাঃ কোষ্ঠগতাশ্চ রোগা
> মর্ম্মোর্দ্ধ সর্ব্বাবয়বাঙ্গজাশ্চ
> যে সন্তি, তেষাং নতু কশ্চিদন্যো
> বায়োঃপরং জন্মনি হেতু রস্তি।"

প্রথমতঃ, যে যে ক্রম অবলম্বন করিলে রোগিণীর শরীরে বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত হয় সেই সেই ক্রম অবলম্বন করা উচিত বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কৃচ্ছ্র রজস্কার শরীরে অন্যকোন পীড়া, বিশেষতঃ অম্লপিত্ত, অজীর্ণ এবং গ্রহণী রোগ আছে কিনা জানিয়া লইতে হইবে। থাকিলে সর্ব্ব প্রযত্নে সেই সকল রোগের শান্তি করিয়া রজঃকৃচ্ছ্রতা চিকিৎসার ক্রম পরম্পরা অবলম্বন করিতে হইবে।

চিকিৎসার ক্রম

কোষ্ঠ শুদ্ধি করিয়া লওয়া রজঃকৃচ্ছ্রতা পীড়া চিকিৎসার আদ্যক্রম। একছটাক এরণ্ড তৈল (ক্যাষ্টর অইল) সহ ১০ বিন্দু তার্পিন তৈল মিশাইয়া, অতি প্রত্যূষে, ডাবের জলের সহিত পান করিতে দিবে। কোষ্ঠ শুদ্ধ হইয়া গেলে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করত লঘু পথ্য সেবন করিয়া সেদিবস সম্যক্ বিশ্রাম করিবে। তৃতীয় দিন হইতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিম্ন লিখিত কষায় একবিংশতি দিন সেবন করাইতে হইবে এবং বায়ূচ্ছায়া সুরেন্দ্র তৈল সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বস্তিদেশে মাখিতে বলিবে।

(ক)

অশ্বগন্ধাদি কষায়

অশ্বগন্ধার মূল, শ্বেত বোড়েলার মূল, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু এবং শতমূল। এই আট প্রকার দ্রব্যের প্রতিদ্রব্য ৹ এক শিকির ওজন লইয়া এক সঙ্গে কুটিয়া লইবে। মৃৎপাত্রে ⁄॥৹ আধ সের জল সহ পাক করত ⁄৵৹ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া গেলে পুরু পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া একমাত্রায় পান করিতে হইবে। প্রাতঃকালেই এই কষায় পান করিবে।

(খ)

প্রতিদিন অপরাহ্নে ২ রতি লৌহ ভস্ম।৹ একশিকি বিশুদ্ধ গব্যঘৃত এবং ॥৹ আধ তোলা মধুর সহিত মাড়িয়া লেহন করিবে।

(গ)

প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে সর্ব্বশরীরে বায়ূচ্ছায়া সুরেন্দ্র তৈল মাখিতে হইবে। তৈল শুষিয়া গেলে ইষদুষ্ণ জলে গাত্র মার্জ্জন ও স্নান করিবে। অপরাহ্নে মাত্র বস্তি দেশে উক্ত তৈল ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিতে হইবে।

(ঘ)

বস্তি প্রয়োগ

সাতদিন যাবৎ যথাযথ ভাবে ক, খ এবং গ চিহ্নিত কষায়াদি প্রয়োগ করিয়া, অষ্টম দিনে বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। সেদিন কষায়াদি প্রয়োগ করিবে না। নিম্নলিখিত ক্রম অবলম্বন করিয়া বস্তি দিতে হইবে।

বায়ূচ্ছায়া স্বরেন্দ্র তৈল ৴১০ ছটাক (২॥০ তোলা) শলুফার সূক্ষ্মচূর্ণ ।০ এক সিকি এবং সৈন্ধব চূর্ণ ।০ এক সিকি এই তিন দ্রব্য এক সঙ্গে মিশাইয়া ৴॥০ আধসের গরম জলে গুলিবে। সেই জল দিয়া বস্তি দিতে হইবে। জল ঈষদুষ্ণ থাকিতেই প্রয়োগ করিবে। বস্তি যন্ত্রাদির অপ্রাপ্তি হইলে ডুস্ দিয়া দিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। ডুস্ লওয়া বা দেওয়ার প্রথা অধুনা সুপ্রচলিত হইয়াছে, তজ্জন্য ডুস্ লইবার ক্রম বিশেষভাবে না বলিলেও চলে। তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে— রোগিণীকে সুখ-শয্যায় শয়ান করাইতে হইবে। উপাধান (বালিশ) অতি উচ্চ বা অতি নীচ না হয়। রোগিণী বাম জঙ্ঘা কুঞ্চিত এবং দক্ষিণ জঙ্ঘা প্রসারণ করিয়া রহিবে। উক্ত জলৌষধ ডুসে পুরিয়া ৩ হাত উচ্চ কোন আধারে স্থাপন করিয়া, ডুসের নলের অগ্রভাগে এবং রোগিণীর মলমার্গে তৈল মাখাইয়া ধীরে ধীরে অকম্পিত হস্তে নলের অগ্র প্রবেশ করাইয়া নলের মুখ ছাড়িয়া দিবে। নলাগ্র ৩ আঙ্গুলের বেশী প্রবেশ করাইবে না। নিঃশেষে ঔষধ প্রবেশ করিলে রোগীণীকে উত্তান ভাবে শয়ন করাইয়া নিতম্ব দেশে করতল দ্বারা ৪।৫ বার আঘাত করিবে। ঔষধ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রোগিণীকে সুখোষ্ণ জলে স্নান করাইয়া যথাকালে লঘু ভোজনের ব্যবস্থা করিবে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে তৈলের মাত্রা ।/০ একছটাক আর সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ প্রথম সপ্তাহের ন্যায়। তৃতীয় সপ্তাহে দ্বিতীয় সপ্তাহের ন্যায় মাত্রা স্থির রাখিবে।

(ঙ)

রজঃকৃচ্ছ্রতার সহিত বাধক বেদনার প্রবলতা বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যেক ঋতুকালে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিবসে, স্নানান্তে জলসহ নিম্নলিখিত যোগ সেবন করিতে দিবে।

যোগ যথা—উলট কম্বলের, সূক্ষ্ম শিকড় অথবা স্থূল শিকড়ের ছাল একশিকি এবং গোল মরিচ ৮টী একসঙ্গে আবশ্যকতার অনুরূপ জল দিয়া বাটিয়া গুলি প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে সেবন করিবে। প্রতিদিনই নূতন করিয়া ঔষধ তৈয়ার করিয়া লওয়া উচিত।

মুখ-প্রক্ষালন, দন্তধাবন, গাত্রমার্জ্জন, স্নান এবং পানাহার প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্য্যে নিয়মিত রহিয়া কৃচ্ছ্ররজস্কা রমণীগণ যদি উক্ত চিকিৎসা ক্রম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিন চারি সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহাদের শরীর সুস্নিগ্ধ হইবে বায়ুর ক্রূরতা প্রশমিত হইবে।

যখন দেখিবে যে রোগিণীর কপোলের ক্ষামতা ও মুখের বিষণ্ণতা দূর হইয়াছে, অক্ষিপল্লবের নিম্নদেশে বিন্যস্ত ধমনী জালে আর পদ-করতলে রক্ত দেখা দিয়াছে, মুখের বৈশদ্য এবং দন্তের পরিচ্ছন্নতা উপস্থিত হইয়াছে এবং শরীরের জড়তা দূর হইয়াছে, তখন বুঝিবে যে পীনপ্রসন্নবদনা-রমণী অচিরে রোগমুক্ত হইবে।

এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেও যদি ঋতু পরিষ্কার হইতে কাল বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে নিম্ন লিখিত যোগ সেবন করিতে দিবে। সম্ভাবিত ঋতুকালে ৩।৪ দিন পূর্ব্বে সেবন করিতে হয়।

(চ)

শুঁটচূর্ণ ১ ভরি, পিপুলচূর্ণ ১ ভরি, মরিচ চূর্ণ ১ ভরি, ভার্গী অর্থাৎ বামনহাটীর মূল চূর্ণ ১ ভরি এবং শোধন করা মুলতানি হিং ১ ভরি এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া সযত্নে রাখিয়া দিবে।

কৃষ্ণতিলের শাঁস ২ ভরি পেষণ করিয়া ៸॥০ আধসের জল সহ মেটে পাত্রে পাক করিয়া ৮ তোলা শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

সেই ক্বাথে ॥০ আধতোলা ইক্ষুগুড় এবং উক্ত চূর্ণের ৶০ আনা হইতে ।০আনা গুলিয়া দিয়া পান করিতে হইবে। প্রাতঃকালে সেবন করা বিহিত। উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন সেবন করিলে স্বচ্ছন্দে ঋতুশোণিত নির্গত হইবার সম্ভাবনা।

(ছ)

উক্ত যোগে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে রেণুকাচূর্ণ ৶০ আনা মাত্রায় শীতল জলে গুলিয়া দিবসে দুইবার পান করিলে নিশ্চয় ঋতুশোণিত স্রুত হইবে।

রেণুকা মরিচাকৃতি পাণ্ডুবর্ণ বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত বীজ বিশেষ। পশারির দোকানে বিক্রীত হয়। শঠ বণিকেরা রেণুকাকৃতি আর একপ্রকার বীজ রেণুকা বলিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু আদত রেণুকা বলিয়া চাহিলে বেশী মূল্য লইয়া প্রকৃত রেণুকা দিয়া থাকে।

(জ)

দারুচিনিচূর্ণ ১ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, মুসব্বর ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, হিং ১ ভাগ, লৌহভস্ম ১ ভাগ, তেউড়ী মূল চূর্ণ ৪ ভাগ, এই চূর্ণের মাত্রা ៸০ আনা হইতে ৶০ আনা, অনুপান গরম জল।

বজ্রকাঞ্জিক।

পিপুল, পিপুলের মূল, চই মূল শুঁট, যইন, জীরা, কৃষ্ণজীরা হরিদ্রা,

দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ এবং সচল লবণ। এই সমস্ত যোগে কাঞ্জিক অর্থাৎ কাঁজি পাক করিতে হয়।

পিপুল প্রভৃতির প্রত্যেক দ্রব্য ২॥০ আড়াই তোলা মাত্রায় ওজন করিয়া লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া একখানি মাটির খুলিতে রাখিয়া তাহাতে ⁄৬ সের কাঁজি দিয়া ॥৪ চব্বিশ সের নির্ম্মল জল দিয়া পাক করিবে। ⁄৬ সের শেষ থাকিতে ছাঁকিয়া বোতলে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ৪ তোলা।

এই ঔষধ পান করিলে মক্কন্দশূল প্রশমিত হয়, অগ্নিবৃদ্ধি পায় এবং শ্লেষ্মদোষ প্রশমিত হয়। ইহা কিছুদিন পান করিলে প্রসূতির স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধি পায়।

যোনি পথ দিয়া রক্তস্রুতি

অকালে গর্ভস্রাব বা পাত হইলে, স্রুত বা পতিত গর্ভার গর্ভশয্যা হইতে যোনিপথ দিয়া রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে রক্ত নির্গত হয়। তজ্জন্য রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রুগ্নদেহ নানা রোগ প্রবল হইয়া উঠে। সেইরূপ রক্তস্রাব রোধ করা একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

রক্তস্রাবের অব্যর্থ ঔষধ।

টাট্‌কা অথচ শুষ্ক কপোত বিষ্ঠা (পায়রার গু) চূর্ণ করিয়া চালুনি জলের সহিত দিবসে ২ বার প্রয়োগ করিবে। মাত্রা ৵০ দু আনা। ৩।৪ মাত্রা প্রয়োগ করিলে স্রাব অল্পতর হয়। ৫।৭ দিনেই রোগিণী রোগ মুক্ত হয়। দিবসে দুইবার—প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে প্রয়োগ করিবে।

তণ্ডুলোদক অর্থাৎ চাল্‌নি জল—৮ তোলা আতপ চা'ল পরিষ্কার করিয়া লইয়া এরূপ ভাবে কুটিয়া লইবে যেন গুঁড়া না হয়

অথচ ভাঙ্গিয়া যায়, সেই চা'ল ৪৮ তোলা শীতল জলে পূর্ব্বদিবসের রাত্রিকালে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন ছাঁকিয়া স্বচ্ছ জল গ্রহণ করিবে।

ঔডুম্বরামৃত এই প্রকার রক্তস্রুতির উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ও সেবন বিধি ঔডুম্বরামৃত প্রকরণাধ্যায়ে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

আমবাত।

আম এবং বাত এই পদ দ্বয়কে একপদী ভাব করিয়া আমবাত শব্দ গঠিত হইয়াছে।

অগ্নি-দৌর্ব্বল্য বশতঃ আহারজ রসধাতু সম্যক্ রক্তধাতুতে পরিণত না হইয়া আমাশয় প্রভৃতি স্থানে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেই চিত ও চীয়মান পদার্থকে আম বলে।

সূক্ষ্ম, রূক্ষ, লঘু, খর, বিশদ এবং রজোগুণময় যে ইন্দ্রিয় ব্যক্ত ও অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত পদার্থ শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চরণ করে; যাহার শক্তিতে যাবতীয় শারীর গতি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহার নাম বায়ু।

প্রদুষ্ট বায়ুকর্ত্তৃক আমরস পরিচালিত হইতে হইতে প্রদুষ্ট কফপিত্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিদগ্ধ অর্থাৎ অম্লীভূত হয়। সেই অম্লরস বিশেষ * সন্ধি প্রভৃতি স্থান আশ্রয় করিয়া জ্বর এবং তোদ-শূল বিশিষ্ট শোথ-লক্ষণান্বিত যে রোগ উৎপাদন করে তাহার নাম আমবাত।

পিতা কিম্বা মাতার অথবা উভয়ের শরীরে আমবাতের সঞ্চার থাকিলে সন্তানগণ প্রায়শঃ আমবাত গ্রস্ত হয়। সুতরাং এই রোগের বিপ্রকৃষ্ট কারণগণের মধ্যে বীজদোষ অন্যতম।

বিরুদ্ধ দুষ্টাহার, বিরুদ্ধা চেষ্টা অর্থাৎ অস্বাচ্ছন্দ্যকর কর্ম্মানুষ্ঠান,

* Lactic acid—ল্যাক্টিক এসিড।

ব্যায়াম পরিবর্জ্জন, স্নিগ্ধ অন্নপানীয় নিষেবণের পরক্ষণই অতি ব্যায়াম, আর্দ্রগৃহে বাস, উত্তপ্তগাত্রে শীতসংস্পর্শ, শীতল বাতাসে উন্মুক্ত গাত্রে নিশা যাপন, হটাৎ ঘর্ম্মাবরোধ, অগ্নিমান্দ্য এবং দেশ বিশেষের আমবাত প্রবলা বিশিষ্টা প্রকৃতি প্রভৃতি আমবাতের সন্নিকৃষ্ট কারণ।

এই সকল কারণে দেহে আমরসের সঞ্চার হয় এবং বায়ুর প্রকোপ উপস্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে কফ এবং পিত্ত প্রকুপিত হইয়া উঠে। কফ-পিত্তানুগ বায়ু স্রোতঃপথে আমরস পরিচালন করিতে থাকিলে রসবহ-স্রোতঃসমূহ সংরুদ্ধ হয়। তজ্জন্য দৌর্ব্বল্য, হৃদয়ের গুরুতা, কার্য্যে অনুৎসাহ শরীরের স্থানে স্থানে অনবস্থিত বেদনা * আহারের অনিচ্ছা প্রভৃতি আমবাতের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায়। তদনন্তর বাত-ব্যাকুলিত কফপিত্ত সংসৃষ্ট আমরস বিশিষ্ট পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই অম্লীভূত রসবিশেষ সন্ধি প্রভৃতি স্থান আশ্রয় করিলে ব্যক্ত লক্ষণ পীড়া প্রকাশ পায়।

হস্ত পাদ শির গুল্ফ ত্রিক-জানুরুসন্ধিদেশে সবেদন শোথের আবির্ভাব এবং জ্বর এই রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ। সর্ব্বশরীরে যন্ত্রণাও কাঠিন্য বোধ, যন্ত্রণা ব্যঞ্জক মুখশ্রী, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, অঙ্গগৌরব, অপাক, অবসন্নতা, অস্থিরতা, অম্ল ও কটুগন্ধ-প্রভূত ঘর্ম্ম নির্গম, সন্ধিস্থানের বেদনাহেতু অঙ্গ পরিচালনে অক্ষমতা, জিহ্বার সমলতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, ক্ষুধামান্দ্য এবং নিদ্রাবিপর্যয়, দাহ, মূত্রাধিক্য এবং কুক্ষিদেশের কাঠিন্যও শূল প্রভৃতি ইহার অপরাপর লক্ষণ।

পীড়া অতিশয় প্রবল হইলে সন্ধি সঙ্কোচ, খঞ্জতা, অঙ্গুলি বক্রতা, স্বরক্ষয় পাদশোথ কদাচিৎ সর্ব্বাঙ্গীন শোথ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পায়।

আমবাত রোগে পিত্তের প্রাবল্য থাকিলে স্ফীতস্থল লোহিতাভা

* Flying pain.

ধারণ করে এবং তৎপ্রদেশে দাহ অনুভূত হইতে থাকে। কদাচিৎ এই শোথ পাক প্রাপ্ত হইয়া ব্রণে পরিণত হয়।

পবনোত্তর রোগে শোথ তাদৃশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক তোদ শূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে।

কফ প্রধান শোথ স্তিমিত, গুরু এবং কণ্ডুযুক্ত। দুই দোষের লক্ষণ দেখিয়া দ্বিদোষজ পীড়া অবধারণ করিতে হয়। ত্রিদোষজ আমবাতে তোদ শূল প্রভৃতি কষ্টকর লক্ষণ শোথ সর্ব্বদেহে প্রকাশ পায়।

আমবাত চিকিৎসা।

সর্ব্বাদৌ রোগীর বাস গৃহ, শয্যা এবং পরিচ্ছদের সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। শুষ্ক গৃহতলে এবং নির্ম্মল বাতপূত বাসগৃহে পরিশুষ্ক পরিষ্কৃত কম্বল-রচিত কোমল শয্যায় আমবাত গ্রস্ত রোগীকে সুখ-সংস্থানে শয়ন করাইবে। উভয় পার্শ্বে বালিশ দিয়া তদুপরি ব্যথিত প্রত্যঙ্গ বিন্যাস করিয়া রাখিবে। কোমল কম্বলের সংস্থান না হইলে মোটা কম্বলের উপর পরিষ্কার পাতলা চাদর পাতিয়া শয্যা রচনা করা যাইতে পারে। আর্দ্র গৃহতলে কদাচ শয্যা রচনা করিবে না। অবস্থা মন্দ হইলে মাচা বাঁধিয়া তদুপরি শয্যা রচনা করিয়া দিবে।

এই রোগে আর্দ্র শীতল বায়ুপ্রবাহ নিষেবণ একান্ত বিগর্হিত অথচ যাহাতে গৃহাভ্যন্তরে নির্ম্মল বায়ুর সুখসঞ্চার থাকে তাহার উপায় বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আবশ্যক হইলে গৃহে নির্ধূম জলদঙ্গার রক্ষা করিয়া গৃহগত বায়ুর আর্দ্রতা পরিহার করিবে। ফ্লানেল অথবা অন্য কোন প্রকার রোমজ বস্ত্রের অঙ্গাবরণে রোগীর শরীর আচ্ছাদন করিয়া রাখা উচিত। প্রতিদিন রোগীর অঙ্গাবরণ ও শয্যাস্তরণ পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মধ্যে মধ্যে সমুদয় শয্যা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

নূতন তুলা ধুনিয়া কি পিঁজিয়া তদ্দ্বারা ব্যাধিতাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলে উপকার লাভ করা যায়। তুলার আবরণ খুব পুরু হওয়া ভাল নহে; ব্যথিতাঙ্গের তাপ সহজে বিকীর্ণ হইতে পারে এরূপভাবে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে।

আমবাত জ্বরের সামাবস্থায় অবস্থা বুঝিয়া অনশন বা সুপথ্যের ব্যবস্থা করা বিহিত। খৈ, মুড়ি এবং মিছরি বাতাসা প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যায়। বিশিষ্ট অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে যবের বা সুজীর রুটী পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

আমবাত রোগে সবেদন স্ফীত অঙ্গে স্বেদ বিধান করিলে বেদনা স্ফীতি এবং শূল প্রভৃতির শান্তি হয়।

এই রোগের আমাবস্থায় চিকিৎসকেরা নানা প্রকারের স্বেদ বিধান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বালুকা পুটকের স্বেদ অন্যতম।

আদৌ পরিশুষ্ক শ্লক্ষ্ণ বালুকা (চ'খো বালি) বস্ত্র খণ্ডে রাখিয়া দুই চারিটী পোট্‌লী রচনা করিয়া লইবে। চুল্লীর উপরিস্থিত লৌহ, প্রস্তর বা মৃৎখর্পরে একটী পোট্‌লী স্থাপন করত মৃদু মৃদু জ্বাল দিবে। পোট্‌লী সুখোষ্ণ হইলে তদ্দ্বারা স্বেদ্য-স্থানে স্বেদ প্রদান করিতে হইবে। খর্পর হইতে একটী পোট্‌লী যেমন উঠাইয়া লইবে অমনি তাহাতে আর একটী রাখিয়া দিবে। স্বেদকর্ম্মে প্রযুজ্যমান পোট্‌লী শীতল হইলে সেটী পুনরপি খর্পরে রাখিয়া খর্পরস্থিত সুখোষ্ণ পোট্‌লী লইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। এইরূপে ব্যত্যাসক্রমে পুনঃ পুনঃ স্বেদ প্রদান করা বিধেয়।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগণ যোগে বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে স্বেদ প্রদান করিলে পরমোপকার লাভ করা যায়।

কার্পাস বীজ, কুলথকলায়, কৃষ্ণতিল, যবের চাউল, এরণ্ড অর্থাৎ

ভেন্নার মূলের ছাল, তিসি, পুনর্ণবা, শণের বীজ এবং সজিনার মূলের ছাল সংগ্রহ করিয়া প্রতিদ্রব্য প্রযোজনানুসারে দুই বা চারি তোলা অথবা তদধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একযোগে কুটিয়া লইবে। সেই কুট্টিত দ্রব্য কাঁজি দিয়া পেষণ করতঃ কতকগুলি পোঁটলা বাঁধিয়া লইবে।

অতঃপর অর্দ্ধোদর জলপূর্ণ একটী বৃহদায়তন হাঁড়ির মুখে একটী সচ্ছিদ্র শরা স্থাপন করিয়া উভয়ের সন্ধিস্থান আটাল মাটী কি ময়দা ছানিয়া লেপিয়া দিবে। তৎপর হাঁড়ী চুল্লীর উপর রাখিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। শরাবের উপর প্রস্তুতীকৃত পোট্টলিগণের মধ্যে একটী রাখিয়া আর একটী অচ্ছিদ্র শরা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। পোট্টলী বাষ্পস্বেদে স্বিন্ন হইলে উঠাইয়া তদ্‌যোগে স্বেদ্যস্থানে স্বেদ প্রদান করিবে। যেমন একটী পোট্টলী উঠাইয়া লইবে অমনি আর একটী, শরায় স্থাপন ও আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হইবে। একটী জুড়াইয়া গেলে আর একটী লইয়া স্বেদ দিতে হইবে। এইরূপে ব্যত্যাসক্রমে স্বেদ প্রদান করিতে হয়।

প্রাতঃকালে এবং নিশাযোগে স্বেদ প্রদান করা বিধেয়। রাত্রি-কালে স্বেদ প্রদানের পর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তুল্য দ্বারা সবেদন স্ফীতস্থল আচ্ছাদন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে স্বেদ দিয়া নিম্নলিখিত প্রলেপ যোজনা করিবে।

আদৌ এক খণ্ড দেবদারু কাষ্ঠ ওজন করিয়া কাঞ্জিক যোগে কোন প্রস্তর ভাজনে ঘর্ষণ করিয়া ১ তোলা পরিমাণে ক্ষয় করিয়া লইবে। সেই ঘৃষ্ট পদার্থের সহিত ১ তোলা পুনর্নবা শাক, ১ তোলা শুঁট চূর্ণ, শ্বেতসর্ষপ ১ তোলা এবং শজিনার মূলের ছাল ২ তোলা মিশ্রণ করিয়া কাঁজি দিয়া বটিয়া প্রলেপোচিত কল্ক কল্পনা করিবে। বেদনাস্থান

ব্যাপিয়া এই কল্কের প্রলেপ দিতে হইবে। একটী প্রলেপ শুকাইয়া উঠিলে তাহা উঠাইয়া নূতন প্রলেপ যোজনা করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে প্রতিদ্রব্য দুই বা তদধিক তোলক পরিমাণে গ্রহণ করত কল্ক কথনা করা যাইতে পারে।

আমবাতজ্বর রোগে বিরেচন যোগ্যস্থলে বিবেচনা পূর্ব্বক অনুলোমন, স্রংসন, ভেদন কিম্বা বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোষ্ঠশুদ্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মৃদুকোষ্ঠ রোগীকে বৈশ্বানর চূর্ণ নামক ঔষধ প্রয়োগ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অর্দ্ধ হইতে এক তোলা মাত্রায় উক্ত ঔষধ তপ্তজলের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করাইলে উভয়ার্থ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ বদ্ধমল নিঃসৃত এবং রোগ প্রশমিত হয়।

নিম্নলিখিত প্রকারে বৈশ্বানর চূর্ণ কল্পনা করিতে হয়।—

সৈন্ধব চূর্ণ ২ তোলা, যইন চূর্ণ ৫ তোলা, শুঁট চূর্ণ ৫ তোলা এবং হরীতকী চূর্ণ ১২ তোলা একত্র মিশ্রণ করিয়া লইবে।

যদি বৈশ্বানর চূর্ণ সেবনে কোষ্ঠ সংশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সৈন্ধব চূর্ণ ৬ রত্তি, শুঁট চূর্ণ ৩ রতি এবং রক্ত তেউড়িয়ার মূল চূর্ণ ২৪ রতি একত্র মিশ্রণ করিয়া একমাত্রা ঔষধ কল্পনা করিবে। পরিষ্কার কাঁজি সহযোগে প্রয়োজ্য। ইহা উৎকৃষ্ট বিরেচন।

বিরেচনার্থ এরণ্ডতৈল (কাষ্টর অইল) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অবিপত্তিকরচূর্ণ নামক ঔষধ প্রয়োগ করিলেও সুফল লাভ করা যায়।

যদি বেদনা এবং শূল প্রভৃতি যন্ত্রণার আতিশয্যে রোগী অধীর হইয়া উঠে এবং নিদ্রানাশ ঘটে তাহা হইলে রাত্রিকালে ½ রতি হইতে ১ রতি পরিমিত আফিং ½ রতি কুচিলার গুঁড়া, ১ রতি পরিমাণ রসসিন্দূরের সহিত মিশ্রণ করিয়া জলের সহিত সেবন করিতে দিলে যন্ত্রণার প্রশমন

এবং নিদ্রার আবির্ভাব হইতে পারে। কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি না করিয়া অহিফেন প্রয়োগ করিবে না।

আমবাত জ্বরে জ্বরবেগ প্রশমনের নিমিত্ত হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগ করা বিধেয়। দিবসে ২।৩ বটী প্রয়োগ করিলে শনৈঃ শনৈঃ জ্বরবেগ মন্দীভূত হইয়া আইসে। বিবমিষা, বমন এবং হিক্কা বিদ্যমান থাকিলে এবং হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইলে সাবধানে হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগ করিবে অথবা প্রয়োগ করিবে না।

পীড়া প্রকাশ মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসিত হইলে আমবাতজ্বরিত ব্যক্তি অচিরে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন। দুরূহ রোগে আক্রান্ত হইলেও যন্ত্রণা প্রশমিত হয় এবং পীড়া অবিলম্বে পচ্যমান অবস্থায় উপনীত হয়।

পচ্যমান অবস্থায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে রাস্নাদশমূল কষায়, সন্ধ্যার সময় হিঙ্গাদ্যচূর্ণ এবং এক প্রহর বেলা ও এক প্রহর রাত্রিকালে হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগ করিবে। আবশ্যকানুসারে স্বেদ ও প্রলেপাদিরও ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

পচ্যমান আমবাত বেদনায় তালমূলীর কন্দ এবং আদা সমভাগে গ্রহণ করিয়া, শিজের পাতা আগুনে ছাঁকিয়া তাহার রস দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্য পঞ্চক যোগে বক্ষমাণ প্রণালীক্রমে স্বেদ প্রদান করিলে সঙ্কুচিত সন্ধি প্রসারিত এবং তোদশূলযুক্ত শোথ প্রশমিত হয়।

মাসকলায় ।০ এক পোয়া, রাস্না /৵০, এরণ্ডমূলের ছাল /৵০ বেড়েলা /৵০ এবং গন্ধভাদুলে /৵০ অর্দ্ধ পোয়া।

আদৌ জলসিক্ত মাষকলায় কুটিয়া কি পেষণ করিয়া লইতে হইবে।

রাস্নাদি দ্রব্য চতুষ্টয়ের প্রতিদ্রব্য খণ্ড খণ্ড করিয়া একযোগে কুটিয়া লইবে। তৎপর পোট্টলী বন্ধন করত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বাষ্পতাপে স্বিন্ন পোট্টলী যোগে ব্যাধিত অঙ্গে স্বেদ প্রদান করিবে।

এই রোগে কফোণি প্রভৃতি কোরসন্ধি দীর্ঘকাল নিশ্চল ভাবে রহিলে সন্ধির কোরাভ্যন্তরে আমবাতারম্ভক দুষ্ট পদার্থ সঞ্চিত রহিয়া সংযত হইয়া যায়, সন্ধি সমীপবর্ত্তিনী কণ্ডরাও সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। শোথ বেদনা প্রভৃতি প্রশমিত হইলেও সন্ধি সঙ্কোচ বশতঃ রোগী অঙ্গ প্রসারণ করিতে পারে না। যাহাতে এরূপ বৈকল্য উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

পীড়ার আক্রমণ কাল হইতেই যাহাতে সন্ধি সকল সুসংস্থান স্থিত রহে তাহার উপায় বিধান করিয়া অনুদিন সন্ধিস্থল সঙ্কোচন প্রসারণ করিয়া দেওয়া উচিত।

পচ্যমান অবস্থায় যদি কোষ্ঠ শুদ্ধির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে রাস্নাদিদশমূল কষায়ের সহিত এরণ্ড তৈল মিশাইয়া পান করিতে দিবে। এই অবস্থায় বাত গজাঙ্কুশ নামক ঔষধ প্রতিদিন দুই একটী প্রয়োগ করিলে উপকার লাভ করা যায়।

জ্বর-বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিলে এবং অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য ও অঙ্গ গৌরব প্রভৃতি লক্ষণ অপগত হইলেও পীড়া যদি নিঃশেষে আরোগ্য প্রাপ্ত না হইয়া দীর্ঘ কাল ভোগ করিতে থাকে তাহা হইলে পানার্থ মহারাস্নাদি কষায় ব্যবস্থা করিবে। এই সময়ে বাতগজেন্দ্রসিংহ নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ ও দুই এক বটী প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়। জ্বর শান্তির জন্য বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব প্রয়োগ করাই প্রশস্ত কল্প।

প্রাতঃকালে মহারাস্নাদি কষায়, মধ্যাহ্নে বাতগজেন্দ্রসিংহ রস,

সায়ংকালে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব এবং রাত্রিকালে আর ১ বটী বাতগজেন্দ্র সিংহ রস প্রয়োগ করিবে।

রসোনপিণ্ড নামক ঔষধ তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ আমবাত রোগে হিতকর।

পুরাতন আমবাত রোগে সৈন্ধবাদি তৈল এবং প্রসারণী তৈল অভ্যাঙ্গার্থ ব্যবস্থা করিবে।

বৃহদশ্বগন্ধাদি ঘৃত পুরাতন আমবাতে বিশেষতঃ ধাতুর পীড়াযুক্ত আমবাতে মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (১)

জ্বর।

যে রোগে সর্ব্বাঙ্গেই অসুখের মঞ্চার হয়, শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়, নাড়ী গরম ও চঞ্চল হয়, হজম করিবার শক্তি কমিয়া যায়, রোমকূপ পথে বাষ্পাকারে কিম্বা ঘর্ম্মরূপে শরীরের দুষ্ট পদার্থ বাহির হইবার ব্যাঘাত ঘটে, মন চঞ্চল হয় এবং বুদ্ধিও স্থির থাকে না তাহাকে জ্বর বলে।

জ্বর নানা প্রকার। প্রতি জ্বরের লক্ষণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এবং চিকিৎসাও পৃথক্ পৃথক্।

জ্বর প্রকাশ পাইলেই সুচিকিৎসকের শরণ লওয়াই উচিত। সুচিকিৎসক না পাইলে অথবা ডাকিতে অসমর্থ হইলে অগত্যা স্বায়ত্ত চিকিৎসার আশ্রয় লইবে। কদাচ কুচিকিৎসকের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিবে না। কুচিকিৎসায় যত লোক মারা যায় রোগে তত লোক মরে না। এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(১) অধুনা অনেকেই ধাতুর পীড়াসম্ভূত বাত রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। আমি তাদৃশ পীড়ায় বৃহদশ্বগন্ধাদি ঘৃতের সুফল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ভরসা করি চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

জ্বর পূর্ব্বরূপ এবং পূর্ব্বরূপে কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জ্বর হইবার আগে মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠে - কিছুই ভাল লাগে না। চোখমুখ ছল্‌ছল্‌ এবং ঢল্‌ঢল্‌ করিতে থাকে, অনুক্ষণ হাঁই উঠে, আলস্য ও জড়তা আসিয়া শরীর অবসন্ন করে, ক্ষুধা থাকে না, কিছু খাইতেও ইচ্ছা করে না, মাথা ভার বোধ হয়, আড়ামোড়া দিতে থাকে এবং কখন শীত কখন দাহানুভূত হয়। ইত্যাদি লক্ষণকে জ্বরের পূর্ব্বরূপ বলে। জ্বরপূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলেই বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

ক্ষুধা না থাকিলে এবং খাইতে ইচ্ছা না করিলে কিছুই খাইবে না, প্রয়োজন হইলে খুব লঘু আহার করিবে। গায়ে হাওয়া লাগাইবে না এবং দিনে ঘুমাইবে না।

১

আদার খোসা ছাড়াইয়া কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া লইবে। আধ তোলা পরিমিত আদার কুচিতে একটী দু'আনির ওজনের যইনের গুঁড়া এবং সেই পরিমাণের সৈন্ধব চূর্ণ মিশাইয়া খাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

২

পেঁপুলের মুল উঠাইয়া বেশ করিয়া ধুইয়া আধ ছটাক লইবে। কিঞ্চিৎ জলযোগে পেষণ করিয়া ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিয়া তাহাতে এক আনা সৈন্ধবের গুঁড়া দিয়া পান করিলে উপকার লাভ হয়।

জ্বর প্রকাশ পাইলে যাহা যাহা করা উচিত।

১

গায়ে হাওয়া লাগাইবে না। বাহিরে যে হাওয়া বহিতে থাকে তাহারই কথা বলিতেছি। একটু আধটু পাখার হাওয়াতে বিশেষ

অপকার করে না। কিন্তু বিদ্যুতের বলে পরিচালিত পাখার বাতাস কদাচ লাগাইবে না।

বলিয়াছি যে জ্বর হইলে রোমকূপ পথে শরীরের দুষ্ট পদার্থ বাহির হওয়ার ব্যাঘাত ঘটে। হাওয়া লাগিলে স্বেদবাহি-স্রোতের ছিদ্র সকল সঙ্কুচিত হয় সুতরাং বাষ্প বা স্বেদ নিঃসরণ এককালীন রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে তাহাতে বিশেষ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা।

২

পিপাসা পাইলে অবশ্যই জল পান করিতে হয়। কিন্তু পিত্তজ্বর এবং মদ্যপানজনিত-জ্বর ভিন্ন অন্য কোন জ্বরের প্রথমাবস্থায় কদাচ শীতল জল পান করিবে না। কেন করিবে না তাহার কারণ বলিতেছি।

আমরা যে জল পান করি প্রথমতঃ তাহা উদরস্থ হয়। তারপর উদরের অভ্যন্তর গাত্রদেশে বিন্যস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু নলী দিয়া সেই জল শোষিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিলে পিপাসার শান্তি হয়।

জ্বরের প্রথমাবস্থায় উদরের অভ্যন্তরগাত্র আমরসান্বিত কফাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে সমস্ত জলশোষক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নলী দ্বারা উদরস্থ জল শোষিত হইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে তৎসমুদয়ের মুখ রুদ্ধ হইয়া যায়। কাজেই উদরস্থ জল শোষিত হইতে পারে না, পিপাসাও মিটে না। হয়ত পীত জল বমন হইয়া উঠিয়া যায় অথবা উদরে সঞ্চিত রহিয়া অনর্থ সংঘটন করে।

পরন্তু গরম করিলে জল বিশুদ্ধ হয়। গরম জল পান করিলে অভ্যন্তরদেশে স্বেদ দেওয়ার কাজ পাওয়া যায়। তজ্জন্য কণ্ঠ ও শ্বাসনালী প্রভৃতি স্থানে সঞ্চিত শ্লেষ্মা দ্রব হইয়া স্থানচ্যুত হয়।

পিত্তজ্বরে এবং মদ্যপানজনিত জ্বরে নিম্নলিখিতরূপে জল তৈয়ার করিয়া পান করিতে দিবে।

পরিষ্কার করা টাট্‌কা মুতা ২৭ রতি, ক্ষেত্রপর্পটী অর্থাৎ ক্ষেত পাপড়া ২৭ রতি, বেণার মুল ২৭ রতি, রক্তচন্দন ২৭ রতি, বালা ২৭ রতি এবং শুঁঠ ২৭ রতি। দ্রব্যগুলি একত্রে পেষণ করিয়া উপযুক্ত মেটে পাত্রে /৪ সের জলের সঙ্গে পাক করিবে। দুই সের থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

একটী কুঁচের ওজন ১ রতি। চৌষট্টিটী টাকার ওজন এক সের।

আহার করিলে যদি আহার্য্য দ্রব্য হজম হয়, তাহা হইলে আহারের সুফল পাওয়া যায়। হজম না হইলে সুফল ত ফলেই না কিন্তু কুফল ফলিতে বিলম্ব ঘটে না। আহার সুজীর্ণ হইলে শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, জীর্ণ না হইলে শরীরের অনিষ্টকর নানা রোগ জন্মে। একথা অজীর্ণ অধিকারে সুবিস্তারে বলা হইয়াছে।

প্রায় সকল প্রকার জ্বরের প্রথম অবস্থায় পরিপাক যন্ত্র সকল নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে সুতরাং যাহা খাওয়া যায় তাহা পরিপাক পায় না ভুক্ত ও পীত দ্রব্য কোষ্ঠদেশে রহিয়া পীড়াদায়ক হয়—ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া জ্বর বাড়াইয়া এবং অন্যান্য রোগের সৃষ্টি করিয়া বিষম অনর্থ সংগঠন করে। সুতরাং জ্বরের আদিতে লঙ্ঘন দিতে হয়।

লঙ্ঘন দুই প্রকার। এক প্রকার উপবাস করা অর্থাৎ কিছুই না খাওয়া, আর এক প্রকার লঘু পথ্য সেবন করা। রোগের অবস্থা বুঝিয়া এবং রোগীর বলাবলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উপবাস অথবা লঘু ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

বালক, বৃদ্ধ, অতি দুর্ব্বল, গর্ভিণী এবং বাতজ্বর ও ক্ষয়জ্বরগ্রস্ত রোগীকে লঘু অথচ জ্বরে অহিতকর নহে এরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

তরুণ জ্বরের তিনটী অবস্থা।

একটী স্তব্ধ সামাবস্থা, আর একটী অস্তব্ধসামাবস্থা, অপরটী নিরামাবস্থা। তিনটী অবস্থার স্বরূপ বলিতেছি।

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, সূর্য্য কিরণ অন্তর্হিত এবং বায়ুর সঞ্চার অবরুদ্ধ হইলে প্রকৃতির যেরূপ স্তম্ভিত অবস্থা উপস্থিত হয়, আম-রসাশ্রিত দোষ আমাশয়ে আশ্রয় করিয়া জ্বরোৎপাদন করিলে কোষ্ঠ দেশেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটে। তখন আমাশয়ের অভ্যন্তরগাত্র আমরস মিশ্রিত শ্লেষ্মাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়া মন্দীভূত বা রুদ্ধ হয়, বায়ুও স্তম্ভিত হইয়া অবস্থিতি করে। জ্বরের এইরূপ অবস্থাকে স্তব্ধ সামাবস্থা বলে।

স্তব্ধ সামাবস্থায় শরীর কামড়াইতে ও গজ্‌গজ্‌ করিতে থাকে, মাথা ও আর সমস্ত শরীর ভার বোধ হয়, মুখ রসে টল্‌টল্‌ করে এবং চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে থাকে। গা বমি বমি করে, ছেপানি উঠে এবং বুকের মধ্যে কেমন একটা অসুখ বোধ হয়। ক্ষুধা থাকে না, ভাল রকম ঘুম হয় না কিন্তু ঘুমের ঝোঁকও ঘুচে না। ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত জ্বরে উপবাস করিতে হয়।

স্তব্ধ সামজ্বরে, জ্বরারম্ভক আমরসাচ্ছন্নবায়ু, পিত্ত এবং কফ যেরূপ বিকৃত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থিতি করে সেরূপ অবস্থায় অধিক দিন রহে না। ভাল বা মন্দ একটা না একটা অবস্থার স্বতঃই বা প্রক্রিয়া বিশেষে পরিবর্ত্তিত হয়। আমরস পাক পাইতে থাকিলে দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত এবং কফ স্তব্ধাবস্থা হইতে ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করিয়া ধীরে ধীরে আপন আপন কাজে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ অবস্থাকে অস্তব্ধ সামাবস্থা বলে। অস্তব্ধ সামজ্বরে লঘু পথ্যের ব্যবস্থা উচিত।

নিদ্রা, তন্দ্রা, মাথার ভার, শরীরের জড়তা, চোখের ছলছল ভাব, আহারে অনিচ্ছা, ছেপানি উঠা এবং মূত্র বাহুল্য প্রভৃতি লক্ষণ দূর হইয়া শরীর বেশ হালকা বোধ হইলে জ্বর নিরাম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নিরামজ্বরে লঘু অথচ পুষ্টিবর্দ্ধন পথ্যের বিধান করা অবশ্যই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আরোগ্য লাভের জন্যই চিকিৎসার ব্যবস্থা। আরোগ্য বলাশ্রয়ী, বল না থাকিলে আরোগ্য কি আশ্রয় করিয়া রহিবে? আহারই বল রক্ষার উপায়। সুতরাং যাহাতে রোগী একান্ত দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে তাহার উপায় অবশ্যই করিতে হইবে। তাই বলিয়া মূর্খ চিকিৎসকের ন্যায় স্তব্ধ সামজ্বরে অযোগ্য পথ্য দিয়া অনর্থ সংঘটন করা কর্ত্তব্য নহে। যোগ্য পথ্য অবশ্যই ব্যবস্থা করিবে।

তরুণজ্বরের পথ্য

জ্বরের স্তব্ধ সামাবস্থায় উপবাসেই সুপথ্য। লঙ্ঘনে জ্বরারম্ভক দোষ অতি সত্বর আমরস বিমুক্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, জ্বরবেগ কমিয়া আইসে এবং অচিরে জ্বর মুক্তির আশা করা যায়।

যে যে স্থলে উপবাস নিষিদ্ধ তাহা বলা হইয়াছে। তাদৃশ লঙ্ঘনাসহ স্থলে লঘু অথচ জ্বরে অহিত কর নহে এরূপ পথ্যের ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।

১

টাটকা তাজা খৈ পরিষ্কার জলের সহিত মেটে পাত্রে মৃদু মৃদু আগুণের জ্বালে পাক করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মাড় গ্রহণ করিবে, সিটে পরিত্যাগ করিবে। সেই মাড় বা মণ্ডের সহিত কাগজি লেবুর রস এবং সৈন্ধব চূর্ণ মিশাইয়া পান করিতে দিবে। রুচি অনুসারে মিছরির গুঁড়া ও কাগজি লেবুর রস মিশাইয়াও পান করিতে দেওয়া যায়।

২

শটীর পালো বা তিখুর জলে গুলিয়া মৃদু জ্বালে কিয়ৎক্ষণ ফুটাইয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। তাহার সহিত লেবুর বা বেদানার রস এবং মিছরির গুঁড়া মিশাইয়া পান করিতে দিবে।

৩

দাড়িম, বেদানা, পা'ন ফল, কেশুর, টাট্‌কা ভাজা খৈ, মুড়ি এবং মিছরি প্রভৃতিও পথ্য দেওয়া যায়।

অন্তর্ব্ধ সামজ্বরে পথ্য।

১

অন্তর্ব্ধ সামজ্বরে পেট জ্বালা, পিত্ত বমন এবং মুখের তিক্ততা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান রহিলে নিম্ন লিখিত প্রকারে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পথ্য দিবে। যবের চাউল আধ পোয়া, পাটোল পত্র, ১ তোলা এবং ধনিয়া আধ তোলা একত্র কুটিয়া /২ সের জলের সহিত পাক করিবে। আধ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মাড় লইবে। মাড় যদি খুব ঘন হয় তাহা হইলে আবশ্যকানুরূপ জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া পান করিতে দিবে।

২

মস্থর কলাই (মসুরের ডাইল নহে) বেশ করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করত নির্ম্মল জলের সহিত সুসিদ্ধ করিয়া লইবে। তারপর কাপড়ে ছাঁকিয়া মাড় লইবে। মাড় ঘন হইলে তাহাতে আবশ্যকানুরূপ জল মিশাইয়া পান করিবার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। যূষের সহিত কাগজি লেবুর রস এবং সৈন্ধব মিশাইয়া পান করিতে দিবে।

৩

টাট্‌কা তৈয়ারি পুরাতন ধানের চিঁড়া বেশ করিয়া ধুইয়া ভিজাইয়া

রাখিবে। উত্তমরূপে ভিজিলে জলের সঙ্গে রগড়াইয়া চিঁড়া ছাঁকিয়া জল গ্রহণ করিবে সেই জলে কাগজি লেবুর রস ও সৈন্ধল চূর্ণ দিয়া পান করিতে দেওয়া যায়। পিত্তজ্বরে এইরূপ পথ্য প্রশস্ত।

৪

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে খৈয়ের মণ্ড প্রস্তুত করিয়াও পথ্য দেওয়া যায়।

নিরামজ্বরে পথ্য।

রস, দোষ এবং মলের পরিপাক হইলে ক্ষুধা উপস্থিত হয়। ক্ষুধা-কালে উপযুক্ত পথ্য না দিলে রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়ে, মনঃ অবসন্ন হয়, মাথা ঘুরিতে ও গা কাঁপিতে থাকে, এবং হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। অবৈধ লঙ্ঘনে রোগী মরিয়াও যাইতে পারে। সুতরাং নিরাম জ্বরে পুষ্টি তুষ্টি বর্দ্ধন অথচ জ্বরে অহিতকর নহে এরূপ পথ্য প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে খৈয়ের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বক্না দুধ এবং মিছিরির গুঁড়া মিশাইয়া কি পরিষ্কার ইক্ষু চিনি দিয়া পথ্য দিবে।

২

মসূরের যূষ, যবের মণ্ড, খৈ, মুড়ি, মিছরি, বেদানা, দাড়িম, আঙ্গুর, মনেক্কা, কিচ্‌মিচ্, মিষ্ট আনারস, ভাল পাকা পেঁপে, মুগের অঙ্কুর প্রভৃতি পথ্য বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নিরাম জ্বরে পিত্ত বমন বিদ্যমান রহিলে ডাবের লেওয়া পথ্য দিলে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়।

আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রকার রোগের পথ্যের অভাব নাই। বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সকল পথ্য সেবন করা উচিত।

অধুনা শঠ বণিকেরা নানা প্রকার কল্পনা করিয়া আমাদের দেশে আমদানি করিতেছে। সেই সকল পথ্যের অযথা গুণ বর্ণনা শুনিয়া অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এরূপ অজানা পথ্য ব্যবহার করা উচিত নহে, প্রয়োজনও নাই ; দেশী পথ্যেই কাজ চলিতে পারে।

তরুণজ্বরে বিরেচন।

তরুণজ্বরে বিরেচন অর্থাৎ জোলাপ দেওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ কার্য্য। শাস্ত্রের নিষেধ অযৌক্তিক নহে। যে জন্য দিতে নাই তাহার যুক্তি নিম্নে কথিত হইল।

বিরেচন ঔষধ সেবন করিলে অর্থাৎ জোলাপ লইলে আমাশয়, পক্কাশয় এবং যকৃৎ প্রভৃতি কোষ্ঠ স্থান বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। বিক্ষোভ বশতঃ সমস্ত কোষ্ঠস্থান আক্ষিপ্ত হইতে থাকে তথাৎ স্নায়ুগণ * উত্তেজিত হইয়া কোষ্ঠদেশের পেশী সমস্ত সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করে। পৈশিক সঞ্চালনাধিক্য পিত্ত, কফ এবং রসাদি স্ব স্ব স্থান হইতে আকৃষ্ট হইয়া অন্ত্রমধ্যে অবতরণ করে। অন্ত্রস্থ পক্ক এবং অপক্ক মল ; পিত্ত, কফ ও রস প্রভৃতি যোগে দ্রবীভূত হইয়া আন্ত্রিক আক্ষেপ বশতঃ নিঃসৃত হইতে থাকে।

তরুণ জ্বরের প্রথম অবস্থায় আম ও পক্কাশয় এবং যকৃৎ প্রভৃতি কোষ্ঠ স্থান অবষ্টব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া রহে। কাঁচা ঘুমে জাগিলে শরীর যেমন বিক্ষুব্ধ হয়, কাঁচা ফোড়ায় ঘা দিলে ফোড়া যেমন ডাক ধরিয়া উঠে, স্তব্ধ সামজ্বরে অবষ্টব্ধ কোষ্ঠস্থান বিরেচন ঔষধের শক্তি বশতঃ বিক্ষুব্ধ হইয়া ব্যাধিত হয়। মন্দাগ্নি, উদরের গুরুতা, যকৃৎ স্থানে

* সংস্কৃত ভাষায় যাহার নাম নাড়ী ইংরেজী নাম Nerve তাহারই চলিত নাম স্নায়ু। আয়ুর্ব্বেদে বন্ধনী তন্তুকীকে স্নায়ুবলে।

রক্তাধিক্য তজ্জন্য যকৃতের বিবৃদ্ধি ও বেদনা প্রভৃতি, বিকার জন্মে এবং জ্বর সম্বর্দ্ধিত হয়।

তারপরও আর এক আশঙ্কা আছে। জ্বর বিশেষে অতীসার স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই জ্বরে অতীসার দেখা দিবার আগে যদি বিরেচন ঔষধ দেওয়া যায় তাহা হইলে বিষম অনর্থ সংঘটিত হয়। এই সকল এবং অন্যান্য বহু অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া পরমকুশল আর্য্য চিকিৎসকগণ সামজ্বরে দাস্ত দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অধুনা অনেক চিকিৎসক সামজ্বরে দুগ্ধাদি গুরু পথ্য এবং বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটে—অগ্নিমান্দ্য, উদরের গুরুতা, আহারে অনিচ্ছা এবং ন্যূনাতিরেক মাত্রায় যকৃতের দোষ উপস্থিত হয়। কখন কখন অবৈধ বিরেচনের দোষে প্রবাহিকা অর্থাৎ রক্তামাশয় রোগও প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে অতি সাবধানে দাস্তের ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। যে অবস্থায় যেরূপ বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় তাহা চিকিৎসা প্রকরণে কথিত হইবে।

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

জ্বরের লক্ষণ।

বাতপ্রধান জ্বর, পিত্তপ্রধান জ্বর, বাতশ্লেষ্ম জ্বর এবং সন্নিপাত জ্বরই আমাদের দেশে সচরাচর প্রাদুর্ভূত হয়। তজ্জন্য অগ্রে উক্ত চারি প্রকার জ্বরের লক্ষণ নাতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। পরের অধ্যায়ে চিকিৎসা প্রণালী বলা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, যে প্রকার চিকিৎসা চিকিৎসকের অপেক্ষা না করিয়া চলিতে পারে তাহাই কথিত হইবে।

জ্বরে লঙ্ঘন, লঘু ভোজন, বায়ু সেবন এবং জল পান প্রভৃতির যেরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তৎসমুদয় পরিপালন করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রণালী অনুসারে চিকিৎসিত হইলে সাধ্যজ্বর অবশ্যই প্রশমিত হয়।

১

বাতপ্রধান জ্বর।

বাতপ্রধান জ্বর আসিবার আগে ঘন ঘন হাঁই উঠিতে থাকে। হাতের, পায়ের এবং নাকের প্রান্তভাগ শীতল হয়। তার পর শীত করিয়া অথবা কম্প দিয়া জ্বর আইসে। এক দিন পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ দুপরের আগে আর এক দিন বৈকালে জ্বর আসা বাতপ্রধান জ্বরের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। যে দিন পূর্ব্বাহ্নে জ্বর আইসে সে দিন শীত বা কম্প খুব বেশী হয়, জ্বর-বেগও প্রবল হয়। বৈকালে জ্বর আসার দিন কম্প প্রায়ই হয় না, শীতও খুব কম হয়; গায়ের তাপও আগের দিনের ন্যায় প্রবল হয় না। শীত বা কম্পাবস্থা গেলে হাত, পা এবং নাক ও কানের

প্রান্তভাগ গরম হয়, জ্বর পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়। জ্বর ফুটিয়া ওষ্ঠ, মুখ এবং গলা শুকাইতে থাকে, কখন কখন প্রবল পিপাসা উপস্থিত হয়। যে জল পান করা যায় তাহা বমন হইয়া উঠিয়া যায়। শিরো-বেদনা, গা কামড়ানি বিশেষতঃ পায়ের গোছা কামড়ানি, বুকে ব্যথা, মুখের বিরসতা, মলের কাঠিন্য, পেট বেদনা এবং আধ্মান অর্থাৎ পেট ফাঁপা প্রভৃতি বাতপ্রধান জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ।

২

পিত্তপ্রধান জ্বর।

পিত্তপ্রধান জ্বরে এক সময়েই সর্ব্বশরীরে তাপের উদয় হয়, জ্বরের তাপও খুব বেশী হয়। পিত্তবমন এবং পিত্তভেদ এই জ্বরের দুইটী বিশিষ্ট লক্ষণ। কখন কখন পিত্তের সঙ্গে অথবা স্বতন্ত্র রক্ত উঠিতেও দেখা যায়। চোখ এবং মুখ পীত বা হরিত শ্রী ধারণ করে, প্রস্রাবও হলুদ বর্ণ হয়। কখন কখন বা সকল শরীর পীতাভ হইয়া উঠে। মুখ শোষ এবং পিপাসা জ্বর-প্রকোপের সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মুখ অত্যন্ত বিরস এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়, ভালরূপ ঘুম হয় না এবং প্রবল গাত্র দাহ ও মাথার সন্তাপে রোগী অস্থির হইয়া উঠে। *

৩

বাতশ্লেষ্ম জ্বর।

বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে গায়ের তাপ বড় বেশী হয় না। সকল গা বিশেষতঃ মাথা খুব ভার বোধ হয়, মাথা কামড়াইতেও থাকে। ভালরূপ ঘুম হয় না কিন্তু তন্দ্রা দূর হয় না, অর্থাৎ ঘুমের ঝোঁক ঘুচে না। এই জ্বরে কাসের বেগ প্রায়ই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু জ্বরের শুদ্ধ সামাবস্থায়

* শ্লেষ্ম প্রধান জ্বর। (পরিশিষ্টে দেখ)

শ্লেষ্মা উঠে না অথবা অতি অল্পই নিঃসৃত হয়। বুকে, পিঠে এবং পাশড়ে বেদনা বোধ হইতে থাকে, সময়ে সময়ে সে বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে কাহার কাহারও শ্লেষ্মা বমন হয়, কাহারও বা হয় না। এই জ্বরে কিছুই খাইতে ইচ্ছা করে না ক্ষুধাও বোধ হয় না।

৪

সন্নিপাত জ্বর।

সন্নিপাত জ্বর, আবির্ভাবের দিন হইতে মর্য্যাদা কাল পর্য্যন্ত বিচ্ছেদ পায় না। দিবসের মধ্যে কোন সময়ে জ্বরের তাপ একটু কমিয়া আবার বাড়িয়া উঠে। কখন কখন জ্বরের তাপ প্রতি দিবসে দুইবার কম পড়ে ও দুইবার বৃদ্ধি পায়। দুইবারের অধিক বারও কমিতে বাড়িতে দেখা যায়।

সন্নিপাত জ্বর শরীরে আবির্ভূত হইলে রোগী অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠে, কিছুতেই সোয়াস্তি বোধ করে না। কখন শীত বোধ হয়, কখনও বা গা জ্বালা করিতে থাকে। এই জ্বরে মাথায় নানাপ্রকার অসুখের সঞ্চার হয়। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের আধিক্য হইলে, শিরঃশূল অর্থাৎ মাথা ধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের স্থানে স্থানে রক্ত বদ্ধ হইলে চক্ষু লাল হইয়া উঠে এবং নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। মস্তিষ্কে শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ তথায় রক্তের সুখ সঞ্চারের ব্যাঘাত ঘটিলে মাথা ভার, চক্ষুর অলসতা বা আবল্য, অতি নিদ্রা এবং তন্দ্রা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কে রক্তহীনতা উপস্থিত হইলে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে।

বুকের মধ্যে যে ফুস্‌ফুস্ অর্থাৎ ফুল্‌কো আছে তাহার স্থানে স্থানে কফ বা রক্ত মিশ্রিত কফ সঞ্চিত হইলে বুকে, পিঠে এবং

পাঁশড়ে বেদনা হয় এবং কাস শ্বাস এবং রক্ত মিশ্রিত কফ নিষ্ঠীবন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই জ্বরে পরিপাক শক্তি খুব কমিয়া যায় অথবা নষ্ট হয়। তজ্জন্য উদরের গুরুতা, আধ্মান অর্থাৎ পেট ফাঁপা, মলের কঠিনতা মূত্রের অল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় জিহ্বার উপরিভাগে ঈষৎ হলুদ বর্ণ বা সাদা রঙ্গের মল সঞ্চিত থাকে, তার পর জিহ্বার উপরি দেশ গো জিহ্বার ন্যায় কাল ও খরস্পর্শ হইয়া উঠে।

অস্থি ও সন্ধিদেশে বেদনা, গায়ে লাল লাল চাকা উঠা, পিপাসা, শিরোলোঠন, ভ্রম এবং প্রলাপ প্রভৃতি এই জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ।

সন্নিপাত জ্বরে হিক্কা এবং অতীসার প্রভৃতি নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে।

বাতপ্রধান জ্বর চিকিৎসা।

জল খুব গরম করিয়া বোতলে পুরিবে। তারপর কাক দিয়া বোতলের মুখ ভালরূপে বন্ধ করিতে হইবে। গরম জল-পূর্ণ চারি পাঁচটী বোতল লেপের মধ্যে রোগীর উভয় পার্শ্বে রাখিয়া দিলে শীঘ্রই শীত বা কম্প দূর হয়।

হাত পা খুব ঠাণ্ডা হইলে কাপড় গরম করিয়া হাতে পায়ে তাপ দিলে বিশেষ উগকার লাভ করা যায়।

পিপাসা উপস্থিত হইলে গরম গরম জল পান করিতে দিবে। গরম জলের তাপে আমাশয়ের অভ্যন্তর গাত্রে পরিলিপ্ত আম ও কফ দ্রব হইয়া স্থানচ্যুত হইলে জলশোষক নলীর মুখ মুক্ত হয় সুতরাং যে জল পান করা যায় তাহা অবাধে শোষিত হইয়া পিপাসার শান্তি করে।

বাতপ্রধান জ্বরে মল কঠিন হইয়া কোষ্ঠ মধ্যে সঞ্চিত রহে। গরম জল পান করিলে বদ্ধমল নিঃসৃত হইতে পারে।

দীর্ঘকাল মল বদ্ধ রহিলে মল হইতে এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্প উদ্ভূত হয়, সেইরূপ বাষ্প শরীরের বিশেষ অপকার করে। গরম জল পান করিলে সেই বিষাক্ত বাষ্প দ্রব হইয়া রোমকূপ পথ দিয়া কি প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়।

পিপাসা শান্তির জন্য, জ্বরের সামাবস্থায়, শীতল জল পান করিলে প্রায়ই বমন হইয়া উঠিয়া যায়; গরম জল উঠিয়া যায় না। বরং বমন বিদ্যমান রহিলে গরম জল পান করিলে তাহার শান্তি হয়।

গরম জল পানের এই সকল উপকারিতা স্মরণ রাখিয়া বাতপ্রধান জ্বরে, শ্লেষ্ম জ্বরে এবং সন্নিপাত জ্বরে তপ্ত জল পান করিতে দিবে।

বাতপ্রধান জ্বরের ঔষধ।

১

বাতপ্রধান জ্বরের স্তব্ধ সামাবস্থায় অপামাগ অর্থাৎ আপাঙ্গের মূল ২ ভরি এবং আদা ॥০ আধ ভরি, কিঞ্চিৎ জলের সঙ্গে উত্তমরূপে ছেঁচিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। সেই রসের সঙ্গে ৩ রতি সৈন্ধবের গুঁড়া দিয়া দিবসে ৩ বার পান করিতে দিতে হইবে।

২

বাতপ্রধান জ্বরের অস্তব্ধ সামাবস্থায় নিম্নলিখিত কষায় পান করিতে দিলে জ্বরারম্ভক দোষ শীঘ্রই পরিপাক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমরস নির্মুক্ত হয়। কষায়কে চলিত কথায় পাচন বলে।

শুঁঠ ৩২ রতি, দেবদারু ৩২ রতি, ধনিয়া ৩২ রতি, বৃহতী অর্থাৎ ব্যাকুড় বা তিত বেগুণ ৩২ রতি এবং কণ্টকারী ৩২ রতি।

উত্তমরূপে পরিষ্কার করা দ্রব্য পাঁচন খানির প্রত্যেক দ্রব্য ৩২টী কুঁচের পরিমাণে ওজন করিয়া লইয়া এক সঙ্গে মিশাইয়া হামান দিস্তায়, শিলে কি খলে উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে। তারপর একটী

উপযুক্ত মেটে পাত্রে রাখিয়া তাহাতে ৮ ভরি জল ওজন করিয়া দিবে। পাত্রটী চুলার উপর ঠিক ভাবে রাখিয়া একখানি বাঁশের শলা কি কঞ্চি জলের মধ্যস্থল দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিয়া পাত্রের তলদেশ স্পর্শ করিয়া জল সীমায় একটী দাগ কাটিবে। তারপর আরও ২৪ চব্বিশ ভরি জল দিয়া উপরের জল সীমায় আর একটা দাগ কাটিবে। তারপর শলাকা উঠাইয়া মৃদু মৃদু কাঠের আগুণের জ্বাল দিবে। যখন জল ক্ষয় হইয়া নিচের দাগে নামিবে তখন নামাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। কাটির মাপ রাখিলে প্রত্যহ জল ওজন করিতে হইবে না। কাটির উপরের দাগ পর্য্যন্ত জল দিয়া নিচের দাগ পর্য্যন্ত নামিলে পাক সিদ্ধ হইবে।

৩

জ্বর নিরাম হইলে নিয়লিখিত কষায় এবং স্বরস পানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাতঃকালে কষায় এবং বৈকালে স্বরস পান করিতে দিবে।

কষায়—চিরতা ১৬ রতি, ভাদলার মুতা ১৬ রতি, গুড়ূচী ১৬ রতি বালা ১৬ রতি, বৃহতী (ব্যাকুড়) ১৬ রতি, কণ্টকারী ১৬ রতি, গোক্ষুর ১৬ রতি, শালপান ১৬ রতি, চাকুলে ১৬ রতি এবং শুঁঠ ১৬ রতি। পাকের জল ৩২ ভরি শেষ ৮ ভরি। পূর্ব্ব কথিত নিয়ম অনুসারে পাক করিবে।

স্বরস—গুড়ূচী ৮ তোলা এবং শতমূলী ৪ তোলা এক সঙ্গে পেষণ করিয়া ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। সেই রস ৪ তোলার সঙ্গে ॥০ আধ তোলা এক বছরের পুরাতন ইক্ষু গুড় গুলিয়া পান করিতে দিবে।

৪

হিঙ্গুলেশ্বর বাতপ্রধান জ্বরের এবং অন্যান্য অনেক রকম জ্বরের

একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতি কম খরচে হিঙ্গুলেশ্বর তৈয়ার হয় সুতরাং সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। যে সকল চিকিৎসক ভালরূপে ঔষধ তৈয়ার করেন তাঁহাদের ঔষধালয় হইতে কিনিয়া আনিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। একটু আয়াস স্বীকার করিলে তৈয়ার করিয়াও লওয়া যায়। নিম্নে হিঙ্গুলেশ্বরের তৈয়ার করিবার প্রণালী লিখিত হইল। ঔষধটী তৈয়ার করিয়া রাখিলে সময়ে সময়ে আপনাদের এবং প্রতিবেশীগণের অনেক উপকারে আসিতে পারে।

হিঙ্গুলেশ্বর তৈয়ার করিতে তিনখানি জিনিস লাগে। একখানি হিঙ্গুল, আর একখানি অমৃত অর্থাৎ মিঠা বিষ, অপরখানি পেপুল। তিনখানি জিনিসই বেণে মসল্লার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

হিঙ্গুল আর মিঠে বিষ শোধন করিয়া ঔষধের কাজে লাগাইতে হয়। তজ্জন্য আগে হিঙ্গুলের ও মিঠা বিষের শোধন প্রণালী কথিত হইতেছে।

১। হিঙ্গুল শোধন—মুর্শিদাবা'দে হিঙ্গুল নামে প্রসিদ্ধ হিঙ্গুল ১ ভরি, জাম্বির অর্থাৎ গোড়ালেবুর রসে, একটি পাথরের কি কাচের অথবা মাটীর পাত্রে, ভিজাইয়া রৌদ্রে রাখিবে। রস শুকাইয়া গেলে পুনরপি রস দিবে ও রৌদ্রে শুকাইবে। এইরূপে সাতবার রস দেওয়া ও শুকান হইলে নির্ম্মল জল দিয়া পুনঃ পুনঃ ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে।

২। পুরাণ, পোকাধরা এবং হাল্‌কা না হয়, নোয়াইলে নুইয়া ভাঙ্গিয়া যায় এরূপ টাট্‌কা মিঠা বিষ ২।১ ভরি লইয়া জাঁতি দিয়া চাক্ চাক্ করিয়া কাটিয়া লইবে। তারপর গাই গরুর টাট্‌কা চোণায় ভিজাইয়া রাখিবে। দুই দিন পরে তৃতীয় দিনে চোণা হইতে উঠাইয়া একখানি ছুরি দিয়া পাশের বাকল্‌গুলি উঠাইয়া ফেলিবে। তারপর

পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া উত্তমরূপে শুকাইয়া লইবে। শুকাইলে যে গুলি সাদা হইয়া যাইবে সে গুলি পরিত্যাগ করিবে।

৩। পেঁপুল বেশ করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

শোধন করা হিঙ্গুল একখানি কঠিন পরিষ্কার পাথরে কি খলে পরিষ্কার নোড়া দিয়া মাড়িয়া সিঁন্দূরের ন্যায় করিতে হইবে।

শোধন করা মিঠা খুব কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া এক সিকি ওজন করিয়া লইয়া একটু পরিষ্কার জলের সহিত একটা পাথরের, কাঁচের কি মাটীর পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে।

প্রথমতঃ একখানি পরিষ্কার পাথরে কি খলে, ভিজান মিঠা আবশ্যক মত জলের সঙ্গে পরিষ্কার নোড়া দিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া ফেনের ন্যায় করিয়া লইবে। তারপর তাহাতে ।০ এক সিকি উক্তরূপে গুঁড়া করা হিঙ্গুল দিয়া পুনরপি মাড়িবে। শেষে ।০ সিকি পেঁপুলের গুঁড়া দিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া, আবশ্যক হইলে রৌদ্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া পুনরপি মাড়িয়া বটী বাঁধিবার উপযোগী করিয়া লইবে।

শুকাইলে ॥০ অর্দ্ধরতি ওজনে হয় এরূপ পরিমাণে বড়ী বাঁধিবে। তারপর শুকাইয়া শিশিতে রাখিয়া দিবে।

হিঙ্গুলেশ্বর কম্প জ্বরের মহৌষধ। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ১ বটী, দুই প্রহরের পর ১ বটী এবং রাত্রি ১ প্রহরের সময় ১ বটী সেবন করিলে অতি সত্বর কম্পজ্বর নিবৃত্ত হয়। বমন বিদ্যমান রহিলে দিবসে ১ বটী মাত্র প্রয়োগ করিবে। বালকের পক্ষে ।০ বটী ১০।১২ বৎসর বয়স্ক দিগকে ॥০ বটী দিবে। দইয়ের পরিষ্কার মাতের সঙ্গে অথবা ইক্ষুচিনির সঙ্গে মাড়িয়া জল দিয়া গুলিয়া সেবন করিতে হইবে।

পিত্তপ্রধান জ্বর চিকিৎসা।

দ্বাদশ অধ্যায় দেখিয়া স্তব্ধ সাম, অস্তব্ধ সাম এবং নিরাম পিত্তপ্রধান জ্বরে পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

পিপাসা উপস্থিত হইলে ৫৯ পৃষ্ঠায় মুতা এবং ক্ষেতপাপড়া প্রভৃতি দ্রব্য ছয় খানির যোগে যেরূপে জল তৈয়ার করার কথা বলা হইয়াছে সেইরূপে জল তৈয়ার করিয়া পান করিতে দিবে।

পিত্তপ্রধান জ্বরে গায়ের জ্বালা, হাত পায়ের জ্বালা পেট জ্বালা এবং মাথার জ্বালা আর সেই সঙ্গে নানা রমম মাথার যাতনা উপস্থিত হয়। তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠে। সুতরাং বিশেষ যত্ন করিয়া ঐ সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার শান্তি করা উচিত।

১

সন্ধ্যার সময় কি রাত্রিকালে, টাট্‌কা ধনিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া ২ ভরি ওজন করিয়া হামান দিস্তায় বেশ করিয়া কুটিয়া পাকা আধ সের অর্থাৎ ৪০ ভরি জলের সঙ্গে মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে পাক করিবে। সিকি অংশ অর্থাৎ ১০ ভরি থাকিতে নামাইয়া একটী পাথরের কি কাচের অথবা মেটে পাত্রে রাখিয়া দিবে। পরদিন প্রাতঃকালে পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহাতে আধ তোলা ইক্ষু চিনি দিয়া পান করিলে গায়ের জ্বালা, পেট জ্বালা এবং হাত পায়ের জ্বালা নিবারণ হয়। দুই তিন দিন ব্যবহার করিতে হয়।

২

তেলাকুচার পাতার আত্মরসের সঙ্গে অল্প ভাজা যইনের গুঁড়া বেশ করিয়া মিশাইয়া হাতের ও পায়ের তলে মালিশ করিলে হাত পা জ্বালা নিবারণ হয়।

৩

খোসা ছাড়ান ভুঁই-কুমড়া ১ ভরি, লোধকাষ্ঠ ১ ভরি, কয়েত বেলের শাঁস ১ ভরি, কলম্ব লেবুর কেশর (রোয়া) ভরি এবং দাড়িমের রস ২ ভরি এক সঙ্গে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মাথার তালুতে পুরু প্রলেপ দিলে মাথার জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়।

৪

দাহযুক্ত জ্বরিত ব্যক্তি উত্তানভাবে অর্থাৎ চিত হইয়া শুইয়া থাকিবে। তামার, কাঁসার অথবা পিত্তলের একটী বড় বাটী তাহার নাভির উপর স্থাপন করিয়া তাহাতে গাড়ুর নালে শীতল জলের ধারা দিবে। পাত্রটী পূর্ণ হইলে জল পরিত্যাগ করিয়া পুনরপি ধারা দিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে দাহ নিবারণ হয়। হিক্কা প্রভৃতিও প্রশমিত হইতে পারে।

পিত্তজ্বরে বমি নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ দুইটীর যে কোনটী প্রয়োগ করিবে।

১

টাট্‌কা ভাজা খৈ ✓।॰ এক পোয়া, মিছিরি ✓॰ এক ছটাক, মনেক্কা বা কিচ্‌মিচ্‌ আধ ছটাক এবং ইছাবগুল আধ তোলা এক সঙ্গে ✓॥॰ আধ সের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। মিছরি গুলিয়া গেলে খৈ প্রভৃতি দ্রব্য সমস্ত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া জল গ্রহণ করিবে। সেই জল এক ছটাক পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পান করিলে বমন নিবারণ হয়।

২

খৈ আধ পোয়া, কাঁচা নিমের পাতা আধ ছটাক এক পোয়া জলের সঙ্গে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া ২॥॰ আড়াই ভরি মাত্রায় ৩।৪ বার পান করিলে বমি নিবারণ হয়।

পিত্তপ্রধান জ্বরের স্তব্ধ সামাবস্থায় বিবেচনা পূর্ব্বক লঙ্ঘন ও লঘু ভোজনের ব্যবস্থা করিবে এবং দাহ-তৃষ্ণা বমন নিবারণের জন্য যে সকল ঔষধ কথিত হইল, প্রয়োজন অনুসারে সেই সমস্ত প্রয়োগ করিবে। জ্বরের স্তব্ধ সামাবস্থা গত হইলে জ্বর শান্তির জন্য কষায় অর্থাৎ পাঁচন সেবন করিতে হইবে।

১

কাঁচা গুড়ূচি অর্থাৎ গুলঞ্চ ৩২ রতি, নিমের শিকড়ের অভাবে গাছের কাঁচা ছাল ৩২ রতি ধনিয়া ৩২ রতি, পদ্ম কাষ্ঠ ৩২ রতি এবং রক্তচন্দন ৩২ রতি এক সঙ্গে কুটিয়া ৩২ ভরি জলের সঙ্গে মেটে পাত্রে পাক করিবে। ৮ ভরি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়।

২

ক্ষেত্র পর্পটী অর্থাৎ ক্ষেত পাপড়া ২ ভরি পেষণ করিয়া ৩২ ভরি জলের সঙ্গে পাক করিয়া ৮ ভরি থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

৩

ক্ষেত পাপড়া ৪০ রতি, রক্তচন্দন ৪০ রতি, বালা ৪০ রতি এবং শুঁঠ ৪০ রতি। একত্র পেষণ করিবে। পাকের জল ৩২ ভরি, শেষ ৮ ভরি। ছাকিয়া পিত্তজ্বর শান্তির জন্য পান করিতে দিবে।

৪

কাঁচা গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, কাঁচা নিমের ছাল, কাঁচা পল্‌তা, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন এবং মুতা। প্রতি দ্রব্য ২০ রতি। পাকের জল ৩২ ভরি শেষ ৮ ভরি, ছাকিয়া পান করিবে।

জয়াবটী পিত্তপ্রধান জ্বরের এবং অন্য কয়েক প্রকার জ্বরের

একটী ভাল ঔষধ। একটু চেষ্টা করিলেই ঔষধটী তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়। কোন স্থানে ভাল ঔষধ পাওয়া গেলে ক্রয় করিয়াও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শোধন করা অমৃত অর্থাৎ মিঠা, শুঁঠ, পেঁপুল, মরিচ, নিমের পাতা, হলুদ, বিড়ঙ্গ এবং মুতা এই আটখানি দ্রব্য যোগে জয়াবটী তৈয়ার করিতে হয়।

মিঠা কেমন করিয়া শোধন করিতে হয় তাহা বলিয়াছি। পৃষ্ঠায় দেখ। শুঁঠ এবং পেঁপুল বেশ করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। মরিচ জলে ফেলিলে যে গুলি মগ্ন হইয়া যায় সেই গুলি ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। পৌষ মাঁঘ মাসে হলুদ উঠাইয়া চাক চাক করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয় অভাবে অল্প সিদ্ধ করা ভাল হলুদও ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিড়ঙ্গ পেষণ করিয়া খোসা ঝাড়িয়া দানা গ্রহণ করিবে। মুতা উঠাইয়া শিকড় ছাটিয়া ধুইয়া লইবে। বেশ সতেজ নিমগাছের পাতা গ্রহণ করিবে।

শুঁঠ প্রভৃতি সাতখানি দ্রব্য বেশ করিয়া শুকাইয়া পৃথক পৃথক রূপে গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া দিবে। প্রতি দ্রব্যের প্রয়োজন বুঝিয়া, এক ভরি কি আধ ভরি অথবা সিকি ভরি গুঁড়া লইবে। প্রতি দ্রব্যের গুঁড়া যত খানি করিয়া লওয়া হইয়া থাকে, সেই পরিমাণের অমৃত ছাগলের টাট্‌কা চোণায় ভিজাইয়া রাখিবে।

প্রথমে ছাগলের চোণায় ভিজান অমৃত একখানি পরিষ্কার পাথরে কি পাথরের থলে পাথরের নোড়া দিয়া পেষণ করিবে। যে চোণায় ভিজান ছিল সেই চোণা দিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া ফেনের ন্যায়

করিতে হইবে। তারপর অমৃতের তুল্য পরিমিত আর সাতখানি দ্রব্যের গুঁড়া একে একে মিশাইবে। সমুদয় দ্রব্য মিশান হইলে প্রয়োজন মত ছাগলের চোণা দিয়া বহুক্ষণ মাড়িতে হইবে। তারপর রৌদ্রে রাখিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া বটী বাঁধিবার উপযোগী করিয়া, শুকাইলে ২ রতি হয় এমন পরিমাণে, বটী বাঁধিবে। বটী তৈয়ার হইলে রৌদ্রে শুকাইয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে।

নিরাম পিত্তপ্রধান জ্বরে বল্‌কা দুগ্ধের সঙ্গে জয়াবটী দিবসে তিনবার সেবন করিলে অতি সত্বর জ্বর আরোগ্য হয়।

পাঁচ প্রকার বড়ী আর চারি রকম চূর্ণ ঔষধ।

হিঙ্গুলেশ্বর, জয়াবটী, কফচিন্তামণি, মৃত্যুঞ্জয় এবং কস্তুরীভৈরব এই পাঁচরকম বড়ী ঔষধ, আর চাতুর্ভদ্রাবলেহ, অষ্টাঙ্গবলেহ, অগ্নিমুখ চূর্ণ এবং এলাদি চূর্ণ এই চারি প্রকার চূর্ণ অর্থাৎ গুঁড়া ঔষধ নানা প্রকার জ্বর চিকিৎসার জন্য সচরাচর প্রয়োজন হয়। এই নয় প্রকার ঔষধ তৈয়ার করিয়া রাখা অথবা প্রয়োজন মত তৈয়ার করিয়া লওয়া কঠিন কাজ নহে; খরচও বেশী পড়ে না। বুদ্ধিমান্ গৃহস্থগণ একটু মনোযোগ করিলেই তৈয়ার করিয়া রাখিতে পারেন। একটু মিঠা আর একটু হিঙ্গুল শোধন করিয়া রাখিলে প্রয়োজন কালে ঔষধ তৈয়ার করিয়াও লওয়া যাইতে পারে। ঔষধগুলির অন্যান্য উপাদান যখন তখন সংগ্রহ করিয়া লওয়া যায়। নিম্নে ঔষধ কয়েকটীর প্রস্তুতী প্রণালী কথিত হইল।

১

হিঙ্গুলেশ্বর।

(৩৮০ পৃষ্ঠা দেখ)

২

জয়াবটী

(৩৮৫ পৃষ্ঠা দেখ)

৩

কফ চিন্তামণি।

শোধন করা হিঙ্গুল চূর্ণ এক ভরি, ইন্দ্রযব চূর্ণ ১ ভরি, সোহাগার খৈ ১ ভরি, সিদ্ধির বীজ চূর্ণ ১ ভরি, মরিচ চূর্ণ ১ ভরি এবং রসসিন্দুর চূর্ণ ৩ ভরি ওজন করিয়া লইয়া একে একে সমস্ত দ্রব্যগুলি, এক খানি অতি পরিষ্কার পাথরে কি খলে পরিষ্কার নোড়া দিয়া, মিশাইয়া লইবে। তারপর অনেকক্ষণ মাড়িবে। উত্তমরূপে মাড়া হইলে আদার স্বরস দিয়া পুনরপি বহুক্ষণ মাড়িবে। বটী বাঁধিবার উপযোগী হইলে, শুকাইয়া ২ রতি থাকে এরূপ পরিমাণে বড়ী বাঁধিয়া শুষ্ক করত কাচের শিশির মধ্যে রাখিয়া দিবে।

হিঙ্গুল—হিঙ্গুল শোধন করিবার কৌশল ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। কেমন করিয়া চূর্ণ করিতে হয় তাহাও বলিয়াছি। কেয়াফুলের মধ্যস্থিত ধূলির ন্যায় কোমল স্পর্শ হিঙ্গুল ১ ভরি ওজন করিয়া লইতে হইবে।

ইন্দ্রযব—ইন্দ্রযব বেণে মসল্লার দোকানে পাওয়া যায়। টাট্‌কা ইন্দ্রযব ঔষধের কার্য্যে ব্যবহার করা উচিত। ইন্দ্রযব জলে ফেলিলে যে গুলি ডুবিয়া যাইবে সেইগুলি শুকাইয়া চূর্ণ করত পরিষ্কার কাপড়ে ছাকিয়া, গুঁড়া লইবে।

সোহাগার খৈ—একটা নূতন হাঁড়ী বা পাতিলের ভিতরের বালি উত্তমরূপে ঝাড়িয়া লইবে। সেই পাতিল বা হাঁড়ী চুলার উপর

রাখিয়া তাহাতে এক ছটাক সোহাগার গুড়া ছড়াইয়া দিয়া তীব্র জ্বাল দিতে থাকিবে। তাপ পাইলে আদৌ সোহাগা দ্রব হইবে, তার পর ফুটিয়া খৈএর মত হইবে। চিড় চিড় শব্দ থামিলেই নামাইয়া রাখিতে হইবে। জুড়াইয়া গেলে উঠাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

সিদ্ধির বীজ—সিদ্ধি বা ভাং নামক গাছের ভাল পাকা বীজ লইতে হয়। চৈত্রমাস হইতে জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ পর্য্যন্ত বীজ পাকিবার সময়। সিদ্ধির গাছ শুকাইয়া ঝাড়িয়া লইলেই বীজ পাওয়া যায়। যাহারা পাটনাই সিদ্ধির ব্যবসায় করে তাহাদের কাছেও সিদ্ধির বীজ কিনিতে পাওয়া যায়।

মরিচ—মরিচ জলে ফেলিলে যে গুলি ডুবিয়া যায়, সেইগুলি শুকাইয়া চূর্ণ করত পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

রস সিন্দূর—অসুলভ জিনিষ নহে। বঙ্গের দ্বারে দ্বারে এই জিনিস বিক্রয়ার্থ আসে, পসারির দোকানেও পাওয়া যায়। উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঔষধের কাজে লাগাইতে হয়।

মৃত্যুঞ্জয়।

প্রয়োজন অনুসারে ১ ভরি কি আধ ভরি অথবা এক শিকি পরিমিত শোধিত অমৃত অর্থাৎ মিঠা বিষ কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া কিঞ্চিৎ আদার রসে ভিজাইয়া রাখিবে। রসে ভিজিয়া কোমল হইলে একখানি পরিষ্কার পাথরে কি খলে পরিষ্কার নোড়া দিয়া সেই মিঠাটুকু উত্তমরূপে মাড়িয়া মাড়িয়া ফেনের ন্যায় করিয়া লইবে। তারপর যতটুকু মিঠা লওয়া হইয়া থাকে তাহার দুইগুণ শোধন করা হিঙ্গুলের গুঁড়া তাহাতে মিশাইয়া

পুনরপি মাড়িবে। তারপর মিঠার সমান ওজনে মরিচের গুঁড়া, পিঁপুলের গুঁড়া, শোধন করা গন্ধকের গুঁড়া এবং সোহাগার খৈ একে একে মিশাইয়া প্রয়োজন মত আদার রস দিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া বটী বাঁধিবার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। শুকাইলে আধ রতি হয় এরূপ পরিমাণে বড়ী বাঁধিয়া শুকাইয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিবে।

৫

কস্তুরীভৈরব।

শোধন করা মিঠা বিষ ১২ রতি (বারটী কুঁচের ওজনে বা একটী দু-আনির ওজনে) লইয়া কুটি কুটি করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সঙ্গে ভিজাইয়া রাখিবে। কোমল হইলে উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহাতে ১২ রতি শোধন করা হিঙ্গুল চূর্ণ দিয়া, আবশ্যকানুরূপ জলের সঙ্গে বহুক্ষণ মাড়িবে। উভয় দ্রব্য উত্তমরূপে মিশিয়া গেলে তাহার সঙ্গে সোহাগার খৈ ১২ রতি, জায়ফল চূর্ণ ১২ রতি, জৈত্রী চূর্ণ ১২ রতি, মরিচ চূর্ণ ১২ রতি, পেঁপুলের গুঁড়া ১২ রতি এবং ভাল মৃগনাভি ১২ রতি পর পর মিশাইয়া প্রয়োজন মত পরিষ্কার জলের সঙ্গে বাড়িয়া বড়ী বাঁধিবার উপযোগী করিয়া লইয়া ২ রতি পরিমাণে বড়ী বাঁধিবে। তারপর রৌদ্রে শুকাইয়া উপযুক্ত শিশির মধ্যে রাখিয়া দিবে।

৬

চাভুর্ভদ্রাবলেহ।

কট্‌ছাল চূর্ণ ১ ভরি, কুড়কাষ্ঠ চূর্ণ ১ ভরি, কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ ১ ভরি এবং পেঁপুল চূর্ণ ১ ভরি উত্তমরূপে মিশাইয়া শিশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। সমুদয় দ্রব্যই বেণেমসল্লার দোকানে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ গুঁড়া করিয়া পুরু পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

অষ্টাঙ্গাবলেহ।

কট্‌ছাল চূর্ণ ১ ভরি, কুড়কাষ্ঠ চূর্ণ ১ ভরি, কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ ১ ভরি, পেঁপুল চূর্ণ ১ ভরি, মরিচ চূর্ণ ১ ভরি, শুঁঠ চূর্ণ ১ ভরি, দুরালভা চূর্ণ ১ ভরি এবং কৃষ্ণজীরা অর্থাৎ কেলে জীরে চূর্ণ ১ ভরি। এক সঙ্গে মিশাইয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হইবে। সমুদয় দ্রব্য মসলার দোকানে পাওয়া যায়। দ্রব্যগুলি আনিয়া আগে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে। তারপর গুঁড়া করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

অগ্নিমুখ চূর্ণ।

১৪৯ পৃষ্ঠায় অগ্নিমুখচূর্ণের দ্রব্য গ্রহণ প্রস্তুত বিধি এবং প্রয়োগ প্রণালী সবিস্তারে বলা হইয়াছে।

৯

এলাদি চূর্ণ।

প্রস্তুতি বিধি ও প্রয়োগ প্রণালী প্রভৃতি ১৮৯—১৯০ পৃষ্ঠায় দেখ।

বাতশ্লেষ্মা জ্বর-চিকিৎসা।

বাতশ্লেষ্মা-জ্বর চিকিৎসা করিতে হইলে আগে জ্বরের এবং যাহার জ্বর হইয়াছে তাহার অবস্থা ভাল করিয়া জানিয়া লইতে হয়। রোগী সবল কি দুর্ব্বল, বর্ত্তমান জ্বরের আগে তাহার কোন প্রকার পীড়া ছিল কি না, জ্বরে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, কোন্ কোন্ উপদ্রবই বা উপস্থিত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয় ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে।

বাতশ্লেষ্ম-জ্বর চিকিৎসা স্তব্ধ সামাবস্থায়, আহারে অনিচ্ছা, পেট ভার, চোক মুখের ছল ছল ও টল্ টল্ ভাব, জিহ্বার উপরিদেশে মল সঞ্চয়, মাথা ভার, গা কামড়ানি, সর্ব্বদাই ঘুমের ঝোক অথচ সুনিদ্রার অভাব এবং মাথা কামড়ানি প্রভৃতি লক্ষণ সমস্ত বিদ্যমান রহিলে অবশ্যই লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করিবে। পিপাসা উপস্থিত হইলে গরম গরম জল খাইতে দিবে। রোগী যদি খুব দুর্ব্বল হয় তাহা হইলে (৩৬৯ পৃষ্ঠায়) লিখিত ১ বা ২ সংখ্যক পথ্য দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগগুলি বাতশ্লেষ্ম জ্বরের স্তব্ধ সামাবস্থায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়।

১

বেশ পরিপুষ্ট সরস আদায় এক আঙ্গুল পুরু কাদার লেপ দিবে। সেই লেপ দেওয়া আদা কাঠের কয়লার কি ঘুঁটের আগুনের মধ্যে রাখিবে, লেপ কঠিন হইলেই উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। পোড়ান আদা ১ ভরি, তুলসীর পাতা ২।।০ ভরি এক সঙ্গে ছেঁচিয়া কাপড়ে ছাঁকিলে যে টুকু সর পাওয়া যাইবে তাহা এক মাত্রায় পান করিতে হইবে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময়ে পান করা উচিত। ১০।১২ বছরের বালকদিগকে অর্দ্ধ মাত্রায় এবং ৫।৬ বছরের শিশুকে সিকি মাত্রায় দিতে হয়।

২

যদি অজীর্ণ থাকে তাহা হইলে—

অপামার্গ অর্থাৎ অপাঙ্গের মূল ৪ ভরি এবং পোড়ান আদা ১ ভরি এক সঙ্গে কিছু জলের সঙ্গে ছেঁচিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া যে রস পাওয়া যাইবে তাহার সঙ্গে ৩ রতি সৈন্ধব চূর্ণ এবং ২ রতি যইনের গুঁড়া দিয়া সেবন করাইবে।

৩

পোড়ান আদা এবং বিল্বপত্র একসঙ্গে কিছু জলের সঙ্গে ছেঁচিয়া রস গ্রহণ করিবে। সেই রস ২ তোলা মাত্রায় পান করিতে দিলে গাত্র বেদনা মাথাভার প্রভৃতি শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়।

৪

টাট্‌কা কাঁচা পেঁপুলের মূল ধুইয়া মুছিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। তারপর রস গ্রহণ করিয়া ১ ভরি পরিমাণে ৩ রতি সৈন্ধবের সহিত দিবসে ২।৩ বার পান করিতে দিবে।

৫

কাস থাকিলে ৫ রতি মাত্রায় চাতুর্ভদ্রাবলেহও প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় মধু দিয়া সেবন করাইবে।

৬

বুকে পিঠে এবং পাঁজড়ে বেদনা রহিলে গরম জলে পশমী কাপড় ভিজাইরা নিংড়াইয়া তাহাতে ২০।২৫ ফোঁটা টার্পিন তৈল দিয়া বেদনা স্থানে স্বেদ দিবে। যে দিকে টার্পিন তৈল দেওয়া হইয়াছে সেই ভাগ অঙ্গে সংলগ্ন করিতে হইবে। এক কি আধঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া স্বেদ দেওয়া উচিত। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় কি রাত্রিকালে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বুড়ি পানের স্বরস সৈন্ধব চূর্ণের সঙ্গে মিশাইয়া বেদনা স্থানে মালিশ করিলেও উপকার পাওয়া যায়।

৭

যন্ত্রণাদায়ক মাথা কামড়ানি উপস্থিত হইলে, কুড় কাষ্ঠ জলের

সঙ্গে ঘসিয়া ঘসা চন্দনের ন্যায় করিয়া লইয়া কপাল জুড়িয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

৮

পিপাসা খুব বেশী থাকিলে নিম্নলিখিতরূপে জল তৈয়ার করিয়া পান করিতে দিবে।

যষ্টিমধু ১ ভরি, মৌরী ১ ভরি উত্তমরূপে ছেঁচিয়া কাঁচি /৪ চারি সের সলের সঙ্গে পাক করিবে। /২ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া অল্প অল্প পান করিতে দিবে।

উপবাসের অযোগ্য স্থলে উপযুক্ত লঘুপথ্য নিষেবণ, তপ্তজল পান, স্বেদ, অবলেহ এবং পূর্ব্বোক্ত আমপাচন-শ্লেষ্মঘ্ন স্বরস সেবন করিলে অতি সত্বর বাতশ্লেষ্ম-জ্বরের প্রথমাবস্থা অর্থাৎ স্তব্ধ সামাবস্থা অপনীত হয়।

জ্বর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ অস্তব্ধ সামাবস্থায় উপস্থিত হইলে ক্ষুধা এবং পরিপাকশক্তি বুঝিয়া সুপথ্যের ব্যবস্থা করিবে। (৩৭০ পৃষ্ঠা দেখ।)

পিপাসা শান্তির জন্য যষ্টিমধু এবং মৌরী যোগে পাক করা জল পান করিতে দিবে।

অস্তব্ধ সামজ্বরে কাস বিদ্যমান রহিলে দিবসে দুই তিনবার, ৫ রতি মাত্রায়, অষ্টাঙ্গবলেহ মধুযোগে সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়।

এই অবস্থায় যদি অজীর্ণ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত। অগ্নিমুখ চূর্ণের সংস্থান না হইলে (৩৯১ পৃষ্ঠায়) লিখিত ২ সংখ্যক স্বরস স্বতন্ত্রভাবে অথবা মৃত্যুঞ্জয় নামক জ্বরঘ্ন ঔষধের সঙ্গে দিতে হইবে।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরের এবং কফ প্রধান জ্বরের সকল অবস্থায় কফচিন্তামণি বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়। বিশেষতঃ বাতশ্লেষ্ম-জ্বরের অস্তব্ধ সামাবস্থায় কফচিন্তামণি মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদা পোড়া ও তুলসী একত্র ছেঁচিয়া তাহার সঙ্গে প্রত্যহ ২।৩ বটী প্রয়োগ করিবে। কফচিন্তামণির অপ্রাপ্তি ঘটিলে আরগ্বধাদি কষায় দিতে হইবে।

আরগ্বধাদি।

সো'দাল বা সোমরাইল নামক গাছের পাকা ফলের মধ্যস্থিত মজ্জা বা আঠা ৩২ রতি, পেঁপুলের মূল ৩২ রতি, মুতা ৩২ রতি, কটকি ৩২ রতি এবং হরীতকী ৩২ রতি।

পেঁপুলের মূল প্রভৃতি দ্রব্য চারিখানি একসঙ্গে কুটিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে সো'দাল ফলের মজ্জা যোগ করিয়া ৩২ ভরি জলের সঙ্গে পাক করত ৮ ভরি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

আরগ্বধাদি কষায় মৃদু বিরেচন—সেবন করিলে অক্লেশে বদ্ধমল নিঃসৃত হইয়া যায় এবং দুই তিন দিন সেবন করিলেই জ্বর বেশ কমিয়া আইসে।

বাতশ্লেষ্ম-জ্বর নিরাম অবস্থায় উপস্থিত হইলে উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই সময়ে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ১ বটী, দুপরবেলা ১ বটী আর সন্ধ্যার সময় ১ বটী মৃত্যুঞ্জয় তুলসী পাতার রসের সঙ্গে প্রয়োগ করিবে এবং রাত্রি ১ প্রহরের সময় ১ বটী কস্তুরীভৈরব পানের রসের সঙ্গে দিবে। যদি উক্ত ঔষধ দুইটীর অপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত অষ্টাদশাঙ্গ কষায় পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

অষ্টাদশাঙ্গ কষায়।

বেলছাল ৯ রতি, শোণাছাল ৯ রতি, গণিয়ারিছাল ৯ রতি, গাম্ভারীরছাল ৯ রতি, পারুলছাল ৯ রতি, শালপান ৯ রতি, চাকুলে ৯ রতি, বৃহতী ৯ রতি, কণ্টকারী ৯ রতি, শটী ৯ রতি, কাঁকড়াশৃঙ্গী ৯ রতি, কুড় ৯ রতি দুরালভা ৯ রতি, বামনহাটীর মূলের ছাল ৯ রতি, ইন্দ্রযব ৯ রতি, পটোলের পাতা ৯ রতি এবং কট্‌কী ৯ রতি। দ্রব্য সমুদয় একত্র পেষণ করিয়া ৩২ ভরি জলের সঙ্গে পাক করিবে। ৮ ভরি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

সন্নিপাত জ্বর চিকিৎসা।

সকল প্রকার জ্বরে বিশেষতঃ সন্নিপাত জ্বরে রোগীকে খুব সাবধানে রাখিবে। রোগীর বাসের ঘর, শয়নের বিছানা এবং পরিবার ও গায়েদিবার কাপড় প্রভৃতি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা উচিত। যে ঘরে হাওয়া না খেলে আর আলো না যায় সে ঘরে রোগীকে রাখিবে না। বিছানার চাদর প্রত্যহ বদলাইয়া দিবে এবং সমস্ত শয্যা মাঝে মাঝে রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। রোগীর গায়ে যাহাতে হাওয়া না লাগে এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ঘরের ভিতর স্থানে স্থানে নির্ধূম অঙ্গারাগ্নি রাখিয়া গৃহগত বায়ুর শৈত্য প্রশমন করা কর্ত্তব্য।

বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সন্নিপাত জ্বরে উপবাস অথবা লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। ক্ষুধা না থাকিলে এবং আহার জীর্ণ হইবার সম্ভাবনা না বুঝিলে উপবাসেরই ব্যবস্থা করিবে। যেমন একটু একটু ক্ষুধার উদয় হইবে, অমনি অল্প অল্প সুপথ্য দিতে হইবে।

পিপাসা উপস্থিত হইলে গরম গরম জল পান করিতে দেওয়া উচিত। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যষ্টিমধু ও মৌরী যোগে জল পাক করিয়াও দেওয়া যায়।

সন্নিপাত জ্বরের প্রথম অবস্থায় বালির পোঁটলা অথবা কাপড়ের টুকুরা গরম করিয়া হাতে পায়ে তাপ দিলে বিস্তর উপকার হয়।

কণ্ঠদেশে—শ্বাসনলী প্রভৃতিতে শ্লেষ্মা সঞ্চিত রহিলে মধু বা আদার রসের সঙ্গে ৪।৫ রতি অষ্টাঙ্গবলেহ গুলিয়া লেহন করিতে দিবে। দিবসে ২।৩ বার দেওয়া উচিত।

বাতশ্লেষ্ম-জ্বরের স্তব্ধ সামাবস্থায় যে সকল মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সন্নিপাত জ্বরের প্রথমাবস্থায় ও বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সমস্ত মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিলে উপকার লাভ হয়।

সন্নিপাত-জ্বরে অথবা অন্য কোন জ্বরে যদি চোক লাল হয় তাহা হইলে মাথার সম্মুখভাগ অথবা সমস্ত মাথা কেশ শূন্য করিয়া মাথার তালুতে জলপটী দিবে। যাবৎকাল চক্ষুর লাল রং দূর না হয় তাবৎকাল খুব শীতল জল দিয়া পটী ভিজাইয়া রাখিবে।

চক্ষু অস্বাভাবিক সাদা হইয়া উঠিলে এবং রোগী তন্দ্রাভিভূত রহিলে মাথার সম্মুখভাগ কেশ শূন্য করিয়া আদার রসের পটী দিবে। যাবৎ কাল চক্ষুর বর্ণ পরিবর্ত্তিত না হয় এবং তন্দ্রা দূর না হয় তাবৎকাল পটী রাখিতে হইবে।

রোগীর চক্ষু যদি ডাগর হয় আর মাথার জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং রোগী প্রলাপ বলিতে থাকে তাহা হইলে লাউয়ের বীজের শাঁস ২ ভরি এবং সোরা ১ ভরি স্তন্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করত কেশ শূন্য মাথার তালুতে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

সন্নিপাত-জ্বর অথবা অন্য কোন প্রকার জ্বরে বুকে, পিঠে বা পার্শ্বদেশে বেদনা উপস্থিত হইলে, গরম জলে পশমী কাপড়ের টুকুরা ভিজাইয়া নিংড়াইয়া তাহাতে ৩০।৪০ বিন্দু টার্পিন তৈল দিয়া বেদনা স্থানে পুনঃ পুনঃ তাপ দিবে। জুড়াইয়া গেলে পুনরপি গরম জলে ভিজাইয়া

নংড়াইয়া টার্পিন তৈল দিয়া স্বেদ দিবে। প্রাতঃকালে সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিকালেই স্বেদ দেওয়া উচিত।

॥০ আধ ভরি কর্পূর অল্প অল্প তার্পিণ তৈলের সঙ্গে মাড়িলে গুঁড়া হইয়া যাইবে। সেইরূপে গুঁড়া করা কর্পূর, ৴০ এক ছটাক টাট্‌কা খাটি সরিষার তেলের সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া শিশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। সেই তৈল পুনঃ পুনঃ মালিশ করিলে বুক, পিঠ ও পার্শ্ববেদনা কমিয়া যায়।

সর্ব্বপ্রকার বুক, পিঠ ও পার্শ্ববেদনায় মসিনার পোলটিস্ খুব উপকারী। নিম্নলিখিত প্রণালীতে পোলটিস তৈয়ারী করিতে হয়।

মসিনা অর্থাৎ তিসি মেটে খোলায় অল্প ভাজিয়া লইয়া ঢেঁকিতে কি হামানদিস্তায় কুটিয়া গুঁড়া করিয়া লইবে। প্রয়োজনের মত সেই গুঁড়া জলে গুলিয়া একটা মেটে পাত্রে রাখিয়া মৃদু মৃদু আগুণের জ্বালে পাক করিবে। প্রলেপ দিবার উপযোগী ঘন হইলে নামাইয়া বেদনা স্থানের দ্বিগুণ আয়তন একখানি পুরু বস্ত্র খণ্ডের অর্দ্ধভাগে এক আঙ্গুল পুরু করিয়া লেপন করিবে। তারপর অবশিষ্ট বস্ত্রার্দ্ধ তাহার উপর ভাঁজ করিয়া দিয়া বেদনাযুক্ত স্থানে লাগাইয়া দিবে। একটী পোলটিস্ জুড়াইয়া গেলে আর একটী তৈয়ার করিয়া লাগাইবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে বেদনা প্রভৃতি নানা প্রকার যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। বলা বাহুল্য যে যে পরিমাণ উত্তাপ রোগীর গায়ে সহ্য হয় সেইরূপ গরম থাকিতে বেদনা স্থানে লাগাইতে হইবে।

সন্নিপাত জ্বরে প্রায়ই অজীর্ণ বিদ্যমান থাকে। অজীর্ণ দোষ প্রশমনের জন্য অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত। প্রত্যহ ২ মাত্রা অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রয়োগ করিলে তিন চারি দিনেই সুফল লাভ করা যায়।

অগ্নিমুখ চূর্ণের মাত্রা পাঁচ ছয় রতি। তপ্ত জলের সঙ্গে সেবন করিতে দিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মসিনার পোলটিস্ তৈয়ার করিয়া পুনঃ পুনঃ উদরদেশে লাগাইলে পেটের অবস্থা শীঘ্রই ভাল হইয়া আইসে এবং পেটফুলা ও কোষ্ঠ-বদ্ধতা প্রভৃতিও প্রশমিত হয়।

কালকাশুন্দের পাতার আত্মরস আর সরিষার তৈল একসঙ্গে ফেনাইয়া পেটে মালিশ করিলে পেট ফাঁপা আরোগ্য হয়।

ভাল হিং ১ ভাগ, সৈন্ধব ১ ভাগ, পেঁপুলের গুঁড়া ১ ভাগ, মরিচের গুঁড়া ১ ভাগ এবং শুঁটের গুঁড়া এক ভাগ এক সঙ্গে জল দিয়া মাড়িয়া পেটে প্রলেপ দিলে অজীর্ণ দোষ শীঘ্র দূর হয়।

প্রয়োজন অনুসারে উক্তরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে সন্নিপাত জ্বর বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং উপদ্রব সকলও প্রশমিত হইয়া আইসে। জ্বর অন্তব্ধ সামাবস্থায় উপস্থিত হইলে জ্বর কমাইবার চেষ্টা করিবে।

কস্তুরীভৈরব সন্নিপাত জ্বরের এবং অন্য অনেক প্রকার প্রবল জ্বরের একটী ভাল ঔষধ। প্রত্যহ ২।৩ বটী কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিলে জ্বর কমিয়া আইসে। জ্বর খাটো হইয়া নাড়ী ক্ষীণ হইলেও কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিতে হয়। কফ-চিন্তামণি ঔষধও অন্তব্ধ সন্নিপাত জ্বরে সেবন করাইলে সুফল লাভ করা হায়।

প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় কফ-চিন্তামণি আর দুপর বেলা ও রাত্রিকালে কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিবে। লক্ষণ ও উপদ্রবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনুপান দিতে হয়। সচরাচর আদা আর পান একত্রে ছেঁচিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে, সেই রসের সঙ্গে কফ-চিন্তামণি এবং ছোট এলাচের গুঁড়া ১ রতি, কর্পূর ॥০ অর্দ্ধ রতি এবং মৌরী ভিজান জলের সঙ্গে কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

উক্ত ঔষধ দুটীর অপ্রাপ্তি ঘটিলে দশমূল কষায় এবং রসসিন্দূর প্রয়োগ করিতে হইবে।

দশমূল কষায়।

বেল, শোণা, গণিয়ারী, গাম্ভারী এবং পারুল নামক পাঁচ প্রকার গাছের মূলের বা শিকড়ের ছাল, অভাবে গাছের ছাল; আর শালপান, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর নামক পাঁচ রকম উদ্ভিদের অবয়ব ঔষধার্থে গ্রহণ করিতে হয়। এই দশ প্রকার দ্রব্যের সাধারণ নাম দশমূল।

দশমূল গণোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ রতি পরিমাণে লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া, ৩২ ভরি জলের সঙ্গে পাক করিবে। ৮ ভরি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

প্রাতঃকালে দশমূল কষায় পান করিতে দিবে। দশমূল কষায় সেবনের ৩ ঘণ্টা পরে ১ মাত্রা রসসিন্দুর এবং বৈকালে ও রাত্রিকালে আর এক এক মাত্রা সেবন করাইবে। রসসিন্দূরের মাত্রা ১ রতি। অনেকক্ষণ মাড়িয়া মাড়িয়া সিঁন্দুরের ন্যায় হইলে উপযুক্ত অনুপানের সঙ্গে মিশাইয়া পান করিতে হইবে।

যদি কাস বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে পেঁপুলের গুঁড়া ২।৩ রতির সঙ্গে রসসিন্দুর মিশাইয়া মধু দিয়া গুলিয়া লেহন করিতে দিবে।

শ্বাস বিদ্যমান রহিলে বহেড়ার বীজের শাঁস চূর্ণ ৫।৬ রতি আর পেঁপুল চূর্ণ ২ রতির সঙ্গে মিশাইয়া মধুযোগে সেবন করাইবে।

অজীর্ণ রহিলে যইন চূর্ণ ৫ রতি, সৈন্ধব চূর্ণ ৩ রতির সঙ্গে মিশাইয়া গরম জল গুলিয়া পান করিতে দিবে। ক্রিমি থাকিলে আচ্ছটী অর্থাৎ আশশেওড়ার মঞ্জরী ২॥০ ভরি কাঁচা হলুদ ২ ভরি এবং পান ৫।৬টা একত্রে ছেঁচিয়া তাহার রসের সঙ্গে সেবন করাইবে।

সন্নিপাত জ্বর নিরাম অবস্থায় আসিলে ১ বটী মৃত্যুঞ্জয় আর ১ বটী জয়াবটী একসঙ্গে মাড়িয়া শেফালিকা অর্থাৎ শিউলিফুলের পাতার রসের সঙ্গে গুলিয়া পান করিতে দিবে। দিবসে ৩ বার প্রয়োগ করিলে সত্বরই জ্বর ছাড়িয়া যায়। উক্ত ঔষধ দুটী না পাইলে নিম্নলিখিত অষ্টাদশাঙ্গ কষায় পান করিতে দিবে।

ভূনিম্বাদ্য অষ্টাদশাঙ্গ কষায়।

ভূনিম্ব অর্থাৎ চিরতা ৯ রতি, দেবদারু ৯ রতি, বিল্বমূলের ছাল ৯ রতি, শোণামূলের ছাল ৯ রতি, গণিয়ারী ছাল ৯ রতি, গাম্ভারীর ছাল ৯ রতি, পারুলের ছাল ৯ রতি, শালপান ৯ রতি, চাকুলে ৯ রতি, বৃহতী ৯ রতি, কণ্টকারী ৯ রতি, গোক্ষুর ৯ রতিঃ শুঁঠ ৯ রতি, মুতা ৯ রতি, কট্‌কী ৯ রতি, ইন্দ্রযব ৯ রতি, ধনিয়া ৯ রতি এবং গজপেপুল ৯ রতি। পাকের জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। বালকদিগকে অর্দ্ধ মাত্রায় এবং একান্ত শিশুদিগকে শিকি মাত্রায় পান করিতে দিবে।

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়।

সন্তত জ্বর ও সন্তত জ্বরের চিকিৎসা।

আহার, সম্যক্ পরিপাক পাইলে অসার তরল অংশ মূত্ররূপে, আর অসার কঠিন অংশ মলরূপে পরিণত হইয়া বাহির হইয়া যায়; সারভাগ শ্বেত-স্বচ্ছ-দ্রব পদার্থে পরিণত হয়। সেই তরল পদার্থের নাম রসধাতু। রসধাতু রক্তরূপে পরিণত হইয়া শরীর পোষণ করে।

যে শারীরিক নিয়মে রসধাতু রক্তে বিপরিণত হয়, সেই নিয়মের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে সমস্ত রস, রক্তে পরিণত হয় না, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিয়া যায়। রক্তে অপরিণত সেই রসের নাম আমরস।

যদি বায়ু-পিত্ত-কফ এক সময়েই প্রকুপিত হয় এবং শরীরে সঞ্চিত আমরসের সঙ্গে জড়িত হইয়া আমাশয়ে গমন করে, তাহা হইলে যে জ্বর উপস্থিত হয় তাহাকে সন্নিপাত জ্বর বলে।

যুগপৎ প্রকুপিত বায়ু-পিত্ত-কফ ধাতুভূত রসকে দূষিত করিয়া সেই দুষ্টরসের সঙ্গে মিলিয়া আমাশয়ে গমন করত যে জ্বর উৎপাদন করে তাহাকে সন্তত জ্বর বলে।

জ্বরারম্ভক দোষ সম্যক্ প্রকৃতিস্থ না হইতেই যদি কোন কারণ বশতঃ জ্বর ছাড়িয়া যায়, পরিত্যাগের পর রোগী অহিত আহার-বিহারে রত হয়, তাহা হইলে সেই অসম্যক্ প্রশমিত দোষ পুনর্ব্বার প্রকুপিত হইয়া রসধাতুকে দূষিত করিয়াও সন্তত জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে।

সন্তত জ্বর দ্বিবিধ—এক স্বতন্ত্র অপর পুনরাবর্ত্তক।

প্রথমেই যে সন্তত জ্বর উপস্থিত হয়, তাহাকে স্বতন্ত্র আর কোন প্রকার জ্বরের পরিণামে সন্তত জ্বরের উদয় হইলে তাহাকে পুনরাবর্ত্তক সন্তত জ্বর বলা যাইতে পারে।

গায়ের তাপ, সকল প্রকার জ্বরের একটী প্রসিদ্ধ এবং অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। সন্তত জ্বরে কখন মৃদু, কখন মধ্য, কখন বা তীব্র তাপ প্রকাশ পায়। জ্বরারম্ভক তিনটী দোষের মধ্যে যদি কফ প্রবল থাকে তাহা হইলে তাপ বড় বেশী হয় না, বায়ু আর শ্লেষ্মার প্রকোপ অধিক হইলে মধ্য সন্তাপ প্রকাশ পায় এবং পিত্ত বা বাত-পিত্তের প্রবল প্রকোপ রহিলে জ্বরের তাপ খুব বেশী হয়।

দোষের প্রকোপ ভেদে মৃদু, মধ্য ও তীব্র সন্তাপ, পেট ভার, অক্ষুধা, আহারের অনিচ্ছা বা অরুচি, আধ্মান অর্থাৎ পেটফুলা, কোষ্ঠ বদ্ধতা, অতীসার, জিহ্বার উপরিদেশে মল সঞ্চয়, অস্থিরতা, যকৃৎ এবং প্লীহার বিবৃদ্ধি, যকৃৎদেশে কদাচিদ্ বা প্লীহাক্ষেত্রে ব্যথা, বক্ষঃস্থলে বা পার্শ্বদেশে বেদনা, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, চক্ষুর অলসভাব এবং মৃদু প্রলাপ প্রভৃতি সন্তত জ্বরের লক্ষণ।

উক্ত লক্ষণ সকলের মধ্যে সমস্তগুলি একসঙ্গে উপস্থিত হইলে পীড়া বড় কঠিন হয়। কিন্তু সকল স্থানে সেরূপ হয় না, সচরাচর কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সন্তত জ্বর শরীর আশ্রয় করিলে অনেকদিন একজ্বর অবস্থায় রহিয়া যায়। কখন কখন সাত, দশ বা বার দিনের দিন জ্বর ছাড়িয়া আবার আক্রমণ করে, এইরূপে দীর্ঘকাল ভোগ করিতে থাকে। সেইজন্য ইহাকে দীর্ঘানুবন্ধী জ্বর বলে। সুচিকিৎসিত হইলে সত্বর আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।

সন্নিপাত জ্বরের প্রথমাবস্থায় যেরূপ চিকিৎসার বিধান করা হইয়াছে, সন্তত জ্বরের প্রথমাবস্থায়ও সেইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যকৃৎ ও প্লীহাস্থলে বেদনা হইলে পৃষ্ঠায় যেরূপ মসিনার পোলটিশ তৈয়ার করিয়া প্রয়োগ করিবার বিধি কথিত হইয়াছে, বেদনাযুক্ত যকৃৎ ও প্লীহার উপরেও সেই প্রকার পোলটিশ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে।

নিম্ন লিখিত পঞ্চকোল কষায় পান করিলে যকৃতের ও প্লীহার বৃদ্ধি ও ব্যথা সত্বর কমিয়া আইসে এবং জ্বরও খুব খাটো হয়।

পঞ্চকোল কষায়।

পেঁপুল, পেঁপুলের মূল, চঁই, রক্তচিতার শিকড় এবং শুঁঠ। প্রতি দ্রব্যের পরিমাণ ৩২ রতি। সমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে পেষণ করিয়া লইয়া ৩২ ভরি জলের সঙ্গে পাক করত ৮ ভরি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তাহাতে ২ রতি বিট্‌লবণ চূর্ণ এবং দুই রতি সমুদ্রফেন চূর্ণ গুলিয়া দিয়া পান করিতে দিবে।

নিম্নলিখিত প্রলেপ যকৃতের উপর দিবসে ৩।৪ বার লাগাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কালকাশুন্দের পাতা ১ মুটা, শাঞ্চিশাক ১ মুটা, বড় এলাচ খোসা সহিত ১টা, যইনের গুঁড়া।০ এক শিকি এবং সৈন্ধব।০ এক শিকি। গাইগরুর টাট্‌কা চোণা দিয়া আগে এলাচটী বেশ করিয়া বাটিয়া লইবে। তারপর সেই বাঁটনায় আর আর দ্রব্যগুলি দিয়া, আবশ্যকানুরূপ চোণা দিয়া বাটিয়া প্রলেপের উপযোগী করিয়া লইবে। একখানি মেটেপাত্রে রাখিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

তরুণ, মধ্য এবং পুরাণ ভেদে সকল জ্বরের অবস্থা তিন প্রকার। সন্তত জ্বরের অবস্থাও তিন রকম—তরুণ, মধ্য এবং পুরাতন। প্রায়ই সাতদিন পর্য্যন্ত জ্বর তরুণ অবস্থায় এবং বার দিন পর্য্যন্ত মধ্যাবস্থায় রহে, বার দিনের পর জ্বর পুরাতন হয়। সর্ব্বজ্বরের তরুণ ও মধ্যাবস্থার চিকিৎসা সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। অতঃপর পুরাণ জ্বরের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

পুরাতন জ্বর।

দ্বাদশ দিনের পরও যে জ্বর ভোগ করে, তাহাকে পুরাতন জ্বর বলে।

বার দিনেও যদি জ্বর পরিত্যাগ না পায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে জ্বর অবশ্যই অন্য কোন রোগের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। জ্বরারম্ভক দোষের বিশেষ প্রকোপ বশতঃ অজীর্ণ উপস্থিত হইলে কিম্বা যকৃৎ বা প্লীহার দোষ ঘটিলে অথবা কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত এবং মেহ প্রভৃতি রোগের সঞ্চার হইলে, জ্বর সেই সেই রোগের মধ্যে একটী, দুইটী বা তদধিকের সঙ্গে যোগ দিয়া ভোগ করিতে থাকে। অথবা, বায়ু, পিত্ত এবং কফ, রস প্রভৃতি সাতটী ধাতুর অন্যতম ধাতুকে আশ্রয় করিয়া জ্বরের অনুবন্ধ রক্ষা করে অর্থাৎ জ্বর পরিত্যাগ পাইতে দেয় না। পুরাতন জ্বর নানা প্রকার। নিম্নে কয়েকপ্রকার পুরাণ জ্বরের নাম, লক্ষণ এবং চিকিৎসা-প্রণালী কথিত হইল।

অজীর্ণ সংসৃষ্ট জ্বর।

যে রোগ জন্মিলে খাদ্যদ্রব্য ভালরূপে হজম হয় না তাহাকে অজীর্ণ বলে। অজীর্ণ রোগের সঙ্গে যে জ্বর ভোগ করে তাহার নাম অজীর্ণ সংসৃষ্ট জ্বর। অজীর্ণ নানা প্রকার সুতরাং অজীর্ণ সংসৃষ্ট জ্বরও নানাবিধ

এই জ্বর দিবসের মধ্যে কোন এক সময়ে বৃদ্ধি পায়, কিছুক্ষণ ভোগ করিয়া কমিয়া বা ছাড়িয়া যায়।

অজীর্ণ সংসৃষ্ট জ্বরের চিকিৎসা।

সর্ব্বাগ্রে পথ্য প্রয়োগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। অন্নমণ্ড এই রোগের অতি সুপথ্য।

যে লোকে সুস্থাবস্থায় যে পরিমিত চা'লের ভাত খায়, সেই পরিমাণের চারিভাগের একভাগ ভাল পুরাতন চা'ল, চা'লের উনিশ গুণ জলের সঙ্গে মেটে পাত্রে পাক করত মণ্ড প্রস্তুত করিবে। মাগুর মাছের ঝোল এবং লেবুর রসের সঙ্গে সেই মণ্ড পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

অজীর্ণ সংসৃষ্ট জ্বরে দুগ্ধ কুপথ্য। পা'ন ফলের পালো, শটীর পালো, খইয়ের মণ্ড প্রভৃতি ও পথ্য দেওয়া যায়।

মৃত্যুঞ্জয় অজীর্ণ সংসৃষ্ট জ্বরের একটী ভাল ঔষধ। গোঁড়া লেবুর রস ৩০ ফোটার সঙ্গে উত্তমরূপে ১ বটী ঔষধ মাড়িয়া কিঞ্চিৎ জলের সঙ্গে গুলিয়া পান করিতে দিবে। দিবসে ৩।৪ বার প্রয়োগ করিলে ৩।৪ দিবসেই সুফল লাভ করা যায়।

কোষ্ঠ বদ্ধ রহিলে অথবা ভালরূপে খোলসা না হইলে নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। দিবসে একবার দিতে হয়।

গোক্ষুর ॥০ অর্দ্ধ তোলা, বেড়েলা ॥০ অর্দ্ধ তোলা, বেলছাল ॥০ অর্দ্ধ তোলা এবং শুঁঠ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, একসঙ্গে পেষণ করিয়া লইবে। একটী উপযুক্ত মেটে পাত্রে ১৬ ভরি খাঁটী গরুর দুধ রাখিয়া তাহাতে পিষ্ট দ্রব্যগুলি দিয়া একটা মাপ রাখিয়া দিবে। তার পর তাহাতে

৬৪ তোলা জল দিয়া পাক করিতে হইবে। যোল তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই দুগ্ধে ॥০ আধ তোলা এক বছরের পুরাণ ইক্ষু গুড় গুলিয়া পান করিতে দিবে। একবারে পান করিতে অসমর্থ হইলে ১ ঘণ্টা অন্তর, দুই বা তিন বারে পান করা উচিত। অল্পবয়স্কদিগকে অর্দ্ধ মাত্রায়, শিশুদিগকে সিকি মাত্রায় দিতে হয়।

অজীর্ণ রোগে যে সকল মুষ্টিযোগ কথিত হইয়াছে অজীর্ণ সংস্পৃষ্ট জ্বরেও সেই সকল যোগ প্রয়োগ করা যায়।

অজীর্ণ সংস্পৃষ্ট জ্বরে দিবসে ২ বটী রামবাণ যইন চূর্ণ ৩ রতি, সৈন্ধব চূর্ণ ৩ রতি এবং গরম জলের সহিত প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

যে পুরাতন জ্বর দিবসের যে কোন সময়ে একবার বৃদ্ধি পায় তাহার নাম অন্যেদ্যুঃ জ্বর।

চিকিৎসা।

কাঁচা জল সর্ব্বপ্রকার জ্বরে অহিতকর। সুতরাং অন্যেদ্যুঃ জ্বরেও তপ্ত জল পান করিবে।

জ্বর ছাড়িতে আরম্ভ করিলে, যদি পূর্ব্বাহ্নে বিজ্বর থাকে আর অপরাহ্নে জ্বর আসে তাহা হইলে মধ্যাহ্নে অন্নপথ্য চলিতে পারে। পুরাতন সরু চাউলের ভাত আর ভাল মাছের ঝোল কি মুগের বা মসূরের যূষ পথ্য দেওয়া যায়। বৈকালে দুগ্ধ প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

অন্যেদ্যুঃ জ্বরের ঔষধ

১। পুরাতন ইক্ষুগুড় ॥০ আধ তোলা এবং জীরাচূর্ণ ৬ রতি এক-সঙ্গে মিশাইয়া দিবসে দুইবার সেবন করাইলে অন্যেদ্যুঃ জ্বর উপশমিত

ভাল ইক্ষুগুড় পরিষ্কার বোতলে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এক বছরের পর ব্যবহার চলিতে পারে। চারি পাঁচ বছরের গুড়ও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু গুড় বিবর্ণ ও বিস্বাদ হইলে ব্যবহার করিবে না।

২। শেফালিকা ফুলের (শিউলিফুলের) টাট্‌কা পাতার স্বরস ২ তোলা এবং মধু ।৷০ অর্দ্ধ তোলা মিশাইয়া প্রাতঃকালে পান করিবে। সন্ধ্যার সময়ও ঐরূপ আর এক মাত্রা পান করিতে হইবে। তিন চারি দিন ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়।

৩। শিউলিফুলের পাতা ১ ভরি, কাঁচা গুলঞ্চ ১ ভরি, কাঁচা ক্ষেতপাপড়া ১ ভরি এবং আদা এক ভরি। এই চারিখানি দ্রব্য এক সঙ্গে পেষণ করিয়া লইবে। সেই পিষ্ট কল্ক গাম্ভারীর পাতা দিয়া বেষ্টন করিয়া সূত্র দ্বারা বাঁধিয়া ঘন কাদার লেপ দিতে হইবে। যদি গাম্ভারীর পাতা না পাওয়া যায় তাহা হইলে বটের পাতা দিয়া বেষ্টন করিয়া লইবে। ভূমিতলে ঘুঁটে পাতাইয়া তার উপর কাদা লেপা গোলকটী রাখিয়া আগুণ দিবে, এবং আরও কিছু ঘুঁটে দিয়া গোলকটী ঢাকিয়া দিতে হইবে। অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে যেই মাত্র লেপ কঠিন হইয়া উঠিবে, তখনই আগুণ হইতে যন্ত্রটী উঠাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে লেপও পাতা ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশ নিপীড়ন করত রস গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে মধু মিশাইয়া পান করিতে দিবে। ২ তোলা রস আর ।৷০ আধ তোলা মধু প্রতিবারে সেবন করিতে হয়। দিবসে দুইবার সেব্য।

৪। ক্ষেতপাপড়া ৪০ রতি, চিরতা ৪০ রতি, গুলঞ্চ ৪০ রতি এবং নিমছাল ৪০ রতি এক সঙ্গে পেষণ করত ৩২ তোলা জলের সঙ্গে পাক করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। প্রত্যহ প্রাতঃ-

কালে সেবন করিলে অন্তেদ্যুঃ জ্বর প্রশমিত হয়।

৫। নিমছাল, পোল্‌তার পাতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কিস্‌মিস্‌ মুতা এবং ইন্দ্রযব। প্রত্যেক দ্রব্য ২০ রতি। পাকের জল ৩২ তোলা। শেষ আট তোলা। প্রত্যেহ প্রাতঃকালে পান করিতে হয়।

৬। যদি কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে—দাস্ত খোলসা হয় না, তাহা হইলে নিম্নলিখিত কষায় সেবন করিতে দিবে।

হরীতকী ৫৩ রতি, বহেড়া ৫৩ রতি এবং আমলকী ৫৩ রতি। ৩২ তোলা জলের সঙ্গে পাক করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে আধ তোলা পুরাতন ইক্ষুগুড় গুলিয়া পান করিতে হইবে।

৭। বৃহদ্‌ভার্গ্যাদি কষায় সকল প্রকার পুরাতন জ্বরে প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়।

শোথ সংযুক্ত পুরাতন জ্বর।

সময়ে সময়ে পুরাতন জ্বরে শোথ উপস্থিত হয়। যে জল শরীরের কাজে লাগে না, সেই জল মূত্রে পরিণত হইয়া বাহির হইয়া যায়। যে শারীরিক নিয়ম অনুসারে শরীরগত অসার দ্রবাংশ মূত্রে পরিণত হইয়া বাহির হইয়া যায়, সেই ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে, কিম্বা রক্ত ধাতুর সুখ সঞ্চারের ব্যাঘাত ঘটিলে, বা রক্তের শোণিকা (লালকণা) কমিয়া গেলে, অথবা যকৃতের দোষ ঘটিলে শরীরে শোথের সঞ্চার হয়। পুরাতন জ্বরে ঐ সমস্ত কারণের কোন কারণ অথবা একাধিক কারণ উপস্থিত হইলে সেই জ্বরে শোথ প্রকাশ পায়।

পুনর্ণবা নামক প্রসিদ্ধ শাক শোথ রোগের ভাল ঔষধ। সাদা ও লাল উভয় প্রকার পুনর্ণবাই শোথঘ্ন। তন্মধ্যে শ্বেত পুনর্ণবা শাক সমধিক গুণ যুক্ত। এই জন্য কবিরাজ মহাশয়েরা শ্বেত পুনর্ণবা ব্যবহারের উপদেশ দিয়া থাকেন।

শোথ সংযুক্ত জ্বরে সর্ব্বতোভদ্র প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ সুফল পাওয়া যায়। পুনর্ণবা শাকের রস যোগে দিবসে দুইবার প্রয়োগ করিবে।

পুনর্ণবা শাকের স্বরস ২ ভরি এবং মধু ॥০ আধ ভরি—এক সঙ্গে মিশাইয়া দিবসে ২ বার পান করিলে শোথ রোগ প্রশমিত হয়। জ্বরঘ্ন ঔষধের অনুপানরূপেও পুনর্ণবা শাকের রস ব্যবহার করা যাইতে পারে।

টাট্‌কা পুনর্ণবা শাক /॥০ আধ সের, উত্তমরূপে ছেঁচিয়া /৪ চারি সের জলের সঙ্গে একটী পরিষ্কার মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে পাক করিবে। /১ এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া একটী উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া তাহাতে /১ এক সের মিছরি আর এক ছটাক ভাল সোরা দিয়া পাত্রটী ঢাকিয়া রাখিবে। মিছিরি ও সোরা সম্যক্‌ দ্রব হইয়া গেলে পুনরপি ছাকিয়া বোতলে পূরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে।

উক্ত ঔষধ ২ তোলা, দিবসে দুই বার পান করিলে জ্বর সংযুক্ত শোথ এবং স্বতন্ত্র শোথ প্রশমিত হয়। যে শোথ উপস্থিত হইলে প্রস্রাব খুব কম হয়, সেই শোথে উক্ত ঔষধ অতি প্রশস্ত। অন্যান্য শোথেও বিশেষ উপকার করে।

পুনর্ণবাষ্টক কষায়।

কাঁচা সাদা পুনর্ণবা, কাঁচা নিমছাল, কাঁচা পোলতার পাতা, শুঁঠ, কট্‌কী, কাঁচা গুলঞ্চ, দেবদারু এবং হরীতকী। প্রতি দ্রব্য ২০ রতি।

দ্রব্যগুলি একত্র ছেঁচিয়া ৩২ তোলা জলের সঙ্গে পাক করত ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া গেলে ছাঁকিয়া তাহাতে ৷৷৹ অৰ্দ্ধ তোলা মধু দিয়া পান করিতে হইবে। প্রতি দিন প্রাতঃকালে এই কষায় পান করিতে হয়।

পুনর্ণবাষ্টক কষায় সকল রকম শোথ রোগের পরমৌষধ! সজ্বর ও বিজ্বর শোথে প্রয়োগ করা যায়। গর্ভিণীর শোথেও এই কষায় নির্ভয়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যে শোথ দিনে বাড়ে, রাত্রিকালে কমিয়া যায়, শোথযুক্ত স্থানে অঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা চাপ দিলে টোল খাইয়া যায়, বক্ষঃস্থলের বামভাগে অবস্থিত রক্তাধারের গতি দ্রুততর হয় এবং শরীর রুক্ষ হইয়া উঠে, সেই শোথে সেই দশমূল কষায় প্রয়োগ করিলে অচিরে সুফল লাভ করা যায়। দশমূল কষায় শোথও জ্বরঘ্ন। ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

সতত জ্বর

(দ্বৈকালীন জ্বর)

যে জ্বর দিবসে দুইবার বৃদ্ধি পায় তাহাকে সতত জ্বর বা সততক জ্বর বলে। অহোরাত্রের মধ্যে দুইবার বাড়ে ও কমে বলিয়া লোকে এই জ্বরকে দ্বৈকালীন জ্বর বলিয়া থাকে।

সতত জ্বর, দিনের কোন এক সময়ে প্রকাশ পাইয়া প্রবল হইয়া কিছুক্ষণ ভোগ করে, তার পর কমিয়া রহিয়া যায় অথবা পরিত্যাগ পায়।

সতত জ্বর প্রায়ই উক্ত নিয়মে আসে, বাড়ে এবং হ্রাস পায় কি

ছাড়িয়া যায়। কচিৎ দিনের মধ্যেই দুইবার প্রকাশ পায় কদাচিৎ রাত্রিকালেও দুইবার আসিতে ও কমিতে দেখা যায়।

সতত জ্বর রক্তধাতুগত ব্যাধি। প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত এবং কফ, রক্তধাতু আশ্রয় করিয়া এই জ্বর উৎপাদন করে। তজ্জন্য রক্তের অবস্থা অতি মন্দ হয়। রক্তবিকৃতি বশতঃ প্লীহা বৃদ্ধি পায় এবং কঠিন হইয়া উঠে, যকৃতের ও নানা দোষ ঘটে এবং হাত ও পায়ের তাপাধিক্য, গা জ্বালা ও চোখ মুখ পোড়া প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। পীড়া পুরাতন হইলে দাঁতের গোড়ায় মাংস স্ফীত ও বেদনা যুক্ত হয়, মুখ গহ্বরের স্থানে স্থানে ক্ষত প্রকাশ পাইতে থাকে এবং সময়ে সময়ে নাসাপথে রক্ত স্রুত হয়।

প্রায়ই পুরাতন জ্বর—*অন্যেদ্যুঃ* প্রভৃতি জ্বর, সতত জ্বরে বিপরিণত হইতে দেখা যায়। কখন কখন জ্বরের তরুণ অবস্থায় সতত জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কম্পপুরঃসর যে সতত জ্বর প্রকাশ পায় এবং কিছুকাল ভোগ করিয়া ঘাম দিয়া ছাড়িয়া যায় সেই জ্বর সুসাধ্য।

আর যে জ্বরের আক্রমণের পূর্ব্বে দাহ উপস্থিত হয় এবং জ্বর সম্যক্ পরিত্যাগ পায় না তাহা কষ্টসাধ্য।

প্লীহা, যকৃৎ, কাস এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগের সঙ্গে সঙ্গে যে সতত জ্বর ভোগ করে, সে জ্বর প্রায়ই অসাধ্য।

হিঙ্গুলেশ্বর সাধ্য ও কষ্টসাধ্য সতত জ্বরের মহৌষধ।

প্রথম দিন দিবসে দুই বটী হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগ করিবে। তাহাতে যদি বমন বা বিবমিষা অর্থাৎ বমনের প্রবৃত্তি এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা উপস্থিত না হয় তাহা হইলে তৎপরদিন তিন বারে তিন বটী প্রয়োগ

করিবে। তাহাতেও যদি বমনোদ্‌বেগ প্রভৃতি উপস্থিত না হয় তাহা হইলে তৎপর দিন চারি বারে ৪ বটী প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাও সহ্য হইলে যদি জ্বর আসা বন্ধ না হয়, তবে দুই এক দিন দেখিয়া দিবসে ৫ বটী প্রয়োগ করিবে। ৫।৭ দিনেই আরোগ্যের আশা করা যায়।

যদি দিবসে দুই বটীর বেশী হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগ করিলে, অনিষ্টের আশঙ্কা হয় তাহা হইলে, প্রাতঃকালে নিম্নলিখিত কষায় পান করিতে দিবে এবং এক প্রহর বেলার সময় ১ বটী হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগ করিবে। রাত্রি ৮টা সময় আর এক বটী দিবে।

"কষায়"—পটোল পত্র, অনন্ত মূল, মুতা, আকনাদির মূল, এবং কটুকী প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ রতি যথা বিধানে কষায় প্রস্তুত করিবে।

প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর।

যে জ্বরে প্লীহা বৃদ্ধি পায় ও কঠিন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দিবসের কোন এক সময়ে জ্বর প্রকাশ পায় তাহাকে প্লীহা সংযুক্ত অন্যেদ্যুঃ জ্বর বলে। যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে এবং বেদনাযুক্ত হইলে আর তার সঙ্গে জ্বর থাকিলে যকৃৎ সংযুক্ত অন্যেদ্যুঃ জ্বর বলা যায়। যদি প্লীহা ও যকৃৎ উভয়েই একসঙ্গে দেখা দেয় আর জ্বর থাকে তাহা হইলে তাহাকে প্লীহা-যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর বলা যাইতে পারে। যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে প্রায়ই চোখ মুখ হলুদবর্ণ হইয়া উঠে, মল-মূত্রও হরিদ্রাভ হয়।

যকৃৎ বেদনাযুক্ত হইলে বেদনাস্থলে পুনঃ পুনঃ মসিনার পোল্‌টিস্ দিবে। ৯৫ পৃষ্ঠা দেখ।

পূর্ব্বে কালকাশুন্দের পাতা প্রভৃতির যে প্রলেপটীর কথা বলিয়াছি, বেদনাযুক্ত যকৃতের উপর সেই প্রলেপ দিবসের মধ্যে ৩।৪ বার লাগাইবে।

পঞ্চকোল কষায় প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরের ভাল ঔষধ। ১০১ পৃষ্ঠা দেখ। কিন্তু চোখ মুখ প্রভৃতি হলুদবর্ণ হইলে পঞ্চকোল কষায় দিবে না। নিম্নলিখিত ফলত্রিকাদি কষায় দিতে হইবে।

ফলত্রিকাদি কষায়।

হরীতকী ২০ রতি, বহেড়া ২০ রতি, আমলকী ২০ রতি, গুড়ূচী ২০ রতি, বাসকের মূলের ছাল ২০ রতি, কট্‌কী ২০ রতি, চিরতা ২০ রতি এবং নিমের ছাল ২০ রতি।

সমস্তগুলি একসঙ্গে পেষণ করত ৩২ ভরি জলের সঙ্গে পাক করিবে ; ৮ ভরি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে ॥০ আধ তোলা মধু দিয়া পান করিতে হইবে। হরীতকী প্রভৃতির আঁটি বাদ দিতে হয়।

পঞ্চাননরস প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরের এবং প্লীহা এবং যকৃৎ রোগের মহৌষধ। দারুহরিদ্রা নামক প্রসিদ্ধ কাষ্ঠ জলের সঙ্গে পরিষ্কার শিলায় কি চন্দন পাটায় ঘসিয়া ঘনঘসা চন্দনের ন্যায় করিয়া লইয়া তাহার ২ তোলা এবং কিঞ্চিৎ মধুর সঙ্গে দিবসে একবার ১ বটী পঞ্চানন রস সেবন করিতে দিলে যকৃৎ ও প্লীহা আর যকৃৎ প্লীহা সংযুক্ত জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। যকৃৎ ও প্লীহায় ও তৎসংযুক্ত জ্বরের এরূপ মহৌষধ অতি দুর্লভ। ঔষধ কি কি দিয়া এবং কি প্রণালীতে তৈয়ার করিতে হয় তাহা বলিতেছি। গৃহস্থগণ অবশ্যই এই পরমৌষধটী তৈয়ার করিয়া রাখিবেন। কার্য্যকালে বড়ই সুফল পাওয়া যাইবে।

পঞ্চানন রস

শোধন করা মিঠাবিষ ২ ভরি, মরিচ চূর্ণ ৪ ভরি, শোধন করা গন্ধক চূর্ণ ৩ ভরি, শোধন করা হিঙ্গুল চূর্ণ ১ ভরি এবং জারা

তামা ২ ভরি। এই পাঁচখানি দ্রব্যযোগে পঞ্চাননরস তৈয়ার করিতে হয়।

আকন্দের মূল বা শিকড় উঠাইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইবে। তারপর মূলের বা শিকড়ের উপরের মরা ছাল উঠাইয়া ফেলিয়া পুনরপি ধুইয়া মূলের বা শিকড়ের ছাল চাঁচিয়া লইবে। সেই ছাল পরিষ্কার খলে পরিষ্কার নোড়া দিয়া ছেঁচিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে।

শোধন করা মিঠা কুটি করিয়া কাটিয়া আকন্দের মূলের রসে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। কোমল হইলে পরিষ্কার খলে পরিষ্কার নোড়া দিয়া সেই ভিজা মিঠা মাড়িয়া মাড়িয়া ফেনের ন্যায় করিয়া লইতে হইবে। ভালরূপে মাড়া হইলে তাহাতে হিঙ্গুল এবং আবশ্যক অনুরূপ আকন্দ মূলের রস দিয়া পুনরপি মাড়িবে। তারপর মরিচ চূর্ণ গন্ধক চূর্ণ এবং তাম্রভস্ম দিয়া মাড়িবে। যে রসে মিঠা ভিজান ছিল সে রসটুকু সমস্তই দিবে, আবশ্যক হইলে আরও রস দিতে হইবে। বহুক্ষণ মাড়িয়া বটী বাধিবার উপযোগী করিয়া লইয়া ১ রতি পরিমাণে বটী বাঁধিয়া শুকাইয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে।

মিঠা শোধনের এবং গন্ধক শোধনের প্রণালী অগ্রে বলিয়াছি।

তামা শোধন এবং জারার প্রণালী সকলের জানা না থাকিতে পারে। একটু ভাল জারা তামা কিনিয়া লইলেই কাজ চলিতে পারে। নিম্নে তামা জারার প্রণালীও কথিত হইল। একবার একটু শ্রম স্বীকার করিয়া জারিয়া রাখিলে অনেক দিন কাজে লাগিতে পারে।

তামার জরি এবং তামার খুব পাতলা পাত কিনিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার তামা পটীতে ও অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায়। ভাল তামা পাত করিয়া লইলেও হয়। তামার পাত বা জরি আধ পোয়া কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া লইয়া, গাই গরুর চোণার সঙ্গে মিশাইয়া ১ প্রহর

(৩ ঘণ্টা) কাল, আগুণের জ্বালে পাক করিবে। মেটে পাত্রে পাক করাই উচিত। তারপর বেশ করিয়া ধুইয়া জল শূন্য করিয়া লইবে। শেষে তামার দুই গুণ গন্ধকের গুঁড়া যে কোন প্রকার লেবুর রস দিয়া মাড়িয়া কাদার ন্যায় করিতে হইবে। তাহার সঙ্গে শোধন করা এবং কুটি কুটি করিয়া কাটা তামা উত্তমরূপে মিশাইয়া একটী গোলা তৈয়ার করিবে।

একটী ভাল হাঁড়ীর মধ্যভাগ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইয়া, হাঁড়ীর তলদেশে উক্ত গোলকটী রাখিয়া, একটি শরা দিয়া সেই গোলকটী আচ্ছাদন করিতে হইবে। সরার আর হাঁড়ীর সন্ধিস্থল ভাল আঠাল কাদা দিয়া লেপিয়া দিবে। তারপর সমস্ত হাঁড়ীটী ভাল বালি দিয়া পূরণ করিবে। হাঁড়ীর মুখেও একটি শরা রাখিয়া, হাঁড়ীর মুখের ও শরার সন্ধিস্থল আঠাল কাদা দিয়া লেপিয়া দেওয়া উচিত।

উক্তরূপে তৈয়ার করা হাঁড়ীটী চুলার উপর স্থাপন করিয়া চারি প্রহরকাল তীব্র জ্বাল দিতে হইবে। চারি প্রহরকাল জ্বাল দেওয়া হইলে, আর তীব্র জ্বাল দিবে না; কিন্তু হাঁড়ীটী চুলার উপরই রহিবে। আপনা আপনি শীতল হইলে হাঁড়ী নামাইয়া, হাঁড়ীর মধ্যস্থিত সমস্ত বালি নিঃশেষে উঠাইয়া লইবে। হাঁড়ী ও শরার সন্ধিস্থলের লেপটীও নিঃশেষে উঠাইতে হইবে, হাঁড়ীর মধ্যে বালি কি মাটির লেশ মাত্রও থাকিবে না। তারপর ঢাকা দেওয়া শরাটী উঠাইয়া তলস্থিত তামা গ্রহণ করিবে। একখানি লোহার খলে, লোহার দণ্ড দিয়া সেই তামা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, ওল ছেঁচিয়া তাহার রস লইয়া, সেই রসের সঙ্গে মাড়িয়া আবার একটী গোলক বাঁধিবে। গোলকটী রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে।

একটী সুগোল ওলের মুখ কাটিয়া, মুখটী রাখিয়া, ওলের অভ্যন্তরে

উক্ত গোলকটীর স্থান হয় এরূপ একটি গর্ত্ত করিয়া, তন্মধ্যে গোলাটী রাখিয়া মুকুটী দিয়া মুখ বন্ধ করিবে। তারপর আঠাল কাদা দিয়া ওলটীর সর্ব্বত্র ২ আঙ্গুল পুরু লেপ দিবে।

ভূমিতলে ২ হাত গভীর একটি গর্ত্ত খনন করিতে হইবে; গর্ত্তের মুখের বেড় তিন হাত হওয়া চাই। সেই গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ ভাল ঘুঁটে দিয়া পুরাইয়া, মধ্যস্থলে লেপা ওলটী রাখিয়া, সেই স্থানে আগুণ দিবে তারপর সমস্ত গর্ত্তটী ঘুঁটে দিয়া পুরাইয়া দিবে।

সমস্ত ঘুঁটে নিঃশেষে পুড়িয়া গেলে, যে যন্ত্রটী পোড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল, সেটি সুশীতল হইলে, সাবধানে উঠাইয়া লইবে। তারপর যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থিত তাম্র গোলক বাহির করিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে—যদি ওল পোড়ার ছাই কিছু থাকে তাহা ফুঁ দিয়া কি পাখার বাতাস দিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে, আর যে টুকু তুঁতে হইয়া গিয়াছে সে টুকু বাছিয়া ফেলিবে। তদন্তর ভস্মীভূত তাম্রা লোহার খলে, লোহার ডাঁটি দিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া কেয়াফুলের মধ্যস্থিত ধূলির ন্যায় করিয়া লইবে। যদি লোহার খল না পাওয়া যায় তাহা হইলে একখানি পরিষ্কার লোহার কড়ায় মাড়িয়া লইতে হইবে।

কাস সংযুক্ত পুরাতন জ্বর চিকিৎসা।

কাস সংযুক্ত পুরাতন জ্বর যদি বিচ্ছেদ না হয় তাহা হইলে ভাত খাইতে দিবে না। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে খৈয়ের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহার সঙ্গে বল্‌কা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ আর কাশীর চিনি কি মিছরি মিশাইয়া পথ্য দিবে। দুই চারিখানি সুজির রুটি, বেগুন বা পটল ভাজার সঙ্গেও পথ্য দেওয়া যায়। মুগের যষ বা মসুরের যুষও পথ্য।

মাংসের যূষও দেওয়া যাইতে পারে। কিস্‌মিস্, মনেকা, আঙ্গুর, দাড়িম, বেদনা এবং খেজুর প্রভৃতি কাস সংযুক্ত জ্বরে সুপথ্য। এই জ্বরে অবশ্যই গরম গরম জল পান করিতে দিবে। গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া কদাচ লাগাইবে না। মধ্যে নির্ব্বাত স্থানে রোগীকে রাখিয়া গরম জলে কাপড় ভিজাইয়া নিংড়াইয়া গা মুছিয়া দিবে। তারপর গা ঢাকিয়া রাখিবে।

বৃহদ্ ভার্গ্যাদি কষায় কাস সংযুক্ত জ্বরের ভাল ঔষধ। প্রাতঃকালে উক্ত কষায় পানের ব্যবস্থা করিবে। সন্ধ্যার সময় বাসাদি কষায় পান করিতে দিবে। নিম্নে, কষায় দুইটি কেমন করিয়া তৈয়ার করিতে হয় তাহা লিখিত হইল।

বৃহদ্ ভার্গ্যাদি কষায়—সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে ভার্গী বলে স্থান ভেদে সেই গাছ বামনহাটি, বা'ণেযষ্টি এবং ভামট নামে পরিচিত। সেই গাছের মূলের বা শিকড়ের ছাল ৯ রতি, আঁটিবাদ হরীতকী ৯ রতি, কট্‌কী ৯ রতি, কুড়কাষ্ঠ ৯ রতি, মুতা ৯ রতি, ক্ষেতপাপড়া ৯ রতি, পেঁপুল ৯ রতি, গুলঞ্চ ৯ রতি, বেলছাল ৯ রতি, শোণাছাল ৯ রতি, গণিয়ারিছাল ৯ রতি, গাম্ভারীছাল ৯ রতি, পারুলছাল ৯ রতি, শালপান ৯ রতি, চাকুলে ৯ রতি, বৃহতী অর্থাৎ তিত বেগুন ৯ রতি কণ্টকারী ৯ রতি এবং গোক্ষুর ৯ রতি, শুঁঠ ৯ রতি সমুদয় দ্রব্য এক সঙ্গে কুটিয়া ৩২ ভরি জলের সঙ্গে পাক করিতে হইবে; ৮ ভরি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

বাসাদি কষায়—বাসককে কোন কোন স্থানে বাকসও বলে। বাসকের মূলের অথবা বঁড় শিকড়ের ছাল ১ ভরি, যষ্টিমধু।০ এক শিকি অনন্তমূল।০ এক শিকি, তেজপত্র।০ এক শিকি এবং কিস্‌মিস্ বা মনেক্কা।০ এক শিকি। কিস্‌মিস্ বা মনেক্কা ভিন্ন আর দ্রব্যগুলি একত্রে ছেঁচিয়া, তার সঙ্গে কিস্‌মিস্ মিশাইয়া ৩২ ভরি জলের সঙ্গে পাক

করিবে। একটা পাথরের কি কাচের বাটিতে ২ ভরি মিছরি রাখিতে হইবে। যখন ৩২ ভরি জল ক্ষয় হইয়া ৮ ভরি জল থাকিবে তখন পুরু পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া পাত্রস্থিত মিছরিতে ঢালিয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। মিছরি গলিয়া গেলে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

নিম্নলিখিত নিদিগ্ধিকাদি কষায় পান করিলে কাসজ্বর, অরুচি মন্দাগ্নি এবং অন্যান্য প্রকার জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়।

নিদিগ্ধিকাদি কষায়—কণ্টকারী ৫৪ রতি, শুঁঠ ৫৪ রতি এবং গুড়ূচী ৫৪ রতি এক সঙ্গে পেষণ করতঃ ৩২ তোলা জলের সঙ্গে পাক করিবে। ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ৫ রতি পেঁপুলের গুঁড়া গুলিয়া দিয়া পান করিতে হইবে।

রক্তপিত্ত জ্বর।

রক্তপিত্ত সংযুক্ত জ্বর অতি বলবান্। এই পীড়া প্রকাশ পাইলেই অতি সাবধানে থাকিতে হয়।

জয়াবটী, রক্তচন্দনের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্তসংসৃষ্ট জ্বর প্রশমিত হয়। জয়াবটী কেমন করিয়া তৈয়ার করিতে হয় তাহা বলিয়াছি। ৬৮।৬৯ পৃষ্ঠায় দেখ। নিম্নলিখিত নিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া বটিকা সেবন করিবে। ক্বাথ প্রস্তুতি ও সেবন বিধি রক্তপিত্ত অধিকারে দেখ রক্তপিত্ত অধিকারোক্ত মুষ্টিযোগগুলির অন্যতম যোগ প্রয়োগ করিবে।

অন্যেদ্যুঃজ্বর।

যে পুরাতন জ্বর দিবসের মধ্যে কোন এক সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া কিছুকাল ভোগ করে, তারপর কমিয়া রহিয়া যায় অথবা পরিত্যাগ পায় তাহাকে অন্যেদ্যুঃ জ্বর বলে। প্রকুপিত দোষ মাংস ধাতু আশ্রয় করিয়া **এই জ্বর** উৎপান করে।

অন্যেদ্যুঃ জ্বরের সঙ্গে অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ যোগ দিলে যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে হয় তাহা অতি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে চিকিৎসকের নিরপেক্ষভাবে যেরূপ চিকিৎসা চলিতে পারে অথচ বেশ উপকার পাওয়া যায় তাহাই বলিয়াছি। অতঃপর যে অন্যেদ্যুঃ জ্বরে, অন্য কোন রোগের সত্ত্বা উপলব্ধি করা যায় না তাহার চিকিৎসা সংক্ষেপে বলিতেছি।

এই জ্বর প্রত্যহই একবার করিয়া বৃদ্ধি পায় আর রোগীকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে।

প্রথমতঃ পথ্যের সুব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। যদি জ্বর নিঃশেষে পরিত্যাগ না পায়, তাহা হইলে অন্নপথ্য অবশ্যই বন্ধ রাখিবে। এই জ্বরে দুগ্ধ পথ্য চলিতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ দুগ্ধ সুপথ্য নহে। খৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহার সঙ্গে বল্‌কা দুগ্ধ এবং ইক্ষুচিনি কি মিছরির গুঁড়া মিশাইয়া দিবসে দুই তিন বার পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে জ্বরে যে সকল সুপথ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া সেই সকল পথ্যের মধ্যে কোন কোন প্রকার পথ্য প্রয়োগ করিবে।

এই জ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ শান্তির জন্য পঞ্চানন রস প্রয়োগ করাই প্রশস্ত।

ইক্ষুচিনি, মধু প্রভৃতির সঙ্গে হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগ করিবে। প্রবল কম্প থাকিলে দইয়ের মাতের সঙ্গে দেওয়া উচিত। দারুহরিদ্রা ঘসার সঙ্গে পঞ্চানন রস প্রয়োগ করিতে হয়।

সতত জ্বরে দুধ পথ্য চলিতে পারে। বিবেচনা পূর্ব্বক অন্যান্য পথ্য দেওয়া উচিত। যদি প্রথম হইতেই সতত জ্বর প্রকাশ পায় তাহা হইলে নিয়মিত কাল যাবৎ নবজ্বরে হিতকর পথ্য সেবন করিতে হইবে।

যে কষায় জ্বররোগের কথায় বলিয়াছি নিম্নে তাহার পত্রী লিখিত হইল।

কাঁচা পটোল পত্র ৩২ রতি, অনন্তমূল ৩২ রতি, মুতা ৩২ রতি, আকনাদির মূল ৩২ রতি এবং কট্‌কী ৩২ রতি। একত্র পেষণ করিয়া ৩২ ভরি জলের সঙ্গে পাক করিয়া ৮ ভরি শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে তাহাতে ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা মধু দিয়া পান করিতে দিবে।

পালা জ্বর।

যে জ্বর প্রকাশের দিনের পর দিন, অন্তর্লীন রহিয়া তৃতীয় দিনে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়, তাহার নাম তৃতীয়ক জ্বর। তৃতীয়ক জ্বরের চলিত নাম একান্তর জ্বর।

যে জ্বর প্রকাশের দিনের পর উপর্য্যুপরি দুই দিন অপ্রকাশ রহিয়া চতুর্থ দিনে পুনর্ব্বার প্রকাশ পায়, তাহাকে চাতুর্থক জ্বর বলে। চাতুর্থক জ্বরের চলিত নাম ত্র্যাহিক জ্বর।

আর এক প্রকার জ্বরের নাম চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বর। চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বর উপর্যুপরি দুই দিন ভোগ করিয়া তৃতীয় দিনে প্রকাশ পায় না, চতুর্থ দিনে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়। এই জ্বরকে অনেকে দু-সতীনে জ্বর বলে।

তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বরের সাধারণ নাম পালা জ্বর। সাধু ভাষায় পালা জ্বরকে সপর্য্যায় জ্বর বলে।

সচরাচর সন্ততাদি জ্বরই সপর্য্যায় জ্বরে বিপরিণত হয়। কখন কখন আরম্ভকাল হইতেই তৃতীয়কাদি পালা জ্বর আবির্ভূত হইতেও দেখা যায়।

তৃতীয়ক জ্বর চিকিৎসা—কুমুরকিয়া বা কুমুরিয়া অথবা কাঁচ পোকা নামক পতঙ্গ সম্ভবতঃ সকলেরই পরিচিত জীব। এই পতঙ্গ মৃত্তিকা আহরণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে দেওয়ালের গায়ে, কড়িতে, চৌকাঠে, খাটের গায়ে এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে বাসা বাঁধে। কিছুদিন পরে বাসা ছাড়িয়া যায়। রোগীর যে দিন জ্বর আসিবে তৎপূর্ব্ব দিন কুমুরিয়া পোকার একটা ছাড়া বাসা, ছাড়া বাসা না পাইলে যে বাসায় পোকা বাস করে সেইরূপ একটা বাসা, ঠিক করিয়া রাখিবে; নিকটে না রহিলে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। পালার দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হাত মুখ না ধুইয়া কুমুরকিয়ার বাসার মাটী বাম হস্ততলে রাখিয়া নিজের থুথু দিয়া গুলিয়া রোগীর ললাটে স্থূল দীর্ঘ ফোটা দিবে। ঐ ফোটা সে দিন ধুইয়া কি মুছিয়া ফেলিবে না। এই প্রক্রিয়ার আশ্চর্য্য প্রভাবে তৃতীয়ক জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে। এক দিন মাত্র ব্যবহার করিতে হয়। কদাচিৎ তারপর পালার দিন ব্যবহারের আবশ্যক হইয়া থাকে।

চাতুর্থক জ্বরের চিকিৎসা—রসসিন্দুর উত্তমরূপে মাড়িয়া মাড়িয়া সিন্দূরের ন্যায় করিয়া লইতে হইবে। সেইরূপ রসসিন্দুর ৪৮ রত্তি, আফিং ৩ রতি, ভাল জারা লৌহ ২৪ রতি এবং ভাল কুইনাইন্ ৪৮ রতি। প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ জলের সহিত ৩ রতি আফিং মাড়িয়া উত্তমরূপে দ্রব করিয়া লইবে। তারপর তাহাতে ৪৮ রতি রসসিন্দুর দিয়া আবশ্যক মত জল দিয়া কিছুক্ষণ মাড়িবে! তৎপর লৌহ এবং কুইনাইন দিয়া প্রয়োজনানুরূপ জলের সঙ্গে মাড়িয়া ২৪টী বটী বাঁধিবে।

যে দুই দিন জ্বর না আইসে সেই সেই দিন প্রত্যহ ৩ বটী সেবন করাইতে হইবে। প্রাতঃকালে ১ বটী, মধ্যাহ্নকালে ১ বটী এবং সন্ধ্যার সময় ১ বটী সেবন করিতে হয়।

আদা, ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ এবং শিউলিফুলের পাতা তুল্য পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত পেষণ করত কলার পাতায় বেষ্টন করিয়া আগুনের তাপে ঝল্‌সাইয়া লইয়া তাহার রসের সঙ্গে বটী গুলিয়া সেবন করিলে অতিশয় উপকার লাভ করা যায়। শিউলিফুলের পাতার রসের সহিতও সেবন করানও যায়।

চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বরে এবং তৃতীয়ক জ্বরেও উক্ত ঔষধ ভাল কাজ করে। জ্বরের বিরাম কালে উক্ত অনুপানে সেবন করাইতে হয়।

স্বায়ত্ত চিকিৎসা

পরিশিষ্ট।

কফজ্বর।

বুদ্ধিমান্ এবং কর্ম্মকুশল গৃহস্থগণ, অন্যের নিরপেক্ষ হইয়া যে সকল জ্বরের স্বরূপ নিরূপণ পূর্ব্বক তত্তদ্জ্বরের ঔষধ সংগ্রহ করত সুচিকিৎসা করিতে পারেন, তৎসমুদয় মূলগ্রন্থে কথিত হইয়াছে। কফজ্বরের নিদানাদি তত্ত্ব এবং চিকিৎসা প্রণালী কথিত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, সম্প্রতি কফজ্বর সময়ে সময়ে জনপদে যুগপৎ বহু নর-নারীকে আক্রমণ করিয়া ক্লেশ প্রদান করে। সেই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কেহ কেহ বা প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই প্রকার বহু ব্যাপক কফজ্বরের চলিত নাম ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। স্বায়ত্ত চিকিৎসার পাঠকবর্গের দৃষ্টির আকর্ষণের জন্য—কফজ্বর স্বতন্ত্র প্রকরণে লিখিত হইল।

অহিত আহার-বিহার প্রভৃতি কারণে সঞ্চিত কফ আদৌ প্রকুপিত হয়; তদনন্তর প্রদুষ্ট কফ প্রসর্পিত হইয়া শরীরে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সঞ্চরণ ব্যাপারে ব্যাপৃত প্রদুষ্ট কফ যদি আমাশয়ে সংশ্রিত হইয়া, তত্রস্থ সঞ্চিত আমরসের সহিত যোগ দেয়, তাহা হইলে সেই সাম শ্লেষ্মা অগ্নিমান্দ্য এবং শ্রোতোরোধ প্রভৃতি অনর্থ সংঘটন করত যে জ্বর উৎপাদন করে তাহার নাম কফজ্বর।

কফজ্বরে জ্বরের সন্তাপ প্রখর হয় না, কিন্তু শরীর আস্বাচ্ছন্দ্যের নিলয় হইয়া উঠে। শরীরের বিশেষতঃ মস্তকের গুরুতা, আলস্য, অক্ষুধা তজ্জন্য আহারে একান্ত অনিচ্ছা, মুখ বৈজাত্য, অঙ্গের অবসন্নতা,

নিষ্ঠীবন, কদাচিৎ বমন, শীত বোধ, নিদ্রা এবং তন্দ্রা প্রভৃতি কফজ্বরের লক্ষণ।

চিকিৎসা—লঙ্ঘন সর্ব্বজ্বর চিকিৎসার আদ্যক্রম, বিশেষতঃ লঙ্ঘন কফজ্বরের পরমৌষধ। লঙ্ঘনসহ সবল রোগীর পক্ষে দুই-একদিন উপবাসের ব্যবস্থা করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। অগত্যা লঘুভোজনের ব্যবস্থা করিবে। খ'য়ের, কাপড়ে ছাঁকামণ্ড কফজ্বরে অতি সুপথ্য। শটীর পালো লইয়া পেয়া কল্পনা করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। মসুরের যূব ও অতি সুপথ্য। পানার্থ তপ্ত জল অবশ্যই ব্যবস্থা করিবে। হিম সংস্পর্শ হইতে রোগীর শরীর যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে।

ঔষধ প্রয়োগ—প্রাতঃকালে ১বটী নারদীয় লক্ষ্মী বিলাস আদার রসের সহিত সন্ধ্যার সময় ১বটী কফ চিন্তামণি তুলসীরস ও মধু যোগে সেবন করাইলে প্রায়শঃ কফজ্বর আরোগ্য হয়। কফ প্রবল হইলে প্রতিদিন আরও ২।১ বটী প্রয়োগ করিবে।

আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইলে, সাত দিনের পর পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথ পান করিতে দিলে অচিরে কফজ্বর প্রশমিত হয়।

আম্রামৃত

অগ্নি বা অগ্নিতপ্ত ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ এবং জল প্রভৃতি দ্রব্যযোগে শরীরের ত্বগ্‌দেশ প্লুষ্ট হইলে, তৎপ্রদেশে দহনের তারতম্যানুসারে মৃদু, মধ্য এবং তীব্র জ্বালা উপস্থিত হয়; তার পর ফোস্‌কা উদ্গত হইতে থাকে। ফোস্‌কা গলিয়া গেলে ক্ষত প্রকাশ পায়।

দগ্ধ ক্ষেত্রে অবিলম্বে বা কিঞ্চিৎকাল পরে, আম্রামৃত সেচন করিলে তৎক্ষণাৎ দহনজ জ্বালা নিবৃত্ত হয় এবং ফোস্‌কা উঠে না এবং ক্ষতও প্রকাশ পায় না।

দগ্ধস্থানের আয়তনের তুল্য আয়তন এক খণ্ড পরিস্কার বস্ত্র খণ্ড আম্রামৃতে সিক্ত করিয়া ব্যাধিত স্থানে বসাইয়া দিয়া তদুপরি অল্প অল্প আম্রামৃত সেচন করিতে হয়। গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে উক্ত ঔষধ প্রস্তুত রাখিলে দুঃসময়ে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আশা করি গৃহস্থগণ অতি অকিঞ্চিৎকর ব্যয় এবং অনায়াস সাধ্য ঔষধটী প্রতিবৎসর প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

আম্রামৃত প্রস্তুতি বিধি—আম্রফলের অভ্যন্তরস্থ অস্থি অর্থাৎ আঠী যতদিন কোমল আবরণে আবৃত থাকে ততদিন তাহাকে আমের কুশী বা কেশী বলে। আম্রাস্থির আবরণ কঠিন হইলে লোকে তাহাকে আমের আঠী বলে। আমের কেশী, আঠী নহে, কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া একটী পরিষ্কার বোতলের অর্দ্ধোদর পুরিয়া বোতলটী নির্ম্মল জলপূর্ণ করিয়া, বোতলের মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। এক সপ্তাহ গত হইলে আম্রাস্থির রস গুণ বীর্য্য জলে সংক্রমণ করত আম্রামৃত প্রস্তুত হইবে। এক বৎসর যাবৎ আম্রামৃতের গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে।

ফাল্গুন যায় চৈত্র আইসে এমন সময়ে আম্রামৃত প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। স্বার্থ পরার্থের জন্য ৫।৭ বোতল প্রস্তুত রাখা উচিত।

সোভাঞ্জন তৈল।

কটিদেশে বেদনা কিংবা সশূল বেদনা এবং বাহু প্রভৃতি স্থানের বেদনা প্রশমনের জন্য চিকিৎসকেরা যত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন তন্মধ্যে সোভাঞ্জন তৈল অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উক্ত তৈল বেদনা স্থলে মালিশ করিলে অচিরে আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে। এমন কি সদ্যঃ রোগ মুক্তির ও আশা করা যাইতে পারে।

সোভাঞ্জন তৈলের প্রস্তুতি বিধি—সার্ষপতৈল এবং সোভাঞ্জন ত্বকের স্বরস যোগে উক্ত তৈল প্রস্তুত করিতে হয়।

সজিনা গাছের মূল উঠাইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া তাহার ছাল উঠাইয়া লইবে। মূলের ছালের অভাব হইলে গাছের ছালই গ্রহণ করিবে।

সদ্যঃ আহৃত ছাল প্রথমতঃ উদূখলে বা ঢেঁকিতে কুটিয়া শিলাতলে পিশিয়া লইবে। সেই কুট্টিত পিষ্ট সোভাঞ্জন বল্কল দৃঢ় বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিয়া নিংড়াইলে যে স্বরস পাওয়া যাইবে তাহা ⁄৪ সের গ্রহণ করিবে।

সরিষার খাঁটীতৈল ⁄১ একসের একখানি পরিষ্কার কটাহে রাখিয়া মৃদু সন্তাপে পাক করিবে। তৈল নিশ্চল ও নিষ্ফেন হইলে নামাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া আসিলে তাহাতে ২ তোলা হরিদ্রার রস দিয়া মূর্চ্ছা দিবে। সেই মূর্চ্ছিত তৈল পুনরপি কটাহে রাখিয়া তাহাতে ⁄৪ সের সজিনার স্বরস দিয়া ধীরে ধীরে পাক করিতে হইবে। কিঞ্চিৎ স্বরস থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। ২।৩ দিন পরে পুনর্ব্বার পাক করত জলীয়াংশ সম্যক্ নিঃশেষ করিয়া, কাট বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে।

বেদনা নাশক অপর তৈল।

বাব্‌রি তুলসী বা বাবুই তুলসী নামক তুলসী বিশেষের স্বরস যোগে উক্ত প্রকারে তৈল পাক করিয়া বেদনা স্থলে লাগাইলে অঙ্গের একদেশ বা সার্ব্বাঙ্গীন বেদনা প্রশমিত হয়।

কাউর ঘায়ের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

জীয়ন্ত বড় কই মাছ খোলায় ভাজিয়া এরূপ করিয়া লইবে, যেন তাহা গুঁড়া করিলে কালী হয়। মাছের কোন অবয়ব বাদ দিবে না। সেই কালী কাপড়ে ছাঁকিয়া চালমুগ্‌রার তৈলে গুলিয়া ব্যাধিত স্থলে লাগাইতে হয়। ২।৩ দিনেই আরোগ্য লাভ করা যায়।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
নিশিয়া	মিশিয়া	৪	১১
কম্মে	কৰ্ম্মে	১০	৬
পরিস্কার	পরিষ্কার	১০	১৯
বিগহিত	বিগর্হিত	১০	২২
সং	সঙ্গে	১৭	১৩
সন্ধ্যর	সন্ধ্যার	২১	২০

১৯ পৃষ্ঠার বিদ্রধি শোথচিকিৎসার কথায় কল্পনা ২৬ পৃষ্ঠার পরিশেষে দ্রষ্টব্য।

২৫ পৃষ্ঠার (৮) পীযুষপয়োধি প্রদেহের পরিশিষ্টাংশ ৪র্থ প্যারা হইতে দ্রষ্টব্য।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বেদনযুক্ত	বেদনাযুক্ত	৩৬	১০
দন্তীমূলেব	দন্তীমূলের	৩৭	২০
ঘুটিয়া	ঘুঁটিয়া	৪২	১৩
মেূল	মূল	৪৭	১১
সম্ভূত	সম্ভূত	৪৮	১৪
আগস্ত	আগন্তু	৪৮	১৪
কাট	কীট	৪৯	১৬
বায়	যায়	৫১	১৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
হেলমোচিকা	হিলমোচিকা	৫১	১৮
খণ্ডে	খণ্ডের	৫৬	২২
উপ	উপর	৫৬	২২
লইতে লইতে	লইতে	৫৯	৪
পারষ্কৃত	পরিষ্কৃত	৫৯	১০
হব	হয়	৬১	৭
নাসান্ধে	নাসারন্ধ্রে	৬৪	৭
সর্ব্বাঙ্গন বশিষ্ট	সার্ব্বাঙ্গীন বিশিষ্ট	৬৬	১৮
নমের	নিমের	৬৮	১৮
ষহিয়া	রহিয়া	৭১	৩
নিগুণ্ডী	নির্গুণ্ডী	৭৪	১৮
পৃষ্ঠাদেখ	৫৮ পৃষ্ঠা দেখ	৭৪	১৭
আকরের	আকারের	৭৪	২৩
আরোগ্যান্মুখ	আরোগ্যন্মুখ	৭৮	১
ত্বম্মোংশ	ত্বম্মাংশ	৭৮	৬
ম্বৎপাত্র	মৃৎপাত্রে	৭৯	২৫
কাপড়েরয়	কাপড়ের	৮০	১০
পাড়কা	পীড়কা	৮৩	২
ব্র্ণ	ব্রণ	৮৩	২
পেষন	পেষণ	৮৪	৮
তেল	তিল	৮৫	৪
ে লিক	চিলিক	৮৭	১২
পৈশিক প্রাচীর	পৈশিক-প্রাচীর	৮৮	১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
কুট্টিয়া	কুটিয়া	৮৯	৭
পূন	পূর্ণ	৯১	২০
জাবন	জীবন	৯৩	১২
কতকগুাল	কতকগুলি	৯৪	১
তেল	তৈল	৯৫	৯
শ্রুত	শ্রুত	৯৬	১৫
উপয়ি স্তন	উপরিস্তন	৯৮	৬
গেড়া	গোড়া	৯৮	১০
যিবসে	দিবসে	৯৮	১৮
ছালর	ছালের	৯৯	১
সাংসের	মাংসের	৯৯	৯
প্রানদাবর্ত্তকার	প্রানদাবর্ত্তিকার	৯৯	১১
নিম্নলিখিজ	নিম্নলিখিত	৯৯	১৮
কর্পূ	কর্পূর	১০০	১
করিয়া	করিয়া	১০০	৪
দন্তগত	দন্তগত	১০০	৬
প্রস্তুতি	প্রস্তুতি	১০০	৯
ভাবষাচ্যে	ভাববাচ্যে	১০১	১
জন্য	জন্য	১০১	১৬
অল্লাধক	অল্লাধিক	১০২	৭
বাভ	বাত	১০২	১৫
মুক্তা	যুক্ত	১০২	১৫
থা	বা	১০৩	৯

অশুদ্ধ		পৃষ্ঠা	পংক্তি
রভি	রত্তি	১০৩	১০
গোড়ালেবুর	গোঁড়ালেবুর	১০৪	৩
গেবীমাটী	গেরীমাটী	১০৪	১৬
নৃত্তিকা	মৃত্তিকা	১০৪	১৬
প্রশামিত	প্রশমিত	১০৪	২৩
হয়	হয়	১০৪	২৩
স্বর্নবঙ্গ	স্বর্ণবঙ্গ	১০৫	৪
তনেক	অনেক	১০৬	১৪
ঔম্বডুরামৃত	ঔডুম্বরামৃত	১০৭	heading
অজ্জশ্য	তজ্জন্য	১০৭	৪
পাত	পাত্তা	১০৭	২১
দীর্ঘয়ত	দীর্ঘায়ত	১০৮	১
ব্যাঞ্জন	ব্যঞ্জন	১০৮	২
।০	।/০	১০৮	১৬
জলিয়াংশ	জলীয়াংশ	১০৮	২২
ঔম্বতুরামৃত	ঔডুম্বরামৃত	১০৯	২২
প্রশমণের অন্য	প্রশমনের জন্য	১১১	৪
কিন্তু	কিন্তু	১১১	১০
পৃষ্ঠাদেখ	৬৭ পৃষ্ঠাদেখ	১১১	১২
আস্রব	আস্রাব	১১২	১৬
ঔডুম্বরামৃতেয়	ঔডুম্বরামৃতের	১১৬	১৫
অস্থাও	অবস্থা	১১৮	৩
ইথাকিতে	থাকিতে	১২৪	১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
নামায়া	নামাইয়া	১২৪	১
স্নিগ্ধা	স্নিগ্ধ	১২৫	৮
প্রভৃন্তি	প্রভৃতি	১২৫	১২
দ্রবধর্ম্মী	দ্রব্যধর্ম্মী	১২৬	২
কল্পনায়	কল্পনার	১২৬	১৬
পরিমত	পরিমিত	১২৭	৩
থকে	থাকে	১২৮	২
মূচ্ছিত	মূর্চ্ছিত	১২৮	২১
দ্রব্য	দ্রব	১২৯	১
শার্ঙ্গধর	শার্ঙ্গধর	১২৯	৩
মূচ্ছাপাকের	মূর্চ্ছাপাকের	১২৯	২০
প্রভৃতি দ্রব্য	প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য	১৩০	১১
দেওয়	দেওয়া	১৩০	১১
গোবয়	গোময়	১৩১	৯
করিয়্া	করিয়া	১৩৬	৫
ভট্টাকায়াং	তট্টিকায়াং	১৩৬	Foot Note
মনোবুদ্ধিন্দ্রিাপঘাত	বুদ্ধিন্দ্রিয়উপঘাত	১৩৭	
পর্য্যষিত	পর্য্যুষিত	১৩৮	৯
পানীনয়	পানীয়	১৩৯	১
মুত্রের	মূত্রের	১৩৯	১

১৪৩ পৃঃ ১৩ পংক্তির উষ্মা বায়ু হইতে দুই পংক্তি Foot Note, অবশিষ্ট মূল।

এনং	এবং	১৪৭	৯

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
চূণ	চূর্ণ	১৪৭	৯
দুস্পাচ্য	দুষ্পাচ্য	১৪৮	২
মূত্রবস্তিতে	বস্তিতে	১৪৮	১৯
অম্নমণ্ডের	অন্নমণ্ডের	১৪৮	২১
চূর্ণ	চূর্ণ	১৪৯	২
সুদুলভ	সুদুর্লভ	১৫০	১৩
ধীয়ে	ধীরে	১৫১	১৫
ফাপে	ফাঁপে	১৫২	৩
মাড়িষা	মাড়িয়া	১৫২	১৭
অমুচ্ছিত	অমূর্চ্ছিত	১৫৫	৯
সম্ভুত	সম্ভূত	১৫৬	২
সম্ভুত	সম্ভূত	১৫৬	১৫
সমস্ত	সমস্ত	১৫৮	১
দুগ্ধে	দুগ্ধের	১৫৮	২
বিষুক্ত	বিযুক্ত	১৫৮	৬
কুস্তীদ্বারা	খুন্তীদ্বারা	১৬১	৪
আতইস	আতইচ	১৬২	২০
প্রসিদ্ধ	প্রসিদ্ধ	১৬৪	৭
চুর্ণ	চূর্ণ	১৬৪	১৭
কার্ষ্যকালে	কার্য্যকালে	১৬৪	১৭
হৃৎকোষ্টের	হৃৎকণ্ঠের	১৬৫	৯
হৃৎকষ্ট	হৃৎকণ্ঠ	১৬৫	১২
শুঁটের	শুঁঠের	১৬৭	১৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সম্ভুত	সম্ভূত	১৬৮	৮
শঙ্খ শক্তি	শঙ্খ শুক্তি	১৭১	৬
লবনের	লবণের	১৭২	১৭
চূর্ণ	চূর্ণ	১৭২	২১
সত্ত্বপর	সম্ভবপর	১৭৪	২৪
বিশূটী	বিসূচী	১৭৫	৪
দেষবিশেষ	দোষবিশেষ	১৭৫	৬
অবস্যই	অবশ্যই	১৭৬	১
বিসূচিকা	বিসূচিকা	১৭৬	৩
থারে	থাকে	১৭৬	৭
অল্পাযাসে	অল্পয়াসে	১৭৬	৬
টার্পিনি	তার্পিণ	১৭৬	২২
চুক্র	চুক্র	১৭৮	১
দয়ের	দইয়ের	১৭৮	১৬
থল্লীশলে	থল্লীশূলে	১৭৯	১
প্ররোগ	প্রয়োগ	১৭৯	১৬
লীলাভ	নীলাভ	১৮২	১৪
সিট্কির	ফিট্কিরির	১৮৩	১৪
ঘর্ম্মাপ্লত	ঘর্ম্মাপ্লুত	১৮৩	১৪
বাটাটী	বটীটা	১৮৪	৫
দিরা	দিয়া	১৮৮	১৪
বিসেষতঃ	বিশেষতঃ	১৯০	৫
বাহি	বহু	১৯২	২

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মুগ্ধ	দুগ্ধ	১৯৫	৯
তিস্তৃষ	নিস্তৃষ	১৯৫	১০
থালিকেও	থাকিলেও	১৯৫	১৩
অক্তস্রুতির	রক্তস্রুতির	১৯৬	১৩
কষার	কষায়	১৯৬	১৬
দড়িম	দাড়িম	১৯৭	৫
পাপয়া	পাওয়া	১৯৭	৭
প্রযয়াগ	প্রয়োগ	১৯৭	১১
সংঘন	সংঘটন	১৯৮	৬
নইলে	লইলে	২০১	২১
ষেগে	যোগে	২০২	৩
উপধুক্ত	উপযুক্ত	২০২	৭
তমদেশে	তলদেশে	২০২	১৭
নববীতাথ্য	নবনীতাখ্য	২০২	২২
অঙ্গরাগ্নি	অঙ্গারাগ্নি	২০৩	৭
যস্ত্রোদ্ধও	যন্ত্রোদ্ধৃত	২০৭	৬
পরোমপকার	পরমোপকার	২০৭	১৯।২০
শুকাইরা	শুকাইয়া	২১৮	১২
হিঙ্গাস্য	হিগ্বাস্য	২১৮	১৮
শূলবর্ত্তিনী	শূলবজ্রিনী	২২৭	২১
জ্ঞেয় মিভি	জ্ঞেয়মিতি	২৩০	৪
শুষ্ক	শুষ্ক	২৩৪	১৩
শায়তল	শাতল	২৬৯	২২

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
তৈলাদিভে	তৈলাদিতে	২৪০	৮
অগ্নিবর্গ	অগ্নিবর্ণ	২৪২	১৩
কদলীকন্দনীর	কদলীকন্দলীর	২৪২	১৬
কবটী	কবচী	২৪৫	১৯
মৃদগার	মুদ্গর	২৫০	২০
শররৌদ্র	শরদ্রৌদ্র	২৫১	৫
ডদ্ধধঃ	উর্দ্ধাধঃ	২৫১	১৩
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ	কিঞ্চিৎ	২৫৭	১৪
কষার	কষায়	২৭০	১৬
অমারাগ্নিতে	অঙ্গরাগ্নিতে	২৭২	২
ছটাভার	পুটাভ্যন্তর	২৭১	৩
কঙ্ক	কল্ক	১৭১	৩
এব	এবং	১৭৪	৮
রোগর	রোগের	২৭৬	৯
ব্যপারে	ব্যাপারে	২৮১	১৫
শৃঙ্গাদি	শৃঙ্গ্যাদি	২৮৬	১৩
ব্যক্তি সেবন	ব্যক্তি দুগ্ধ সেবন	২৯০	২০
রোগগ্রস্তের	রোগগ্রস্থের	২৯১	১
আরোগ্যাপযোগিতা	আরোগ্যোপযোগিতা	২৯১	১৮
হেত	হেতু	২৯৭	১
পারবর্জ্জন	পরিবর্জ্জন	২৯৯	১৩
মাস	মাংস	৩০০	৬
টাকায়	টাকার	৩০৬	২১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বী	বড়ী	৩১২	
চক্রম্যমানা	চংক্রম্যমানা	৩১৫	২[illegible]
গৃহান্তে	দৃশ্যন্তে	৩১৫	২১
অর্দ্ধাভেদক	অর্দ্ধাবভেদক	৩১[illegible]	৮
লগরাইয়া	রগড়াইয়া	৩২৯	২
বেভ্রমঘটে	বিভ্রমঘটে	৩২৯	১৪
গ্রন্ত	গ্রস্থ	৩৩১	১
ইদ্রিয়	ইন্দ্রিয়	[illegible]৩১	২[illegible]
পিকল্প	বিকল্প	৩৩১	২২
বিশেষ	বিশেষ	৩৩১	৯
যাহ	যাহা	৩৩৩	২
পৃষ্ঠা দেখ	৩১০ পৃষ্ঠা দেখ—	৩৩[illegible]	
(*) পৃষ্ঠা দেখ	৪১ পৃষ্ঠা দেখ	৩৩৮	১
সংগৃহাত	সংগৃহীত	৩৩৯	
রোগগ্রস্তকে	রোগগ্রস্থকে	৩৩৯	
রোগী	রোগ	৩৩৯	২
সুদুলভ	সুদুর্লভ	৩৪০	
—পৃষ্ঠাদেখ	৭৫ পৃষ্ঠা দেখ	৩৪২	
দ্রুত	শ্রুত	৩৪৫	
প্রসিদ্ধ	প্রসিদ্ধ	৩৪৫	
বায়	বায়ু	৩৪৮	
নূনাধিক	ন্যূনাধিক	৩৪৮	২
পপ্তাহের	সপ্তাহের	৩৫৩	

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মক্কন্দশূল	মক্কল্লশূল	৩৫৫	৮
দ্রাব	স্রাব	৩৫৫	১৯
গ্রন্ত	গ্রস্থ	৩৫৮	১০
শাম্তি	শান্তি	৩৫৯	১০
বক্ষমান	বক্ষ্যমান	৩৬২	১৯
পাটোল পত্র	পটোল পত্র	৩৭০	২
সৈন্ধল	সৈন্ধব	৩৭১	২
প্রকার-কল্পনা	প্রকার পথ্য কল্পনা	৩৭২	
তথাৎ	অর্থাৎ	৩৭২	১
নিয়েধ	নিষেধ	৩৭৩	
দিস	দিবস	৩৭৪	১
পাশড়ে	পাশে	৩৭৬	
অপামাগ	অপামার্গ	৩৭৮	১
ধূইয়া	ধুইয়া	৩৮১	
রমম	রকম	৩৮২	
হ্যয	হয়	৩৯৮	
প্লাহার	প্লীহার	৪০৩	
খাটো	খাট	৪০৩	
জর	জ্বর	৪০৪	
পিষ্ট দবগুলি	পিষ্ট দ্রব্যগুলি	৪০৫	